বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১০

তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা -১২০৭
টেলিফোন নম্বরসমূহ ঃ ৯১১৩৯০০, ৯১১০৭৫৫, ৯১১০৬৭৫, ৯১১১৫৯০, ৮১৮১২২২, ৮১৮১২১০, ৮১৮১২১৮, ৮১৮১২১৭, ৯১৩৭৩৩২, ৯১৩৭৪৪৯ ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮
ওয়েব সাইট www.infocom.gov.bd ই-মেইলঃ cicicbd@yahoo.com

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১০

তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা -১২০৭
টেলিফোন নম্বরসমূহ ঃ ৯১১৩৯০০, ৯১১০৭৫৫, ৯১১০৬৭৫, ৯১১১৫৯০, ৮১৮১২২২, ৮১৮১২১০, ৮১৮১২১৮, ৮১৮১২১৭, ৯১৩৭৩৩২, ৯১৩৭৪৪৯ ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮
ওয়েব সাইট www.infocom.gov.bd ই-মেইলঃ cicicbd@yahoo.com

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১০

পরিকল্পনা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : তথ্য কমিশন

সহযোগিতায় : কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

প্রকাশকাল : ৩১ মার্চ, ২০১১

তথ্য কমিশন কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণ : তিথী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৮/সি-১, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৫০৪১২, ৯৫৫৩৩০৩

তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা -১২০৭

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

সূচীপত্র
(পৃষ্ঠাক্রম অনুসারে)

বিষয়		*পৃষ্ঠা নম্বর*
সূচীপত্রের সারণী		iii-v
মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে তথ্য কমিশনের সাক্ষাৎকার		vii
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট উদ্বোধন		viii-ix
তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রীর সাথে তথ্য কমিশনের সভা		x
বার্ষিক প্রতিবেদনের নির্বাহী সার-সংক্ষেপ		xi-xvi
অধ্যায় ১ ঃ	বাংলাদেশে তথ্য অধিকারের ইতিবৃত্ত	১
১.১	তথ্য অধিকারের পটভূমি	১
১.২	তথ্য অধিকার আইন ও আন্তর্জাতিক আইনের ধারা	১
১.৩	সার্কভুক্ত দেশসমূহে তথ্য অধিকারের বর্তমান অবস্থা	২
১.৪	বাংলাদেশের সংবিধানে তথ্য অধিকারের স্বীকৃতি	৩
১.৫	তথ্য অধিকার আইন পাস ও তথ্য কমিশন গঠন	৩
১.৬	অবকাঠামো, জমি বরাদ্দ ও নিজস্ব ভবন নির্মাণ	৩
১.৭	সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলের বর্তমান অবস্থা	৪
অধ্যায় ২ ঃ	তথ্য অধিকার আইন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি	৫
২.১	তথ্য অধিকার আইনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ	৫
২.১.১	গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞাসমূহ	৫
২.১.২	তথ্য অধিকার আইন অনুসারে কর্তৃপক্ষের করণীয়	৬
২.১.৩	তথ্য অধিকার আইন অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের কর্তব্যসমূহ	৬
২.১.৪	তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ও তথ্য প্রদান পদ্ধতি	৭
২.১.৫	তথ্য অধিকার আইনের প্রাধান্য ও তথ্য লাভের অধিকার	৭
২.১.৬	তথ্য প্রদানে অনুসরণীয় ব্যতিক্রমসমূহ	৮
২.১.৭	তৃতীয় পক্ষের তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলী	৯
২.১.৮	তথ্য কমিশনের ক্ষমতা	৯
২.১.৯	তথ্য কমিশনের কার্যাবলী	১০
২.১.১০	আপীল আবেদন গ্রহণ ও নিষ্পত্তিকরণ পদ্ধতি	১০
২.১.১১	তথ্য কমিশন কর্তৃক অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিকরণ পদ্ধতি	১১
২.১.১২	জরিমানা আরোপ ও আদায়	১১
২.১.১৩	অব্যাহতিপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ ও এর ব্যতিক্রম	১২
অধ্যায় ৩ ঃ	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নকল্পে গৃহীত ব্যবস্থাদি	১৩
৩.১	জনঅবহিতকরণ কর্মশালা/সেমিনার	১৩
৩.২	তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট	১৩
৩.৩	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী	১৩

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৩.৪	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ	১৪
৩.৫	বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ মডিউলে তথ্য অধিকার আইন অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রস্তাব	১৫
৩.৬	তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশনারগণ ও কর্মকর্তাগণের ভূমিকা ঃ	১৫
৩.৬.১	প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অব:) মোহাম্মদ জমির কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	১৫
৩.৬.২	তথ্য কমিশনার সাবেক সচিব জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	১৬
৩.৬.৩	তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	১৭
৩.৬.৪	তথ্য কমিশনের সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	২০
৩.৭	তথ্য অধিকার আইন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব	২১
৩.৮	তথ্য কমিশন ও বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ার সাথে মতবিনিময় সভা	২১
৩.৯	তথ্য কমিশন ও বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাথে মতবিনিময় সভা	২২
৩.১০	দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সংস্থার সাথে আলোচনা	২২
৩.১১	তথ্য অধিকারের বিষয়ে প্রচারণার জন্য বিভিন্ন মোবাইল ফোন অপারেটরদের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর	২৩
৩.১২	তথ্য কমিশনের প্রকাশনা	২৪
৩.১৩	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কমিউনিটি রেডিও'র ভূমিকা	২৪
৩.১৪	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসকগন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ	২৫
৩.১৫	তথ্য অধিকার আইন ও জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে স্থাপিত ফ্রন্ট ডেস্ক	২৭
৩.১৬	তথ্য অধিকার আইন ও জেলাভিত্তিক তথ্য বাতায়ন	২৮
৩.১৭	বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কারিতাস কর্তৃক তথ্য কমিশনকে কম্পিউটার সামগ্রী প্রদান	২৮
অধ্যায় ৪ ঃ	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বাস্তবায়ন	২৯
৪.১	বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ও প্রকৃতি	২৯
৪.২	প্রত্যাখ্যাত আবেদনসমূহ	৩০
৪.৩	আপীলের সংখ্যা ও নিষ্পত্তির অবস্থা	৩০
৪.৪	বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ	৩০
৪.৫	তথ্য অধিকার আইন অনুসারে প্রদত্ত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	৩০
৪.৬	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি	৩০
৪.৭	বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাবসমূহ	৩১
৪.৮	তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ ও গৃহীত ব্যবস্থাদি	৩২
৪.৯	তথ্য কমিশন কর্তৃক আরোপিত ও আদায়কৃত জরিমানা	৩২
৪.১০	তথ্য কমিশন কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা ও প্রবিধানমালা	৩২
৪.১১	সর্বাধিক আবেদন প্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়/সংস্থা	৩৩
৪.১২	সর্বাধিক আবেদন প্রাপ্ত ১০টি জেলা	৩৪
৪.১৩	সর্বাধিক আবেদন প্রাপ্ত ১০টি বেসরকারী সংস্থা	৩৫
৪.১৪	জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের বিশ্লেষণ	৩৬
৪.১৫	তথ্য কমিশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব	৩৬

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

অধ্যায় ৫ ঃ	তথ্য কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন সংস্কার প্রস্তাব	৩৭
৫.১	ভূমিকা	৩৭
৫.২	পর্যবেক্ষণ ও মতামত	৩৭
৫.৩	তথ্য অধিকার আইনের কিছু সংস্কার প্রস্তাব ঃ	৩৭
৫.৩.১	প্রতিবন্ধী মানুষের অন্তর্ভুক্তি	৩৭
৫.৩.২	আদিবাসীদের অন্তর্ভুক্তি	৩৭
৫.৩.৩	নারীদের অন্তর্ভুক্তি	৩৭
৫.৩.৪	শিশুদের অন্তর্ভুক্তি	৩৮
৫.৩.৫	বেসরকারী দেশীয় ও বহুজার্তিক কোম্পানীগুলোর অন্তভুর্ক্তি	৩৮
৫.৪	তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ	৩৮
৫.৫	তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের সুপারিশ	৩৯
৫.৬	উপসংহার	৪০

পরিশিষ্টসমূহ ঃ

১.	সাংগঠনিক কাঠামো	৪৩
২.	তথ্য কমিশনের এসএমএস প্রেরণ ও ওয়েবসাইট ভিজিট সংক্রান্ত প্রতিবেদনসমূহ	৪৪
৩.	জেলাভিত্তিক ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’ বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা	৫৭
৪.	অভিযোগ নিষ্পত্তিকল্পে তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্তসমূহ ও ইংরেজী সারসংক্ষেপ	৭১
৫.	মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত অফিসসমূহের সমন্বিত প্রতিবেদন	৯৯
৬.	জেলা থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির সমন্বিত প্রতিবেদন	১১৯
৭.	বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির সমন্বিত প্রতিবেদন	১৪২
৮.	সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের ইংরেজী সার-সংক্ষেপ	১৫২
৯.	সংবাদ মাধ্যমে সাক্ষৎকার, প্রবন্ধ ও তথ্য কমিশন সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকার রিপোর্টিং	১৫৭
১০.	তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০	২০৭
১১.	তথ্য অধিকারের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর (বাংলা ও ইংরেজী)	২২২
১২.	জনঅবহিতকরণ সম্পন্ন হয়েছে এরূপ জেলাসমূহের মানচিত্র ও অন্যান্য তথ্যাদি	২৩৭

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান এর সাথে প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অব:) মোহাম্মদ জমির এর নেতৃত্বে ৪ সদস্যের প্রতিনিধিদল ১২/৮/২০১০ তারিখে সাক্ষাৎ করেন।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯/১০/২০১০ তারিখে তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট www.infocom.gov.bd এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ১৯/১০/২০১০ তারিখে তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনকালে প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ জমির, তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের ও তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম উপস্থিত ছিলেন।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী জনাব আবুল কালাম আজাদ ১২ ডিসেম্বর রোববার ঢাকায় তথ্য কমিশন কার্যালয়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন। প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ জমির এবং তথ্য সচিব জনাব মোঃ হেদায়েতুল্লাহ আল-মামুন এতে উপস্থিত ছিলেন।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

বার্ষিক প্রতিবেদনের নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফসল। রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করার লক্ষ্যে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৮৩ সালে তথ্য অধিকার আইনের পক্ষে প্রেস কমিশনের সুপারিশ ও ২০০২ সালে আইন কমিশনের কার্যপত্রের সূত্র ধরে বাংলাদেশে সিভিল সোসাইটির পক্ষ থেকে তথ্য অধিকার আইনের দাবী জোরদার হতে থাকে। বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, আইনজীবি, সুশীল সমাজ, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া প্রভৃতি এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এরই ধারাবাহিকতায় আইন কমিশন বিভিন্ন দেশের আইন পর্যালোচনা করে ২০০৩ সালে তথ্য অধিকার আইনের একটি খসড়া সরকারের নিকট পেশ করে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিদ্যমান তথ্য অধিকার আইনসমূহ পর্যালোচনা করে এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে মতামত নিয়ে সচিব কমিটি এবং উপদেষ্টা পরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতে তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ চূড়ান্ত করা হয়। সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে ২০ অক্টোবর, ২০০৮ তারিখে 'তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮' জারি করা হয়। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর 'তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮' কে আইনে পরিণত করার উদ্যোগ নেয় এবং ৯ম জাতীয় সংসদের ১ম অধিবেশনে যে কয়টি অধ্যাদেশ আইনে পরিণত হয় তার মধ্যে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অন্যতম। উক্ত অধিবেশনে গত ২৯ মার্চ, ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ৫ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে এই আইনটিতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং ৬ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১১(১) উপ-ধারার বিধান মতে আইন জারীর ৯০ দিনের মধ্যে ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার ও ২ জন তথ্য কমিশনার, তন্মধ্যে একজন নারী, সমন্বয়ে তথ্য কমিশন গঠন করা হয়। তথ্য কমিশন গঠনের পর থেকে তথ্য কমিশনের কার্যক্রম শুরু হয় এবং বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ২০১০ সালে তথ্য কমিশন যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে সন্নিবেশিত হলো ঃ

১. বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ও প্রকৃতি ঃ

তথ্য অধিকার আইনের নির্ধারিত ফরম ব্যবহার করে সমগ্র দেশে প্রাপ্ত আবেদনপত্রের সংখ্যা ২৫,৪১০ টি। তন্মধ্যে সরকারী কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ২২,৯৬৯ টি। এনজিওগুলোতে দাখিলকৃত আবেদনপত্রের সংখ্যা ২,৪৪১ টি যা মোট আবেদনের ৯.৬১%। আবেদনপত্রগুলো আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ডিলিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট, জলমহাল ইজারা, খাস, অর্পিত, সরকারী ও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তি, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা কার্যক্রম, ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা কর্তৃক ভিজিডি কার্ড প্রদান, প্রবাসী/বিদেশ গমনেচ্ছুকদের বৈবাহিক সনদপত্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, ভূমির নাম জারিকরণ, ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিপূরণ প্রদান, জমির খতিয়ান সংক্রান্ত, বীচ ম্যানেজমেন্ট কমিটির বিভিন্ন কার্যক্রম সংক্রান্ত (কক্সবাজার জেলা), পারিবারিক বিরোধ, দলিল লেখকের লাইসেন্স ইত্যাদি বিষয়ে দাখিল করা হয়েছে।

২. প্রত্যাখ্যাত আবেদনসমূহ ঃ

দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত ২৫,৪১০ টি আবেদনের মধ্যে মোট ৭৫ টি আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যা মোট আবেদনের মাত্র ০.৩%। প্রত্যাখ্যাত আবেদনগুলোর অধিকাংশই তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ ধারার বিধান মতে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে বা কোন জবাবই দেয়া হয়নি। তথ্য অধিকার আইন জারীর প্রথম বছরেই মোট আবেদনের ৯৯.৭% ক্ষেত্রে আবেদন অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করার বিষয়টি আশাব্যঞ্জক বলে তথ্য কমিশন মনে করে।

৩. আপীলের সংখ্যা ও নিস্পত্তির অবস্থা ঃ

সমগ্র দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত আবেদনের সংখ্যা মোট ৭৫ টি। প্রত্যাখ্যাত আবেদনের সংখ্যা খুবই কম হওয়ায় প্রতীয়মান হয় যে, তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কতিপয় ব্যতিক্রম ব্যতীত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়েছেন।

৪. বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ

২০১০ সালে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে, কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি মর্মে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে দেখা যায়। এতে অনুমিত হয় যে, তথ্য সরবরাহের জন্য নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ যথাযথভাবে

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তাদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট ছিলেন।

৫. তথ্য অধিকার আইন অনুসারে প্রদত্ত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ঃ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ মোট ১৪,২১,৮৮৭ টাকা বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদায় করা হয়েছে মর্মে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে দেখা যায়। তথ্য অধিকার আইন জারীর পর বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন চাহিত তথ্য সরবরাহ করে সমগ্র দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ আাদায় করেছে।

৬. তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি ঃ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

- দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে।
- অধিকাংশ জেলার তথ্য বাতায়নে তথ্য অধিকার আইন সন্নিবেশিত করা হয়েছে।
- ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী স্ব-উদ্যোগে প্রকাশ করা হয়েছে।
- বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৭. বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাবসমূহ ঃ

তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে কোন সংস্কার প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। তবে ১০টি জেলা যেমন- চুয়াডাঙ্গা , পটুয়াখালী , মাদারীপুর, ফরিদপুর, নেত্রকোনা, নরসিংদী, শেরপুর, খাগড়াছড়ি, লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লা থেকে ২১টি সংস্কার প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে যার সারসংক্ষেপ মূল প্রতিবেদনে (অনুচ্ছেদ ৪.৭) এবং বিস্তারিত প্রতিবেদন পরিশিষ্টে (পরিশিষ্ট-৬) সংযোজিত হয়েছে। কতিপয় বেসরকারী সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাবসমূহ পরিশিষ্ট ৭ এ সংযোজন করা হয়েছে।

৮. তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ ও গৃহীত ব্যবস্থাদি ঃ

দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট চাহিত তথ্যের মধ্যে প্রত্যাখ্যাত তথ্যের সংখ্যা খুবই কম হবার বিষয়টি আশাব্যঞ্জক। মাত্র ৭৫ টি প্রত্যাখ্যাত আবেদনের মধ্যে আপীল পক্রিয়া সম্পন্ন করেও যারা তথ্য প্রাপ্ত হননি তাদের মধ্যে থেকে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিগণ তথ্য কমিশনে ২৩ টি অভিযোগ দাখিল করেন। দাখিলকৃত অভিযোগসমূহের ওপর ইতোমধ্যে তথ্য কমিশনে শুনানীপূর্বক নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলছে। প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের মধ্যে ইতোমধ্যে ১৮ টি অভিযোগ তথ্য প্রদানের আদেশসহ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। কোন কোন অভিযোগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য কমিশন কর্তৃক নোটিশ দেওয়ার পর শুনানীর পূর্বেই চাহিত তথ্যাদি অভিযোগকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে, যা একটি শুভ লক্ষণ। অন্যান্য অভিযোগসমূহ পর্যায়ক্রমে নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগসমূহ ও অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রদত্ত সিদ্ধান্তসমূহ প্রতিবেদনের পরিশিষ্ট অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে (পরিশিষ্ট- ৪)।

৯. তথ্য কমিশন কর্তৃক আরোপিত ও আদায়কৃত জরিমানা ঃ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫(১১) উপধারা অনুযায়ী তথ্য কমিশনকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের এবং ২৭ ধারা অনুযায়ী উপযুক্ত ক্ষেত্রে জরিমানা আরোপ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত যে সকল অভিযোগ তথ্য কমিশন কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হয়েছে সে সকল অভিযোগের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত কারণ না থাকায় কোনরূপ ক্ষতিপূরণের আদেশ দেয়া হয়নি বা কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জরিমানা করা হয়নি।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

১০. তথ্য কমিশন কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা ও প্রবিধানমালা ঃ

প্রতিষ্ঠার পর থেকে তথ্য কমিশনের উদ্যোগে নিম্নোক্ত বিধিমালা ও প্রবিধানমালাসমূহ ইতোমধ্যে জারী করা হয়েছে ঃ

১। **তথ্য** অধিকার (**তথ্য** প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯
২। **তথ্য** অধিকার (**তথ্য** প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর সংশোধনী
৩। **তথ্য** অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০ (পরিশিষ্ট- ১০)
৪। **তথ্য** কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরি বিধিমালা, ২০১১

এছাড়াও নিম্নোক্ত দু'টি প্রবিধানমালা অনুমোদনান্তে জারীর অপেক্ষায় রয়েছে ঃ
১। **তথ্য** অধিকার (**তথ্য** প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১১
২। **তথ্য** অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি) প্রবিধানমালা, ২০১১

১১. সর্বাধিক আবেদন প্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়/সংস্থা ঃ

ক্রমিক নং	ক মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম	খ তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত অনুরোধের সংখ্যা	গ অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা এবং এই আইনের যে বিধানের আওতায় উক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তার বিবরণ	ঘ দায়েরকৃত আপীলের সংখ্যা এবং উক্ত আপীলের ফলাফল	চ সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬
০১	বিআইডব্লিউটিএ	২,৬৬৪	-	-	-
০২	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২৪৬০	১টি, অধীনস্থ অফিস থেকে সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।	-	-
০৩	বাংলাদেশ বেতার সদর দপ্তর	১,৩৩২	-	-	-
০৪	বিএসসিসিএল	৭৯১	-	-	-
০৫	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়	৬১৭	-	-	৯,৫৮,৩০০/-
০৬	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	৩৩৭	-	-	বিনামূল্যে
০৭	বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর	১৭০	-	-	৪,৪৫,৬৫০/-
০৮	শিল্প মন্ত্রণালয় ঃ এসএমই ফাউন্ডেশন	১৬৫	-	-	বিনামূল্যে
০৯	কৃষি তথ্য সার্ভিস	১২৫	-	-	-
১০	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন	৬০	-	-	-
	মোট	**৮,৭২১**	-	-	**১৪,০৩,৯৫০**

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

১২. সর্বাধিক আবেদন প্রাপ্ত ১০টি জেলা ঃ

ক্রমিক	ক	খ	গ	ঘ	চ
নং	জেলার নাম	তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত অনুরোধের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা এবং এই আইনের যে বিধানের আওতায় উক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তার বিবরণ	দায়েরকৃত আপীলের সংখ্যা এবং উক্ত আপীলের ফলাফল	সরবরাহকৃত তথ্যের মুল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬
০১	যশোর	৪৫০১			
০২	হবিগঞ্জ	২,৬৪২	১	-	-
০৩	মাদারীপুর	১,৮৫৫	-	-	২৪৫০/-
০৪	পঞ্চগড়	১০১০	-	-	৪০২/-
০৫	মানিকগঞ্জ	৫০০	-	-	-
০৬	নেত্রকোনা	৩৯৮	-	-	-
০৭	ফরিদপুর	৩৮৫	১১	-	-
০৮	রংপুর	৩৬৩	০৪	-	৩,৪৫০/-
০৯	বগুড়া	৩৫৭	-	-	১৭০/
১০	রাজশাহী	৩১৫	-	-	-
	মোট	১২,৩২৬	১৬	-	৬,৪৭২/-

১৩. সর্বাধিক আবেদন প্রাপ্ত ১০টি বেসরকারী সংস্থা ঃ

ক্রমিক	ক	খ	গ	ঘ	চ
নং	বেসরকারী সংস্থার নাম	তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত অনুরোধের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা এবং এই আইনের যে বিধানের আওতায় উক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তার বিবরণ	দায়েরকৃত আপীলের সংখ্যা এবং উক্ত আপীলের ফলাফল	সরবরাহকৃভ তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬
০১	টিআইবি	২০৮২	-	-	-
০২	মানবিক সাহায্য সংস্থা	১৯৭	-	-	-
০৩	গণ কল্যাণ সংস্থা	৩২	-	-	-
০৪	সোসাইটি অব রেনেসাঁ বাংলাদেশ	৩২	-	-	-
০৫	Voluntary Association for Rural Dev.	৩০	-	-	-
০৬	সলিডারিটি	২০	-	-	-
০৭	স্পিড ট্রাস্ট	১৬	-	-	-
০৮	সমাধান	৫	-	-	-
০৯	প্রগতি কোঅপারেটিভ ল্যান্ডমর্টগেজ ব্যাংক	৫	-	-	২৫/-
১০	প্রেপ	০৫	-	-	-
	মোট	২৪২৪	-	-	২৫

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

১৪. জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের বিশ্লেষণ ঃ

দেশের সকল জেলা থেকে প্রেরিত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একত্রে মোট ১৪,০৭৭ টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম ১০টি জেলাতেই ১২,৩২৬ টি আবেদন দাখিল হয়েছে যা জেলাগুলোতে প্রাপ্ত আবেদনের প্রায় ৮৮%। ৬৪ টি জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ঢাকা বিভাগের জামালপুর, শেরপুর, গোপালগঞ্জ, টাঙ্গাইল, শরীয়তপুর, ময়মনসিংহ ও মুন্সিগঞ্জ জেলা; চট্টগ্রাম বিভাগের খাগড়াছড়ি, লক্ষ্মীপুর, ফেনী ও কুমিল্লা জেলা; খুলনা বিভাগের খুলনা, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ ও মাগুড়া জেলা; রাজশাহী বিভাগের নাটোর ও সিরাজগঞ্জ জেলা; সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার ও সুনামগঞ্জ জেলা; রংপুর বিভাগের কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর জেলা এবং বরিশাল বিভাগের বরিশাল, বরগুনা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর ও ভোলা জেলা অর্থাৎ মোট ২৯টি জেলায় তথ্য আইনের অধীনে তথ্য প্রাপ্তির জন্য কোন আবেদন/অনুরোধ দাখিল করা হয়নি। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ সকল জেলার জনগণ এখন পর্যন্ত তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে কিভাবে উপকৃত হতে পারেন সে বিষয়ে অবহিত হতে পারেননি বা আইনটি প্রচারের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

১৫. তথ্য কমিশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব ঃ

চলতি ২০১০-১১ অর্থ বছরে তথ্য কমিশনের জন্য মোট ৬৫৫.৮৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তথ্য কমিশনের বাজেট নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

কোড নং	খাতের নাম	২০১০-১১ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ	জুলাই-ডিসেম্বর ২০১১ (৬ মাস) এর ব্যয়	মন্তব্য
৫৯০৩	বেতন বাবদ সহায়তা	৯৫.৮৯	১১.৫৭	সকল কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ না হওয়ায় ব্যয় কম হয়েছে।
৫৯০৬	ভাতাদি	৭৭.৭২	১১.৭১	
৫৯৭৭	অন্যান্য মঞ্জুরি	৪৮২.২৭	৬৫.১১	
	সর্বমোট	**৬৫৫.৮৮**	**৮৮.৩৯**	

১৬. তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ ঃ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেমনঃ সাধারণ জনগণের মাঝে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করা, তথ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগ, তথ্যকে ক্যাটলগ ও ইনডেক্স অনুযায়ী সংরক্ষণ, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রদানের মানসিকতা সৃষ্টি করা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ এবং তাকে সফলতার সাথে দায়িত্বপালনে উদ্বুদ্ধকরণ, জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের জনবল স্বল্পতা, তথ্য অধিকার আইন কার্যকরকরণে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সদিচ্ছা ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ্য যে, সরকারী ও বেসরকারী সব ধরনের প্রতিষ্ঠানেই তথ্য প্রদানের সংস্কৃতি গড়ে তোলা একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ। কারণ সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ দাপ্তরিক গোপনীয়তার আইনে দীক্ষিত। অন্যদিকে সরকারী-বেসরকারী অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ ধারণা করেন যে, প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা, অস্বচ্ছতা ও দুর্নীতির খবর সাধারণ জনগণ জ্ঞাত হলে সেটা প্রতিষ্ঠানের সুনাম ক্ষুণ্ণ করতে পারে । তবে তথ্য প্রদানের সংস্কৃতি তৈরিকরা আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত; কারণ সেটা দেশ ও জনগণের জন্য মঙ্গলজনক। এছাড়াও তথ্য অধিকার আইনকে মূলধারায় সংযোজন এবং এ আইনকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্র তৈরিকরণ ও মনিটরিং এর ব্যবস্থাকেও অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। উপরন্তু তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে মোবাইল, ফোন, কম্পিউটার, স্ক্যানার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার ইত্যাদি সরঞ্জাম সরবরাহের মাধ্যমে প্রয়েজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান করার বিষয়টিও অতীব গুরুত্বপূর্ণ, কেননা প্রয়োজনীয় সহযোগীতা ব্যতীত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের বিষয়টি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে।

১৭. তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের সুপারিশঃ

তথ্য অধিকার আইনকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দ্রুত নিয়োগ নিশ্চিতকরণ। সকল তথ্য প্রদান ইউনিটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে। এছাড়াও প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান করা, তথ্য প্রাপ্তি, আপীল আবেদন ও অভিযোগ দাখিলের জন্য ফি নির্ধারণ করা, তথ্য প্রদানের জন্য নির্ধারিত সময় সংক্ষেপ করা, Suo-moto disclosure এর পরিমাণ ও পরিধি বৃদ্ধি করা, ইনডেক্স ও

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

ক্যাটালগ অনুসারে তথ্য সংরক্ষণ ও সংগৃহীত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা, এনজিও ব্যুরো কর্তৃক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপগুলো পর্যবেক্ষণ/মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা, Video Conference Based Hearing এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা, স্ব-উদ্যোগে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করা, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সিটিজেন চার্টার প্রস্তুত করা ও প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা, অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও তথ্য প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা, ওয়েবসাইট প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা, তথ্য কমিশনকে পূর্ণ আর্থিক স্বাধীনতা প্রদান করা, বেসরকারী দেশীয় ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা, অভিযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষ তথ্য কমিশনের আদেশ/সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করলে কমিশনকে Contempt of the Court এর proceeding draw করার ক্ষমতা প্রদান করা ইত্যাদি বিভিন্ন সময়োপযোগী ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেই তথ্য অধিকার আইনকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

১৮. উপসংহার

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, জনগণের ক্ষমতায়ন এবং সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে সরকারের আন্তরিক সদিচ্ছার প্রতিফলন। কমিশন কাজ শুরু করার প্রথম বছরেই নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তথ্য পাওয়ার বিষয়ে জনগণের আগ্রহ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের সাড়া নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তথ্য কমিশন জনগণের তথ্য জানার আকাঙ্ক্ষা পূরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তবে কমিশনের সার্বিক সাফল্য নির্ভর করে তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশনের কাজ সম্পর্কে জনগণের ব্যাপক সচেতনতার ওপর। দেশের আপামর জনগোষ্ঠী এ আইনের সহায়তা নিয়ে সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখতে পারে। এর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুসংহত করা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বহুগুণে উজ্জ্বল হবে বলে তথ্য কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

অধ্যায় ১
বাংলাদেশে তথ্য অধিকারের ইতিবৃত্ত

১.১ তথ্য অধিকারের পটভূমি ঃ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফসল। রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করার লক্ষ্যে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৮৩ সালে তথ্য অধিকার আইনের পক্ষে প্রেস কমিশনের সুপারিশ ও ২০০২ সালে আইন কমিশনের কার্যপত্রের সূত্র ধরে বাংলাদেশে সিভিল সোসাইটির পক্ষ থেকে তথ্য অধিকার আইনের দাবী জোরদার হতে থাকে।

বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, আইনজীবি, সুশীল সমাজ, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া প্রভৃতি এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এরই ধারাবাহিকতায় আইন কমিশন বিভিন্ন দেশের আইন পর্যালোচনা করে ২০০৩ সালে তথ্য অধিকার আইনের একটি খসড়া সরকারের নিকট পেশ করে। তারপর আর এটি নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার তথ্য অধিকার আইনের খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে ৬ জানুয়ারী, ২০০৮ তারিখে একটি কমিটি গঠন করে। কমিটি আইন কমিশনের খসড়া এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিদ্যমান তথ্য অধিকার আইনসমূহ পর্যালোচনা করে আইনের একটি খসড়া প্রণয়ন করে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে মতামত নিয়ে সচিব কমিটি এবং উপদেষ্টা পরিষদ কিছু সুপারিশ করে। এসব সুপারিশের ভিত্তিতে খসড়াটি চূড়ান্ত করা হয়।

সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে ২০ অক্টোবর, ২০০৮ তারিখে 'তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮' জারি করা হয়। দিন বদলের অঙ্গীকার নিয়ে দায়িত্ব নেয়ার পর পরই বর্তমান মহাজোট সরকার 'তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮' কে আইনে পরিণত করার উদ্যোগ নেয় এবং ৯ম জাতীয় সংসদের ১ম অধিবেশনে যে কয়টি অধ্যাদেশ আইনে পরিণত হয় তার মধ্যে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অন্যতম।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ কার্যকর করার মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বের আরো ৮৮টি দেশের সাথে তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার যাত্রায় শামিল হয়েছে। তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে সরকারী, স্বায়ত্ত্বশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী ও বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত বেসরকারী সংস্থাসহ সরকারের সাথে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক সরকারী কার্যক্রম পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, ফলে দুর্নীতি হ্রাস পাবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

১.২ তথ্য অধিকার আইন ও আন্তর্জাতিক আইনের ধারা ঃ

তথ্য অধিকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার। জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠালগ্নে সাধারণ পরিষদে "তথ্যের স্বাধীনতা একটি মৌলিক মানবাধিকার এবং যেসব অধিকারের প্রতি জাতিসংঘ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তার সবগুলো যাচাইয়ের একটি পরশপাথর" মর্মে উল্লেখ করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সংরক্ষিত যা আন্তজার্তিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক চুক্তিপত্রে একটি আইনগত অধিকার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বের বহু দেশে আইনের মাধ্যমে মানুষের এ অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। Universal Declaration of Human Rights, 1966 এর অনুচ্ছেদ ১৯ এ আছে, 'প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ করা ও প্রকাশ করার অধিকার আছে। স্বাধীনভাবে মতামত পোষণ করা এবং যে কোন উপায়ে ও রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে তথ্য ও মতামত সন্ধান করা, গ্রহণ করা ও জানার স্বাধীনতা এ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত'।

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966 এর অনুচ্ছেদ ১৯(২) এ তথ্য পাওয়ার অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। It reads: "Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print in the form of art, or through any other media of his choice."। ১৯৯৩ সালে The United Nations Commission on Human Rights কর্তৃক ICCPR এর অনুচ্ছেদ ১৯ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়, "A positive obligation on states to ensure access to information, particularly with regard to information held by government in all types of storage and retrieval systems."

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

The African Charter on Human and Peoples Rights এর অনুচ্ছেদ ৯(১) এ প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য অধিকার কে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। It reads, "Every individual shall have the right to receive information". এছাড়াও The African Union's Declaration of Principles on Freedom of Expression in Africa তে তথ্য অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, "Everyone has a right to access information held not only by public bodies, but also by private bodies when this information is necessary for the exercise or protection of a human right."

The American Convention on Human Rights এ তথ্য অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, "Freedom to seek, receive and impart information and ideas as part of the right to freedom of thought and expression."

২০০০ সালে গৃহীত The Inter-American Declaration of Principles on Freedom of Expression এ বলা হয়েছে, "Access to information held by the state is a fundamental right of every individual."

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms এর অনুচ্ছেদ ১০ এ নাগরিকের তথ্য অধিকার সর্ম্পকে বলা হয়েছে, "Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers."

Commonwealth Freedom of Information Principles এ বলা হয়েছে, "Member Countries should be encouraged to regard freedom of information as a legal and enforceable right." এছাড়াও বলা হয়েছে, "There should be a presumption in favour of disclosure and governments should promote a culture of openness."

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) এর ১০ এবং ১৬ নং অনুচ্ছেদে নাগরিকের তথ্য অধিকার সর্ম্পকে উল্লেখ রয়েছে। অনুচ্ছেদ ১০ এ বলা হয়েছে, "State parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in order to ensure them equal rights with men in the field of education and in particular to ensure............... access to specific educational information to help to ensure the health and well-being of families, including information and advice on family Planning." এছাড়া ১৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "State parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure …………… the same rights to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children and to have access to the information, education and means to enable them to exercise these rights."

এছাড়াও Convention on the Rights of the Child (CRC) এর ১৩ নং অনুচ্ছেদে শিশুদেরও তথ্য অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। It reads, "the child shall have the right to freedom of expression, this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of the child's choice."

১.৩ সার্কভুক্ত দেশসমূহে তথ্য অধিকারের বর্তমান অবস্থা ঃ

সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে পাকিস্থান সর্বপ্রথম ২০০২ সালে "Freedom of Information Ordinance, 2002" নামে একটি অধ্যাদেশ জারী করে। কিন্তু পাকিস্তানের নানাবিধ রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে সেখানে এই আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অনুরূপভাবে, সার্কভুক্ত দেশ শ্রীলঙ্কা তাদের দীর্ঘদিন ধরে চলা গৃহযুদ্ধের কারণে তথ্য অধিকার বিষয়ক কোন আইন প্রণয়ন করতে পারেনি। অন্যদিকে নেপালে ২০০৭ সালে 'আরটিআই' আইন প্রণীত হয়েছে এবং নেপালের সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তথ্য অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। অনুরূপভাবে, ভুটানে ২০০৭ সাল থেকে তথ্য অধিকার বিষয়ে কার্যক্রম শুরু হলেও এখন পর্যন্ত তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়নি। এছাড়া

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

আফগানিস্থান সদ্য সার্কভুক্ত দেশ। সেখানে সার্বক্ষণিক যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে। আফগানিস্তানে এখন পর্যন্ত আরটিআই আইন প্রণীত হয়নি। এছাড়া মালদ্বীপও এ বিষয়ে নির্লিপ্ত।

সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে ভারত ২০০২ সালে তথ্য অধিকার **অধ্যাদেশ** জারী করে। পরবর্তীকালে তথ্য অধিকার **অধ্যাদেশ**, ২০০২ প্রয়োগের মাধ্যমে পরিলক্ষিত ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে ২০০৫ সালে ভারতে তথ্য অধিকার আইন জারী করা হয়।

বাংলাদেশ ২০০৯ সালে নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সর্বসম্মতিক্রমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস করে বিশ্ব দরবারে বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই আইন সুশীল সমাজ, মানবাধিকার কর্মী, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকসহ সকল মানুষের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

১.৪ বাংলাদেশের সংবিধানে তথ্য অধিকারের স্বীকৃতি ঃ

বাংলাদেশের সংবিধানে ৩৯(১) অনুচ্ছেদে নাগরিকের চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৩৯(২) (ক) এর মাধ্যমে প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। তদুপরি সংবিধানের ৭(১) উপানুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। আর তথ্যের অবাধ প্রবাহই জনগণকে প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতায়িত করতে পারে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক্-স্বাধীনতা নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক্-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বিবেচনায় তথ্য অধিকার আইন বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৯ ধারা অনুযায়ী স্বীকৃত।

১.৫ তথ্য অধিকার আইন পাস ও তথ্য কমিশন গঠন ঃ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিদ্যমান তথ্য অধিকার আইনসমূহ পর্যালোচনা করে এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে মতামত নিয়ে সচিব কমিটি এবং উপদেষ্টা পরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতে তথ্য অধিকার **অধ্যাদেশ** চূড়ান্ত করা হয়। সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে গত ২০ অক্টোবর, ২০০৮ তারিখে 'তথ্য অধিকার **অধ্যাদেশ**, ২০০৮' জারী করা হয়। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর 'তথ্য অধিকার **অধ্যাদেশ**, ২০০৮' কে আইনে পরিণত করার উদ্যোগ নেয় এবং ৯ম জাতীয় সংসদের ১ম অধিবেশনে যে কয়টি **অধ্যাদেশ** আইনে পরিণত হয় তার মধ্যে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অন্যতম। উক্ত অধিবেশনে গত ২৯ মার্চ, ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ৫ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে এই আইনটিতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং ৬ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১১(১) উপ-ধারার বিধান মতে আইন জারীর ৯০ দিনের মধ্যে ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার ও ২ জন তথ্য কমিশনার, তন্মধ্যে একজন নারী, সমন্বয়ে তথ্য কমিশন গঠন করা হয়। নিয়োজিত প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারদ্বয়ের যোগদানের মধ্যদিয়ে জুলাই, ২০০৯ থেকেই তথ্য কমিশনের কার্যক্রম শুরু হয়। আইনের বিধান অনুযায়ী প্রথম প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব এম আজিজুর রহমান এর বয়স ৬৭ বছর উত্তীর্ণ হওয়ায় তিনি গত ১০.০১.২০১১ তারিখে সাবেক সচিব ও জ্যেষ্ঠতম তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের এর নিকট দায়িত্বভার হস্তান্তর করেন। তৎপর সরকার অবসরপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ও সচিব জনাব মোহাম্মদ জমিরকে নিয়োগ প্রদান করলে তিনি গত ৩১.০৩.২০০৯ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার এর দায়িত্বভার গ্রহণ করে অদ্যাবধি কর্মরত রয়েছেন।

১.৬ অবকাঠামো, জমি বরাদ্দ ও নিজস্ব ভবন নির্মাণ ঃ

তথ্য কমিশনের কার্যক্রম প্রাথমিকভাবে তথ্য মন্ত্রণালয়াধীন গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের তিনটি কক্ষে শুরু করা হয়। কিন্তু স্থান স্বল্পতার জন্য কমিশন বিকল্প স্থানের জন্য অনুসন্ধান করতে থাকে। বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে আলাপ আলোচনার পর তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর ঐকান্তিক সহযোগিতায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন শেরে বাংলা নগরস্থ আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় অবস্থিত প্রত্নতত্ত্ব ভবনের তৃতীয় তলায় একটি ফ্লোর ভাড়া নেয়া হয় এবং তাতে তথ্য কমিশনের অফিস স্থাপন করার কাজ হাতে নেয়া হয়। অতঃপর অফিস রূপান্তর কাজ সমাপ্ত হলে তথ্য কমিশনের অফিস গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট থেকে গত ০৩.০১.২০০৯ তারিখে প্রত্নতত্ত্ব ভবনে স্থানান্তর করা হয় এবং অদ্যাবধি অত্র ভবনে তথ্য কমিশনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

তথ্য কমিশন নিজস্ব ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় জমি বরাদ্দ করার জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করলে

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শাখা-৭/বিবিধ-৪৭/২০০৯/২৬০৪ তারিখ ১৪.১০.২০১০ মাধ্যমে ০.৩৫ একর জমিসহ এফ-১৭/ডি নং প্লটটি তথ্য কমিশনের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং জমির সেলামী পরিশোধের অনুরোধ জানানো হয়। তথ্য কমিশন জমির সেলামী বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ ৬৩,৬৩,৬৩৭ (তেষট্টি লক্ষ তেষট্টি হাজার ছয়শত সাইত্রিশ) টাকা বরাদ্দ করার জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করেছে। অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেলে জমির সেলামী পরিশোধের পর তথ্য কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১.৭ সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলের বর্তমান অবস্থা ঃ

তথ্য কমিশন ৯৯ জনবলসমৃদ্ধ সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুত করে তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের প্রস্তাব প্রেরণ করলে উক্ত মন্ত্রণালয় স্মারক সম(সব্য-৯)তম-১৪/২০০৯-৪২৮ তারিখ ঃ ১৮.১১.২০০৯ মাধ্যমে ৭৭ জনবলসমৃদ্ধ টিওএন্ডই অনুমোদন করে। অতপর তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে অর্থ বিভাগের স্মারক নং অম/অবি/ব্যনি-৮/তথ্য-২/২০০৯/২২৯ তারিখ ২৩.১২.২০০৯ মাধ্যমে ৭৬ জন জনবলসমৃদ্ধ টিওএন্ডই অনুমোদনে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। তৎপর যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে তথ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং তম-প্রেস-২/সাংবাদিক-১/২০০৫(অংশ-২)/৭৮৭ তারিখ ২৭.০৭.২০১০ মাধ্যমে তথ্য কমিশনের জন্য ৭৬ টি পদ রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে সৃজন করা হয়। তথ্য কমিশনের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট অংশে সংযোজিত করা হয়েছে (পরিশিষ্ট- ১)।

তথ্য কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের পর তথ্য মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে তথ্য কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ প্রবিধানমালা প্রস্তুত করে অনুমোদনের নিমিত্ত তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রবিধানমালা তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ বিভাগের ভেটিং এর জন্য প্রেরিত হলে উক্ত বিভাগের ভেটিং অনুযায়ী তথ্য কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি বিধিমালা, ২০১০ অনুমোদিত হয় এবং তা গত ১৩.০১.২০১১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

বর্তমানে তথ্য কমিশনে নিম্নোক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ কর্মরত রয়েছেনঃ

০১। জনাব মোহাম্মদ জমির, প্রধান তথ্য কমিশনার	
০২। জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের, তথ্য কমিশনার	
০৩। জনাব সাদেকা হালিম, তথ্য কমিশনার	
০৪। জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার, সচিব, তথ্য কমিশন	প্রেষণে
০৫। জনাব মোঃ আব্দুল করিম, পরিচালক (প্রশাসন), তথ্য কমিশন	প্রেষণে
০৬। জনাব মো ঃ সাইফুল্লাহিল আজম, উপ-পরিচালক (প্রশাসন), তথ্য কমিশন	প্রেষণে
০৭। জনাব ড. আবু শাহীন মোঃ আসাদুজ্জামান, উপ-পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ)	প্রেষণে
০৮। জনাব মোঃ রেজাই রাফিন সরকার, প্রধান তথ্য কমিশনারের একান্ত সচিব, তথ্য কমিশন	প্রেষণে
০৯। জনাব মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, তথ্য কমিশনারের একান্ত সচিব, তথ্য কমিশন	প্রেষণে
১০। জনাব এস.এম. আবদুল্লাহ্ আল মামুন, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), তথ্য কমিশন	প্রেষণে
১১। জনাব সেলিম শেখ, তথ্য কমিশনারের একান্ত সচিব, তথ্য কমিশন	প্রেষণে
১২। জনাব মোঃ শাহ আলম, জনসংযোগ কর্মকর্তা, তথ্য কমিশন	প্রেষণে
১৩। জনাব মোঃ কাজেমুল ইসলাম, এসএএস সুপার, তথ্য কমিশন	সংযুক্তির মাধ্যমে
১৪। জনাব মোঃ শহীদুল্লাহ, এম.এল.এস.এস	সংযুক্তির মাধ্যমে

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

অধ্যায় ঃ ২

তথ্য অধিকার আইন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি

২.১ তথ্য অধিকার আইনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

২.১.১ গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞাসমূহ ঃ

- ***তথ্য ঃ*** তথ্য অর্থ- কোন কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বহি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অংকিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্তু বা এদের প্রতিলিপিও এর অর্ন্তভুক্ত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি এর অর্ন্তভুক্ত হবে না।

- ***তথ্য প্রদান ইউনিট ঃ*** তথ্য প্রদান ইউনিট অর্থ- সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়ের সাথে সংযুক্ত বা অধীনস্ত কোন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা দপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয় এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয়।

- ***কর্তৃপক্ষ ঃ*** কর্তৃপক্ষ অর্থ- (অ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সৃষ্ট কোন সংস্থা (আ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কার্য বিধিমালার অধীন গঠিত সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয় (ই) কোন আইন দ্বারা বা উহার অধীন গঠিত কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান (ঈ) সরকারী অর্থায়নে পরিচালিত বা সরকারী তহবিল হতে সাহায্যপুষ্ট কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান (উ) বিদেশী সাহায্যপুষ্ট কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান (ঊ) সরকারের পক্ষে অথবা সরকার বা সরকারী কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক সরকারী কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা (ঋ) সরকার কর্তৃক সময় সময় সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান।

- ***তথ্য অধিকার ঃ*** তথ্য অধিকার অর্থ- কোন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার যা ছাপানো/ফটোকপি/লিখিত/ই-মেইল/ফ্যাক্স/সিডি বা অন্য কোন অনুমোদিত পদ্ধতিতে পাওয়া যেতে পারে।

- ***দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঃ*** দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অর্থ- তথ্য সরবরাহ করার জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা। প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ এতদুদ্দেশ্যে প্রতিটি তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই আইন জারীর ৬০ দিনের মধ্যে নিয়োগ করবে এবং নিয়োগকৃত প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফ্যাক্স, নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা নিয়োগ প্রদানের ১৫(পনের) দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করবে। এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অন্য যে কোন কর্মকর্তার সহায়তা চাইতে পারবেন এবং কোন কর্মকর্তার নিকট হতে সহায়তা চাওয়া হলে তিনি উক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন। এই আইনের অধীন দায়- দায়িত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে উক্ত অন্য কর্মকর্তাও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলে গণ্য হবেন।

- ***তৃতীয় পক্ষ ঃ*** তৃতীয় পক্ষ অর্থ- তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধকারী বা তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অনুরোধকৃত তথ্যের সাথে জড়িত অন্য কোন পক্ষ।

- ***আপীল কর্তৃপক্ষঃ*** আপীল কর্তৃপক্ষ অর্থ- কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের ক্ষেত্রে উক্ত ইউনিটের অব্যবহিত উর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান অথবা কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের অব্যবহিত উর্ধ্বতন কার্যালয় না থাকলে, উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের প্রশাসনিক প্রধান।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

২.১.২ তথ্য অধিকার আইন অনুসারে কর্তৃপক্ষের করণীয় ঃ

- প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তার গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সকল তথ্য নাগরিকগণের নিকট সহজলভ্য করার জন্য সূচীবদ্ধ করে প্রকাশ ও প্রচার করবে।
- তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে কোন কর্তৃপক্ষ কোন তথ্য গোপন করতে বা এর সহজলভ্যতাকে সংকুচিত করতে পারবে না।
- প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করবে যাতে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে ঃ
    - কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ, কার্যক্রম, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দায়িত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বিবরণ বা পদ্ধতি;
    - কর্তৃপক্ষের সকল নিয়মকানুন, আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধিমালা, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশনা, ম্যানুয়্যাল, ইত্যাদির তালিকাসহ তার নিকট রক্ষিত তথ্যসমূহের শ্রেণীবিন্যাস;
    - কর্তৃপক্ষের নিকট হতে কোন ব্যক্তি যে সকল শর্তে লাইসেন্স, পারমিট, অনুদান, বরাদ্দ, সম্মতি, অনুমোদন বা অন্য কোন প্রকার সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন তার বিবরণ এবং উক্তরূপ শর্তের কারণে তার সাথে কোন প্রকার লেনদেন বা চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন হলে সে সকল শর্তের বিবরণ;
    - নাগরিকদের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রদত্ত সুবিধাদির বিবরণ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি, ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা।
- কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ কোন নীতি প্রণয়ন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ঐ সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করবে এবং প্রয়োজনে ঐ সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমর্থনে যুক্তি ও কারণ ব্যাখ্যা করবে।
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন বিনামূল্যে সর্বসাধারণের পরিদর্শনের জন্য সহজলভ্য করতে হবে এবং এর কপি নামমাত্র মূল্যে বিক্রয়ের জন্য মজুদ রাখতে হবে।
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রকাশনা জনগণের নিকট উপযুক্ত মূল্যে সহজলভ্য করতে হবে।
- কর্তৃপক্ষ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অথবা অন্য কোন পন্থায় প্রচার বা প্রকাশ করবে।
- তথ্য কমিশন প্রবিধান দ্বারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য প্রকাশ, প্রচার ও প্রাপ্তির জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা প্রদান করবে এবং সকল কর্তৃপক্ষ তা অনুসরণ করবে।

২.১.৩ তথ্য অধিকার আইন অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কর্তব্যসমূহ ঃ

- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ২০ (বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন।
- অনুরোধকৃত তথ্যের সহিত একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকলে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে উক্ত অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করতে হবে।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন কারণে তথ্য প্রদানে অপারগ হলে অপারগতার কারণ উল্লেখ করে আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে তিনি তা অনুরোধকারীকে অবহিত করবেন।
- অনুরোধকৃত তথ্য কোন ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, গ্রেফতার এবং কারাগার হইতে মুক্তি সম্পর্কিত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির অনধিক ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে উক্ত বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করবেন।
- কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে বলে গণ্য হবে।
- কোন অনুরোধকৃত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট সরবরাহের জন্য মজুদ থাকলে তিনি তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিধিমালা অনুযায়ী উক্ত তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করবেন এবং উক্ত মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য অনুরোধকারীকে অবহিত করবেন।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

- অনুরোধকৃত তথ্য প্রদান করা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট যথাযথ বিবেচিত হলে এবং যেক্ষেত্রে উক্ত তথ্য তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক সরবরাহ করা হয়েছে কিংবা উক্ত তথ্যে তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ জড়িত রয়েছে এবং তৃতীয় পক্ষ তা গোপনীয় তথ্য হিসেবে গণ্য করেছে সেইক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ অনুরোধ প্রাপ্তির ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে তৃতীয় পক্ষের নিকট মতামত চেয়ে নোটিশ প্রদান করবেন এবং তৃতীয় পক্ষ এইরূপ নোটিশের প্রেক্ষিতে কোন মতামত প্রদান করলে তা বিবেচনায় নিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধকারীকে তথ্য প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।
- তথ্য প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয়, এইরূপ তথ্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত হবার কারণে কোন অনুরোধ সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা যাবে না এবং অনুরোধের যতটুকু অংশ প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয় এবং যতটুকু অংশ যৌক্তিকভাবে পৃথক করা সম্ভব, ততটুকু অংশ অনুরোধকারীকে সরবরাহ করতে হবে।
- কোন ইন্দ্রীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে কোন রেকর্ড বা উহার অংশবিশেষ জানাবার প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তথ্য লাভে বা পরিদর্শনের জন্য সহায়তা প্রদান করবেন।

২.১.৪ তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ও তথ্য প্রদান পদ্ধতি ঃ

- কোন ব্যক্তি তথ্য প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চেয়ে লিখিতভাবে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম বা ই-মেইলে অনুরোধ করতে পারবেন।
- উল্লিখিত অনুরোধে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহের উল্লেখ থাকতে হবেঃ
  - অনুরোধকারীর নাম, ঠিকানা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফ্যাক্স নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা;
  - যে তথ্যের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে তার নির্ভুল এবং স্পষ্ট বর্ণনা;
  - অনুরোধকৃত তথ্যের অবস্থান নির্ণয়ের সুবিধার্থে অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী; এবং
  - কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী তার বর্ণনা অর্থাৎ পরিদর্শন করা, অনুলিপি নেয়া, নোট নেয়া বা অন্য কোন অনুমোদিত পদ্ধতি।
- তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মুদ্রিত ফরমে নির্ধারিত ফরমেটে হতে হবে। তবে ফরম মুদ্রিত বা সহজলভ্য না হলে উপরিল্লিখিত তথ্যাবলী সন্নিবেশ করে সাদা কাগজে বা ক্ষেত্রমত, ইলেকট্রনিক মিডিয়া বা ই-মেইলেও তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধ করা যাবে।
- তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনুরোধকারীকে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত তথ্যের জন্য নির্ধারিত যুক্তিসংগত মূল্য পরিশোধ করতে হবে।
- সরকার তথ্য কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফিস এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারবে এবং কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণীকে কিংবা যে কোন শ্রেণীর তথ্যকে উক্ত মূল্য প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে।
- প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুসরণে বিনামূল্যে যে সকল তথ্য সরবরাহ করা হবে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করে প্রকাশ ও প্রচার করবে।

২.১.৫ তথ্য অধিকার আইনের প্রাধান্য ও তথ্য লাভের অধিকার ঃ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের কোন ক্ষেত্রে দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন সাংঘর্ষিক হলে উক্ত বিধানাবলীকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা এ আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (ধারা-৩)। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩ নিম্নরূপঃ

"প্রচলিত অন্য কোন আইনের - ক) তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলী দ্বারা ক্ষুণ্ন হইবে না; এবং খ) তথ্য প্রদানে বাধা সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সাংঘর্ষিক হইলে এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।"

অবাধ তথ্য প্রবাহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিধিতে বিদ্যমান বাধাগুলো যাতে কোন অন্তরায় না হয় সে লক্ষ্যে তথ্য অধিকার

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

আইনে ধারা ৩ এর বিধানটি রাখা হয়েছে। যেমনঃ অফিসিয়াল সিক্রেটস এ্যাক্ট ১৯২৩ এর ৫(১) ধারাটি সামরিক ও কৌশলগত গোপনীয়তা রক্ষার নিমিত্ত তৈরি করা হয়েছে। তথ্য প্রদান না করার ক্ষেত্রে সরকারী কর্মকর্তাগণ এই ধারাটিই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেন। ৫(১) ধারায় আরও উল্লেখ আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি তার অধীন বা নিয়ন্ত্রণে কোন গোপনীয় বিষয়ে তথ্য থাকা অবস্থায় (ক) স্বেচ্ছায় বিনিময় করে, (খ) তথ্য ব্যবহার করে, (গ) তথ্য বিক্রি করে বা (ঘ) যৌক্তিক যত্ন নিতে ব্যর্থ হয় তাহলে ঐ ব্যক্তি উক্ত ধারা মোতাবেক অপরাধী বলে গণ্য হবে। তবে ধারা ৩ এর মাধ্যমে এ বাধা দূর করা হয়েছে।

একই ভাবে The Government Servants (Conduct) Rules, 1979 এর বিধি ১৯ এ আছে- 'A Government servant shall not, unless generally or especially empowered by the Government in this behalf, disclose directly or indirectly to Government servant belonging to other Ministries, Divisions or Departments, or to non-official persons or communicate any information which has come into his possession in the course of his official duties, or has been prepared or collected by him in the course of those duties, whether from official sources or otherwise.' এ বাধাটিও দূরীভূত হয়েছে।

দেশে প্রচলিত আরো কয়েকটি আইন ও বিধিতে তথ্য দেয়ার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিধিনিষেধ আছে। Rules of Business, 1996 এর Rule 28(1) এ আছে- 'No information acquired directly from official documents or relating to official matters shall be communicated by a Government servant to the press, to non-officials or even officials belonging to other Government offices, unless he has been generally or specially empowered to do so.' তবে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সকল ধরনের বাধা অপসারিত হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনের আশ্রয় নিয়ে কোন ব্যক্তি তথ্য চেয়ে আবেদন করলে ধারা-৩ অনুযায়ী উপরোল্লিখিত সকল বা অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে না এবং এ সকল নিষেধাজ্ঞাকে অগ্রাহ্য করা হবে। তথ্য অধিকার আইনের ৪ ধারায় নাগরিকগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে এবং আইনের ৭ ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে চাহিত তথ্য সরবরাহ করা কর্তৃপক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নাগরিকগণ তথ্য চাওয়া ও পাওয়ার ক্ষেত্রে এভাবেই তথ্য অধিকার আইনের শক্তি দ্বারা ক্ষমতায়িত হবেন। তাই বলা যায়, তথ্য অধিকার আইন রাষ্ট্রের কাছ থেকে জনগণের কাছে নিয়ন্ত্রণের চাবি পৌঁছে দেয় এবং তথ্য অধিকার আইন নাগরিকগণের অন্যান্য আইনে প্রদত্ত অধিকার আদায়ের হাতিয়ার হিসেবে গণ্য।

২.১.৬ তথ্য প্রদানে অনুসরণীয় ব্যতিক্রমসমূহ ঃ

কোন কর্তৃপক্ষ কোন নাগরিককে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রদান করতে বাধ্য থাকবে না, যথাঃ

(ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হতে পারে এরূপ তথ্য;

(খ) পররাষ্ট্রনীতির কোন বিষয় যার দ্বারা বিদেশী রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা আঞ্চলিক কোন জোট বা সংগঠনের সাথে বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;

(গ) কোন বিদেশী সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য;

(ঘ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;

(ঙ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এরূপ নিম্নোক্ত তথ্য, যথা ঃ

(অ) আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারী আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;

(আ) মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোন আগাম তথ্য;

(ই) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;

(চ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পেতে পারে এরূপ তথ্য;

(ছ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হইতে পারে এরূপ তথ্য;

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

(জ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;

(ঝ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;

(ঞ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য;

(ট) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় এবং যা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এরূপ তথ্য;

(ঠ) তদন্তাধীন কোন বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে এরূপ তথ্য;

(ড) কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করতে পারে এরূপ তথ্য;

(ঢ) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ তথ্য;

(ণ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এরূপ কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোন তথ্য;

(ত) কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য;

(থ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হতে পারে এরূপ তথ্য;

(দ) আইন দ্বারা সংরক্ষিত কোন ব্যক্তির গোপনীয় তথ্য;

(ধ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;

(ন) মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন তথ্য।

তবে মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যেসকল বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে তা প্রকাশ করা যাবে এবং এ ধারার অধীন তথ্য প্রদান স্থগিত রাখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

২.১.৭ তৃতীয় পক্ষের তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলী ঃ

অনুরোধকৃত তথ্য প্রদান করা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট যথাযথ বিবেচিত হলে এবং যে ক্ষেত্রে উক্ত তথ্য তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক সরবরাহ করা হয়েছে কিংবা উক্ত তথ্যে তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ জড়িত রয়েছে এবং তৃতীয় পক্ষ তা গোপনীয় তথ্য হিসেবে গণ্য করেছে সে সকল ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ অনুরোধ প্রাপ্তির ৫(পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে তৃতীয় পক্ষকে তার মতামত চেয়ে নোটিশ প্রদান করবেন এবং তৃতীয় পক্ষ এরূপ নোটিশের প্রেক্ষিতে কোন মতামত প্রদান করলে তা বিবেচনায় নিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধকারীকে তথ্য প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

২.১.৮ তথ্য কমিশনের ক্ষমতা ঃ

(১) তথ্য কমিশন এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে অভিযোগ গ্রহণ, অনুসন্ধান এবং নিষ্পত্তি করতে পারবে, যথা ঃ-

(ক) কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করা কিংবা তথ্যের জন্য অনুরোধপত্র গ্রহণ না করা;

(খ) কোন তথ্য চাহিদা প্রত্যাখ্যাত হলে;

(গ) তথ্যের জন্য অনুরোধ করে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, কর্তৃপক্ষের নিকট হতে কোন জবাব বা তথ্য প্রাপ্ত না হলে;

(ঘ) কোন তথ্যের অযৌক্তিক মূল্য দাবী করা হলে, বা প্রদানে বাধ্য করা হলে।

(ঙ) অনুরোধের প্রেক্ষিতে অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা হলে বা যে তথ্য প্রদান করা হয়েছে তা ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর প্রতীয়মান হলে;

(চ) এ আইনের অধীন তথ্যের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন বা তথ্য প্রাপ্তি সম্পর্কিত অন্য যে কোন বিষয়।

(২) তথ্য কমিশন স্ব-প্রণোদিত হয়ে অথবা কোন অভিযোগের ভিত্তিতে আইনের অধীন উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে পারবে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

(৩) নিম্নলিখিত বিষয়ে Code of Civil Procedure , 1908 (Act V of 1908) এর অধীন একটি দেওয়ানী আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে তথ্য কমিশন বা, ক্ষেত্রমত, প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনারও এই ধারার অধীন সেরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন, যথা ঃ-

(ক) কোন ব্যক্তিকে তথ্য কমিশনে হাজির করার জন্য সমন জারী করা এবং শপথপূর্বক মৌখিক বা লিখিত প্রমাণ, দলিল বা অন্য কোন কিছু হাজির করতে বাধ্য করা;

(খ) তথ্য যাচাই ও পরিদর্শন করা;

(গ) হলফনামাসহ প্রমাণ গ্রহণ করা;

(ঘ) কোন অফিসের কোন তথ্য আনয়ন করা;

(ঙ) কোন সাক্ষী বা দলিল তলব করে সমন জারী করা; এবং

(চ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য যে কোন বিষয়।

(৪) অভিযোগ অনুসন্ধানকালে তথ্য কমিশন বা প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনার কোন কর্তৃপক্ষের নিকট রক্ষিত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট যে কোন তথ্য সরেজমিনে পরীক্ষা করতে পারবেন।

২.১.৯ তথ্য কমিশনের কার্যাবলী ঃ

- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, প্রকাশ, প্রচার ও প্রাপ্তির বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান;
- নাগরিকদের তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে নীতিমালা এবং নির্দেশনা প্রণয়ন ও প্রকাশ;
- তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ/পরামর্শ প্রদান ঃ
  - বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন স্বীকৃত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা এবং কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য অসুবিধা/বাধাসমূহ চিহ্নিত করে তা দূরীকরণের সুপারিশ;
  - তথ্য অধিকার বিষয়ক চুক্তিসহ অন্যান্য আর্ন্তজাতিক দলিলাদির উপর গবেষণা করা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ;
  - বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক দলিলের সাথে বিদ্যমান আইনের বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলে তা দূরীকরণার্থে প্রয়োজনীয় সুপারিশ;
  - তথ্য অধিকার বিষয়ে আর্ন্তজাতিক দলিল অনুসমর্থন বা তাতে স্বাক্ষর প্রদানে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
  - প্রয়োজনীয় আইন ও প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রণয়নের বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান ইত্যাদি;
- তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে গবেষণা করা এবং শিক্ষা ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানকে উক্তরূপ গবেষণা পরিচালনায় সহায়তা প্রদান;
- তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রচার এবং প্রকাশনা ও অন্যান্য উপায়ে তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ এবং এ জন্য গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বা ওয়ার্কশপের আয়োজন এবং অনুরূপ ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা ও গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রচার;
- তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মরত সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;
- তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষকে কারিগরী ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান;
- তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের জন্য একটি ওয়েব পোর্টাল স্থাপন ইত্যাদি।

২.১.১০ আপীল আবেদন গ্রহণ ও নিস্পত্তি করণ ঃ

➢ কোন ব্যক্তি নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে তথ্য লাভে ব্যর্থ হলে কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার বা সিদ্ধান্ত লাভ করার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করতে পারবেন।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

- আপীল কর্তৃপক্ষ যুক্তি সংগত কারণে নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও আপীল আবেদন গ্রহণ করতে পারবেন ।
- আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫(পনের) দিনের মধ্যে আপীল আবেদনকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করবেন অথবা তদ্‌বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য না হলে আপীল আবেদনটি খারিজ করবেন ।
- আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য প্রদানের জন্য নির্দেশিত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপীল আবেদনকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন ।

২.১.১১ তথ্য কমিশন কর্তৃক অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তিকরণ পদ্ধতি ঃ

- বাংলাদেশের যেকোন নাগরিক নিম্নলিখিত যে কোন কারণে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন ঃ
  - ধারা ১৩ এ উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কারণে তথ্য প্রাপ্ত না হলে;
  - ধারা ২৪ এর অধীন প্রদত্ত আপীলের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে;
  - ধারা ২৪ এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য প্রাপ্তি বা ক্ষেত্রমত তথ্য প্রদান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত না হলে ।
- ধারা ১৩ এ উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বিষয়ে যে কোন সময় এবং ধারা ২৪ এ উল্লিখিত বিষয়ে উক্তরূপ সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ বা ক্ষেত্রমত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার তারিখ হতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন ।
- তথ্য কমিশন যুক্তিসংগত কারণে নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও অভিযোগ গ্রহণ করতে পারবেন ।
- কোন অভিযোগের প্রেক্ষিতে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ আইনের বিধানাবলী অনুসরণে করণীয় কোন কার্য করতে ব্যর্থ হলে তথ্য কমিশন উক্ত কর্তৃপক্ষ বা ক্ষেত্রমত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে ।
- অভিযোগ প্রাপ্তির পর প্রয়োজন হলে প্রধান তথ্য কমিশনার উক্ত অভিযোগটি স্বয়ং অনুসন্ধান করবেন অথবা অনুসন্ধানের জন্য অন্য কোন তথ্য কমিশনারকে দায়িত্ব প্রদান করবেন ।
- কোন অভিযোগের অনুসন্ধানকালে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তার সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান করতে হবে ।
- কোন অভিযোগের বিষয়বস্তুর সাথে তৃতীয় পক্ষ জড়িত থাকলে তথ্য কমিশন উক্ত তৃতীয় পক্ষকেও বক্তব্য পেশ করার সুযোগ প্রদান করবে ।
- প্রাপ্ত অভিযোগ তথ্য কমিশন সাধারণভাবে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে নিস্পত্তি করবে তবে অভিযোগ নিস্পত্তির সময়সীমা, বর্ধিত সময়সহ কোন ক্রমেই সর্বমোট ৭৫ (পঁচাত্তর) দিনের অধিক হবে না ।

২.১.১২ জরিমানা আরোপ ও আদায় ঃ

- কোন অভিযোগ নিস্পত্তির সূত্রে তথ্য কমিশন নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে জরিমানা আরোপ ও আদায় করতে পারবে ঃ
  - কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছাড়াই তথ্য প্রাপ্তির কোন অনুরোধ বা আপীল গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন ।
  - কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ব্যতীত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনুরোধকারীকে তথ্য প্রদান করতে কিংবা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছেন ।
  - অসদুদ্দেশ্যে তথ্য প্রাপ্তির কোন অনুরোধ বা আপীল প্রত্যাখ্যান করেছেন ।
  - যে তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ করা হয়েছিল তা প্রদান না করে ভুল, অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা বিকৃত তথ্য প্রদান করেছেন ।
  - কোন তথ্য প্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন ।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

- তথ্য কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উল্লেখিত যে কোন কার্যের তারিখ হতে তথ্য সরবরাহের তারিখ পর্যন্ত প্রতি দিনের জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা হারে সর্বোচ্চ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করতে পারবে । জরিমানা আরোপের পূর্বে তথ্য কমিশন, সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তার বক্তব্য পেশ করার সুযোগ প্রদান করবে ।
- তথ্য কমিশন উপযুক্ত ক্ষেত্রে উল্লিখিত জরিমানা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার এরূপ কার্যকে অসদাচরণ গণ্য করে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে সুপারিশ করতে পারবে এবং এ বিষয়ে গৃহীত সর্বশেষ ব্যবস্থা তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উক্ত কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করতে পারবে ।

২.১.১৩ অব্যাহতিপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ ও এর ব্যতিক্রমঃ

তথ্য অধিকার আইনের ধারা-৩২(১) অনুসারে তফসিলে উল্লিখিত অব্যাহতিপ্রাপ্ত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নরূপঃ

- জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই) ।
- ডাইরেক্টরেট জেনারেল, ফোর্সেস ইনটেলিজেন্স (ডিজিএফআই) ।
- প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা ইউনিটসমূহ ।
- ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি), বাংলাদেশ পুলিশ ।
- স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ) ।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গোয়েন্দা সেল ।
- স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ ।
- র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এর গোয়েন্দা সেল ।

ব্যতিক্রমঃ উক্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কোন তথ্য দুর্নীতি বা মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার সাথে জড়িত থাকলে উক্ত ক্ষেত্রে ৩২(১) ধারা প্রযোজ্য হবে না এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধির প্রয়োজনে সরকার তথ্য কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে সময় সময় সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা তফসিল সংশোধন করতে পারবে ।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

অধ্যায় ৩

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নকল্পে গৃহীত ব্যবস্থাদি

৩.১ জনঅবহিতকরণ কর্মশালা/সেমিনার ঃ

তথ্য কমিশন গঠনের পর থেকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে তথ্য কমিশন বিভিন্ন জেলা, উপজেলা ও বিভাগ পর্যায়ে জনঅবহিতকরণ সভা সম্পন্ন করেছে। ইতোমধ্যে দেশের ৪২ টি জেলায় এবং ঢাকা ও রংপুর বিভাগে জনঅবহিতকরণ সভা সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও উপজেলা পর্যায়ে কুমিল্লা সদর এবং কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলায় জনঅবহিতকরণ সভা সম্পন্ন হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরের মধ্যেই অবশিষ্ট জেলাসমূহে জনঅবহিতকরণ সভা সম্পন্ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ের জনঅবহিতকরণ সভা সম্পন্ন হলে পর্যায়ক্রমে উপজেলা স্তরে জনঅবহিতকরণ সভা করার পরিকল্পনা রয়েছে।

৩.২ তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট ঃ

জুলাই, ২০১০ সালে তথ্য কমিশন জনগণের সাথে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে কমিশনের জন্য একটি ওয়েবসাইট নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। বাংলাদেশ টিলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড এর নিকট থেকে www.infocom.gov.bd নামে ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন করে ।

প্রথমে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও পরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এ্যাকসেস টু ইনফরমেশন প্রকল্পের সহযোগীতায় তথ্য কমিশন একটি ওয়েবসাইট নির্মাণ করে এবং ১৯ অক্টোবর ২০১০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাইটটির শুভ উদ্বোধন করেন।

তথ্য কমিশনের নিজস্ব ওয়েবসাইটটি ৫ ফেব্রুয়ারী থেকে ৭ মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত মোট ১০,৯৫২ (দশ হাজার নয়শত বাহান্ন) জন ব্যবহারকারী ব্রাউজ করেন এবং ৩০,১৩৫ (ত্রিশ হাজার একশত পঁয়ত্রিশ) টি পাতা ভিজিট করেন। এছাড়াও ৭ মার্চ থেকে ১৩ মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত ২,০১৩ (দুই হাজার তের) জন ব্যবহারকারী ব্রাউজ করেন এবং ৬,১৫৭ (ছয় হাজার একশত সাতান্ন) টি পাতা ভিজিট করেন।

১৬ জানুয়ারী, ২০১১ গ্রামীণ ফোনের সাথে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে যার আওতায় গ্রামীণ ফোন আইটি এর সহযোগীতায় এ্যাকসেস টু ইনফরমেশন কর্তৃক নির্মিত ওয়েবসাইটটির দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার তালিকার অংশের অবশিষ্ট ৮০% দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ডাটা আপলোড করার কাজ ২২ ফেব্রুয়ারী সম্পাদন করেছে। তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটটি প্রতিদিন কয়েকশ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ভিজিট করছেন মর্মে গ্রামীণ ফোন ও রবি এর প্রতিবেদনে দেখা যায় (পরিশিষ্ট- ২)।

বর্তমানে তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটটি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ডাটা সেন্টারে হোস্ট করা আছে এবং কমিশন তার নিজস্ব একটি ওয়েব সার্ভার স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

৩.৩ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ঃ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০ ধারায় প্রতিটি কর্তৃপক্ষকে প্রত্যেক তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য বিধান করা হয়েছে। তদনুযায়ী তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে সকল মন্ত্রণালয়ের সচিব, সকল জেলা প্রশাসক এবং বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) গুলোকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করার অনুরোধ জানানো হলে ইতোমধ্যে সরকারী অফিসসমূহ হতে ৬,২৫৫ জন এবং এনজিওগুলো থেকে ১,৫৮১ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, অফিসের ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার, মোবাইল নাম্বার, ই-মেইল ঠিকানাসহ বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া গিয়েছে যা ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত করে ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তথ্য কমিশন ও আর্টিকেল xix কর্তৃক আয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন সংস্থার ১৫২ জন কর্মকর্তাকে তথ্য কমিশন কার্যালয়ে তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্য অধিকার আইনের ওপর ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তৎপর রংপুর বিভাগীয় পর্যায়ে রংপুর বিভাগের ৮টি জেলার মোট ৪৩৪ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। চলতি ২০১০-১১ অর্থ বছরে মোট ২৫২০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

৩.৪ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ঃ

তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের করণীয় সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত করার লক্ষ্যে তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করেছে। ইতোমধ্যে তথ্য কমিশন ও আর্টিকেল xix যৌথভাবে তথ্য কমিশন কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করেছে।

সরকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ আর্টিকেল xix ও তথ্য কমিশনের যৌথ প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আইনের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তাদের মতামত প্রকাশ করেছেন। দাপ্তরিক বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা তাদের তথ্য প্রদানে বিরত রাখছে। উপরন্তু তারা তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও এ আইন সম্পর্কে অবহিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। যেহেতু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সচেতনতা না থাকলে তথ্য সরবরাহ বিঘ্নিত হবে। এ ব্যতীত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় কতগুলো বাস্তব সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন, একজন সরকারী কর্মকর্তা যিনি ইতোমধ্যে কোন না কোন দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন, তাঁর উপর যখন তথ্য প্রদানের বাড়তি দায়িত্ব আরোপ করা হবে, তখন তিনি কেন তা গ্রহণ করতে উৎসাহ বোধ করবেন? এছাড়াও তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মোবাইল ফোন প্রয়োজন। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ সরকারী/বেসরকারী বিভাগ/ অধিদপ্তরে তথ্য ইউনিট স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছেন যাতে করে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে তথ্য ভান্ডার তৈরি হয় এবং জনগণ চাওয়া মাত্র প্রয়োজনীয় তথ্য

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

সরবরাহ করা যায়। এ লক্ষ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ উপনিবেশিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে আগ্রহী এবং উল্লেখ করেন যে, সমস্ত সরকারী অফিস এবং সরকার কর্তৃক নিবন্ধনপ্রাপ্ত বেসরকারী সংগঠন তথ্য অধিকার আইনের আওতায় গড়ে তোলার জন্য পৃথক বাজেট বরাদ্দ এবং তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে নতুন একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এই কাজগুলো অত্যন্ত সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। তারা আরো উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন অবকাঠামো এবং সর্বোপরি সরকারী কর্মকর্তাদের মানস কাঠামোর পরিবর্তন প্রয়োজন।এই দায়িত্বসমূহ পালনে তথ্য কমিশন সঞ্চারকের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, কিন্তু সামগ্রিক বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারের উপরই বর্তায়।

তথ্য অধিকার আইনের সফল বাস্তবায়নে প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিপরীতে একজন বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থাকা একান্ত জরুরী যেন একজনের অনুপস্থিতিতে অন্যজন কাজ চালিয়ে নিতে পারেন। তাই বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারণের বিষয়টি তথ্য কমিশন যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে।

৩.৫ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ মডিউলে তথ্য অধিকার আইন অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রস্তাব ঃ

তথ্য অধিকার আইন জারীর পর তথ্য কমিশন থেকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ মডিউলে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করা হলে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান যেমন- বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, পুলিশ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, জুডিশিয়াল সার্ভিস ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, আরপিএটিসি, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, বিয়াম ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান তাদের প্রশিক্ষণ মডিউলে তথ্য অধিকার আইনকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য অধিকারের ওপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এসব প্রশিক্ষণে প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশনারদ্বয়, তথ্য কমিশনের সচিব ও পরিচালক (প্রশাসন) কে রিসোর্স পার্সন হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির জুডিশিয়াল সার্ভিস ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের প্রশিক্ষণার্থীদের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তথ্য কমিশনার জনাব মোহম্মদ আবু তাহের বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বিয়াম ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পুলিশ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তথ্য কমিশনের সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, আরপিএটিসি, ঢাকা ও এমআরডিআই আয়োজিত দুর্নীতি দমন কমিশন কর্মকর্তাগণের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ আব্দুল করিম আরপিএটিসি, ঢাকা কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে রিসোর্স পার্সন হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন।

৩.৬ তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশনারগণ ও কর্মকর্তাগণের ভূমিকা ঃ

৩.৬.১ প্রধান তথ্য কমিশনার রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ঃ

সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সচিব জনাব মোহাম্মদ জমির গত ৩১ মার্চ, ২০১০ খ্রিঃ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছেন ঃ

- “তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯” সুস্পষ্টভাবে সকল শ্রেণীর জনগণকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাথে সাক্ষাৎকার ও টকশোতে অংশগ্রহণ করেছেন, যেমন- ‘নিউজ টুডে’, ‘নিউ এইজ’, ‘মিডিয়া ওয়াচ’, ‘সমকাল’, ‘দি ইনডিপেন্ডেন্ট’, ‘যায়যায় দিন’, ‘যুগান্তর’, ‘সংবাদ’, ‘আমাদের সময়’, ‘প্রোব’, ‘আইস-টুডে’, ‘ব্যাংক বীমা অর্থনীতি’, ‘চ্যানেল আই’ ‘আরটিভি’, ‘ইটিভি’, ‘এটিএন বাংলা’, ‘এটিএন নিউজ’, ‘এনটিভি’, ‘বিটিভি’, ‘দেশ টিভি’, ‘বাংলাভিশন’ প্রভৃতি।
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধানাবলীর উপর তিনি বিআইআইএসএস, ন্যাশনাল ডিফেন্স কমান্ড কলেজ, বিআইডিএস, জুডিসিয়াল অফিসার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।
- আরটিআই এ্যাক্ট, ২০০৯ এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং বাংলাদেশে এর বাস্তবভিত্তিক প্রয়োগে তিনি জার্মান, সুইডেন, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, সিঙ্গাপুর, কুয়েত, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, ইউনাইটেড আরব আমিরাত, কাতার,

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

ভ্যাটিকান প্রভৃতি দেশের রাষ্ট্রদূতগণের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন।

- ➢ তথ্য কমিশনের স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের বিষয়ে ইউএনডিপি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এডিবি, আইডিবি প্রভৃতি আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে তিনি অংশগ্রহণ করেন।
- ➢ তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা ও এনজিওদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে- যেমন- "মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন", "এমআরডিআই", "রিসার্চ ইনশিয়েটিভ অব বাংলাদেশ", "আর্টিকেল xix", "ব্র্যাক", "নিজেরা করি" প্রভৃতি।
- ➢ সংবাদ সংস্থা বিশেষ করে "বিবিসি", "ভোয়া", "বিডি-২৪", "বিএসএস" প্রভৃতির সাথে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' বাস্তবায়নকল্পে বিস্তারিত আলাপ -আলোচনায় তিনি অংশগ্রহণ করেন।
- ➢ তিনি তথ্য অধিকার সঠিক ভাবে বাস্তবায়নের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, এলজিইডি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফাইন্যান্স, গ্রামীণ ব্যাংক, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বীমা কোম্পানীর সঙ্গে বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ করেন।
- ➢ এছাড়াও সমগ্র দেশে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' বাস্তবায়নের জন্য সকল জেলা প্রশাসকগণকে চিঠি প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত পত্রে তাঁদের মাধ্যমে এ আইনের প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, তা তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলে জেলা প্রশাসকগণ তাদের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ তথ্য কমিশনকে অবহিত করেছেন।
- ➢ তিনি তথ্য কমিশন ও আর্টিকেল-XIX কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি প্রশিক্ষণার্থীগণ কর্তৃক উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন এবং তথ্য কমিশনের ভবিষৎ পরিকল্পনা তাদেরকে অবহিত করেছেন।
- ➢ তিনি গত ০৮/০২/২০১১ তারিখে পঞ্চগড় জেলায় জনঅবহিতকরণ সভায় অংশগ্রহণ করে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং জনগণের পক্ষ থেকে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।
- ➢ তিনি গত ০৯/০২/২০১১ তারিখে রংপুর টাউনহলে রংপুর বিভাগের বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী দপ্তরে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

৩.৬.২ তথ্য কমিশনার সাবেক সচিব জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ঃ

- ❖ কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক কাঠামো, বিধি ও প্রবিধিমালা প্রণয়ন, কর্মকর্তা - কর্মচারী ও প্রয়োজনীয় জনবল, যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি সংগ্রহ এবং অর্থ বরাদ্দের ব্যাপারে তথ্য মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও আইন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করেন;
- ❖ তিনি কুমিল্লা সদর আদর্শ উপজেলা এবং কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলায় অনুষ্ঠিত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে সম্যক ধারনা প্রদান ও জনঅবহিতকরণ সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মকর্তাগণ, এনজিও, মুক্তিযোদ্ধা, সুশীল সমাজ, সাংবাদিক ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
- ❖ World Bank (WB), United Nations Development Programme (UNDP), International Press Institute এর প্রতিনিধিবৃন্দ এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ডি-নেট, কমিউনিটি রেডিও নেটওয়ার্ক, নাগরিক উদ্যোগ, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব) প্রভৃতি বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) এর প্রতিনিধিগণের সাথে মতবিনিময় কালে অংশগ্রহণ এবং কমিশনের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন;
- ❖ তথ্য কমিশনের স্থায়ী অফিসের জন্য জমি বরাদ্দের ব্যাপারে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করেন;

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে
কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনঅবহিতকরণ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

- ❖ তিনি তথ্য কমিশন ও আর্টিকেল XIX কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তথ্য অধিকার আই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন ;
- ❖ ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার এর সম্মেলন কক্ষে বিভাগীয় পর্যায়ে সর্বপ্রথম মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মকর্তাগণ, বেসরকারী সংস্থা (এনজিও), প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর তিনি সবিস্তারে আলোচনা ও মতবিনিময় করেন;
- ❖ সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মকর্তাগণ, এনজিও বিষয়ক প্রশিক্ষণ একাডেমী, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, বিয়াম ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, আর্টিকেল xix এর প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিদের সাথে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর প্রয়োগ ও বিধি-বিধান নিয়ে মতবিনিময় করেন;
- ❖ ৩০ মে, ২০১০ তারিখে জাতীয় প্রেস ক্লাবে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব) কর্তৃক আয়োজিত "বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে প্রান্তিক জনগোষ্টির অভিজ্ঞতা" শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণ ও মতবিনিময় করেন;
- ❖ তিনি তথ্য কমিশনের সভায় এবং দেওয়ানী কার্যবিধি অনুসরণক্রমে অভিযোগ নিস্পত্তিকল্পে বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন।

৩.৬.৩ তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ঃ

১) কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, বান্দরবান, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে এবং খাগড়াছড়ি, বরিশাল, কুমিল্লা, গাজীপুর, ফরিদপুর, যশোর, মাদারীপুর, নড়াইল, গোপালগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মাগুরা ও নরসিংদী জেলার জেলা প্রশাসক কর্তৃক আয়োজিত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কিত জনঅবহিতকরণ সভায় উপস্থিত থেকে তথ্য অধিকার আইনটি উপস্থাপন করেন।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

২) কুমিল্লা জেলার গুনবতী বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের “আরটিআই এ্যান্ড ইনফরমেশন লিটারেসি” বিষয়ক অনুষ্ঠান, ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে তথ্য অধিকার বিষয়ক অনুষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ভাদুঘর মাহাবুবুল হুদা পৌর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ভাদুঘর এ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা আয়োজিত তথ্য অধিকার, তথ্য স্বাক্ষরতা ও জাতিসংঘ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠানে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তথ্য অধিকার আইনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তোলার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

৩) বুনিয়াদী প্রশিক্ষণার্থীগণের (বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডার) সঙ্গে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে সচেতনতামূলক মতবিনিময় ও অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে তথ্য অধিকার আইনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ব্যাপকভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে অবহিত করেন।

তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম গত ২০ জুলাই, ২০১০ তারিখে
বান্দরবান জেলায় জনঅবহিতকরণ সভায় বক্তব্য রাখছেন

৪) National Academy for Educational Management (NAEM) ঢাকা, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা এবং বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার ঢাকাতে Foundation Course, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামসহ অন্যান্য Short Course এ অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের সঙ্গে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে ব্যাপকভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে অবহিতকরণ ও মতবিনিময় করেন।

৫) নেদারল্যান্ড দূতাবাসের Governance, Gender and Human Rights কর্তৃক আয়োজিত মতবিনিময় সভায় ৩০ জন বিদেশী উন্নয়ন অংশীদারের সাথে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ নিয়ে ব্যাপকভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে কিভাবে একে আরো সুদৃঢ় করা যায়, তথ্য আবেদনকারীকে কিভাবে আরো ক্ষমতায়িত করা যায় এবং উন্নয়ন অংশীদারগণ কিভাবে তথ্য কমিশনকে তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়তা করতে পারে সে বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৬) তিনি আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা স্কুল অব ইকনোমিকস, ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমী (ফিমা), ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল, সিআইডি, বাংলাদেশ পুলিশ, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

৭) এছাড়াও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিলস, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম, একশন এইড, এলকপ (ELCOP) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে মতবিনিময় করেন ।

৮) তিনি বিভিন্ন গণমাধ্যম যেমন: প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া (যেমন "চ্যানেল আই" "ইটিভি", "এটিএন বাংলা", "এটিএন নিউজ", "দেশ টিভি", "বাংলাভিশন" "বাংলাদেশ বেতার" "রেডিও টুডে") এবং কমিউনিটি রেডিও'র উদ্যোক্তাদের সঙ্গে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

গত ২০ জুলাই, ২০১০ তারিখে বান্দরবান জেলায় অনুষ্ঠিত জনঅবহিতকরণ সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের একাংশ।

৯) অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম তথ্য কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে তিনি তথ্য কমিশনার হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, নারী বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যু, আদিবাসীদের অধিকার, দুর্নীতি দমন ও তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

১০) তিনি যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, সুইডেনের স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভাড কেনেডী স্কুল ও জাপানের ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি স্থাপনে বাংলাদেশের ভূমিকা, পার্বত্য শান্তিচুক্তি, নারীদের বিভিন্ন মৌলিক অধিকার, শিক্ষানীতি ও তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৩.৬.৪ তথ্য কমিশনের সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ঃ

- ❖ তথ্য কমিশনের নিজস্ব ভবন না থাকায় তথ্য কমিশনের অস্থায়ী কার্যালয় জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে চালু করা হয় এবং সরকারী অর্থ বরাদ্দ দ্বারা গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রত্নতত্ত্ব ভবনের তৃতীয় তলাটিকে অফিসে রূপান্তর করার পর গত ০৩/০১/২০১০ তারিখে তথ্য কমিশনের অস্থায়ী কার্যালয় প্রত্নতত্ত্ব ভবনে স্থানান্তর করা হয়।
- ❖ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নকল্পে তথ্য কমিশনের টিওএন্ডই অনুমোদনের নিমিত্ত তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ইত্যোমধ্যে তথ্য কমিশনের জন্য ৭৬ জন জনবল সমৃদ্ধ টিওএন্ডই সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং প্রজ্ঞাপন জারী হয়েছে।
- ❖ তথ্য কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণকল্পে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশনের জন্য আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় ৩৫ শতাংশ জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত জমির সেলামী বাবদ অর্থ পরিশোধ ও জমির দখল বুঝিয়ে দেয়ার পর তথ্য কমিশনের জন্য নিজস্ব ভবন নির্মাণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
- ❖ জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার বাস্তবায়নকল্পে ইতোমধ্যে প্রায় সাড়ে সাত হাজার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে যার ডাটাবেজ ইতোমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ❖ তথ্য কমিশনের নিজস্ব ওয়েব সাইট/পোর্টাল চালু করা হয়েছে যার ওয়েব সাইট ঠিকানা ঃ www.infocom.gov.bd.
- ❖ কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কেন্দ্রীয়ভাবে এবং জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে । ইতোমধ্যে ৫৮৬ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে তিনি রিসোর্স পার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
- ❖ তথ্য কমিশন কর্তৃক আয়োজিত রংপুর বিভাগের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে তিনি রিসোর্স পার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার, সচিব তথ্য কমিশন ও জনাব মোঃ আব্দুল করিম, পরিচালক তথ্য কমিশন গত ৮/১১/২০১০ তারিখে নেত্রকোনা জেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে অনুষ্ঠিত জনঅবহিতকরণ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

- তিনি গত ২৯ মার্চ, ২০১০ তারিখে জাতীয় প্রেস ক্লাবে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত 'তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের ১ বছর' উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় যোগদান করে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।
- 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নকল্পে তিনি নরসিংদী, নেত্রকোনা, শেরপুর ও ময়মনসিংহ জেলায় আয়োজিত জনঅবহিতকরণ সভায় অংশগ্রহণ করে আইনটির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আইনগত ও প্রায়োগিক দিক বিশ্লেষণ করেন এবং অনুষ্ঠানে আগত ব্যক্তিবর্গের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।
- তিনি বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, এমআরডিআই কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ওপর রিসোর্স পার্সন হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।
- তিনি কমিশন সচিবালয় পরিচালনা, কর্মকর্তা-কর্মচারী ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পাদন, কেন্দ্রিয় সরকার ও মাঠ প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং কমিশনের প্রশিক্ষণ ও জনঅবহিতকরণ সভাসমূহ আয়োজনসহ কমিশনের বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনায় সার্বিক সহায়তা প্রদান করে আসছেন।

৩.৭ তথ্য অধিকার আইন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব ঃ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সম্যক অবহিত করার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার নিমিত্ত তথ্য কমিশন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ধারণাপত্রসমূহ প্রস্তাব পেশ করেছে। উক্ত প্রস্তাব মন্ত্রণালয় থেকে টেক্সট বুক বোর্ডে প্রেরিত হয়েছে। বিষয়টি পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হলে ছাত্র সমাজের মাঝে আইনটি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

৩.৮ তথ্য কমিশন ও বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ার সাথে মতবিনিময় সভা ঃ

তথ্য কমিশন গত ১১.১০.২০১০ তারিখে কমিশনের সম্মেলন কক্ষে বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সাথে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও মতবিনিময় করেছে। তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে প্রিন্ট মিডিয়াসমূহ কিভাবে সহযোগিতা করতে পারে সে বিষয়ে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মতামত অবহিত হয়েছে এবং তথ্য অধিকার সম্পর্কে জনগণকে অবহিত ও সচেতন করার লক্ষ্যে তাদেরকে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানিয়েছে।

বাংলাদেশস্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জেমস এফ মরিয়ার্টি গত ১৪/০৯/২০১০ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ জমির এর সাথে তাঁর অফিস কক্ষে সাক্ষাৎ করেন।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৩.৯ তথ্য কমিশন ও বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাথে মতবিনিময় সভা ঃ

তথ্য কমিশন গত ১৪.১০.২০১০ তারিখে কমিশনের সম্মেলন কক্ষে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সাথে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও মতবিনিময় করেছে। তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে ইলেকট্রনিক মিডিয়াসমূহ কিভাবে সহযোগিতা করতে পারে সে বিষয়ে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মতামত সম্পর্কে অবহিত হয়েছে এবং তথ্য অধিকার সম্পর্কে জনগণকে অবহিত ও সচেতন করার লক্ষ্যে তাদেরকে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানিয়েছে।

৩.১০ দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সংস্থার সাথে আলোচনা ঃ

প্রধান তথ্য কমিশনার, কমিশনারগণ ও কমিশন সচিব বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন বিশ্ব ব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ইউএনডিপি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতগণের সাথে তথ্য অধিকার বিষয়ে মতবিনিময় করেছেন এবং তাদের সহযোগিতা কামনা করেছেন। দেশীয় এনজিওগুলোর মধ্যে বিশেষ করে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, এমআরডিআই, রিসার্চ ইনিসিয়েটিভস, বাংলাদেশ, আর্টিক্যাল-XIX, ব্র্যাক, নিজেরা করি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাথে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা এবং মতবিনিময় করা হয়েছে।

প্রধান তথ্য কমিশনার গত ২৩.০৯.২০১০ তারিখে USAID, PROGATI and MRDI আয়োজিত Right to Information: How to move forward শীর্ষক সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন কর্তৃক ইতোমধ্যে গৃহীত ব্যবস্থাদি এবং ভবিষ্যতে করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

২৩/০৯/২০১০ তারিখে হোটেল শেরাটনে অনুষ্ঠিত "Right To Information Act : How to Move Forward" শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে প্রধান তথ্য কমিশনার বক্তৃতা করেছেন।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৩.১১ তথ্য অধিকারের বিষয়ে প্রচারণার জন্য বিভিন্ন মোবাইল ফোন অপারেটর তথা 'রবি' ও 'গ্রামীণ ফোন' এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ঃ

তথ্য অধিকার আইন- ২০০৯ বাস্তবায়ন এবং ব্যাপক প্রচারণার লক্ষ্যে তথ্য কমিশন ও মোবাইল ফোন অপারেটর ''রবি''র সাথে ২০/১২/২০১০ তারিখে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর (MoU) অনুষ্ঠান

তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে মোবাইল ফোন অপারেটর 'রবি আজিয়াটা লিমিটেড' এর সাথে গত ২০.১২.২০১০ তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। উক্ত মোবাইল ফোন অপারেটর সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) হিসেবে এর গ্রাহকদের মাঝে বিনামূল্যে তথ্য কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত এসএমএস ৫৬,২৭,২১৭ জন গ্রাহকের নিকট Ist Communication (20th Dec – 30 Dec) প্রেরণ করেছে। অশিক্ষিত গ্রাহকদের জন্য উক্ত অপারেটর ভয়েস এস এম এস প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছে। এছাড়াও 'রবি' বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের সাথে তথ্য অধিকার সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়াও উক্ত চুক্তির আওতায় এনটিভি, ইসলামিক টিভি এবং এটিএন নিউজ গত ডিসেম্বর, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী মাসে যথাক্রমে ৯৬০, ৩৭২০ ও ২০০০ মিনিট করে স্ক্রলিং প্রদর্শন করেছে (পরিশিষ্ট ২)।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন এবং ব্যাপক প্রচারণার লক্ষ্যে তথ্য কমিশন ও মোবাইল ফোন অপারেটর 'গ্রামীণ ফোন' এর মধ্যে ১৬/০১/২০১০ তারিখে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর (MoU) অনুষ্ঠান

তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে মোবাইল ফোন অপারেটর 'গ্রামীণ ফোন লিমিটেড' এর সাথে গত ১৬.০১.২০১০ তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। উক্ত মোবাইল ফোন অপারেটর সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) হিসেবে এর গ্রাহকদের মাঝে বিনামূল্যে তথ্য কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত এসএমএস ৮,০১,৩৩,৯২২ জন গ্রাহকের নিকট গত ২৬ ডিসেম্বর, ২০১০ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ পর্যন্ত প্রেরণ করেছে (পরিশিষ্ট-২)। অশিক্ষিত গ্রাহকদের জন্য উক্ত অপারেটর ভয়েস এস এম এস প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছে।

উভয় ক্ষেত্রে অনুমোদিত ও প্রেরিত এসএমএসটি নিম্নরূপ ঃ

Govt info: Tothyo jana o pawa apnar moulik odhikar. Tothyo Odhikar Ain anusharey sarkari o besarkari songstha tothyo prodane badhyo. Aro jante dekhun- www.infocom.gov.bd

৩.১২ তথ্য কমিশনের প্রকাশনা ঃ

তথ্য কমিশন ২০১০ সালে নিম্নোক্ত ২টি পুস্তিকা ও ১টি লিফলেট প্রকাশ করেছে ঃ

১. তথ্য অধিকার আইন, বিধিমালা, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

২. জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভায় প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

৩. তথ্য অধিকার সম্পর্কিত লিফলেট

৩.১৩ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কমিউনিটি রেডিও'র ভূমিকা ঃ

গত ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১১ তথ্য কমিশন ও বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও এন্ড কমিউনিকেশন (বিএনএনআরসি) এর আয়োজনে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কমিউনিটি রেডিও'র ভূমিকা শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ জমির। এ সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের ও অপর তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, কমিশন সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার এবং বিএনএনআরসি এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব এ এইচ এম বজলুর রহমান।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

২৮.১২.২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত "তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কমিউনিটি রেডিও'র ভূমিকা" শীর্ষক সভার একাংশ

বাংলাদেশে কমিউনিটি রেডিও'র ধারণাটি একদমই নতুন হলেও এটি চালু করার জন্য ১৯৯৮ সাল থেকেই দাবী উত্থাপিত হয়। ফলশ্রুতিতে ২০০৮ সালে বাংলাদেশ সরকার কমিউনিটি রেডিও বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন করে। বাংলাদেশ সরকার গত ২২ এপ্রিল, ২০১০ তারিখে প্রাথমিকভাবে ১৪টি কমিউনিটি রেডিওকে অনুমোদন প্রদান করেছে। এছাড়াও আরো ২০টি স্টেশনের অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জনগণকে তথ্য সেবা পৌঁছে দিতে কমিউনিটি রেডিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে কারণ গ্রামীণ জনগণের কাছে রেডিও এখনও চিত্তবিনোদনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। কমিউনিটি রেডিওতে আরটিআই বিষয়ক যেসকল অনুষ্ঠান প্রচার করা যায় সেগুলো হলো ঃ

১। রেডিও টক্‌স
২। সাক্ষাৎকার প্রচার
৩। প্যানেল আলোচনা
৪। নাটক/নাটিকা প্রচার
৫। তথ্য অধিকার সম্পর্কিত নির্বাচিত গান/বাজনা প্রচার
৬। ম্যাগাজিন প্রকাশ, ইত্যাদি।

৩.১৪ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসকগন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ঃ

বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরের উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, ই-গভর্ন্যান্স, সকল জেলায় জেলা তথ্য বাতায়ন চালুকরণ, ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রসহ বিভিন্ন প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসকল উদ্যোগের মধ্যে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অন্যতম। বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক স্বাধীনতাকে জনগণের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। আর এ অধিকারের সাথে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার ওতপ্রোত জড়িত। তথ্য সেবাকে তৃণমূল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে তথ্য কমিশন যেমন বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে তেমনি সমাজের সকল স্তর থেকে প্রতিনিধিদের এগিয়ে আসতে হবে এবং তথ্য অধিকার আইনকে সফলভাবে কার্যকর করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ কার্যকর হওয়ার পর গত ০১-০৬-২০১০ তারিখ দেশের ৬৪ টি জেলার জেলা প্রশাসক বরাবর 'তথ্য কমিশন' কর্তৃক এ আইন কার্যকর হওয়ার পর স্ব স্ব জেলা প্রশাসন একে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে কি ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা জানতে চেয়ে একটি পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল। এ পত্রের মাধ্যমে তথ্য কমিশন কর্তৃক জেলা প্রশাসকগণের নিকট যেসকল বিষয় জানতে চাওয়া হয়েছিল সেগুলো হলোঃ-

১. জেলাভিত্তিক ওয়েব সাইট 'তথ্য বাতায়ন' এ 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা। তথ্য বাতায়নে

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সকল সংস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপীল কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য দপ্তরের দাপ্তরিক তথ্য সন্নিবেশিত আছে কিনা।

২. জেলাধীন সকল সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে কিনা।

৩. 'তথ্য বাতায়ন' ওয়েব সাইটটি প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হয় কিনা এবং তথ্য বাতায়নে জেলাধীন সকল সংস্থার সিটিজেন চার্টার সন্নিবেশিত আছে কিনা।

৪. 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অনুসারে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রকাশনা ও জনঅবহিতকরনের জন্য জেলা প্রশাসন কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

৫. জেলাধীন সরকারী বা বিদেশী অর্থ সাহায্যপুষ্ট এনজিও, আধাসরকারী/স্বায়ত্বশাসিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ নিশ্চিত হয়েছে কিনা।

৬. 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিয়ে কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা।

৭. তথ্য জানার জন্য জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে মাসিক কি পরিমাণ আবেদনপত্র আসে, সেগুলো কি কি বিষয় সম্পর্কিত এবং আবেদন অনুযায়ী জেলা প্রশাসন কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

৮. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে বিকল্প কর্মকর্তা নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা, ইত্যাদি।

গত ৩০-০৯-২০১০ তারিখ পর্যন্ত সবগুলো জেলা থেকে উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তরসম্বলিত পত্র তথ্য কমিশনে এসে পৌঁছায়। প্রশ্নগুলোর উত্তরে বিভিন্ন জেলা বিভিন্ন ধরনের তথ্য প্রদান করে। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রাপ্ত এ সকল তথ্য বিশ্লেষণ করে তাদের গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে বেশকিছু ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। যেমনঃ সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের অনুল্লেখ, প্রশ্নের প্রেক্ষিতে উত্তরের অসামঞ্জস্যতা, বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান ইত্যাদি। এ সকল ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ চিহ্নিত করে গত ০৪-০১-২০১১ তারিখ ৩০টি জেলায় এবং গত ০৬-০২-২০১১ তারিখ বাকী ৩৪টি জেলায় পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়। দ্বিতীয় দফায় প্রেরিত পত্রের মধ্যে ১০-০৩-২০১১ তারিখ পর্যন্ত ২৪ টি জেলা থেকে উত্তর এসে পৌঁছায়। এ জেলাগুলো হলোঃ ময়মনসিংহ, পাবনা, কক্সবাজার, নীলফামারী, বান্দরবান, সুনামগঞ্জ, ভোলা, রাঙ্গামাটি, নওগাঁ, যশোর, লক্ষ্মীপুর, খুলনা, ঝালকাঠি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুষ্টিয়া, জয়পুরহাট, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চাঁদপুর, নড়াইল, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ ও কুমিল্লা।

দুই দফায় প্রেরিত পত্র বিশ্লেষণ করে জেলা প্রশাসন কর্তৃক গৃহীত যে সকল পদক্ষেপের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয়েছে সেগুলো হলোঃ

১. সকল ইউএনও অফিস ও জেলা প্রশাসকের সকল শাখায় তথ্য অধিকার আইনের কপি প্রেরণ করা হয়েছে।

২. সকল উপজেলায় লিফলেট বিতরণ (সংক্ষিপ্ত পরিসরে) করা হয়েছে।

৩. জেলার সরকারী কর্মকর্তা, সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধি এবং সুধীজনদের উপস্থিতিতে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৪. বিভিন্ন সভায় জনগণকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানানো হয়েছে ও হচ্ছে।

৫. জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

৬. "ডিজিটাল বাংলাদেশঃ আমাদের করণীয়" শীর্ষক ১৫ টি কর্মশালায় তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

৭. জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নোটিশবোর্ডে তথ্য সংগ্রহের ফরম ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, ঠিকানা, ফোন, ই-মেইল উল্লেখ করা হয়েছে।

৮. তথ্য কমিশন কর্তৃক জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৯. সব ধরণের সরকারী অনুষ্ঠানে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিতকরণের কাজ করা হয়।

১০. ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

১১. জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও মডেম বিতরণের কার্যক্রম চলছে।

১২. তথ্য সংগ্রহ করে তা তথ্য বাতায়নে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

১৩. জেলা প্রশাসক অফিসের প্রতিটি শাখার গার্ড ফাইল ও প্রাপ্ত গেজেটসমূহ বাঁধাই করে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

১৪. তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১৫. বিভিন্ন দিবস উদযাপন ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আগমন উপলক্ষ্যে জেলার বিভিন্ন বিভাগের তথ্য সম্বলিত পুস্তিকা, বুকলেট, লিফলেট ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে বিনামূল্যে জনগণের নিকট সরবরাহ করা হচ্ছে।

১৬. জেলা ও উপজেলার ই-সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান শর্ত হলো স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তাদের সকল তথ্য সংগ্রহ, সংগৃহীত তথ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে বিশাল তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলা এবং এসকল তথ্য প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে তথ্য অধিকার, তথ্য সংরক্ষণ, প্রকাশ ও প্রাপ্তি সংক্রান্ত অধ্যায় এর ৫(২) এ তথ্য সংরক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে- "প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ যেই সকল তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবে সেই সকল তথ্য, যুক্তিসংগত সময়সীমার মধ্যে, কম্পিউটারে সংরক্ষণ করিবে এবং তথ্য লাভের সুবিধার্থে সমগ্র দেশে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উহার সংযোগ স্থাপন করিবে।"

৩.১৫ তথ্য অধিকার আইন ও জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে স্থাপিত ফ্রন্ট ডেস্ক ঃ

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ফ্রন্ট ডেস্ক এর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তৃণমূল জনগণকে সহজে তথ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের শুরুতেই চোখে পড়ে ফ্রন্ট ডেস্ক। ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে দ্রুত জনসেবা প্রদানের লক্ষ্যে অনেক জেলায় ইন্টারনেট সুবিধাসহ কম্পিউটার প্রদান করা হয়েছে এবং একইসাথে টেলিফোন সংযোগ দেয়া হয়েছে। ফ্রন্ট ডেস্ক এ অফিস চলাকালীন সময়ে দুইজন কর্মচারী সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করেন। এ কর্মকর্তাদ্বয় ফ্রন্ট ডেস্ক এ আগত ব্যক্তিদের বিভিন্ন তথ্য প্রদান করে সহযোগীতা করেন।

ফ্রন্ট ডেস্ক

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ কার্যকর হওয়ার পর জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, জেলা প্রশাসনসহ অনেকেই মনে করেন তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের অর্থই হলো অফিসের সম্মুখে অবস্থিত একটি ফ্রন্ট ডেস্ক এর মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর করা। বাস্তবে, তথ্য অধিকার আইনের সাথে ফ্রন্ট ডেস্ক স্থাপন সম্পর্কিত বিষয়টি একটি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, ফ্রন্ট ডেস্ক এ সাধারণ মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য জানতে আসে ঠিকই, কিন্তু তাদের কেউই তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে তথ্য জানতে চায় না। তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট যে ফর্ম ব্যবহার করে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের সব সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে তথ্য চাওয়ার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে তা ফ্রন্ট ডেস্ক এর কার্যক্রমের সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তবে এ সকল ফ্রন্ট ডেস্কে কম্পিউটার, ইন্টারনেট সংযোগ এবং টেলিফোন প্রদানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট দেয়া হয়েছে। তাই আধুনিকভাবে সজ্জিত এ সকল ফ্রন্ট ডেস্ক কে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়। এক্ষেত্রে কয়েকটি প্রস্তাবনা তুলে ধরা হলো ঃ

১. তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী নিয়োগকৃত জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ফ্রন্ট ডেস্ক এ নিয়োগ দেয়া যায়। অর্থাৎ একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একইসাথে ফ্রন্টডেস্ক এর দায়িত্বে থাকবেন এবং তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের দায়িত্বেও থাকবেন। এ ক্ষেত্রে তার অধীনে আরও দুই জন কর্মচারী নিয়োগ করা যেতে পারে। তথ্য

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

অধিকার আইন বাস্তবায়নে যে ধরনের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন তার প্রায় পুরোটাই ফ্রন্ট ডেস্কে রয়েছে। তাই জনগণের দোরগোড়ায় তথ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য ফ্রন্ট ডেস্কের সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

২. প্রত্যেকটি ইউএনও অফিসে ফ্রন্ট ডেস্ক স্থাপন করা যায় এবং সেগুলোকে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় নিয়ে আসা যায়।

৩. সব সরকারী অফিসের মধ্যে ই-মেইল এর মাধ্যমে যোগাযোগ শুরু করা যায়। এছাড়া ল্যান LAN (Local Area Network) স্থাপনের মাধ্যমে প্রত্যেক সরকারী অফিসের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে কম্পিউটার নির্ভর যোগাযোগ বৃদ্ধি করা যায়।

৩.১৬ তথ্য অধিকার আইন ও জেলাভিত্তিক তথ্য বাতায়ন ঃ

তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার পর প্রত্যেক জেলার তথ্য বাতায়নে জেলা প্রশাসন কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সংযোজন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ৬৪ জেলার মধ্যে ৩৪ টি জেলার তথ্য বাতায়নে তথ্য অধিকার আইন সংযোজিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৪ টি জেলার মধ্যে ২৩ টি জেলার তথ্য বাতায়নেই তথ্য অধিকার আইন সংযোজিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। অর্থাৎ তথ্য কমিশন কর্তৃক দ্বিতীয় দফায় ত্রুটি বিচ্যুতি উল্লেখপূর্বক পত্র প্রেরণের প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসন তাদের কার্যক্রমে বেশ তৎপরতা প্রদর্শন করেছে। তবে কোন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটেই তথ্য অধিকার আইন সংযোজিত অবস্থায় পাওয়া যায় নি। জেলা ভিত্তিক 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা পরিশিষ্ট ৩ এ সন্নিবেশিত হয়েছে।

৩.১৭ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কারিতাস কর্তৃক তথ্য কমিশনকে কম্পিউটার সামগ্রী প্রদান ঃ

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নকল্পে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে একমাত্র কারিতাস গত **২৯/০২/২০১১** তারিখে তথ্য কমিশনকে পাঁচ সেট কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইউপিএস, কম্পিউটার টেবিল ইত্যাদি উপহার হিসেবে প্রদান করেছে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

অধ্যায় ৪

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বাস্তবায়ন

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৩০ ধারায় প্রতি বছর ৩১ মার্চ এর মধ্যে তথ্য কমিশন কর্তৃক এর পূর্ববর্তী বছরের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন থেকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৩০(২) উপধারায় উল্লেখিত সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সম্বলিত সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য দেশের সকল জেলা প্রশাসক এবং মন্ত্রণালয়গুলোকে পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রদ্বয়ের প্রেক্ষিতে সকল জেলা ও মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি সমন্বিত করে প্রতিবেদন নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

৪.১ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ও প্রকৃতি ঃ

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় জারীকৃত তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালায় নির্ধারিত ফরম ব্যবহার করে তথ্য জানার জন্য আবেদন করার বিধান রয়েছে। আবেদনের বিষয়টি তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ (যে সকল তথ্য দেয়া বাধ্যতামূলক নয়) এর অন্তর্ভুক্ত না হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদনকারীকে তার যাচিত তথ্য প্রদান করতে হবে। তথ্য অধিকার আইনের নির্ধারিত ফরম ব্যবহার করে সমগ্র দেশে গত ৩১/১২/২০১০ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত আবেদনপত্রের সংখ্যা ২৫,৪১০ টি (চিত্র-১)। তন্মধ্যে সরকারী কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ২২,৯৬৯ এবং এনজিওগুলোতে দাখিলকৃত আবেদনপত্রের সংখ্যা ২,৪৪১টি যা মোট আবেদনের ৯.৬১% ।

চিত্র-১ঃ তথ্য অধিকার আইনের আওতায় প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা

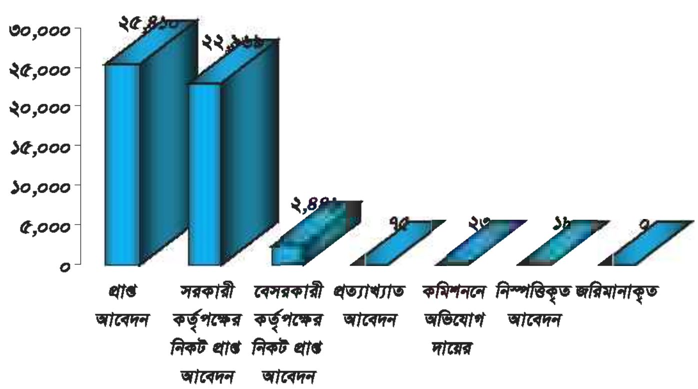

তথ্য কমিশনের প্রাপ্ত আবেদনপত্রগুলো যেসকল বিষয় সংক্রান্ত সেগুলো হলো ঃ

- আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স
- ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ডিলিং লাইসেন্স
- পাসপোর্ট সংক্রান্ত
- জলমহাল ইজারা
- খাস, অর্পিত, সরকারী ও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তি
- আইন শৃঙ্খলা রক্ষা কার্যক্রম
- ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা কর্তৃক ভিজিডি কার্ড প্রদান
- প্রবাসী/বিদেশ গমনেচ্ছুকদের বৈবাহিক সনদপত্র
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা
- ভূমির নাম জারিকরণ
- ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিপূরণ প্রদান
- জমির খতিয়ান সংক্রান্ত
- বীচ ম্যানেজমেন্ট কমিটির বিভিন্ন কার্যক্রম সংক্রান্ত (কক্সবাজার জেলা)
- পারিবারিক বিরোধ সংক্রান্ত
- দলিল লেখকের লাইসেন্স ইত্যাদি

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

আবেদনপত্রের বিষয়ে জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের এখনও কিছুটা বিভ্রান্তি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তথ্য কমিশন কর্তৃক জেলা প্রশাসকগণের নিকট তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে তার জেলায় প্রাপ্ত আবেদনপত্রের সংখ্যা কত সে বিষয়ে প্রতিবেদন চাওয়া হয়েছিল। তখন নারায়ণগঞ্জ ও ভোলা এর জেলা প্রশাসকদ্বয় প্রতিবেদন প্রেরণ করে জানিয়েছিলেন যে, তাদের জেলায় প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্য যথাক্রমে ৩৭,১০০ ও ৬,২৪৪ টি। কিন্তু অন্যান্য জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের সংখ্যা বিবেচনা করে তথ্য কমিশন কর্তৃক তাদের নিকট জানতে চাওয়া হয়েছিল এর প্রত্যেকটি আবেদনপত্রই তথ্য অধিকার আইনের আওতায় নির্ধারিত ফরম/ফরম্যাট ব্যবহার করে করা হয়েছে কিনা? এ প্রশ্নের উত্তরে জেলা প্রশাসক নারায়ণগঞ্জ জানান যে, উপরিউক্ত আবেদনপত্রগুলোর মধ্যে একটি ব্যতীত কোনটিতেই তথ্য অধিকার আইনের ফরম/ফরম্যাট ব্যবহার করা হয়নি। অনুরূপভাবে জেলা প্রশাসক ভোলাও জানান যে, তথ্য অধিকার আইনের আওতায় কোন আবেদন দাখিল করা হয়নি। অর্থাৎ উক্ত দুই জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত আবেদনপত্রের সংখ্যা মাত্র ১টি। তবে অতি দ্রুতই এ ধরনের বিভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে বলে তথ্য কমিশন বিশ্বাস করে।

৪.২ প্রত্যাখ্যাত আবেদনসমূহ ঃ

দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত ২৫,৪১০ টি আবেদনের মধ্যে মোট ৭৫ টি আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যা মোট আবেদনের মাত্র ০.৩%। প্রত্যাখ্যাত আবেদনগুলোর অধিকাংশই তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ ধারার বিধান মতে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে বা কোন জবাবই দেয়া হয়নি। তথ্য অধিকার আইন জারীর প্রথম বছরেই মোট আবেদনের ৯৯.৭% ক্ষেত্রে আবেদন অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করার বিষয়টি আশাব্যঞ্জক বলে তথ্য কমিশন মনে করে।

৪.৩ আপীলের সংখ্যা ও নিষ্পত্তির অবস্থা ঃ

সমগ্র দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত মোট ৭৫ টি আবেদনের বিপরীতে কয়টি আপীল দায়ের করা হয়েছে তা প্রাপ্ত অধিকাংশ প্রতিবেদনে প্রতিভাত হয়নি। তথাপি প্রত্যাখ্যাত আবেদনের সংখ্যা খুবই কম হওয়ায় প্রতীয়মান হয় যে, তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কতিপয় ব্যতিক্রম ব্যতীত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়েছেন।

৪.৪ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ

তথ্য সরবরাহের জন্য নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করায় এ পর্যন্ত কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে, কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি মর্মে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে প্রতিভাত হয়।

৪.৫ তথ্য অধিকার আইন অনুসারে প্রদত্ত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ঃ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ মোট ১৪,২১,৮৮৭ টাকা বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদায় করা হয়েছে মর্মে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে দেখা যায়। তথ্য অধিকার আইন জারীর পর বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন যাচিত তথ্য সরবরাহ করে সমগ্র দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ মোট ৯,৫৮,৩০০ টাকা আাদায় করেছে। প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে, অধিকাংশ কর্তৃপক্ষ যাচিত তথ্যসমূহ সরবরাহ করলেও কোন অর্থ আদায় করেনি। এক্ষেত্রে যাচিত তথ্যাদি বিনামূল্যে সরবরাহযোগ্য ছিল কিনা তা পরীক্ষা করে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্দেশনা প্রদান করবেন।

৪.৬ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি ঃ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

- দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ওয়েব সাইট খোলা হয়েছে।
- অধিকাংশ জেলার তথ্য বাতায়নে তথ্য অধিকার আইন সন্নিবেশিত করা হয়েছে।
- ওয়েব সাইটে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী স্বউদ্যোগে প্রকাশ করা হয়েছে।
- বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ চলমান রয়েছে।
- বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৪.৭ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাবসমূহ ঃ

তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে কোন সংস্কার প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। তবে ১০টি জেলা থেকে ২১টি সংস্কার প্রস্তাব পাওয়া গেছে যার সারসংক্ষেপ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

চুয়াডাঙ্গা জেলা ঃ

- দেশের সাধারণ জনগণের তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সভা, ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের আয়োজন করে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার কর্মসূচি গ্রহণ।

পটুয়াখালী জেলা ঃ

- তথ্য সেবা কেন্দ্রে আলাদাভাবে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ফটোকপি মেশিন, ডিজিটাল ক্যামেরা, ফ্যাক্স মেশিন সরবরাহ;
- তথ্য সেবা কেন্দ্রে জনবল আলাদাভাবে নিয়োগ দেয়া;
- তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম ও তথ্য সরবরাহে অপারগতায় নোটিশ বাংলাদেশ ফরম ও স্টেশনারী অফিস থেকে সরবরাহ।

মাদারীপুর জেলা ঃ

- সকল ইউনিয়ন পরিষদের সামনে ও হাট বাজারে সরকারীভাবে কর্মকর্তার মোবাইল ও টেলিফোন নাম্বারসহ বিলবোর্ড স্থাপনের নির্দেশনা প্রদান;
- সকল ইউনিয়ন পরিষদে বাধ্যতামূলকভাবে সকল বিভাগ কর্তৃক ডিসপে-বোর্ড স্থাপন।

ফরিদপুর জেলা ঃ

- সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহ;
- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- জাতীয় গণমাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চালানো;
- সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে কতটুকু সেবা বা তথ্য পাওয়া সম্ভব সেটি প্রতিষ্ঠানে নোটিশ বোর্ডে বা সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে টানিয়ে দেয়া বা লিখে দেয়া;
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান সমূহে একজন তথ্য কর্মকর্তা/তথ্য সহকারী নিয়োগ দান;
  এ বিষয়ে জেলা প্রশাসনকে অধিক দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রদান করা ও
- প্রতিটি উপজেলায় পর্যায়ক্রমে তথ্য অফিস স্থাপন।

নেত্রকোনা জেলা ঃ

- জনগণ যেন সহজে তথ্য পেতে পারেন সেজন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার শাখায় একটি কম্পিউটার, একটি প্রিন্টার, ইন্টারনেট সংযোগ ও একটি ফটোকপি মেশিন সরবরাহ।

নরসিংদী জেলা ঃ

- সমিতি নিবন্ধন, মাতৃত্ব ভাতা, ভিজিডি কর্মসূচী, নারী ও শিশু নির্যাতন, মহিলা উন্নয়ন সংক্রান্ত সচেতনতামূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত প্রকাশ।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

শেরপুর জেলা ঃ

- ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে অধিকহারে প্রচার, জনঅবহিতকরণ সভা, প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন, প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণকে তাদের তথ্যের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং কোন তথ্য কোন দপ্তর বা বিভাগে পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে জনগণকে স্বচ্ছ ধারণা দেয়া ।

খাগড়াছড়ি জেলা ঃ

- জনগণের তথ্য জানার অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একটি নির্ধারিত দিবসে একটি র‌্যালি, সভা ও সেমিনারের আয়োজন ।

লক্ষ্মীপুর জেলা ঃ

- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিষয়াবলী জনগণের মধ্যে প্রচারের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সভা সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের আয়োজন ।

কুমিল্লা জেলা

- তথ্য সেবা কেন্দ্র/ তথ্য প্রদান ইউনিটে পৃথকভাবে জনবল নিয়োগ;
- তথ্য প্রদান ইউনিটে জরুরী ভিত্তিতে কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইন্টারনেট মডেম, ফটোস্ট্যাট ও ফ্যাক্স মেশিন সরবরাহ;
- এ ইউনিটের কর্মকর্তাকে সরকারিভাবে মোবাইল ফোন সেট ও মাসিক মোবাইল ফোন ভাতা প্রদান ।

৪.৮ তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ ও গৃহীত ব্যবস্থাদি ঃ

দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট গঠিত তথ্যের মধ্যে প্রত্যাখ্যাত তথ্যের সংখ্যা খুবই কম হবার বিষয়টি আশাব্যঞ্জক । মাত্র ৭৫ টি প্রত্যাখ্যাত আবেদনের মধ্যে আপীল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেও যারা তথ্য প্রাপ্ত হননি, তাদের মধ্য থেকে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিগণ তথ্য কমিশনে ২৩ টি অভিযোগ দাখিল করেন । দাখিলকৃত অভিযোগসমূহের ওপর তথ্য কমিশনে শুনানীপূর্বক নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে । প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের মধ্যে ইতোমধ্যে ১৮ টি অভিযোগ তথ্য প্রদানের আদেশসহ নিষ্পত্তি করা হয়েছে । কোন কোন অভিযোগের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য কমিশন কর্তৃক নোটিশ দেওয়ার পর শুনানীর পূর্বেই গঠিত তথ্যাদি অভিযোগকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে । অন্যান্য অভিযোগসমূহ পর্যায়ক্রমে শুনানীঅন্তে নিষ্পত্তি করা হয়েছে । নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগসমূহ ও অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রদত্ত সিদ্ধান্তসমূহ পরিশিষ্ট অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে (পরিশিষ্ট- ৪) ।

৪.৯ তথ্য কমিশন কর্তৃক আরোপিত ও আদায়কৃত জরিমানা ঃ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫(১১) উপধারা অনুযায়ী তথ্য কমিশনকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের এবং ২৭ ধারা অনুযায়ী উপযুক্ত ক্ষেত্রে জরিমানা আরোপ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে । এ পর্যন্ত যে সকল অভিযোগ তথ্য কমিশন কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হয়েছে সে সকল অভিযোগের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত কারণ না থাকায় কোনরূপ ক্ষতিপূরণের আদেশ দেয়া হয়নি বা কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জরিমানা করা হয়নি ।

৪.১০ তথ্য কমিশন কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা ও প্রবিধানমালা ঃ

প্রতিষ্ঠার পর থেকে তথ্য কমিশনের উদ্যোগে নিম্নোক্ত বিধিমালা ও প্রবিধানমালাসমূহ ইতোমধ্যে জারী করা হয়েছে ঃ

১ । তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯

২ । তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর সংশোধনী

৩ । তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০ (পরিশিষ্ট- ১০)

৪ । তথ্য কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরি বিধিমালা, ২০১১

এছাড়াও নিম্নোক্ত দু'টি প্রবিধানমালা অনুমোদনান্তে জারীর অপেক্ষায় রয়েছে ঃ

১ । তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১১

২ । তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি) প্রবিধানমালা, ২০১১

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৪.১১ সর্বাধিক আবেদন প্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়/সংস্থা ঃ

ক্রমিক	ক	খ	গ	ঘ	চ
নং	মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম	কর্তৃপক্ষ ওয়ারী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত অনুরোধের সংখ্যা	অনুরোধকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য না দেওয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা এবং এই আইনের যে সকল বিধানের আওতায় উক্ত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়েছে তার বিবরণ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীলের সংখ্যা এবং উক্ত আপীলের ফলাফল	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই আইনের অধীন সরবরাহ কৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬
০১	বিআইডব্লিউটিএ	২,৬৬৪	-	-	তথ্যের জন্য কোন মূল্য গ্রহণ করা হয়নি
০২	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২৪৬০	১টি, চাহিত তথ্যাদি অধীনস্থ অফিসে থাকায় সেখান থেকে সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে	-	-
০৩	বাংলাদেশ বেতার সদর দপ্তর	১,৩৩২	-	-	-
০৪	বিএসসিসিএল	৭৯১	-	-	-
০৫	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়	৬১৭	অনুরোধকারীদের সকল তথ্য ইতোমধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে	-	৯,৫৮,৩০০/-
০৬	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	৩৩৭	-	-	ব্যুরো'র সকল তথ্য বিনামূল্যে প্রদান করা হয়
০৭	বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর	১৭০	-	-	৪,৪৫,৬৫০/-
০৮	শিল্প মন্ত্রণালয় ঃ এসএমই ফাউন্ডেশন	১৬৫	সকল তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে	-	এসএমইএফ সেবামূলক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান বিধায় তথ্যের মূল্য আদায় করা হয়নি
০৯	কৃষি তথ্য সার্ভিস	১২৫	-	-	-
১০	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন	৬০	-	-	-
	মোট	৮,৭২১	-	-	১৪,০৩,৯৫০

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তরসমূহে প্রাপ্ত আবেদনের বিভাজন নিম্নোক্ত চিত্র-২ তে প্রদর্শন করা হলো :

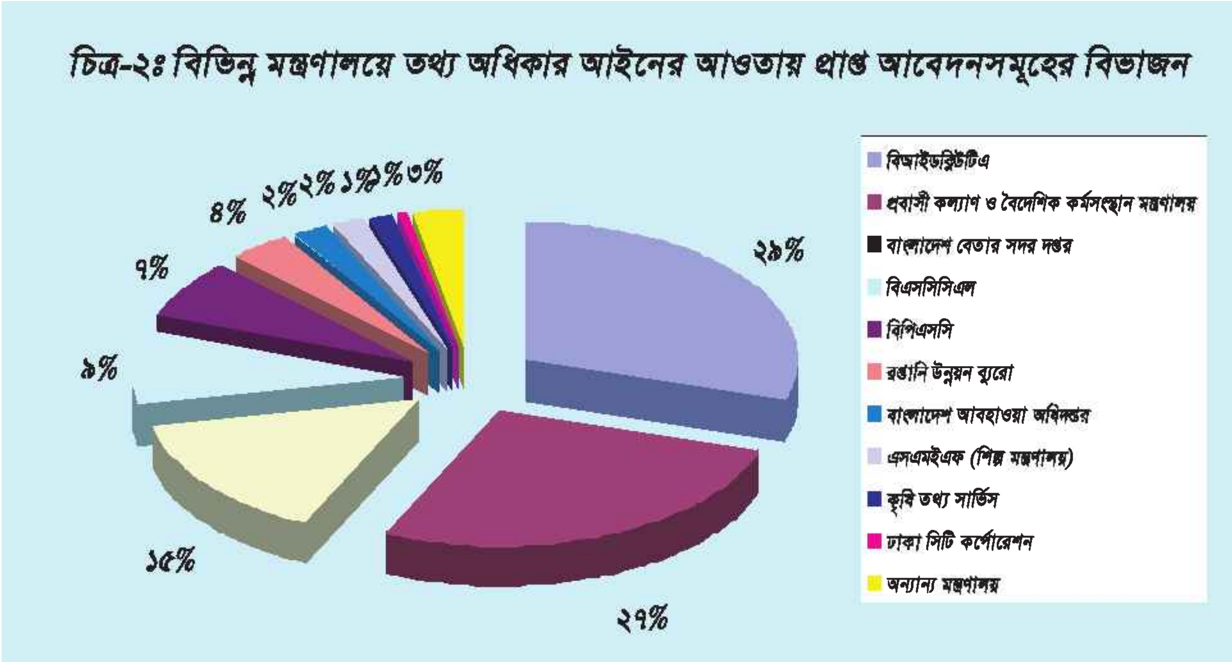

চিত্র-২ঃ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় প্রাপ্ত আবেদনসমূহের বিভাজন

৪.১২ সর্বাধিক আবেদন প্রাপ্ত ১০টি জেলা ঃ

ক্রমিক নং	ক জেলার নাম	খ কর্তৃপক্ষ ওয়ারী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত অনুরোধের সংখ্যা	গ অনুরোধকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য না দেওয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা এবং এই আইনের যে সকল বিধানের আওতায় উক্ত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়েছে তার বিবরণ	ঘ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীলের সংখ্যা এবং উক্ত আপীলের ফলাফল	চ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই আইনের অধীন সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬
০১	যশোর	৪৫০১			
০২	হবিগঞ্জ	২,৬৪২	১	-	-
০৩	মাদারীপুর	১,৮৫৫	-	-	২৪৫০/-
০৪	পঞ্চগড়	১০১০	-	-	৪০২/-
০৫	মানিকগঞ্জ	৫০০	-	-	-
০৬	নেত্রকোনা	৩৯৮	-	-	-
০৭	ফরিদপুর	৩৮৫	১১	-	-
০৮	রংপুর	৩৬৩	০৪	-	৩,৪৫০/-
০৯	বগুড়া	৩৫৭	-	-	১৭০/
১০	রাজশাহী	৩১৫	-	-	-
	মোট	১২,৩২৬	১৬	-	৬,৪৭২/-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৪.১৩ সর্বাধিক আবেদন প্রাপ্ত ১০টি বেসরকারী সংস্থা ঃ

ক্রমিক নং	ক এনজিওর নাম	খ কর্তৃপক্ষ ওয়ারী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত অনুরোধের সংখ্যা	গ অনুরোধকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য না দেওয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা এবং এই আইনের যে সকল বিধানের আওতায় উক্ত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়েছে তার বিবরণ	ঘ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীলের সংখ্যা এবং উক্ত আপীলের ফলাফল	চ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই আইনের অধীন সরবরাহ-কৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬
০১	টিআইবি	২০৮২	-	-	-
০২	মানবিক সাহায্য সংস্থা	১৯৭	-	-	-
০৩	গণ কল্যাণ সংস্থা	৩২	-	-	-
০৪	সোসাইটি অব রেনেসাঁ বাংলাদেশ (এস.আর.বি)	৩২	-	-	-
০৫	Voluntary Association for Rural Dev. (VARD)	৩০	-	-	-
০৬	সলিডারিটি	২০	-	-	-
০৭	স্পিড ট্রাস্ট	১৬	-	-	-
০৮	সমাধান	৫	-	-	-
০৯	প্রগতি কো-অপারেটিভ ল্যান্ডমর্টগেজ ব্যাংক লিঃ	৫	-	-	২৫/-
১০	প্রেপ (Program for research and elimination of poverty)	০৫	-	-	-
	মোট	২৪২৪	-	-	২৫

নিম্নোক্ত চিত্রে বেসরকারী সংস্থাগুলোতে প্রাপ্ত আবেদনের বিভাজন দেখানো হলো :

চিত্র-৩ঃ বেসরকারী সংস্থাসমূহের নিকট প্রাপ্ত আবেদনের বিভাজন

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৪.১৪ জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের বিশ্লেষণ ঃ

দেশের সকল জেলা থেকে প্রেরিত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একত্রে মোট ১৪,০৭৭ টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম ১০টি জেলাতেই ১২,৩২৬ টি আবেদন দাখিল হয়েছে যা জেলাগুলোতে প্রাপ্ত আবেদনের প্রায় ৮৮% (চিত্র-৪)। ৬৪ টি জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ঢাকা বিভাগের জামালপুর, শেরপুর, গোপালগঞ্জ, টাঙ্গাইল, শরীয়তপুর, ময়মনসিংহ ও মুন্সিগঞ্জ জেলা; চট্টগ্রাম বিভাগের খাগড়াছড়ি, লক্ষ্মীপুর, ফেনী ও কুমিল্লা জেলা; খুলনা বিভাগের খুলনা, চুঁয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলা; রাজশাহী বিভাগের নাটোর ও সিরাজগঞ্জ জেলা; সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার ও সুনামগঞ্জ জেলা; রংপুর বিভাগের কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর জেলা এবং বরিশাল বিভাগের বরিশাল, বরগুনা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর ও ভোলা জেলা অর্থাৎ মোট ২৯টি জেলায় তথ্য অধিকার আইনের অধীনে তথ্য প্রাপ্তির জন্য কোন আবেদন/অনুরোধ দাখিল করা হয়নি। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ সকল জেলার জনগণ এখন পর্যন্ত তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে কিভাবে তারা উপকৃত হতে পারেন সে বিষয়ে অবহিত হতে পারেননি অথবা আইনটি প্রচারের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

চিত্র-৪ঃ বিভিন্ন জেলায় প্রাপ্ত আবেদনের বিভাজন

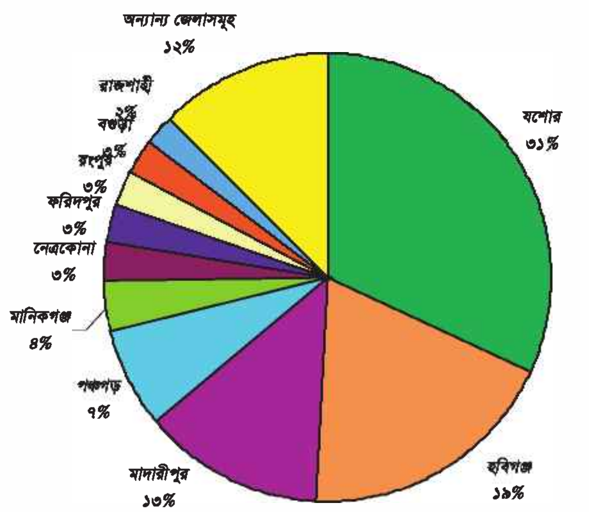

৪.১৫ তথ্য কমিশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব ঃ

চলতি ২০১০-১১ অর্থ বছরে তথ্য কমিশনের জন্য মোট ৬৫৫.৮৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তথ্য কমিশনের বাজেট নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

কোড নং	খাতের নাম	২০১০-১১ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ	জুলাই-ডিসেম্বর ২০১১ (৬ মাস) এর ব্যয়	মন্তব্য
৫৯০৩	বেতন বাবদ সহায়তা	৯৫.৮৯	১১.৫৭	সকল কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ না হওয়ায় ব্যয় কম হয়েছে।
৫৯০৬	ভাতাদি	৭৭.৭২	১১.৭১	
৫৯৭৭	অন্যান্য মঞ্জুরি	৪৮২.২৭	৬৫.১১	
	সর্বমোট	৬৫৫.৮৮	৮৮.৩৯	

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

অধ্যায় ৫

তথ্য কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন সংস্কার প্রস্তাব

৫.১ ভূমিকা ঃ

তথ্য কমিশন কর্তৃক এ পর্যন্ত ৪২টি জেলায় জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল সভায় বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিবর্গের বিভিন্ন প্রশ্নের আলোকে তথ্য কমিশনের অভিজ্ঞতা হলো তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বিভিন্ন পদ্ধতিতে আরো প্রচার প্রয়োজন। তথ্য অধিকার আইনটি ২০০৯ সালে জারী হলেও এখন পর্যন্ত সকল জেলায় জনঅবহিতকরণ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি যা এককভাবে তথ্য কমিশনের পক্ষে খুবই দুষ্কর। তথাপি চলতি জুন/২০১১ মাসের মধ্যেই দেশের সকল জেলায় জনঅবহিতকরণ সভা সম্পন্ন করার জন্য তথ্য কমিশন তৎপর রয়েছে। তবে আইনটি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয়সহ সকল কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে তথ্য কমিশন মনে করে।

৫.২ পর্যবেক্ষণ ও মতামত ঃ

তথ্য কমিশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণকালে এবং ৪২ টি জেলায় জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠানকালে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। এ সকল প্রশ্নের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আইনে বহুজাতিক কোম্পানীর বিষয়টির অনুপস্থিতি, নারী, আদিবাসী, শিশু ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অনুপস্থিতি ইত্যাদি। উপরিউক্ত বিষয়গুলো আমলে নিয়ে তথ্য অধিকার আইনের কিছু সংস্কার আনা যেতে পারে বলে তথ্য কমিশন মনে করে।

৫.৩ তথ্য অধিকার আইনের কিছু সংস্কার প্রস্তাব ঃ

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও জনঅবহিতকরণ সভায় উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্ন এবং সুশীল সমাজের দাবীর প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন মনে করে তথ্য অধিকার আইনে নিম্নরূপ কিছু সংস্কার আনা যেতে পারে ঃ

৫.৩.১ প্রতিবন্ধী মানুষের অন্তর্ভুক্তি ঃ বাংলাদেশের বৈষম্যপীড়িত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশ হলো প্রতিবন্ধী মানুষ। এদেশে প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা প্রায় ৫.৬ শতাংশ। আমাদের দেশে সাত ধরণের প্রতিবন্ধী মানুষ রয়েছে। যথাঃ (১) বাক প্রতিবন্ধী (২) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী (৩) শ্রবণ প্রতিবন্ধী (৪) বুদ্ধি প্রতিবন্ধী (৫) শারীরিক প্রতিবন্ধী (৬) মানসিক প্রতিবন্ধী ও (৭) অটিস্টিক । তবে তথ্য অধিকার আইনে এ সাত ধরনের প্রতিবন্ধী মানুষের স্থলে কেবলমাত্র ইন্দ্রীয় প্রতিবন্ধীদের তথ্য পাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনে ধারা ৯ এর ১০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-**"কোন ইন্দ্রীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে কোন রেকর্ড বা উহার অংশবিশেষ জানাইবার প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তথ্য লাভে সহায়তা প্রদান করিবেন এবং পরিদর্শনের জন্য, যে ধরণের সহযোগিতা প্রয়োজন তাহা প্রদান করাও এই সহায়তার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে"**। এ ধারার প্রেক্ষিতে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ দাবী করেছেন শুধু ইন্দ্রীয় প্রতিবন্ধী মানুষই নন সকল ধরণের প্রতিবন্ধী মানুষকে তথ্য অধিকার আইনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং সকলের জন্য আইনটি সহজলভ্য, অনুধাবনযোগ্য ও ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে হবে। সে লক্ষ্যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের পাঠের সুবিধার্থে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ কে *Braille* পদ্ধতিতে অনুবাদের জন্য তথ্য কমিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

৫.৩.২ আদিবাসীদের অন্তর্ভুক্তি ঃ বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে আদিবাসী জনগোষ্ঠী অন্যতম। বাংলাদেশে ৪৫ টি আদিবাসী গোষ্ঠী রয়েছে যারা সংখ্যায় ১২,০০,০০০ (বার লক্ষ) এবং মোট জনসংখ্যার ১.১৩ শতাংশ। এ সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠী সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত দিক থেকে সমাজের সবচেয়ে প্রান্তিক অবস্থানে রয়েছে। তথ্য অধিকার আইনে এ সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। তাই বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামসহ আদিবাসী বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সুশীল সমাজ থেকে দাবী করা হয়েছে তথ্য অধিকার আইনে আদিবাসী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা হোক এবং তাদের জন্য তথ্য অধিকার আইনকে সহজলভ্য ও ব্যবহার উপযোগী করে গড়ে তোলা হোক।

৫.৩.৩ নারীদের অন্তর্ভুক্তি ঃ বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেক নারী। নারী সমাজকে অগ্রাহ্য করে জাতীয় জীবনে উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই সরকার নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ প্রণয়ন করেছে, যা অভিনন্দনযোগ্য। নারী উন্নয়ন নীতিতে উল্লেখ রয়েছে "স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, তথ্য ও প্রযুক্তিতে নারীকে পূর্ণ ও সমান সুযোগ প্রদান করা হবে।" আমাদের সমাজে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, আদিবাসী, দলিত ভেদে

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

নারীর অবস্থানে পার্থক্য রয়েছে। এ সকল নারীকে ক্ষমতায়নে তথ্য অধিকার আইন সহায়ক হতে পারে। কিন্তু তথ্য অধিকার আইনে নারী বিষয়ক সুনির্দিষ্ট কোন নির্দেশনা নেই। তাই নারী অধিকার আদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছে তথ্য অধিকার আইনে নারীদের জন্য সুস্পষ্ট বিধান রাখতে হবে যেন তারা এ আইনটিকে তাদের ক্ষমতায়নে শক্তিশালী হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করতে পারে।

৫.৩.৪ শিশুদের অন্তর্ভুক্তি ঃ তথ্য অধিকার আইনে বাংলাদেশের শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি তবে United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) এর আর্টিকেল ১২, ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৭ তে শিশুদের The Right to Information এবং Freedom of Expression প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১৪.৮% শতাংশ শিশু। বাংলাদেশের Ministry of Women and Children Affairs কর্তৃক গৃহীত National Child Policy, ২০১০ অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচের জনগোষ্ঠী শিশু হিসেবে বিবেচিত এবং এ সংজ্ঞা অনুযায়ী বাংলাদেশের ৬,৮০,০০,০০০ (ছয় কোটি আশি লক্ষ) শিশু রয়েছে। এ সকল বিষয়ের প্রেক্ষিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যারা শিশু অধিকার বিষয়ে সোচ্চার তাদের দাবী তথ্য অধিকার আইনে শিশুদের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার বিষয়ে যেন সুনির্দিষ্ট বিধান রাখা হয়।

৫.৩.৫ বেসরকারী দেশীয় ও বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর অন্তর্ভুক্তি ঃ বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনে বেসরকারী দেশীয় ও বহুজাতিক কোম্পানীগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কিন্তু এ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের সাথে জনগণের অর্থ ও স্বার্থ জড়িত বিধায় এরূপ কোম্পানীগুলোকে তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত করার দাবী বিভিন্ন জন অবহিতকরণ সভায় উত্থাপিত হয়েছে।

৫.৪ তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ ঃ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে যা নিম্নে সন্নিবেশিত করা হলো ঃ

- তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে তথ্য অধিকার সম্পর্কে তৃণমূল জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথ্য কমিশনের তথ্য বাতায়ন উদ্বোধনকালে দরিদ্র, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে এ আইনটি সম্পর্কে সচেতন করে তোলার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। বাংলাদেশের ৭০% থেকে ৮০% জনগণ তাদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয় এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তারা নিঃসঙ্গ। তাই সমাজের সর্বস্তরের জনগণের মাঝে তথ্য অধিকার এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা পৌঁছে দিতে হবে।
- বাংলাদেশের একটি বিরাট জনগোষ্ঠী এখনও দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কিভাবে তাদের কাছে তথ্য পৌঁছে দেয়া যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকের ইন্টারনেটে প্রবেশগম্যতা নেই। বাংলাদেশে আনুমানিক ৪% জনগণ ইন্টারনেটের সুবিধা ভোগ করতে পারে যা ভারতে ১০% এবং পাকিস্থানে ৭% । এছাড়া বাংলাদেশে এখনও নিরক্ষরতার হার অনেক বেশী। এই বাস্তবতা ও সাক্ষরতার কথা বিবেচনা করে তথ্য কমিশনকে অধিকহারে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
- তথ্য কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যকারিতা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। কারণ তথ্য অধিকার আইনের সফলতা ও ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভর করে তথ্য কমিশনের সক্ষমতার উপর। তথ্য কমিশনের সক্ষমতার সাথে আরও যে সকল বিষয় জড়িত সেগুলো হলো তথ্য প্রদানে সরকারের সদিচ্ছা, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে পর্যায়ক্রমে পদক্ষেপ গ্রহণ ও কার্যকরী করণ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, সাংবাদিকগণ, সরকারী কর্মকর্তা এবং সর্বোপরি সাধারণ জনগণের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা ইত্যাদি। এছাড়া তথ্য কমিশনের অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও আইনগত স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ ও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
- তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ওয়েবভিত্তিক ডাটাবেজ ব্যবস্থার প্রবর্তন অর্থাৎ ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ ছাড়া নতুন, পুরানো সব ধরনের তথ্য সংরক্ষণ প্রায় অসম্ভব। আবার কিছু কিছু তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগে আমাদের জ্ঞান ও সামর্থ্য দুটোতেই ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। উপরন্তু তথ্য প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম চালু রাখা অনেক ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও এটি প্রধান বাধা।
- তথ্য সংরক্ষণ সম্পর্কে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৫(১) এ বলা হয়েছে, **"এই আইনের অধীন তথ্য অধিকার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উহার যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ এবং ইনডেক্স প্রস্তুত করিয়া যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবে"**। আইনে উল্লেখ করা হলেও তথ্যকে ক্যাটাগরি ও ইনডেক্স অনুযায়ী সংরক্ষণ করা সময় সাপেক্ষ বিষয় এবং এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সচেতনতা ও আগ্রহ একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

- স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে বা স্ব-উদ্যোগে তথ্য প্রকাশ করা আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। এখানে বড় বাধা আমাদের মানসিকতা। ধারনা করা হয় যে, প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা, অস্বচ্ছতা, দুর্নীতি ইত্যাদি খবর জনগণ জানতে পারলে তা প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষতিকর হবে। তবে এটা দেশের জন্য ও জনগণের জন্য মঙ্গলজনক তা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এখানে উল্লেখ্য যে, কোন প্রতিষ্ঠানের তথ্যাবলী ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার চেয়ে পুস্তক, বিলবোর্ড, সিটিজেন চার্টার ইত্যাদি আকারে প্রকাশ করা হলে সাধারণ জনগণের অভিগম্যতা বৃদ্ধি পাবে।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সফলতার সাথে দায়িত্বপালন ও তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে আপীল কর্তৃপক্ষের সচেতনতা অন্যতম চ্যালেঞ্জ। কারণ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গির উপর অনেকাংশে নির্ভর করে তথ্য অধিকার আইনের কার্যকারিতা।
- জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের ওয়েবসাইট "তথ্য বাতায়ন" হালনাগাদ করার ক্ষেত্রে জনবল স্বল্পতা একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। পর্যাপ্ত জনবলের অভাবে জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়নের পদক্ষেপসমূহ কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে না।
- তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও অঙ্গিকার। রাজনৈতিক সদিচ্ছাই পারে তথ্য অধিকার আইনকে দ্রুত বাস্তবায়ন করতে এবং একই সাথে তথ্য কমিশনকে সফলভাবে কার্যকর করতে।
- তথ্য প্রদানের সংস্কৃতি তৈরী করা অন্যতম চ্যালেঞ্জ কারণ সরকারী কর্মকর্তাগণ দাপ্তরিক গোপনীয়তার আইনে দীক্ষিত। তথ্য প্রদানের সংস্কৃতি তৈরী করতে নাগরিক সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ব্যাপকভিত্তিক প্রচারণার মাধ্যমে নাগরিক সমাজ সরকারী কর্মকর্তাগণের মধ্যে তথ্য প্রদানের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে পারে এবং এভাবেই সুষ্ঠু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণের অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব।
- তথ্য অধিকার আইনকে মূলধারায় সংযোজিত করাও অন্যতম চ্যালেঞ্জ। তথ্য অধিকার আইনকে কার্যকর করার জন্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একে সক্রিয় করতে হবে এবং আন্তঃমন্ত্রণালয়ের কার্যাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এছাড়াও এসকল প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে কিভাবে এ আইনকে ব্যবহার করা যায় সে বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করতে হবে।
- তথ্য অধিকার আইন জেলা পর্যায়ে কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং বাস্তবায়িত হচ্ছে সে বিষয়ে তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে মনিটরিং করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত।

৫.৫ তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের সুপারিশ ঃ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০ ধারার বিধান অনুযায়ী সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ প্রায় সাড়ে সাত হাজার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ সম্পন্ন করলেও অধিকাংশ কর্তৃপক্ষ প্রতিটি তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করেনি। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিশ্বব্যাংকের সাথে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে ২০১১ সালের জুন মাসের মধ্যে মাত্র ৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ (স্বাস্থ্য, তথ্য, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, স্থানীয় সরকার ও সেতু বিভাগ) কর্তৃক স্বেচ্ছা-প্রণোদিত তথ্য প্রদানের নিমিত্ত কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য আরো অনেক কিছু করণীয় রয়েছে যা নিম্নে সংক্ষেপে সুপারিশ আকারে সন্নিবেশিত করা হলো ঃ

১। সকল কতৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দ্রুত সম্পন্নকরণ। মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা স্তরে সকল কর্তৃপক্ষের প্রধানকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিকালে বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

২। কর্তৃপক্ষের সংজ্ঞা রিভিউ করে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত করা প্রয়োজন।

৩। আইনে তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত সময় বেশি থাকায় তথ্য গ্রহণকারী দীর্ঘসূত্রতার শিকার হতে পারেন। তাই তথ্য প্রদানের জন্য তথ্য অধিকার আইনের ৯(১), ৯(২) ও ৯(৩) ধারায় নির্ধারিত সময় সীমা প্রতিটি ক্ষেত্রে ৭ (সাত) দিন কমিয়ে দেয়া যেতে পারে।

৪। তথ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহের নিমিত্ত প্রতিটি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় কম্পিউটার, স্ক্যানার, ফটোকপিয়ার, প্রিন্টার, টেলিফোন ইত্যাদি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। তথ্য সরবরাহের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন, বিধায় তাদের জন্য মাসিক ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ (মূল বেতনের ৫%- ১০% পর্যন্ত) বরাদ্দ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রতিটি কর্তৃপক্ষের বাজেটে উভয় ক্ষেত্রে আর্থিক সংস্থান রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৫। তথ্য প্রাপ্তির আবেদন, আপীল আবেদন ও অভিযোগ দাখিলের জন্য ফি নির্ধারণ করা যেতে পারে। নগদ অর্থ জমা করার খাত চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে।

৬। Suo-moto disclosure এর পরিমাণ ও পরিধি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। শুধু মাত্র ৬ ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়সমূহ বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ করলেই হবে না, তাতে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ স্ব-উদ্যোগে প্রকাশের জন্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রতিটি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিতব্য বার্ষিক প্রতিবেদনে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি অধ্যায় সংযুক্ত করতে হবে। প্রতিটি কর্তৃপক্ষকে Suo-moto disclosure এর লক্ষ্যে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ প্রদান করতে হবে।

৭। প্রতিটি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিটিজেন চার্টার প্রস্তুত করে ওয়েব সাইট/বার্ষিক প্রতিবেদন /নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮। তথ্যের সঠিক শ্রেণীবিন্যাস করে যে সকল তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা যায় তা সংরক্ষণ পূর্বক ওয়েব সাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে।

৯। প্রতিটি কর্তৃপক্ষকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ পর্যায়ে Online আবেদন গ্রহণ ও তথ্য প্রদানের সুযোগ/সুবিধা তৈরী করতে হবে।

১০। যে সকল প্রশ্ন প্রায়শই করা হয়, সেগুলোর উত্তর ওয়েব সাইটে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১১। প্রতিটি কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা- কর্মচারীদের গোপনীয়তার সংস্কৃতি থেকে বেড়িয়ে আসতে হবে। এজন্য তাদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে।

১২। তথ্য অধিকার সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক ও বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণকে দেশে-বিদেশে শিক্ষা সফরে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩। কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত NGO গুলো যাতে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে এগিয়ে আসে সে জন্য তাদের সরকারী/বিদেশী অনুদান বরাদ্দের পূর্বে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান হিসেবে এনজিও ব্যুরোকে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ/মনিটরিং করতে হবে।

১৪। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা থাকলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি গ্রহণ করতে হয় যা পরিহার করা প্রয়োজন। তথ্য কমিশনের বাজেট সরকারের Consolidated Fund এ Charged Expenditure হিসেবে গণ্য করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৫। Video Conference Based Hearing এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৬। অভিযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষ তথ্য কমিশনের আদেশ/সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করলে তথ্য কমিশনকে Contempt of the Court এর proceeding draw করার ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে।

৫.৬ উপসংহার

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, জনগণের ক্ষমতায়ন এবং সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে সরকারের আন্তরিক সদিচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে দেরিতে হলেও বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণীত হয়েছে এবং দেশে প্রথমবারের মত স্বাধীন তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তবে এ আইনের সফল বাস্তবায়নে তথ্য গ্রহণকারী ও তথ্য প্রদানকারী সকলের সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে। সুশীল সমাজের অগ্রণী ভূমিকা তথ্য প্রদানের উপযোগী পরিবেশ তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারে। কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের মন মানসিকতার পরিবর্তন করে গোপনীয়তার সংস্কৃতি পরিহারেরও প্রয়োজন রয়েছে। জনগণের সচেতনতা এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপরও আইনের সাফল্য নির্ভর করে। কমিশন ভয় ভীতি ও পক্ষপাতিত্বের ঊর্ধ্বে উঠে কতটা আন্তরিকভাবে এ আইন প্রয়োগ করতে পারে তার ওপরও এ আইনের সাফল্য নির্ভর করে বহুলাংশে।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। কাজেই আইন ও এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু দুর্বলতা থাকতেই পারে। তবে নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তথ্য কমিশন জনগণের তথ্য জানার আকাঙ্ক্ষা পূরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যদি এ আইনটি যথাযথভাবে কার্যকর করা যায় তবে তা তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। দেশের আপামর জনগোষ্ঠী এ আইনের সহায়তা নিয়ে সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখতে পারে। কমিশন কাজ শুরু করার প্রথম বছরেই নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তথ্য পাওয়ার বিষয়ে জনগণের আগ্রহ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের সাড়া নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। আশা করা যায়, এ আইনের সফল বাস্তবায়ন সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং ২০২১ সালের জাতীয় রূপকল্প অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুসংহত করা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বহুগুণে উজ্জ্বল হবে বলে তথ্য কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পরিশিষ্টসমূহ

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

সাংগঠনিক কাঠামো

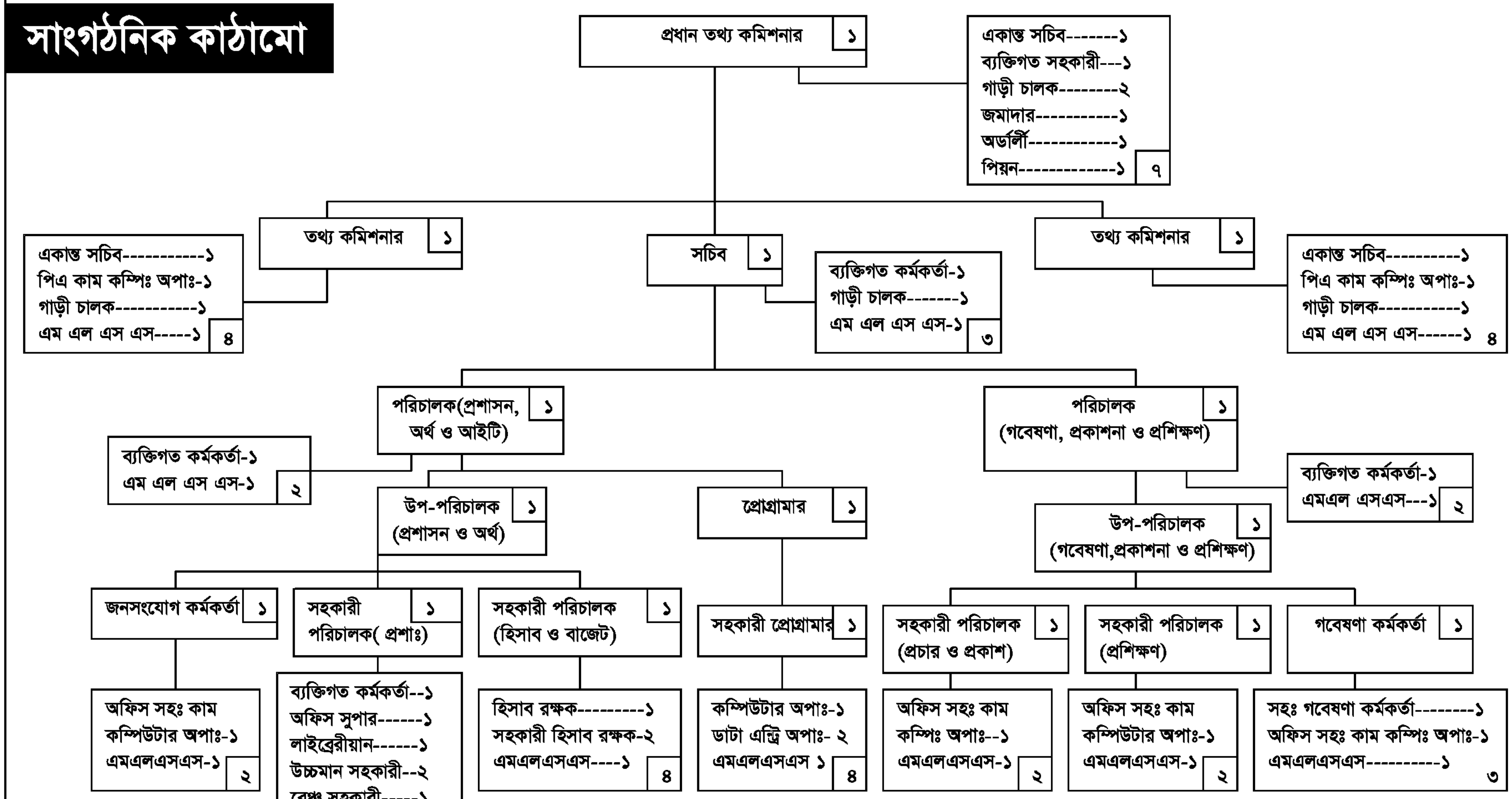

জনবলঃ

কমিশন সদস্য		০৩
স্কেলভিত্তিক-		৫২
আউট সোর্সিং		
গাড়ী চালক	- ০২	২১
এম এল এস এস	- ১২	
পিয়ন-	- ০১	
নৈশ প্রহরী	- ০৪	
ঝাড়ুদার/ক্লিনার	- ০২	
		৭৬

যানবাহন ঃ
কার---------- ৫টি
জীপ---------- ১ টি
মাইক্রোবাস--- -১ টি

অফিস সরঞ্জাম ঃ
কম্পিউটার--------------------১০টি
ল্যাপটপ------------------------ ৫ টি
মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর- ------------ ১ টি
ফটোকপিয়ার--------------------- ৪ টি
ফ্যাক্স মেশিন--------------------- ২ টি
মাইক্রোফোন------------------- ১ সেট(২৫টি)
ইন্টারকম---------------------- ১ সেট(২০টি)
স্পাইরাল বাইন্ডিং মেশিন ও এক্সেল- ৪টি

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Information Commission Activity Updates

রবি

SMS Blast	2nd Blast Scheduled	1st Communication Started : 20th Dec End : 30th Dec 2nd Communication Started : 27th February End : 3rd March	Broadcast Quantity	Planned to broadcast **We will broadcast 5,908,000 SMS (Approx)**
Scroll		❑ NTV ❑ Islamic TV ❑ ATN News		
Newspaper	Pending		Corporate AD	Schedule to communicate in March'2011

20-Dec	Dhaka	432,802
21-Dec	Dhaka	1,419,909
22-Dec	Khulna	172,068
24-Dec	Sylhet &Barishal	212,317
25-Dec	Mymensingh	298,795
26-Dec	Rajshahi	286,690
27-Dec	Bogura	373,658
28-Dec	Khustia	197,953
29-Dec	Chittagong	2,000,000
30-Dec	Comilla	233,025
	Total	5,627,217

December	960 Min
January	3720 Min
February	2000 Min

an axiata company

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Information Commission Updates

রবি

Particular	
MoU Signing	20 Dec 2010
Validity	19 Dec 2011
Scope of Work	Mass Communication through SMS, TV scroll, Press Ad & RJC
	Assist in creative development

an axiata company

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Grameen Phone :
SMS broadcast and TV Scroll stats up to February 28, 2011

1. SMS broadcast stats

Broadcast Date	Number of SMS	Content
26 December, 2010	4,415,356	Govt info: Tothyo jana o pawa apnar moulik odhikar. Tothyo Odhikar Ain anusharey sarkari o besarkari songstha tothyo prodane badhyo. Aro jante dekhun www.infocom.gov.bd
27 December, 2010	7,584,641	
28 December, 2010	6,000,000	
29 December, 2010	5,400,000	
30 December, 2010	3,706,000	
01 February, 2011	14,000,000	
02 February, 2011	15,256,338	
22 February, 2011	6,30,312	
23 February, 2011	5,677,723	
24 February, 2011	5,675,473	
24 February, 2011	6,418,079	
Total	**80,133,922**	

2. Television scroll stats: ? Hours

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

infocom.gov.bd

Dashboard

Feb 5, 2011 - Mar 7, 2011
Comparing to: Site

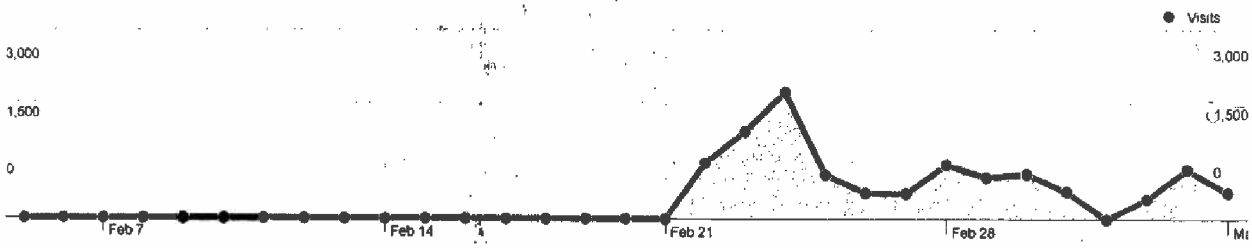

Site Usage

10,952 Visits

30,135 Pageviews

2.75 Pages/Visit

54.35% Bounce Rate

00:03:03 Avg. Time on Site

84.45% % New Visits

Visitors Overview

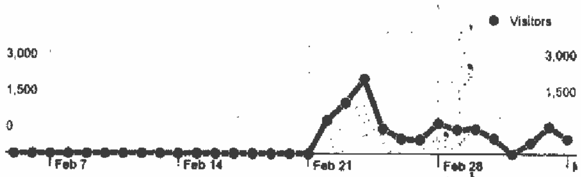

Visitors
9,330

Map Overlay

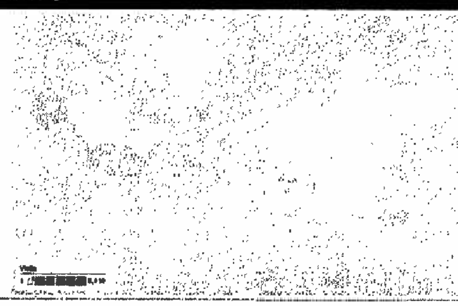

Traffic Sources Overview

- Direct Traffic 9,664.00 (88.24%)
- Search Engines 1,057.00 (9.65%)
- Referring Sites 231.00 (2.11%)

Content by Title

Page Title	Pageviews	% visits
-	11,520	38.23%
- Designated Officers	5,533	18.36%
Information Commission	2,219	7.36%
- Downloads	1,109	3.68%
-	997	3.31%

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

infocom.gov.bd

Visitors Overview

Feb 5, 2011 - Mar 7, 2011

Comparing to: Site

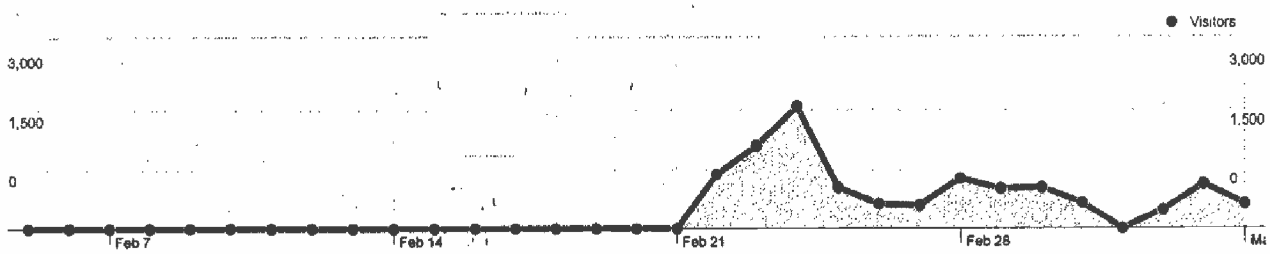

9,330 people visited this site

- **10,952** Visits
- **9,330** Absolute Unique Visitors
- **30,135** Pageviews
- **2.75** Average Pageviews
- **00:03:03** Time on Site
- **54.35%** Bounce Rate
- **84.45%** New Visits

Technical Profile

Browser	Visits	% visits
Opera Mini	5,187	47.36%
Firefox	2,125	19.40%
Internet Explorer	1,676	15.30%
Safari	742	6.78%
Opera	385	3.52%

Connection Speed	Visits	% visits
Unknown	9,698	88.55%
T1	1,208	11.03%
Dialup	18	0.16%
DSL	16	0.15%
OC3	9	0.08%

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

infocom.gov.bd

Map Overlay

Feb 5, 2011 - Mar 7, 2011
Comparing to: Site

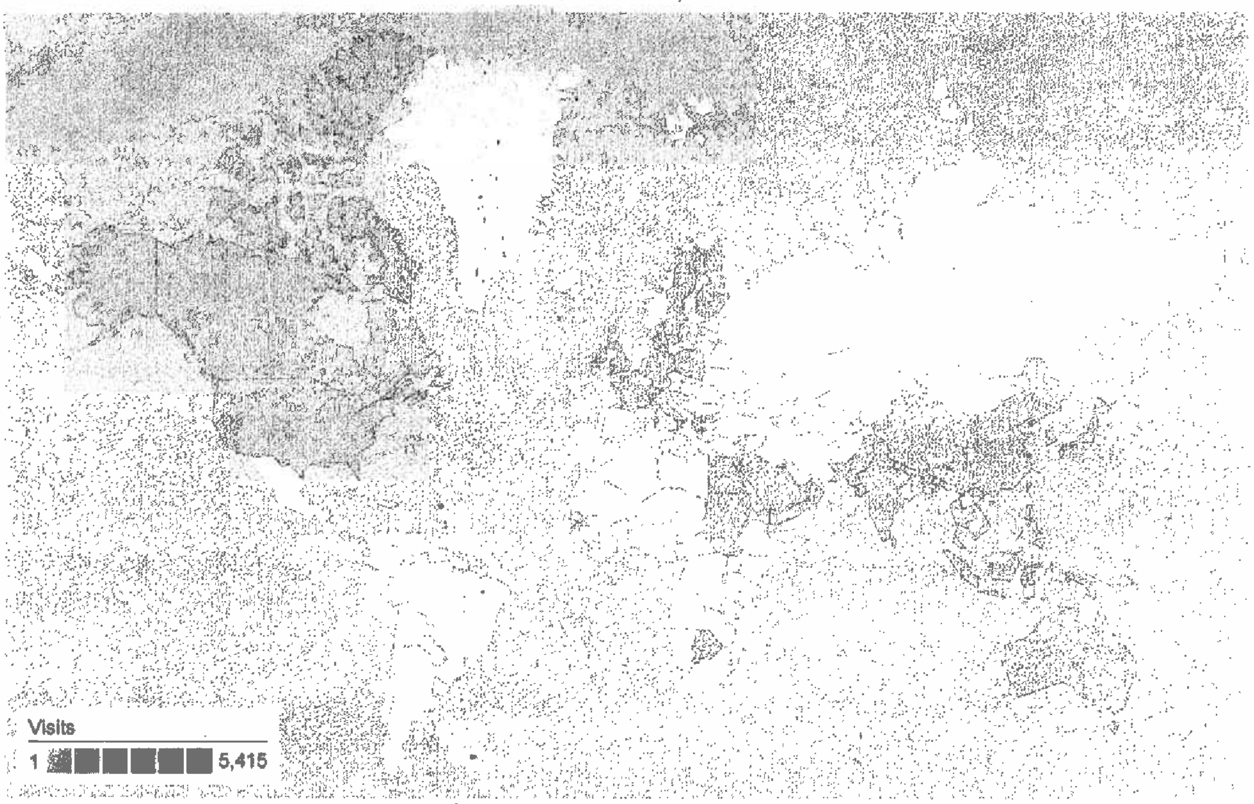

10,952 visits came from 44 countries/territories

Site Usage

Visits	Pages/Visit	Avg. Time on Site	% New Visits	Bounce Rate
10,952 % of Site Total: 100.00%	2.75 Site Avg: 2.75 (0.00%)	00:03:03 Site Avg: 00:03:03 (0.00%)	84.62% Site Avg: 84.46% (0.19%)	54.35% Site Avg: 54.35% (0.00%)

Country/Territory	Visits	Pages/Visit	Avg. Time on Site	% New Visits	Bounce Rate
Bangladesh	5,415	3.53	00:04:00	84.21%	46.59%
(not set)	5,203	1.90	00:02:01	84.89%	62.87%
United States	61	2.62	00:02:58	93.44%	47.54%
Saudi Arabia	60	4.88	00:04:44	91.67%	41.67%
Indonesia	29	1.83	00:01:42	93.10%	58.62%
Kuwait	22	4.50	00:04:27	86.36%	36.36%
United Arab Emirates	22	4.27	00:03:58	95.45%	45.45%
India	21	1.81	00:01:26	42.86%	71.43%
United Kingdom	18	2.44	00:01:45	94.44%	44.44%

Google Analytics

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

infocom.gov.bd

Dashboard

Mar 7, 2011 - Mar 13, 2011

Comparing to: Feb 28, 2011 - Mar 6, 2011

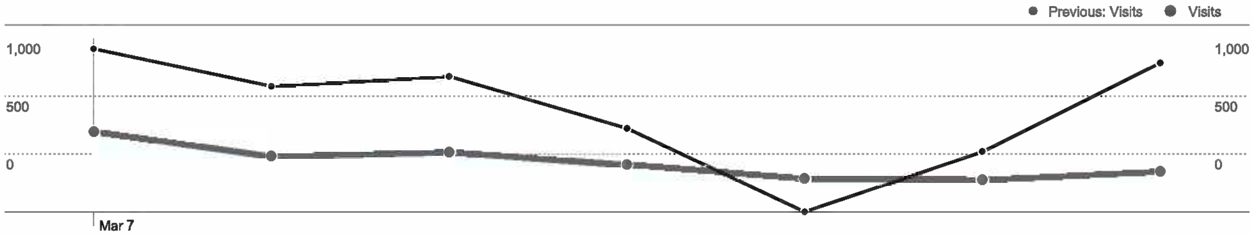

Site Usage

2,013 Visits

Previous: 4,135 (-51.32%)

6,157 Pageviews

Previous: 13,218 (-53.42%)

3.06 Pages/Visit

Previous: 3.20 (-4.32%)

48.48% Bounce Rate

Previous: 50.54% (-4.07%)

00:03:28 Avg. Time on Site

Previous: 00:03:24 (2.13%)

68.31% % New Visits

Previous: 81.04% (-15.71%)

Visitors Overview

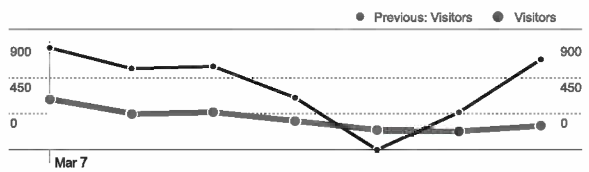

Visitors

1,621

Traffic Sources Overview

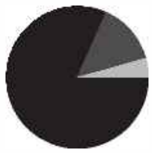

- Direct Traffic
  1,643.00 (81.62%)
- Search Engines
  282.00 (14.01%)
- Referring Sites
  88.00 (4.37%)

Map Overlay

Google Analytics

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

infocom.gov.bd

Visitors Overview

Mar 7, 2011 - Mar 13, 2011
Comparing to: Feb 28, 2011 - Mar 6, 2011

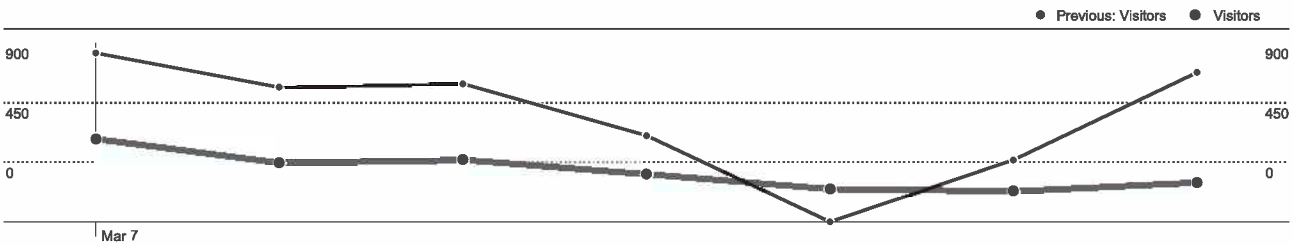

1,621 people visited this site

2,013 Visits
Previous: 4,135 (-51.32%)

1,621 Absolute Unique Visitors
Previous: 3,546 (-54.29%)

6,157 Pageviews
Previous: 13,218 (-53.42%)

3.06 Average Pageviews
Previous: 3.20 (-4.32%)

00:03:28 Time on Site
Previous: 00:03:24 (2.13%)

48.48% Bounce Rate
Previous: 50.54% (-4.07%)

68.31% New Visits
Previous: 81.04% (-15.71%)

Technical Profile

Browser	Visits	% visits
Opera Mini		
Mar 7, 2011 - Mar 13, 2011	806	40.04%
Feb 28, 2011 - Mar 6, 2011	1,766	42.71%
% Change	-54.36%	-6.25%
Firefox		
Mar 7, 2011 - Mar 13, 2011	486	24.14%
Feb 28, 2011 - Mar 6, 2011	900	21.77%
% Change	-46.00%	10.92%

Connection Speed	Visits	% visits
Unknown		
Mar 7, 2011 - Mar 13, 2011	2,013	100.00%
Feb 28, 2011 - Mar 6, 2011	4,135	100.00%
% Change	-51.32%	0.00%

Google Analytics

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পরিশিষ্ট - ২/২

infocom.gov.bd

Map Overlay

Mar 7, 2011 - Mar 13, 2011
Comparing to: Feb 28, 2011 - Mar 6, 2011

2,013 visits came from 40 countries/territories

Site Usage

Visits	Pages/Visit	Avg. Time on Site	% New Visits	Bounce Rate
2,013 Previous: 4,135 (-51.32%)	**3.06** Previous: 3.20 (-4.32%)	**00:03:28** Previous: 00:03:24 (2.13%)	**68.41%** Previous: 81.14% (-15.69%)	**48.48%** Previous: 50.54% (-4.07%)

Country/Territory	Visits	Pages/Visit	Avg. Time on Site	% New Visits	Bounce Rate
Bangladesh					
March 7, 2011 - March 13, 2011	**1,078**	3.67	00:04:18	71.43%	43.78%
February 28, 2011 - March 6, 2011	**2,200**	4.13	00:04:22	81.36%	42.95%
% Change	**-51.00%**	-11.21%	-1.51%	-12.21%	1.93%
(not set)					
March 7, 2011 - March 13, 2011	**809**	2.20	00:02:14	62.79%	56.00%
February 28, 2011 - March 6, 2011	**1,773**	2.01	00:02:08	80.03%	60.86%
% Change	**-54.37%**	9.24%	4.81%	-21.54%	-7.99%
Saudi Arabia					
March 7, 2011 - March 13, 2011	**30**	3.57	00:05:31	90.00%	30.00%

Google Analytics

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

February 28, 2011 - March 6, 2011	**29**	5.55	00:05:26	89.66%	34.48%
% Change	**3.45%**	-35.76%	1.58%	0.38%	-13.00%
Kuwait					
March 7, 2011 - March 13, 2011	**13**	4.54	00:03:14	76.92%	53.85%
February 28, 2011 - March 6, 2011	**17**	4.94	00:05:13	82.35%	29.41%
% Change	**-23.53%**	-8.15%	-37.92%	-6.59%	83.08%
United States					
March 7, 2011 - March 13, 2011	**12**	4.08	00:04:13	83.33%	16.67%
February 28, 2011 - March 6, 2011	**14**	2.79	00:05:44	92.86%	35.71%
% Change	**-14.29%**	46.58%	-26.46%	-10.26%	-53.33%
United Arab Emirates					
March 7, 2011 - March 13, 2011	**9**	2.44	00:03:10	77.78%	55.56%
February 28, 2011 - March 6, 2011	**14**	3.14	00:03:36	100.00%	50.00%
% Change	**-35.71%**	-22.22%	-11.98%	-22.22%	11.11%
Bahrain					
March 7, 2011 - March 13, 2011	**9**	5.00	00:09:03	33.33%	11.11%
February 28, 2011 - March 6, 2011	**0**	0.00	00:00:00	0.00%	0.00%
% Change	**100.00%**	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
India					
March 7, 2011 - March 13, 2011	**6**	1.17	00:00:08	100.00%	83.33%
February 28, 2011 - March 6, 2011	**8**	3.12	00:03:46	87.50%	25.00%
% Change	**-25.00%**	-62.67%	-96.31%	14.29%	233.33%
Germany					
March 7, 2011 - March 13, 2011	**4**	5.00	00:15:23	25.00%	50.00%
February 28, 2011 - March 6, 2011	**0**	0.00	00:00:00	0.00%	0.00%
% Change	**100.00%**	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Costa Rica					
March 7, 2011 - March 13, 2011	**4**	2.25	00:01:44	100.00%	25.00%
February 28, 2011 - March 6, 2011	**0**	0.00	00:00:00	0.00%	0.00%
% Change	**100.00%**	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
					1 - 10 of 40

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পরিশিষ্ট - ২/২

infocom.gov.bd

Content by Title

Mar 7, 2011 - Mar 13, 2011

Comparing to: Feb 28, 2011 - Mar 6, 2011

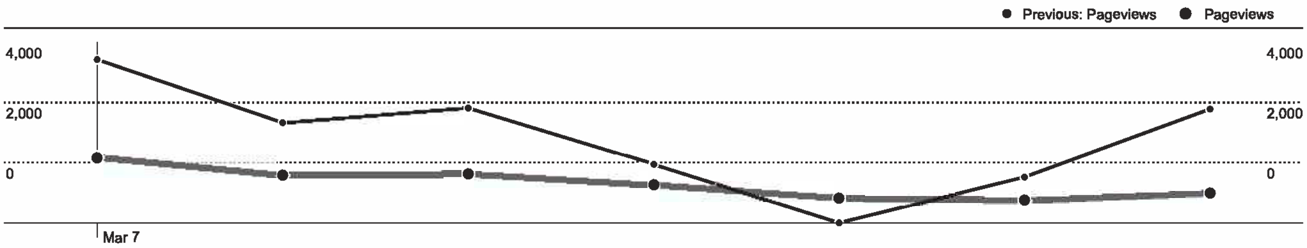

79 page titles were viewed a total of 6,157 times

Content Performance

Pageviews	Unique Pageviews	Avg. Time on Page	Bounce Rate	% Exit	$ Index
6,157 Previous: 13,218 (-53.42%)	5,025 Previous: 10,504 (-52.16%)	00:01:41 Previous: 00:01:33 (8.98%)	48.48% Previous: 50.54% (-4.07%)	32.69% Previous: 31.28% (4.51%)	$0.00 Previous: $0.00 (0.00%)

Page Title	Pageviews	Unique Pageviews	Avg. Time on Page	Bounce Rate	% Exit	$ Index
-						
March 7, 2011 - March 13, 2011	2,091	1,792	00:02:16	48.67%	46.92%	$0.00
February 28, 2011 - March 6, 2011	4,528	3,885	00:02:36	52.12%	49.29%	$0.00
% Change	-53.82%	-53.87%	-13.22%	-6.62%	-4.82%	0.00%
- Designated Officers						
March 7, 2011 - March 13, 2011	1,164	791	00:01:10	33.96%	12.71%	$0.00
February 28, 2011 - March 6, 2011	3,297	2,108	00:00:46	23.44%	7.64%	$0.00
% Change	-64.70%	-62.48%	51.37%	44.91%	66.35%	0.00%
Information Commission Bangladesh - Home						
March 7, 2011 - March 13, 2011	415	353	00:02:06	51.90%	42.65%	$0.00
February 28, 2011 - March 6, 2011	829	721	00:02:15	43.74%	40.89%	$0.00
% Change	-49.94%	-51.04%	-6.96%	18.68%	4.30%	0.00%
- Downloads						
March 7, 2011 - March 13, 2011	219	178	00:01:02	75.00%	19.63%	$0.00
February 28, 2011 - March 6, 2011	435	339	00:00:45	35.71%	18.16%	$0.00
% Change	-49.66%	-47.49%	39.74%	110.00%	8.12%	0.00%
- Downloads | Gazette						
March 7, 2011 - March 13, 2011	187	137	00:01:38	55.56%	28.88%	$0.00
February 28, 2011 - March 6, 2011	416	282	00:01:25	35.71%	26.92%	$0.00
% Change	-55.05%	-51.42%	14.23%	55.56%	7.26%	0.00%
-						

Google Analytics

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

March 7, 2011 - March 13, 2011	**177**	151	00:02:38	50.00%	29.38%	$0.00
February 28, 2011 - March 6, 2011	**340**	291	00:02:07	61.54%	38.82%	$0.00
% Change	**-47.94%**	-48.11%	24.21%	-18.75%	-24.33%	0.00%
-						
March 7, 2011 - March 13, 2011	**173**	157	00:02:00	46.15%	42.20%	$0.00
February 28, 2011 - March 6, 2011	**404**	345	00:01:42	58.62%	35.64%	$0.00
% Change	**-57.18%**	-54.49%	17.34%	-21.27%	18.38%	0.00%
-						
March 7, 2011 - March 13, 2011	**130**	109	00:01:30	80.00%	29.23%	$0.00
February 28, 2011 - March 6, 2011	**134**	108	00:01:15	50.00%	26.12%	$0.00
% Change	**-2.99%**	0.93%	18.61%	60.00%	11.91%	0.00%
-						
March 7, 2011 - March 13, 2011	**121**	100	00:02:01	66.67%	27.27%	$0.00
February 28, 2011 - March 6, 2011	**241**	210	00:01:37	61.54%	25.31%	$0.00
% Change	**-49.79%**	-52.38%	25.12%	8.33%	7.75%	0.00%
- FAQ						
March 7, 2011 - March 13, 2011	**99**	92	00:01:35	69.23%	41.41%	$0.00
February 28, 2011 - March 6, 2011	**210**	183	00:01:31	48.39%	33.81%	$0.00
% Change	**-52.86%**	-49.73%	4.16%	43.08%	22.49%	0.00%
						1 - 10 of 79

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

জেলাভিত্তিক "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯" বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

সূচনাঃ

গত ১ জুলাই, ২০০৯ থেকে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার পর একে সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কি কি ধরণের পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে, জেলা তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে কিভাবে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশ করা হচ্ছে এবং এসকল পদক্ষেপের ফলে তৃণমূল জনগণের মাঝে কিরূপ সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে সে বিষয়ে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরী করা। এ প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য গত ০১-০৬-২০১০ এবং ০৪-০১-২০১১ তারিখ প্রত্যেক জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে তথ্য অধিকার আইন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় জানতে চেয়ে দুই পর্যায়ে পত্র প্রেরণ করা হয় এবং এ দুই পর্যায়ে প্রেরিত পত্রের উত্তর বিশ্লেষণ করে এই তুলনামূলক পর্যালোচনা প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে।

জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে তথ্য কমিশন কর্তৃক অনুসন্ধানাধীন বিষয়সমূহঃ

বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরের উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ই-গভার্নেন্স, ই-তথ্যাকোষ, সকল জেলায় তথ্য বাতায়ন চালুকরণ, ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রসহ বিভিন্ন প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ সকল উদ্যোগের মধ্যে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অন্যতম। বাংলাদেশ সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক স্বাধীনতাকে জনগণের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আর এ অধিকারের সাথে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তথ্য সেবাকে তৃণমূল জনগণের দোরগোঁড়ায় পৌছে দিতে তথ্য কমিশন যেমন বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তেমনি সমাজের সকল স্তর থেকে প্রতিনিধিদের এগিয়ে আসতে হবে এবং তথ্য অধিকার আইনকে সফলভাবে কার্যকর করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ কার্যকর হওয়ার পর গত ০১/০৬/২০১০ তারিখ দেশের ৬৪ টি জেলার জেলা প্রশাসক বরাবর তথ্য কমিশন কর্তৃক একটি পত্র প্রেরণ করা হয়। এ পত্রে জানতে চাওয়া হয়েছিল তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ কার্যকর হওয়ার পর জেলাপ্রশাসন আইনটিকে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে কি ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। জেলা প্রশাসকের নিকট তথ্য কমিশন কর্তৃক যেসকল বিষয় জানতে চাওয়া হয়েছিল সেগুলো হলোঃ

১. জেলাভিত্তিক ওয়েবসাইট 'তথ্য বাতায়ন' এ 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অর্ন্তভুক্ত কিনা। তথ্য বাতায়নে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সকল সংস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপীল কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য দপ্তরের দাপ্তরিক তথ্য সন্নিবেশিত আছে কিনা।

২. জেলাধীন সকল সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে কিনা।

৩. 'তথ্য বাতায়ন' ওয়েব সাইটটি প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হয় কিনা এবং তথ্য বাতায়নে জেলাধীন সকল সংস্থার সিটিজেন চার্টার সন্নিবেশিত আছে কিনা।

৪. 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অনুসারে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রকাশনা ও জনঅবহিতকরণের জন্য জেলা প্রশাসক কি ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

৫. জেলাধীন সরকারি বা বিদেশী অর্থ সাহায্যপুষ্ট এনজিও, আধাসরকারী/ স্বায়ত্বশাসিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ নিশ্চিত হয়েছে কিনা।

৬. 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিয়ে কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা।

৭. তথ্য জানার জন্য জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ে মাসিক কি পরিমাণ আবেদনপত্র আসে, সেগুলো কি কি বিষয় সম্পর্কিত এবং আবেদন অনুযায়ী জেলা প্রশাসন কি ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

৮. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে বিকল্প কর্মকর্তা নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা, ইত্যাদি।

গত ৩০/০৯/২০১০ তারিখে সবগুলো জেলা থেকে প্রেরিত পত্রের উত্তর এসে পোঁছায়। এ সকল পত্রে বিভিন্ন জেলা বিভিন্ন ধরণের তথ্য প্রদান করে। প্রেরিত পত্রের উত্তর বিশ্লেষণ করে বেশকিছু ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ চিহ্নিত করে গত ০৪/০১/২০১১ তারিখ ৩০ টি জেলায় (বান্দরবান, ব্রাক্ষণবাড়িয়া, চাঁদপুর, চট্রগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, খাগড়াছড়ি, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, রাঙ্গামাটি, বাগেরহাট, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, ঝিনাইদহ, খুলনা, কুষ্টিয়া, মাগুরা, মেহেরপুর, নড়াইল, সাতক্ষীরা, ভোলা, বরগুনা, বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট ও নওগাঁ) এবং গত ০৬/০২/২০১১ তারিখ বাকী ৩৪ টি জেলায় (ঢাকা, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ,

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

মুন্সীগঞ্জ, টাঙ্গাইল, রাজবাড়ি, ফরিদপুর, শরীয়তপুর, ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, পাবনা, নাটোর ও বগুড়া) দ্বিতীয় পর্যায়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রেরিত পত্রের মধ্যে ১০/০৪/২০১১ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনের নিকট ২৪ টি জেলা থেকে উত্তর এসে পৌছেছে। এ জেলাগুলো হলো: (ময়মনসিংহ, পাবনা, কক্সবাজার, নীলফামারী, বান্দারবান, সুনামগঞ্জ, ভোলা, রাঙ্গামাটি, নওগাঁ, যশোর, লক্ষীপুর, খুলনা, ঝালকাঠি, ব্রাক্ষণবাড়িয়া, কুষ্টিয়া, জয়পুরহাট চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চাঁদপুর, নড়াইল, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, ও কুমিল্লা)। দ্বিতীয় পর্যায়ে পত্র প্রেরণের পর জেলা প্রশাসন কার্যালয়সমূহ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বেশ তৎপরতা প্রর্দশন করেছেন এবং জিজ্ঞাসিত বিষয়ে পূর্বের তুলনায় অনেক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য বাতায়ন

তথ্য সেবাকে জনগণের দোরগোঁড়ায় পোঁছে দেওয়ার জন্য দেশের প্রত্যেকটি জেলায় স্ব স্ব জেলায় অনেক তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়ে 'তথ্য বাতায়ন' নামক ওয়েবসাইট চালু হয়েছে। জেলা তথ্য বাতায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ জনগণের নিকট তথ্যকে সহজলভ্য করে তোলা এবং তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে নিজ নিজ জেলার তথ্য ভাণ্ডারে তথ্য সংরক্ষণ করে তা প্রকাশ করা। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ কার্যকর হওয়ার পর প্রত্যেক জেলায় তথ্য বাতায়নে তথ্য অধিকার আইন সংযোজন করার জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর তথ্য কমিশন কর্তৃক পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল। জেলা প্রশাসক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন প্রশ্ন সম্বলিত এসকল পত্রের উত্তর প্রদান করেছে। সব জেলা থেকে প্রাপ্ত পত্রের উত্তর বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ৪৬ টি জেলা তাদের তথ্য বাতায়নে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সংযোজিত করেছে বলে উল্লেখ করেছে। এছাড়া কিছু জেলা প্রক্রিয়াধীন বলে উল্লেখ করেছে। আবার কিছু জেলা এ বিষয়টি উল্লেখই করেনি। তথ্য কমিশন কর্তৃক গত ১৯-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখ থেকে ১০-১১-২০১০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত দেশের সকল জেলার তথ্য বাতায়ন প্রথম পর্যায়ে চেক করা হয়। তথ্য বাতায়নগুলো চেক করার পর জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রেরিত পত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং তথ্য বাতায়নের বাস্তব অবস্থার মধ্যে বিশাল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এরপর গত ২১-১১-২০১০ এবং ২২-১১-২০১০ তারিখ দ্বিতীয় পর্যায়ে সব জেলার তথ্য বাতায়ন চেক করা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পয্যায়ে তথ্য বাতায়ন চেক করার পর ৬৪ জেলার পত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যে ও তথ্য বাতায়নে প্রাপ্ত তথ্যে "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯" এর বাস্তব অবস্থা নিম্নরূপঃ

'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ তথ্য বাতায়নে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে কিনা?'
(প্রথম পয্যায়ে, নভেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত)

বিভাগ	মোট জেলা	অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে এমন জেলার সংখ্যা		অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি এমন জেলার সংখ্যা	
		পত্র থেকে প্রাপ্ত	তথ্য বাতায়ন থেকে প্রাপ্ত	পত্র থেকে প্রাপ্ত	তথ্য বাতায়ন থেকে প্রাপ্ত
ঢাকা	১৭	১২	১০	০	৭
চট্রগ্রাম	১১	৮	৬	০	৫
খুলনা	১০	৬	৫	০	৫
রাজশাহী	৮	৮	৬	০	২
রংপুর	৮	৫	৩	০	৫
বরিশাল	৬	৪	১	১	৫
সিলেট	৪	৩	৩	০	১
মোট	৬৪	৪৬	৩৪	০১	৩০

উপর্যুক্ত ছক থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ৪৬ টি জেলার জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রেরিত পত্রে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ তথ্য বাতায়নে অর্ন্তভুক্ত করার কথা উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে মাত্র ৩৪টি জেলার তথ্য বাতায়নে তথ্য অধিকার আইন সংযোজিত হয়েছে। ছক থেকে আরও প্রতিয়মান পত্রে মাত্র এক (০১) টি জেলা (পিরোজপুর জেলা) উল্লেখ করেছে তাদের তথ্য বাতায়নে তথ্য অধিকার আইন সংযোজন করা হয়নি। কিন্তু তথ্য বাতায়ন থেকে প্রাপ্ত তথ্যে ৩০টি জেলা তথ্য অধিকার আইনটি তাদের তথ্য বাতায়নে সংযোজন করেনি। তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্রটি-বিচ্যুতি উল্লেখপূর্বক তথ্য কমিশন কর্তৃক পুনরায় জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষ বরাবর পত্র প্রেরণের পর উপরিউক্ত ২৪ টি জেলার তথ্য বাতায়ন চেক করা হয়। তথ্য বাতায়ন চেক করে দেখা যায় ২৪ টি জেলার মধ্যে ২২ টি জেলার তথ্য বাতায়নে তথ্য

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

অধিকার আইন সংযোজিত হয়েছে। তথ্য কমিশন কর্তৃক দ্বিতীয় পর্যায়ে পত্র প্রেরণের পর জেলা তথ্য বাতায়নে তথ্য অধিকার আইনের বর্তমান চিত্র নিচে ছকের সাহায্যে উপস্থাপন করা হলো:

(নিম্নোক্ত ৪টি জেলার তথ্য বাতায়নে তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ সন্নিবেশিত থাকলেও Open করা যায়নি। এ জেলাগুলো হলো গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, নীলফামারী ও পাবনা)

'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ তথ্য বাতায়নে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে কিনা?'

(দ্বিতীয় পর্যায়ে, মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত)

বিভাগের নাম	ক্রমিক নং	জেলার নাম	তথ্য বাতায়ন তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বর্তমান অবস্থা
খুলনা	১	খুলনা	সংযোজিত নেই
	২	কুষ্টিয়া	সংযোজিত আছে
	৩	যশোর	সংযোজিত আছে
	৪	চুয়াডাঙ্গা	সংযোজিত আছে
	৫	ঝিনাইদহ	সংযোজিত আছে
	৬	নড়াইল	সংযোজিত আছে তবে কিছু স্থানে Font এ সমস্যা রয়েছে
চট্রগ্রাম	৭	বাক্ষণবাড়িয়া	সংযোজিত আছে
	৮	লক্ষীপুর	সংযোজিত আছে
	৯	বান্দরবান	সংযোজিত আছে
	১০	কক্সবাজার	সংযোজিত আছে
	১১	রাঙ্গামাটি	সংযোজিত আছে
	১২	চাঁদপুর	সংযোজিত আছে
	১৩	কুমিল্লা	সংযোজিত আছে
বরিশাল	১৪	ঝালকাঠি	সংযোজিত আছে
	১৫	ভোলা	সংযোজিত আছে
রাজশাহী	১৬	নওগাঁ	সংযোজিত আছে তবে কিছু স্থানে Font এ সমস্যা রয়েছে
	১৭	পাবনা	সংযোজিত আছে
	১৮	জয়পুরহাট	সংযোজিত আছে
সিলেট	১৯	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সংযোজিত আছে তবে কিছু স্থানে Font এ সমস্যা রয়েছে
	২০	সুনামগঞ্জ	সংযোজিত আছে
ঢাকা	২১	ময়মনসিংহ	সংযোজিত আছে
	২২	কিশোরগঞ্জ	সংযোজিত আছে
	২৩	টাঙ্গাইল	সংযোজিত আছে
রংপুর	২৪	নীলফামারী	Open হয় না

উপরিউক্ত ছক দুটির মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় দ্বিতীয় পর্যায়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি উল্লেখপূর্বক জেলাসমূহে পত্র প্রেরণের পর জেলা প্রশাসন কার্যালয় থেকে তৎপরতার সাথে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে যার প্রমাণ ২৪ টি জেলার মধ্যে ২২ টি জেলা তাদের তথ্য বাতায়নে তথ্য অধিকার আইনটি সংযোজন করেছে।

ফ্রন্ট ডেস্ক (Front Desk)

তথ্য কমিশন কর্তৃক জানতে চাওয়া হয়েছিল তথ্য অধিকার আইনের ফর্ম ব্যবহার করে জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষের নিকট কি পরিমাণ আবেদনপত্র আসে। এক্ষেত্রে অধিকাংশ জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষ ফ্রন্ট ডেস্কে তথ্য জানতে চেয়ে যে সকল আবেদনপত্র আসে সেগুলোকে ধরে নিয়ে কমিশনের নিকট তথ্য প্রেরণ করে, যদিও তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে চাহিত তথ্য এবং ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে চাহিত তথ্যের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাই এ প্রতিবেদনে ফ্রন্ট ডেস্ক সম্পর্কিত আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

২০১০ সাল থেকে অধিকাংশ জেলার প্রশাসক কার্যালয়ে Front Desk খোলা হয়েছে। তৃণমূল জনগণকে সহজে তথ্য ও সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের শুরুতেই চেখে পড়ে Front Desk। ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে দ্রুত জনসেবা প্রদানের লক্ষ্যে অনেক জেলায় ইন্টারনেট সুবিধাসহ কম্পিউটার প্রদান করা হয়েছে এবং একই সাথে টেলিফোন

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

সংযোগ দেওয়া হয়েছে। Front Desk এ অফিস চলাকালীন সময়ে দুইজন কর্মকর্তা সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করেন। এ কর্মকর্তাদ্বয় Front Desk এ আগত ব্যক্তিদের বিভিন্ন তথ্য প্রদান করে সহযোগীতা করেন।

Front Desk এ প্রতিদিন গড়ে প্রায় পঞ্চাশ (৫০) জন ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য জানতে আসেন। Front Desk থেকে যথেষ্ট দ্রুততার সাথে তথ্য প্রদান করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস হওয়ার পর জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, জেলা প্রশাসনসহ অনেকেই মনে করেন তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের অর্থই হলো অফিসের সম্মুখে অবস্থিত একটি Front Desk এর মাধ্যমে তথ্য আইন কার্যকর করা। উল্লেখ্য যে, তথ্য অধিকার সাথে Front Desk স্থাপনের বিষয়টি একটি বিভান্তির সৃষ্টি করেছে। এখানে লক্ষনীয় যে, এ Front Desk এ সাধারণত মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য জানতে আসে ঠিকই, কিন্তু তার কেউই তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে তথ্য জানতে চায় না। তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট যে Form ব্যবহার করে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের সব সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে তথ্য চাওয়ার অধিকার গৃহীত হয়েছে তা Front Desk এর কার্যক্রমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসক কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণের জন্য তথ্য কমিশন থেকে যে পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল তার উত্তরে অধিকাংশ জেলা Front Desk স্থাপনের কথা উল্লেখ করেছে। জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রেরিত পত্রের প্রেক্ষিতে Front Desk সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য নিচে উল্লেখ করা হলো ঃ

৬৪ জেলার মধ্যে ২৬ টি জেলা Front Desk স্থাপনের কথা উল্লেখ করেছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ Front Desk কে Help Desk হিসেবে উল্লেখ করেছে। Front Desk এ দুইজন বা তিনজন কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ সব কর্মকর্তা Front Desk এ আগত ব্যক্তিদের বিভিন্ন তথ্য প্রদান করে সহায়তা করে থাকেন। Front Desk এ বিভিন্ন ব্যক্তি সাধারণত যেসব বিষয় জানতে আসে সেগুলো হলোঃ বিভিন্ন সেকশনের অবস্থান, কোন পত্র কোথায় দিতে হবে, পাসপোর্ট অফিস কোথায় এবং কিভাবে পাসপোর্ট বানানো যায় এবং কোন কর্মকর্তা কোন কক্ষে বসেন কিংবা কত তলায় বসেন ইত্যাদি।

Front Desk এর কার্যক্রম তথ্য অধিকার আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ন না হওয়ার প্রধান কারণ হল তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে তৃণমূল জনসাধারণের অসচেতনতা। জেলা প্রশাসন নিজেই তথ্য অধিকার আইন ও Front Desk সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে রয়েছে। এ রকম পরিস্থিতিতে সাধারণ জনগণের এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারাই স্বাভাবিক। এ ধরণের বিভ্রান্তি দূর করতে জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষের যেমন কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না, তেমন সাধারণ জনগণ অন্ধকারেই থেকে যাচ্ছে।

তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী অনুযায়ী সকল সরকারী-বেসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত, আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এখানে লক্ষনীয় যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং Front Desk এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একই ব্যক্তি নন। Front Desk এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নিয়োগ দেওয়া হয়নি। এছাড়া তিনি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবেও Front Desk এর কার্যাবলী সম্পাদন করেন না। এটা তার অফিসিয়াল দায়িত্ব। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে Front Desk এর কার্যক্রমে তথ্য অধিকার আইনের কোন সম্পৃক্ততা নেই।

Front Desk এর সাথে "অভিযোগ বাক্স" স্থাপনের বিষয়টিও এসেছে যেখানে কোন ব্যক্তি তার অভিযোগ লিখিত আকারে জানাতে পারেন। তবে এখানেও লক্ষ্যণীয়, অভিযোগ বাক্সে তার অভিযোগ লিখিত আকারে দাখিল করলেও এ বিষয়ের সাথে তথ্য অধিকার আইনের কোন সম্পৃক্ততা নেই। এটি সম্পূর্ণই জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের নিজস্ব বিষয়।

Front Desk কে কিভাবে তথ্য অধিকার আইনের সাথে সম্পৃক্ত করা যায়:

প্রত্যেক জেলা প্রশাসন কার্যালয়েই Front Desk রয়েছে। জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যেকটি Front Desk এ অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া Front Desk এ কম্পিউটার, ইন্টারনেট সংযোগ এবং টেলিফোন প্রদানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে। আধুনিকভাবে সজ্জিত এসব Front Desk কে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কার্যকর ভাবে ব্যবহার করা যায়। এক্ষেত্রে নিম্নে কয়েকটি প্রস্তাবনা দেওয়া হলঃ

- তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী নিয়োগকৃত জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে Front Desk এ নিয়োগ দেওয়া যায়। অর্থাৎ একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একই সাথে Front Desk এর দায়িত্বে থাকবেন এবং তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের দায়িত্বে থাকবেন। এক্ষেত্রে তার অধীনে আরও দুই জন কর্মচারী নিয়োগ করা যেতে পারে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে যে ধরণের অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা প্রয়োজন তার প্রায় পুরোটাই Front Desk এ রয়েছে। তাই জনগণের দোরগোঁড়ায় তথ্য সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা Front Desk এর সাহায্য নিতে পারি।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

- প্রত্যেকটি UNO অফিসে Front Desk স্থাপন করা যায় এবং সেগুলোকে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় নিয়ে আসা যায়।
- সব সরকারি অফিসের মধ্যে e-mail এর মাধ্যমে যোগাযোগ শুরু করা যায়। এছাড়া LAN (Local Area Network) স্থাপনের মাধ্যমে সরকারি অফিসের অভ্যন্তরীন যোগাযোগের ক্ষেত্রে কম্পিউটার নির্ভর যোগাযোগকে গুরুত্ব দেয়া যায়।

সির্টিজেন চার্টার নাকি সার্ভিস চার্টার?

তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রত্যেক জেলার জেলা প্রশাসক বরাবর জানতে চাওয়া হয়েছিল জেলার তথ্য বাতায়নে প্রত্যেক দপ্তরের সিটিজেন চার্টার সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা। এ প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশ জেলা জানিয়েছেন তাদের তথ্য বাতায়নে সির্টিজেন চার্টার সংযুক্ত আছে। কিন্তু জেলা তথ্য বাতায়নে চেক করার সময় দেখা যায় অধিকাংশ জেলা সিটিজেন চার্টার নয় সার্ভিস চার্টার সংযুক্ত করেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, সিটিজেন চার্টার এবং সার্ভিস চার্টার একই বিষয় নয়।

কোন প্রতিষ্ঠানের সিটিজেন চার্টারের উদ্দেশ্য হল ঐ প্রতিষ্ঠানের পাবলিক সার্ভিসের মানোন্নয়ন করা। সিটিজেন চার্টারে ঐ প্রতিষ্ঠিানের সকল তথ্য সন্নিবেশিত থাকে। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের সাথে সাধারণ জনগণের যোগাযোগের উপায়, প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা প্রদান করার পদ্ধতি ইত্যাদি। সিটিজেন চার্টার কোন নতুন সৃষ্ট অধিকার নয় বরং বিদ্যমান অধিকার আদায়ে কার্যকরভাবে সহযোগিতা করাই এর উদ্দেশ্য।

একটি কার্য্যকর সিটিজেন চার্টারে যেসব বিষয়সমূহ অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত সেগুলো হলো:

১। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সুস্পষ্ট মিশন এবং ভিশন

২। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত কার্য্যবিবরনী

৩। প্রদত্ত সেবাসমূহের বিস্তারিত বিবরণ যেমনঃ সেবার মান, সেবা প্রদানের নির্ধারিত সময়সীমা, কিভাবে সেবা পাওয়া যায়, কোথায় সেবা পাওয়া যায় ইত্যাদি।

৪। সির্টিজেন অথবা ক্লায়েন্টদের কার্যাবলীর বিস্তারিত বিবরণ

৫। প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানে ব্যর্থ হলে ক্ষতিপূরণের বিস্তারিত বিবরণ।

উপরিউক্ত বিষয়গুলো সংযোজন করে, সিটিজেন চার্টার প্রস্তুত করে, প্রত্যেক দপ্তরের সিটিজেন চার্টার তথ্য বাতায়নে সন্নিবেশিত থাকা উচিত। তবে প্রথম পর্যায়ে পত্র প্রাপ্তির পর ৬৪ টি জেলার মধ্যে মাত্র ১৮ টি জেলার তথ্য বাতায়নে সিটিজেন চার্টার সংযোজিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে এবং ১৮ টি জেলার মধ্যে ১৬ জেলা তাদের প্রেরিত পত্রে সিটিজেন চার্টার সংযোজনের কথা বললেও তথ্য বাতায়নে "জেলা তথ্য অফিস" এর সিটিজেন চার্টার সংযোজিত, জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের নয়।

এখানে লক্ষ্যনীয় যে, শিরোনাম সার্ভিস চার্টার নামে নতুন একটি প্রত্যয় সংযোজন করা হয়েছে। কারণ প্রত্যেকটি জেলা পত্রে সিটিজেন চার্টার উল্লেখ করলেও তথ্য বাতায়ন চেক করে দেখা গেছে, সেখানে সিটিজেন চার্টারের পরিবর্তে সার্ভিস চার্টার সংযোজিত রয়েছে। এ সার্ভিস চার্টারগুলোতে শুধু "জেলা তথ্য অফিস" এর বিভিন্ন কার্যক্রম সংযোজিত। অর্থাৎ জেলা তথ্য অফিস থেকে তৃণমূল জনগণ কিভাবে সেবা পেতে পারে, কি কি ধরণের সেবা পেতে পারে ইত্যাদির বিশদ বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের সেবা সম্পর্কিত কোন তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

কোন কোন জেলা সার্ভিস চার্টারকেই নাম পরিবর্তন করে সিটিজেন চার্টার হিসেবে তথ্য বাতায়নে সংযোজন করেছে। যেমন নওঁগা, রাজশাহী ইত্যাদি জেলার নাম উল্লেখ করা যায়। এদের সিটিজেন চার্টার এবং অন্যান্য জেলার জেলা তথ্য অফিসের সার্ভিস চার্টারের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

এ ছাড়া ভোলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুমিল্লা, নেত্রকোনা প্রভৃতি জেলা তাদের তথ্য বাতায়নে সিটিজেন চার্টার নামে আলাদা ফোল্ডার সংযোজিত করেছে তবে প্রচলিত অর্থে সিটিজেন চার্টার বলতে যে সব বিষয়কে বোঝায় তা সংযোজন করা হয়নি। এসব জেলা তাদের তথ্য বাতায়নে জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের বিভিন্ন শাখার (যেমন: সাধারণ শাখা, সংস্থাপন শাখা, জুডিশিয়াল মুন্সিথানা শাখা, রাজস্ব শাখা, পাসপোর্ট শাখা, রেকর্ডরুম, নেজারত শাখা, ব্যবসা বাণিজ্য শাখা, শিক্ষা শাখা, ত্রাণ শাখা, ট্রেজারী শাখা, সার্টিফিকেট শাখা) শুধু কার্যাবলী এবং কার্যসম্পাদন প্রক্রিয়া উল্লেখ করেছে।

তবে দুই পর্যায়ে প্রেরিত পত্রের উত্তর বিশ্লেষণ করে তুলনা করা হলে দেখা যায় দ্বিতীয় পর্যায়ে জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে পত্র প্রেরণের পর এ কার্যালয়ের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জেলা তথ্য বাতায়ন চেক করে ২৪ টি জেলার মধ্যে ১৬ টি জেলার তথ্য বাতায়নে জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের সিটিজেন চার্টার সংযোজিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। এ সকল জেলার মধ্যে জয়পুরহাট জেলার জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের সিটিজেন চার্টার পাওয়া গেছে যেখানে সব বিষয়গুলো সুন্দরভাবে ও সমন্বিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। মোবাইল ফোন কোম্পানী "রবি"র সহযোগীতায় এটা তৈরি করা হয়েছে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রকাশনা ও জনঅবহিতকরণ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান শর্ত হল স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তাদের সকল তথ্য সংগ্রহ, সংগৃহীত তথ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে বিশাল তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা এবং এসব তথ্য প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা। এছাড়া আরও উল্লেখ্য যে, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের প্রধান এবং প্রথম শর্ত হল জনঅবহিতকরণ। তৃণমূল জনগণকে তথ্য অধিকার আইনের সাথে সম্পৃক্ত করতে না পারলে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুদূর পরাহত থেকে যাবে।

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যদি তাদের প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য সমুহ কম্পিউটারে সংরক্ষণ করে তাহলে তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন আরও সহজ হবে। কেননা ডিজিটাল ভাবে সংরক্ষণকৃত তথ্য খুব সহজেই খুঁজে বের করা সম্ভব এবং দ্রুততার সাথে তথ্য প্রদান করা সম্ভব যা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে খুবই জরুরী। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে তথ্য অধিকার, তথ্য সংরক্ষণ, প্রকাশ ও প্রাপ্তি সংক্রান্ত অধ্যায় ৫(২) এ তথ্য সংরক্ষণ সর্ম্পকে বলা হয়েছে- "প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ যেই সকল তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবে সেই সকল তথ্য যুক্তিসংগত সময়সীমার মধ্যে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করিবে এবং তথ্য লাভের সুবিধার্থে সমগ্র দেশে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উহার সংযোগ স্থাপন করিবে"।

"তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ কার্যকর হওয়ার পর জেলা প্রশাসন তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রকাশনা ও জনঅবহিতকরণের জন্য কোন পদক্ষেপ নিয়েছে কিনা"- তথ্য কমিশন কর্তৃক পত্র প্রেরণের মাধ্যমে তা জানতে চাওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন জেলা এ বিষয়ে তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করেছে। নিচে এসব কার্যক্রমের মধ্যে জনঅবহিতকরণের ক্ষেত্রে যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো: (নভেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত)

১। সকল ইউ. এন.ও অফিস ও জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সকল শাখায় তথ্য অধিকার আইনের কপি প্রেরণ করা হয়েছে।

২। বিভিন্ন স্থানে লিফলেট লাগানো হয়েছে।

৩। জেলার সরকারী কর্মকর্তা, সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধি এবং সুধিজনদের উপস্থিতিতে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৪। বিভিন্ন সভায় জনগণকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানানো হচ্ছে।

৫। জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

৬। "ডিজিটাল বাংলাদেশঃ আমাদের করণীয়" শীর্ষক ১৫ টি কর্মশালায় তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

৭। প্রতি বুধবার জেলা প্রশাসক আগত অভিযোগকারীদের অভিযোগ শোনেন এবং প্রয়োজনমত ব্যবস্থা নিতে অধীনস্তদের নির্দেশ দেন।

৮। মাইকিং করা হয়।

৯। জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নোটিশবোর্ডে তথ্য সংগ্রহের ফরম ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ঠিকানা, ফোন, ইমেইল উল্লেখ করা হয়েছে।

১০। তথ্য কমিশন কর্তৃক জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১১। সব ধরনের সরকারী অনুষ্ঠানে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিতকরণের কাজ করা হয়।

১২। ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

১৩। জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও মডেম বিতরণের কার্যক্রম চলছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তথ্য সংরক্ষণে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে উল্লেখ করেছে সেগুলো হলঃ

১। তথ্য সংগ্রহ করে তা তথ্য বাতায়নে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

২। জেলা প্রশাসক অফিসের প্রতিটি শাখার গার্ড ফাইল ও প্রাপ্ত গেজেটসমূহ বাধাঁই করে সংরক্ষণ করা হয়।

৩। তথ্য সংগ্রহ করে তা তথ্য বাতায়নে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

৪। জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে সব শাখার কার্যক্রম সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং এগুলো "ডিজিটাল গার্ড ফাইল " নামক ফোল্ডার তৈরি করে তথ্য বাতায়নে "টপ লেফট বক্স" নতুন মেন্যু হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

৫। তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৬। জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং তা বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশনার জন্য মিডিয়ার বিভিন্ন ব্যক্তিকে নিয়ে সভা করে অনুরোধ করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসন কর্তৃক সংগ্রহীত ও সংরক্ষিত তথ্য প্রকাশনার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে কয়েকটি জেলা তাদের কার্য্যক্রমের কথা উল্লেখ করেছে। যেমনঃ

১। জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন শাখার কার্যক্রম সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং এগুলো প্রকাশনার মাধ্যমে প্রকাশ করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

২। জেলা প্রশাসন কর্তৃক "জয়পুরহাট জেলার সমস্যা ও সম্ভবনা" শীর্ষক পুস্তক প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী জেলা প্রশাসন কর্তৃক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রকাশনা ও জনঅবহিতকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ সমুহকে সংক্ষেপে এভাবে তুলে ধরা যায়। ১৬ টি জেলা মৌলভীবাজার, চাঁদপুর, চুয়াডাঙ্গা, খুলনা, সিলেট, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, সাতক্ষীরা, নাটোর, গাজীপুর, ঢাকা, কুড়িগ্রাম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বাগেরহাট, সুনামগঞ্জ, লক্ষীপুর) থেকে জানানো হয়েছে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, তবে তারা কেউই সুনির্দিষ্ট ভাবে কোন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেনি। এক্ষেত্রে কোন কোন জেলার উত্তর খুবই হতাশাব্যঞ্জক। যেমন বান্দরবান জেলা তাদের পত্রে উল্লেখ করেছে " বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাদের নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে"। এ ধরনের উত্তর কোন পদক্ষেপই নির্দেশ করে না।

তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও জনঅবহিতকরণের ক্ষেত্রে ১১ জেলা কোন তথ্যই উল্লেখ করেনি। এ জেলাগুলো হলঃ পটুয়াখালী, নড়াইল, মেহেরপুর, সাতক্ষীরা, নওগাঁ, পাবনা, লক্ষীপুর, গোপালগঞ্জ, নরসিংদী, ঢাকা, লালমনিরহাট ইত্যাদি। এছাড়া ৬৪ জেলার মধ্যে ২৬টি জেলা জনঅবহিতকরণের পদক্ষেপ হিসেবে Front Desk স্থাপনের কথা উল্লেখ করেছে। এ বিষয়ে Front Desk অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রেরিত পত্রে জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষ তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রকাশনা ও জনঅবহিতকরণের পদক্ষেপ হিসেবে যে সকল বিষয় উল্লেখ করেছে সেগুলো হলোঃ (মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত)

১। সকল উপজেলায় লিফলেট বিতরণ (সংক্ষিপ্ত পরিসরে)।

২। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্ষুদ্র নাটিকা তৈরি করে প্রদর্শন।

৩। ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শন কালে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সর্ম্পকে জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে জনঅবহিতকরণ।

৪। Font Desk এর মাধ্যমে তথ্য প্রদান।

৫। মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনকালে বিভিন্ন সভায় তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিতকরণ।

৬। বিভিন্ন দিবস উদযাপন ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আগমন উপলক্ষ্যে জেলার বিভিন্ন বিভাগের তথ্য সম্বলিত পুস্তিকা, বুকলেট, লিফলেট ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে বিনামূল্যে জনগণের নিকট সরবরাহ করা হয়।

৭। জেলা ও উপজেলায় ই-সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

৮। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে যেসকল সেবা প্রদান করা হয় তা নোঠিশবোর্ডের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শাখার সামনে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছে, ইত্যাদি।

তথ্য অধিকার আইন ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

তথ্য অধিকার আইন সফলভাবে বাস্তবায়নের প্রধান উপায় হলো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োগ নিশ্চিতকরণ। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রত্যেক তথ্য প্রদান ইউনিটে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থাকবেন এখানে উল্লেখ্য যে, এ আইন কার্য্যকর হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে হবে এবং এ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম, পদবী, ঠিকানা, ফ্যাক্স নাম্বার, ই-মেইল ঠিকানা ইত্যাদি তথ্য কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। একই সাথে এ কর্মকতাদের উপর্যুক্ত তথ্যাবলী স্ব -স্ব জেলার তথ্য বাতায়নে সংযোজন করতে হবে।

তথ্য কমিশন কর্তৃক জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরিত পত্রে জানতে চাওয়া হয়েছিলো। "তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী জেলাধীন সকল সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে এবং সরকারী বা বিদেশী সাহায্যপুষ্ট এনজিও, স্বায়ত্বশাসিত, আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে কিনা এবং এসব কর্মকর্তার নাম তথ্য বাতায়নে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা"। এ প্রশ্নের উত্তরে প্রথম পর্যায়ে পত্র প্রেরণের পর জেলা প্রশাসন কার্যালয় থেকে প্রদত্ত তথ্য এবং তথ্য বাতায়ন চেক করে যে সকল তথ্য পাওয়া গিয়েছে তা নিচে ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলোঃ

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

জেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োগ প্রদানের চিত্র (নভেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত)

বিভাগ	জেলা	পত্র থেকে প্রাপ্ত				তথ্য কমিশনের নিকট প্রাপ্ত তালিকা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা
		জেলায় নিয়োগ প্রাপ্তের সংখ্যা	জেলায় নিয়োগ দেওয়া হয়নি	প্রক্রিয়াধীন	উল্লেখ নেই	
ঢাকা	১৭	১৩	০	৪	০	১৫০২ জন
চট্টগ্রাম	১১	৭	০	৩	১	৬৮৭ জন
খুলনা	১০	৬	০	৪	০	৩৮৭ জন
রাজশাহী	৮	৫	০	২	১	৭৩৪ জন
রংপুর	৮	৭	০	০	১	৫১৫ জন
বরিশাল	৬	৩	০	২	১	৩৪২ জন
সিলেট	৪	৪	০	০	০	২৮৪ জন
মোট	৬৪	৪৫	০	১৫	৪	৪৪৫১ জন

তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি উল্লেখপূর্বক পত্র প্রেরণ করার পরবর্তী সময় জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অধিকাংশ জেলাই তার আওতাধীন সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করেছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সম্পর্কিত নিম্নবর্ণিত ছকে এটা প্রতীয়মান।

মন্ত্রণালয়, জেলা ও এনজিও ভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের পরিসংখ্যান (মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত)

ক্রমিক নম্বর	জেলার নাম	সংখ্যা
০১	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়	১
০২	প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়	২
০৩	অন্যান্য মন্ত্রণালয়	৪৮
ঢাকা বিভাগ		
০১	ঢাকা	৬৪০
০২	মানিকগঞ্জ	৮০
০৩	নরসিংদী	৪২
০৪	নারায়নগঞ্জ	৩৯
০৫	গাজীপুর	৫২
০৬	মাদারীপুর	৬৫
০৭	গোপালগঞ্জ	১১০
০৮	মুন্সীগঞ্জ	৯০
০৯	টাঙ্গাইল	৬৭
১০	রাজবাড়ী	৩৩
১১	ফরিদপুর	৬৫
১২	শরীয়তপুর	৪৯
১৩	ময়মনসিংহ	১০৩
১৪	জামালপুর	৫৩
১৫	শেরপুর	২৭
১৬	কিশোরগঞ্জ	৩৫৮
১৭	নেত্রকোনা	৫৮
	মোট =	১৯৩১
রাজশাহী বিভাগ		
০১	বগুড়া	১০৯
০২	জয়পুরহাট	৪২
০৩	নওগাঁ	৯০
০৪	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১৫৮
০৫	রাজশাহী	১২৫
০৬	পাবনা	৭২
০৭	নাটোর	৪৯
০৮	সিরাজগঞ্জ	৯৬
	মোট =	৭৪১

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

রংপুর বিভাগ		
০১	পঞ্চগড়	৩২
০২	নীলফামারী	৫১
০৩	ঠাকুরগাঁও	৩৪
০৪	দিনাজপুর	৭৮
০৫	লালমনিরহাট	৩৫
০৬	কুড়িগ্রাম	৬৪
০৭	রংপুর	৭৯
০৮	গাইবান্ধা	৪৪
	মোট =	৪১৭
চট্টগ্রাম বিভাগ		
০১	চট্টগ্রাম	১৩৫
০২	ফেনী	১০০
০৩	কক্সবাজার	৫০
০৪	কুমিল্লা	২৩৬
০৫	বান্দরবন	৪৫
০৬	খাগড়াছড়ি	৪১
০৭	রাঙ্গামাটি	৫৫
০৮	নোয়াখালী	৪০
০৯	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৫৬
১০	চাঁদপুর	৮১
১১	লক্ষীপুর	২১
	মোট	৮৬০
খুলনা বিভাগ		
০১	মাগুড়া	৮৩
০২	ঝিনাইদাহ	৩৫
০৩	কুষ্টিয়া	৩৬
০৪	নড়াইল	৪৫
০৫	যশোর	১১৫
০৬	চুয়াডাঙ্গা	৯৭
০৭	মেহেরপুর	২০
০৮	সাতক্ষীরা	৩৯
০৯	খুলনা	১১২
১০	বাগেরহাট	৫৫
	মোট	৬৩৭
বরিশাল বিভাগ		
০১	বরগুনা	৬৫
০২	পটুয়াখালী	৩৫
০৩	বরিশাল	১১২
০৪	পিরোজপুর	৪৮
০৫	ঝালকাঠি	২৩
০৬	ভোলা	৮৩
	মোট =	৩৬৬
সিলেট বিভাগ		
০১	সিলেট	৬৫
০২	মৌলভীবাজার	৪৫
০৩	সুনামগঞ্জ	৯৯
০৪	হবিগঞ্জ	৭৯
	মোট	২৮৮
নির্বাচন কমিশন (সকল জেলা ও উপজেলা)		৫২৫
সমবায় অধিদপ্তর (সকল জেলা ও উপজেলা)		৪৯০
সকল মন্ত্রণালয়, জেলা/বিভাগ হতে সর্বমোট প্রাপ্ত =		৬,২৫৫
এনজিও (৩১২ টি)		১,৫৮১
মোট		৭,৮৮৭

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

প্রথম পর্যায়ে জেলাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে একদিকে যেমন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের সংখ্যা কম ছিলো অন্যদিকে এসকল কর্মকর্তার নাম, পদবী, ফোন নম্বরসহ বিস্তারিত তথ্য 'তথ্য বাতায়নে সংযোজিত করার হারও ছিল নগন্য। তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে ২৪ টি জেলার মধ্যে অধিকাংশ জেলার তথ্য বাতায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম সংযোজন করা হয়েছে। তথ্য বাতায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম সংযোজনের বর্তমান চিত্র (মার্চ,২০১১) নিচে ছকের সাহায্যে উপস্থাপন করা হলোঃ

তথ্য বাতায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম সংযোজনের বর্তমান চিত্র (মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত)

বিভাগ	জেলার নাম	তথ্য বাতায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এর নাম সংযোজিত কিনা
খুলনা	খুলনা	সংযোজিত নেই
	কুষ্টিয়া	জেলা প্রশাসন কার্যালয় ও উপজেলা নির্বাহী কার্যালয়সহ মোট ০৭ জন
	ঝিনাইদহ	সংযোজিত নেই
	নড়াইল	৩২টি প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম সংযোজিত
	যশোর	জেলা প্রশাসন কার্যালয় ও উপজেলা নির্বাহী কার্যালয়সহ মোট ০৬ জন
	চুয়াডাঙ্গা	৩৯ টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার নাম সংযোজিত
চট্রগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	সংযোজিত নেই
	লক্ষীপুর	সংযোজিত নেই
	বান্দরবান	জেলা প্রশাসন কার্যালয় ও উপজেলা নির্বাহী কার্যালয়সহ মোট ০৬ জন এবং ২২ টি এনজিও এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম সংযোজিত
	কক্সবাজার	সংযোজিত নেই
	রাঙ্গামাটি	৪৭ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম সংযোজিত রয়েছে।
	চাঁদপুর	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম সংযোজিত নেই তবে ফ্রন্টডেস্কে একজন দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম সংযোজিত রয়েছে।
	কুমিল্লা	৫৯ টি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম সংযোজিত রয়েছে
বরিশাল	ঝালকাঠি	সংযোজিত নেই
	ভোলা	৩৯টি প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম সংযোজিত রয়েছে।
রাজশাহী	নওগাঁ	৩২টি প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম সংযোজিত রয়েছে।
	পাবনা	শুধু জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম সংযোজিত।
	জয়পুরহাট	সংযোজিত নেই
সিলেট	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৭৭টি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম সংযোজিত রয়েছে এবং এর মধ্যে ১০ এনজিও এর দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম রয়েছে
	সুনামগঞ্জ	সংযোজিত নেই
ঢাকা	ময়মনসিংহ	সংযোজিত নেই
	টাঙ্গাইল	সংযোজিত নেই
	কিশোরগঞ্জ	১৬৩ টি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম সংযোজিত রয়েছে।
রংপুর	নীলফামারী	সংযোজিত নেই

উপরন্তু তথ্য কমিশনের নিজস্ব ওয়েব সাইট www.infocom.gov.bd তে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম সংযোজনের কাজ অব্যাহত রয়েছে। নিম্নে ছকের সাহায্যে কমিশনের নিকট প্রাপ্ত তালিকার ২৪টি জেলার দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা, তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে বিভিন্ন জেলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সংখ্যা এবং তথ্য বাতায়নে সংযোজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যার তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো। (মার্চ-২০১১ পর্যন্ত)

বিভাগ	জেলার নাম	তথ্য কমিশনের নিকট প্রাপ্ত তালিকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা	তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে বিভিন্ন জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা	তথ্য বাতায়নে সংযোজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা
খুলনা	খুলনা	১০৮ জন	৫০ জন	সংযোজিত নেই
	কুষ্টিয়া	৩৬ জন	১২ জন	০৭ জন
	যশোর	৯০ জন	২০ জন	০৬ জন
	চুয়াডাঙ্গা	২২ জন	০৪ জন	৩৯ জন
	ঝিনাইদহ	৩৫ জন	০৯ জন এর মধ্যে ০২ জন হবিগঞ্জের	সংযোজিত নেই
	নড়াইল	৪৫ জন	১৬ জন	৩২ জন
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৫৬ জন	১০ জন	সংযোজিত নেই

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

চট্টগ্রাম	লক্ষীপুর	২১ জন	১০ জন	সংযোজিত নেই
	বান্দরবান	৪৫ জন	নাই	২৯ জন
	কক্সবাজার	১৪১ জন	১৫ জন	সংযোজিত নেই
	রাঙ্গামাটি	৪৬ জন	১৬ জন	৪৭ জন
	চাঁদপুর	৮১ জন	১৮ জন	সংযোজিত নেই
	কুমিল্লা	২৩৬ জন	৪১ জন	৫৯ জন
বরিশাল	ঝালকাঠি	২২ জন	৮ জন	সংযোজিত নেই
	ভোলা	৭৮ জন	২৯ জন	৩৯ জন
রাজশাহী	নওগাঁ	৮৩ জন	২৭ জন	৩২ জন
	পাবনা	৭২ জন	৮ জন	০১ জন
	জয়পুরহাট	৪২ জন	১২ জন	০৬ জন
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১৫৮ জন	৭৭ জন	৭৫ জন
সিলেট	সুনামগঞ্জ	৯৯ জন	২৮ জন	সংযোজিত নেই
ঢাকা	ময়মনসিংহ	৮৫জন	৩৫ জন	সংযোজিত নেই
	টাঙ্গাইল	৬৭ জন	১৬ জন	সংযোজিত নেই
	কিশোরগঞ্জ	৩৫৮ জন	২১ জন	১৬৩ জন
রংপুর	নীলফামারী	৫১ জন	১২ জন	সংযোজিত নেই

উপরিউক্ত ছকের সাহায্যে দেখা যাচ্ছে যে, তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত তালিকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট সংযোজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম এবং জেলাভিত্তিক তথ্য বাতায়নে সংযোজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নামের সংখ্যার মধ্যে অনেক ব্যবধান রয়েছে। তবে জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের সচেতনতা ও কর্মতৎপরতার কারণে এবং তথ্য কমিশনের প্রতিনিয়ত মনিটরিং এর ফলে দ্রুত ব্যবধান কমবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

প্রত্যেক জেলার এনজিও, আধাসরকারী/ স্বায়ত্বশাসিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োগের বর্তমান অবস্থাঃ

তথ্য অধিকার আইনে সকল সরকারী বা বিদেশী সাহায্যপুষ্ট এনজিও ও স্বায়ত্বশাসিত, আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োগ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ সকল প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগে জেলা প্রশাসকের সফলতা খুবই সামান্য। পত্রে কোন কোন জেলা এ সকল প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের কথা উল্লেখ করলেও তথ্য বাতায়নে এ ধরণের প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম সংযোজিত অবস্থায় পাওয়া যায়নি বললেই চলে। নিচে এ বিষয়ে প্রাপ্ত সকল তথ্য ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলোঃ

"সরকারী বা বিদেশী সাহায্য পুষ্ট এনজিও স্বায়ত্বশাসিত, আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োগ হয়েছে কিনা " (প্রথম পর্যায়ে, নভেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত)

বিভাগ	জেলা	পত্র হতে প্রাপ্ত তথ্য		
		নিয়োগ করা হয়েছে (জেলার সংখ্যা)	নিয়োগের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। (জেলার সংখ্যা)	উল্লেখ নেই (জেলার সংখ্যা)
ঢাকা	১৭	২ (আংশিক)	১১	৪
চট্টগ্রাম	১১	১ (আংশিক)	৯	১
খুলনা	১০	১ (আংশিক)	৬	৩
রাজশাহী	৮	৩ (আংশিক)	৪	১
রংপুর	৮	০	৭	১
বরিশাল	৬	১ (আংশিক)	৪	১
সিলেট	৪	২ (আংশিক)	১	১
মোট	৬৪	১০	৪২	১২

উপরিউক্ত ছকে দেখা যাচ্ছে, সরকারী বা বিদেশী সাহায্যপুষ্ট এনজিও , স্বায়ত্বশাসিত আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য প্রত্র প্রদান করেছে বলে উল্লেখ করেছে ৪২ টি জেলা। অর্থাৎ এসব প্রতিষ্ঠানে এখনও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় নি। এছাড়া ১০টি জেলা (লক্ষীপুর, মাগুরা, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ,

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

রাজবাড়ী, পটুয়াখালী, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, টাঙ্গাইল ।) বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের কথা উল্লেখ করলেও তারা সবাই বলেছে আংশিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করা হয়েছে বলে তাদের কাছে তথ্য রয়েছে। সুতরাং বলা যায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগে উপর্যুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অনীহা রয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত পত্রেও একই চিত্র লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ সরকারী বা বিদেশী সাহায্যপুষ্ট এনজিও, স্বায়তশাসিত, আধা-সরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগে জেলা প্রশাসকের সফলতা খুবই সামান্য। প্রেরিত পত্রে কোন কোন জেলা এ সকল প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের কথা উল্লেখ করলেও তথ্য বাতায়নে এ ধরণের প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম সংযোজিত অবস্থায় পাওয়া যায়নি বললেই চলে। নিচে এ বিষয়ে প্রাপ্ত সকল তথ্য ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

২৪ টি জেলার এনজিও, আধাসরকারী/ স্বায়ত্বশাসিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের বর্তমান চিত্রঃ (দ্বিতীয় পর্যায়, মার্চ ২০১১ পর্যন্ত)

বিভাগ	জেলার নাম	এনজিও তে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োগের বর্তমান চিত্র
	খুলনা	বারবার তাগিদ দিয়েও কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।
	কুষ্টিয়া	নিয়োগের জন্য নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে।
খুলনা	যশোর	বারবার তাগিদ দিয়েও সমর্থন পাওয়া যায়নি।
	চুয়াডাঙ্গা	২৭ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম পাওয়া গেছে।
	নড়াইল	পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
	ঝিনাইদহ	পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	এনজিও বিষয়ক সভায় অনুরোধ করেও কোন আপডেট তথ্য পাওয়া যায়নি
	লক্ষীপুর	নিদিষ্ট কোন তথ্য উল্লেখ করা হয়নি।
	বান্দরবান	১৭ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম সংযোজন করা হয়েছে।
চট্রগ্রাম	কক্সবাজার	উল্লেখ নেই।
	রাঙ্গামাটি	পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
	কুমিল্লা	২৪ প্রতিষ্ঠান হতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম পাওয়া গেছে।
	চাঁদপুর	বারবার তাগিদ দিয়েও এখন পর্যন্ত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।
	ঝালকাঠি	পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
বরিশাল	ভোলা	অতিসত্ত্বর নিয়োগ করা হবে।
	নওগাঁ	তথ্য পাওয়া মাত্র সংযোজন করা হবে।
	পাবনা	প্রক্রিয়াধীন।
রাজশাহী	জয়পুরহাট	বারবার তাগিদ দিয়েও এখন পর্যন্ত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম পাওয়া মাত্র তথ্য বাতায়নে সংযোজন করা হচ্ছে।
সিলেট	সুনামগঞ্জ	উল্লেখ নেই।
	ময়মনসিংহ	নিয়োগের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
ঢাকা	টাঙ্গাইল	পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
	কিশোরগঞ্জ	বারবার তাগিদ দিয়েও এখন পযন্ত মাত্র দুটি প্রতিষ্ঠানের তথ্য পাওয়া গেছে।
রংপুর	নীলফামারী	বারবার তাগিদ দিয়েও কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

উপরিউক্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহকে তথ্য কমিশন আশানুরূপ হিসেবে গণ্য করছে। কেননা দ্বিতীয় পর্যায়ে পত্র প্রেরণের পর জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষ একে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে আরও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়েছে। এই প্রতিবেদনের পরবর্তী ধারাবাহিকতায় অবশিষ্ট জেলাসমূহ হতে উত্তর এসে পৌছলে প্রতিবেদনটি হালনাগাদ করা হবে। তথ্য অধিকার আইনকে সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন যেমন নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তেমনি সকল প্রতিষ্ঠান ও সকল স্তরের জনগণের সার্বিক সহযোগীতা একান্ত প্রয়োজন। আর এ ক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ে আইনটিকে বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন কার্যালয় তথ্য কমিশনের সাথে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করতে পারে। তথ্য অধিকার আইনের সফল বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশন জেলা প্রশাসন কার্যালয়, সরকারী প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত, আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানসহ সকলের নিকট হতে সহযোগিতা আশা করছে। (সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ জমির ও প্রতিবেদন প্রণয়নে তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ডঃ সাদেকা হালিম)।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পরিশিষ্ট - ৪
তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগের ওপর প্রদত্ত সিদ্ধান্তসমূহ

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

অভিযোগ নং ঃ ১

অভিযোগকারী ঃ সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান
এ্যাডভোকেট সুপ্রিম কোর্ট
ও প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি

প্রতিপক্ষ ঃ ১। চেয়ারম্যান
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) ঢাকা।
২। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-৪, রাজউক, ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল ল-ইয়ারস এসোসিয়েশন (বেলা) এর পক্ষ থেকে বিজিএমইএ ভবনের নির্মাণ অনুমোদন সম্পর্কিত তথ্য জানতে চেয়ে চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-৪ বরাবর আবেদন করেন। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(৫) অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পাওয়ায় বেলা উল্লেখিত আইনের ধারা ২৪ অনুযায়ী রাজউক চেয়ারম্যানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে আপীল আবেদন প্রেরণ করেন। আপীলে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ২৪(৩) অনুযায়ী অনুরোধকৃত তথ্য ১৫ দিনের মধ্যে বেলাকে সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, রাজউককে নির্দেশ দিতে সচিব বরাবর আবেদন জানানো হয়। নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হলেও তথ্য না পাওয়ায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৫(১) (খ) ও (গ) অনুযায়ী বেলা প্রধান তথ্য কমিশনার (ভারপ্রাপ্ত) বরাররে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন ।

দাখিলকৃত অভিযোগ ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র তথ্য কমিশনের ৩০.০৮.২০১০ তারিখের সভায় পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, তথ্য অধিকার আইনের ১০(১) উপধারা অনুযায়ী এই আইন জারীর ৬০ দিনের মধ্যে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করে ১০(৪) উপধারা অনুযায়ী পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করার নির্দেশ থাকলেও গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তালিকা অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। কাজেই কমিশন সচিবকে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও রাজউককে অবহিত করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও তাদের আপীল কর্তৃপক্ষের নাম, পদবীসহ গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করার ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়। তদনুযায়ী তথ্য কমিশনের স্মারক নং তকক/প্রশা-২৩/২০১০/৩৩১ তারিখ ১২/০৪/২০১০ মাধ্যমে সচিব গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং চেয়ারম্যান রাজউক কে অবহিত করা হয়। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং চেয়ারম্যান রাজউক এর নিকট চাহিত তথ্যাদি না পাওয়ায় তথ্য প্রদানের জন্য তাগিদ দেয়া হয়। অবশেষে ২৬/০৭/২০১০ তারিখে সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং রাজউক থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ২ জনের নাম, পদবীসহ অন্যান্য তথ্যাদি পাওয়া যায় যা নিম্নরূপ ঃ

কর্তৃপক্ষের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও তার তথ্যাদি
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	জনাব এ এম আজহার, উপ-সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সদস্য (পরিকল্পনা), রাজউক, ঢাকা।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের তথ্যাদি পাওয়া গেলেও অভিযোগের বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে কমিশনকে অবহিত না করায় পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে কমিশনকে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি জানানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৮/০৯/২০১০ তারিখে রাজউক এর স্মারক নং রাজউক নঅঅ ৪/৩ সি ২৬/২০০৩/৫৮৪ এর মাধ্যমে চাহিত তথ্যাদি ক্রমানুসারে রিপোর্ট আকারে সরবরাহ করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করে।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রতীয়মান হয় যে, অত্র অভিযোগের প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের ফলে রাজউক চাহিত তথ্য সরবরাহ করেছে। এ কারণে অভিযোগটি ইতোমধ্যে নিষ্পত্তিকৃত মর্মে গণ্য করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	(মোহাম্মদ আবু তাহের)	(মোহাম্মদ জমির)
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন	তথ্য কমিশন	তথ্য কমিশন

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পরিশিষ্ট ০৪/১

অভিযোগ নং ঃ ৩

অভিযোগকারী ঃ অসীম দাস,
পিতা-কদম দাস
গ্রাম ঃ আটারই
পোঃ-জেয়ালা
উপজেলা- তালা
জেলা-সাতক্ষীরা।

প্রতিপক্ষ ঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
উপজেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর
উপজেলা- তালা
জেলা-সাতক্ষীরা।

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী অসীম দাস, পিতা-কদম দাস, গ্রাম ঃ আটারই, পোঃ-জেয়ালা, উপজেলা- তালা, জেলা-সাতক্ষীরা। তালা উপজেলার ০৬ নং সদর ইউনিয়নের কোন্ কোন্ মৌজায় খাস জমি আছে তা জানতে চেয়ে উপজেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/অফিস প্রধানের কার্যালয়ে গত ২৫/০৭/২০১০ খ্রিঃ তারিখে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পাওয়ায় আবেদনকারী ০২/০৯/২০১০ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন।

তথ্য কমিশনের ৩০/১২/২০১০ তারিখের সভায় পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অভিযোগ পত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ অফিস প্রধানের নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের কপি সংযুক্ত নেই। খাস জমি সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তির জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন না করে সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয়ে আবেদন করা হয়েছে যা সঠিক হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ দাখিলকৃত অভিযোগটি যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট দাখিল না করায় খারিজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভূমি অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট পুনরায় আবেদন দাখিল করতে পারবেন। এভাবে অভিযোগটি নিষ্পত্তিকৃত মর্মে গণ্য করা হয়। সংশ্লিষ্ট সকলকে কপি দিয়ে জানানো হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	(মোহাম্মদ আবু তাহের)	(মোহাম্মদ জমির)
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন	তথ্য কমিশন	তথ্য কমিশন

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

অভিযোগ নং ঃ ৫

অভিযোগকারী ঃ মানসী চাকমা,
বাড়ী নং-৫১-৫২ (১ম তলা),
রাস্তা নং-এ, ব্লক-এ (জে)
মিরপুর-৬, ঢাকা-১২১৬।

প্রতিপক্ষ ঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র,
প্রশিকা ভবন, মিরপুর-২
ঢাকা।

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারিনী মানসী চাকমা, বাড়ী নং-৫১-৫২(১ম তলা), রাস্তা নং-এ, ব্লক-এ(জে), মিরপুর-৬, ঢাকা-১২১৬ বিগত ৩১ অক্টোবর, ২০১০ ইং তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবর অভিযোগপত্র দায়ের করে উল্লেখ করেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অফিস প্রধান, প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, প্রশিকা ভবন, মিরপুর-২ এর নিকট তিনি গত ২৯-০৭-২০১০ তারিখে নিম্নোক্ত তথ্যাদি চেয়ে আবেদন করেন ঃ

১. প্রশিকা প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা প্রদানের নিয়মাবলী সংক্রান্ত তথ্যের কপি;

২. কিসের ভিত্তিতে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা প্রদান করা হচ্ছে না তার সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের তালিকা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত তথ্যের কপি।

আবেদনটি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুযায়ী দাখিল করা হয়েছে। উল্লেখিত আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী আবেদনপত্র গ্রহণের পরবর্তী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে উল্লেখিত বিষয়ে তথ্য প্রদান করতে বাধ্য থাকলেও তারা তথ্য দেয়নি। যাচিত তথ্য না পেয়ে উল্লেখিত আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন আপীল কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল আবেদন করেও পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে কোন উত্তর প্রাপ্ত হননি।

তথ্য কমিশনের ৩০/১২/২০১০ তারিখের সভায় অভিযোগটির বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং অভিযোগটি আমলে নিয়ে প্রথমে ০৬/০২/২০১১ তারিখ ও পরে ১৫/০২/২০১১ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয়। অদ্য উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়। অভিযোগকারীনি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করার পর গত ১৪.০২.২০১১ তারিখে প্রভিডেন্ট ফান্ডে তার পাওনা বাবদ ৩৯,৯১৮/-টাকা বুঝে পেয়েছেন। কিন্তু চাহিত তথ্য অদ্যাবধি প্রাপ্ত হয়নি।

অতঃপর প্রতিপক্ষে উপস্থিত জনাব গোলাম ফারুক খান, পরিচালক তার বক্তব্যে উপস্থাপন করেন যে, প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রভিডেন্ট ফান্ড গঠন ও পরিচালনার নিয়মাবলী শুধুমাত্র সংস্থার কর্মীদের জন্যই প্রযোজ্য। সংস্থার সাম্প্রতিক ব্যবস্থাপনাগত পরিবর্তনের পর এই নিয়মাবলী বর্তমানে সংশোধনের পর্যায়ে আছে যা কিছুদিনের মধ্যেই চূড়ান্ত হবে। নিয়মাবলী চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রয়োজনে তা সংস্থার মানব সম্পদ বিভাগ থেকে পাওয়া যাবে। তিনি আরো বলেন যে, সাবেক কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড বিতরণ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত ৩১/০৭/২০০৯ তারিখে দৈনিক 'প্রথম আলো' এবং ২৯/০৭/২০০৯ তারিখে 'দৈনিক সমকাল' পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। সাবেক কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড বিতরণ কার্যক্রম বর্তমানে বন্ধ নেই এবং এ কার্যক্রম যথানিয়মে চলছে। ফলে, প্রভিডেন্ট ফান্ড বিতরণ বন্ধ রাখা সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্তের কপি নেই। অভিযোগকারীর মোট পাওনা ৩৯,৯১৮ টাকা ইতোমধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে। প্রশিকা কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত বিষয়াদি সংস্থার গভনিং বডি ও প্রধান নির্বাহীর সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিষ্পন্ন হয়ে থাকে।

সিদ্ধান্ত ঃ শুনানীতে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারিনী গত ১৪/২/২০১১ তারিখে প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে তার প্রাপ্য অর্থ বাবদ ৩৯,৯১৮/-টাকা বুঝে পেয়েছেন। তবে প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা প্রদানের নিয়ামাবলী সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্ত হননি। কাজেই তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৪ ও ৭ ধারার বিধান পর্যালোচনায় যাচিত তথ্য বাধ্যতামূলকভাবে প্রদানযোগ্য বিবেচনায় প্রশিকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে চাহিত তথ্য আগামী ২২.০২.২০১১ তারিখের মধ্যে সরবরাহ করার নির্দেশসহ অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো এবং তথ্য সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য তথ্য কমিশনকে অবহিত করার নির্দেশ দেয়া হলো। অনুলিপি দিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হোক।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	(মোহাম্মদ আবু তাহের)	(মোহাম্মদ জমির)
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন	তথ্য কমিশন	তথ্য কমিশন

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পরিশিষ্ট ০৪/১

অভিযোগ নং ঃ ১৩

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ ইমদাদুল
গ্রাম- খড়িয়া
ইউনিয়ন- কুমারভোগ
উপজেলা- লৌহজং
জেলা- মুন্সিগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও
কানুনগো উপজেলা ভূমি অফিস
লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।

শুনানীর তারিখ ঃ ২৩.০২.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী গত ১৬/০৫/২০১০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধার ৮ (১) অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা সহকারী কমিশনার (ভূমি) উপজেলা লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ বরাবর কুমারভোগ ইউনিয়নের ০১ নং ওয়ার্ডের খাস জমির পরিমাণ কত তার একটি তালিকা চেয়ে আবেদন করেন। অভিযোগকারী RTI Act এর নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে তথ্য না পেয়ে গত ০৭/০৭/২০১০ তারিখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করেন। কিন্তু এই আইন অনুসারে নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোন জবাব বা নির্দেশনা প্রদান করেননি।

তথ্য কমিশনের ৩০/১২/২০১০ তারিখের সভায় অভিযোগটির বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং অভিযোগটি আমলে নিয়ে প্রথমে ১৭/০২/২০১১ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য্য করা হয়। কিন্তু উল্লেখিত তারিখে অর্ধদিবস সরকারী সাধারণ ছুটি ঘোষণা করার কারণে পরবর্তীতে ২৩/০২/২০১১ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয়। অদ্য উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়।

অভিযোগকারী শপথ পূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, সহকারী কমিশনার (ভূমি) উপজেলা লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ বরাবর ১ নং ওয়ার্ডের খাস জমির পরিমাণ সম্পর্কে জানতে চেয়ে ১৬/০৫/২০১০ তারিখে আবেদন করে তথ্য প্রাপ্ত হননি। তিনি তথ্য না পেয়ে গত ০৭/০৭/২০১০ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করেও নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে তথ্য না পেয়ে অত্র অভিযোগ দায়ের করেছেন। ২০/১২/২০১০ তারিখে উপজেলা ভূমি অফিস লৌহজং হতে আমার প্রতিবেশী সউদ খান তথ্য সংগ্রহ করেন এবং আমাকে বুঝিয়ে দেন।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষে উপস্থিত জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কানুনগো উপজেলা ভূমি অফিস, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ তার বক্তব্যে উপস্থাপন করেন যে, আবেদনকারীর সাথে যোগাযোগ না করতে পারায় আবেদনকৃত তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয় নি। তবে ২০/১২/২০১০ ইং তারিখে আবেদনকারীর পক্ষে জনাব সউদ খানকে আবেদনকৃত তথ্য বুঝিয়ে দেয়াহয়। অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিনীতভাবে উপরোক্ত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ শুনানীতে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারী তার আবেদনপত্রের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। তবে কমিশন সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, তথ্য প্রাপ্তির আবেদনে তথ্য গ্রহণকারীর নাম উল্লেখ না থাকলে আবেদনকারীর চাহিত তথ্য তার প্রতিনিধির কাছে দেওয়াটা আইন সিদ্ধ নয়। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে সে মর্মে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তথ্য কমিশন সর্তক করে তাকে অব্যাহতি প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হয়। কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে আরও বলেন যে, নিজেদেরকে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং তার কার্যালয়ের সামনে নোটিশ বোর্ডে লিখিতভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র করার নিয়ামাবলী ও কাঠামো প্রদর্শন করতে হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ জমির)
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পরিশিষ্ট ০৪/১

অভিযোগ নং ঃ ১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ সউদ খান
গ্রাম- খড়িয়া
ইউনিয়ন- কুমারভোগ
উপজেলা- লৌহজং, জেলা- মুন্সিগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মাহবুবুর রহমান
উপজেলা সমাজসেবা অফিসার
লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।

শুনানীর তারিখ ঃ ১৫.০২.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী জনাব মোঃ সউদ খান, গ্রাম- খড়িয়া, ইউনিয়ন- কুমারভোগ, উপজেলা- লৌহজং, জেলা- মুন্সিগঞ্জ। কুমারভোগ ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের বয়স্কভাতা প্রাপ্তদের নামের তালিকা চেয়ে ১৫/০৩/২০১০ তারিখে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লৌহজং, জেলাঃ মুন্সিগঞ্জ বরাবর আবেদন করেন। তথ্য অধিকার আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে চাহিত তথ্য না পাওয়ায় বা কোন জবাব না পাওয়ায় আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী গত ০৭/০৭/২০১০ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করেন যা তারা গ্রহণ করেনি।

তথ্য কমিশনের ৩০/১২/২০১০তারিখের সভায় অভিযোগটির বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং অভিযোগটি আমলে নিয়ে প্রথমে ০৬/০২/২০১১ তারিখে ও পরে ১৫/০২/২০১১ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয়। অদ্য উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়।

অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি প্রাক্তন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার নিকট কুমারভোগ ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের বয়স্কভাতা প্রাপ্তদের তালিকা চেয়ে আবেদন করে কোন তথ্য পাননি। তিনি তথ্য না পেয়ে গত ০৭.০৭.২০১০ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করেও নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে তথ্য না পেয়ে অত্র অভিযোগ দায়ের করেছেন। তবে বর্তমান সমাজসেবা অফিসার যোগদান করার পর থেকে বর্তমানে আবেদনকৃত তথ্য প্রাপ্ত হচ্ছেন।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষে উপস্থিত জনাব মাহবুবুর রহমান উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তার বক্তব্যে উপস্থাপন করেন যে, ০৩/১০/২০১০ তারিখে তিনি নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং জানতে পারেন যে, লিখিতরূপে তথ্য চেয়ে, কোন আবেদন করা হয়নি। এ পর্যায়ে অভিযোগকারী তার আবেদন সমাজসেবা অফিসে গ্রহণের প্রমাণ পত্র উপস্থাপন করলে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তার অফিস কর্তৃক আবেদন গ্রহণের বিষয়টি স্বীকার করে বলেন যে, আবেদনটি প্রাক্তন কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপিত হলেও তিনি এ বিষয়ে জানতেন না। তবে এখন যে সকল তথ্য চাওয়া হচ্ছে তা দেয়া হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত ঃ শুনানীতে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারী অদ্যাবধি তার যাচিত তথ্য প্রাপ্ত হননি । কাজেই তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৪ ও ৭ ধারার বিধান পর্যালচনায় চাহিত তথ্য বাধ্যতামূলকভাবে প্রদানযোগ্য বিবেচনায় দয়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে চাহিত তথ্য আগামী ২২/০২/২০১১ তারিখের মধ্যে সরবরাহ করার নির্দেশসহ অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করে আগামী ২৩/০২/২০১১ তারিখের মধ্যে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য বলা হলো। সংশ্লিষ্ট সকলকে কপি দিয়ে জানিয়ে দেয়া হোক।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ জমির)
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পরিশিষ্ট ০৪/১

অভিযোগ নং ঃ ১৫

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ সউদ খান
গ্রাম- খড়িয়া
ইউনিয়ন- কুমারভোগ
উপজেলা- লৌহজং, জেলা- মুন্সিগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মাহবুবুর রহমান
উপজেলা সমাজসেবা অফিসার
লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।

শুনানীর তারিখ ঃ ১৫.০২.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী জনাব মোঃ সউদ খান, গ্রাম- খড়িয়া, ইউনিয়ন- কুমারভোগ, উপজেলা- লৌহজং, জেলা- মুন্সিগঞ্জ। অভিযোগকারী উপজেলায় সেফটি নেট কর্মসূচীর আওতায় কতজনকে ও কিভাবে সুবিধা প্রদান করা হবে তার তথ্য প্রাপ্তির জন্য উপজেলা সমাজসেবা অফিসার লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ বরাবর গত ১৬/০৪/২০১০ তারিখে আবেদন দাখিল করেন। তথ্য অধিকার আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে চাহিত তথ্য না পাওয়ায় বা কোন জবাব না পাওয়ায় আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী গত ০৭/০৭/২০১০ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করেন। কিন্তু নির্ধারিত ১৫ দিন সময়ের মধ্যে কোন উত্তর প্রাপ্ত হননি।

তথ্য কমিশনের ৩০/১২/২০১০তারিখের সভায় অভিযোগটির বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং অভিযোগটি আমলে নিয়ে প্রথমে ০৬/০২/২০১১ তারিখে ও পরে ১৫/০২/২০১১ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয়। অদ্য উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তনি চাহিত তথ্য পাননি। তিনি বেদে সম্প্রদায়ের লোক "একটি বাড়ি একটি খামার" প্রকল্পে বেদে সম্প্রদায়ের ১৮টি পরিবার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আবেদনকৃত তথ্য বেদে সম্প্রদায়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজন।

অতপরঃ প্রতিপক্ষে উপস্থিত জনাব মাহবুবুর রহমান, উপজেলা সমাজকল্যান অফিসার তার বক্তব্যে উপস্থাপন করেন যে, তিনি ০৩/১০/২০১০ইং তারিখে বর্তমান কর্মস্থলে যোগদান করেন। একারণে তিনি আগের ফাইলে রক্ষিত আবেদনপত্রসমূহ দেখতে পারেননি। বর্তমানে আবেদনকারী অফিসে আসলে আবেদনকৃত তথ্য প্রদান করা হবে ।

এ পর্যায়ে তথ্য কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে কেন আবেদনকারীর আবেদনকৃত তথ্য প্রদান করা হয় নি তার কারণ তার সহকর্মীদের কাছে লিখিতভাবে দর্শাতে বলেন। প্রধান তথ্য কমিশনার বলেন যে, তথ্য সরবরাহকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ সাধারণত: সুবিধাবঞ্চিত হবার কারণে অথবা অসৎ উদ্দেশ্যের কারণে তথ্য সরবরাহ করার ব্যাপারে উৎসাহী হয় না। দায়িত্ব অবহেলার কারণে যদি তথ্য প্রদান করা না হয়ে থাকে তাহলে আইনের চোখে এটি একটি গুরুতর অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। অন্যদিকে তথ্য কমিশন থেকে অভিযোগকারীকে তথ্যের মূল্য পরিশোধ করতেও বলা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ শুনানীতে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারী অদ্যাবধি তার যাচিত তথ্য প্রাপ্ত হননি। কাজেই তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৪ ও ৭ ধারার বিধান পর্যালোচনায় যাচিত তথ্য বাধ্যতামূলকভাবে প্রদানযোগ্য বিবেচনায় দয়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে চাহিত তথ্য আগামী ২২/০২/২০১১ তারিখের মধ্যে সরবরাহ করার নির্দেশসহ অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হয় এবং পূর্বে তথ্য না দেয়ার কারণে গৃহীত পদক্ষেপসহ চাহিত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে কিনা তা ২৩./০২/২০১১ তারিখের মধ্যে তথ্য কমিশনকে জানানোর জন্য প্রতিপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হয়।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ জমির)
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পরিশিষ্ট ০৪/১

অভিযোগ নং ঃ ১৬

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ সউদ খান
গ্রাম- খড়িয়া
ইউনিয়ন- কুমারভোগ
উপজেলা- লৌহজং
জেলা- মুন্সিগঞ্জ ।

প্রতিপক্ষ ঃ ১। ডাঃ মোঃ আব্দুল মালেক মৃধা
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ ।

২. ডাঃ মোঃ শাহজাহান
সিভিল সার্জন
মুন্সিগঞ্জ ।

শুনানীর তারিখ ঃ ২৩.০২.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে ঔষধ সরবরাহ সংক্রান্ত সরকারী নিয়মাবলীর কপি এবং ইউনিয়ন ভিত্তিক কমিউনিটি হাসপাতালে সপ্তাহে কতদিন স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হয় ও সেবা প্রদানের সময়সূচীর কপি চেয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ বরাবরে গত ২৯.০৩.২০১০ তারিখে আবেদন দাখিল করেন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন তথ্য না পাওয়ায় সিভিল সার্জন, মুন্সিগঞ্জ বরাবরে আপীল আবেদন দাখিল করেন। আপীলেও কোন তথ্য না পাওয়ায় তিনি তথ্য কমিশনে এই অভিযোগ দায়ের করেন।

তথ্য কমিশনে ১৫/০২/২০১১ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য্য থাকায় উক্ত তারিখে শুনানীর জন্য অভিযোগকারী উপস্থিত থাকলেও প্রতিপক্ষ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ উপস্থিত না হয়ে তার পক্ষে পরিসংখ্যানবিদকে শুনানীতে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশ দেয়ায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। অভিযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ এবং সিভিল সার্জন, মুন্সিগঞ্জ জড়িত থাকায় পরবর্তী তারিখে তাদের উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করার নিমিত্ত পরবর্তী তারিখে সংশ্লিষ্ট সকলকে যথারীতি সমন দেয়া হয়। তদানুযায়ী ২৩.০২.২০১১ তারিখ উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়।

অভিযোগকারী শপথ পূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে তথ্য চেয়ে আবেদন করলে তিনি তা দিতে অস্বীকৃতি জানান।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষে উপস্থিত আব্দুল মালেক মৃধা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা তার বক্তব্য উপস্থাপনের সময় প্রথমেই আবেদনকারীকে আবেদনকৃত তথ্য না দিবার কারণে তার ভুল স্বীকার করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, আবেদনকারী যখন আবেদন করেন সে সময়ে তিনি কালীগঞ্জে দায়িত্বরত ছিলেন। ০৮/০৮/২০১০ ইং তারিখে বর্তমান কর্মস্থলে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। যেহেতু আবেদনপত্রে উল্লিখিত তথ্যসমূহ পরিসংখ্যান অফিসারের নিকট সংরক্ষিত থাকে, সে কারণে বিগত শুনানীর তারিখে তাকে তথ্য কমিশনে পাঠানো হয়েছিল। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ যেহেতু একটি নতুন আইন সেহেতু আইনটি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়নি ।

প্রতিপক্ষে উপস্থিত, ডাঃ মোঃ শাহজাহান সিভিল সার্জন, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ তার বক্তব্য উপস্থাপনের সময় বলেন যে, আবেদনকৃত তথ্য সরবরাহ করার জন্য পূর্ববর্তী সিভিল সার্জন নির্দেশে প্রদান করেছিলেন। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদান করেননি। যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদান করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল তিনি বদলি হবার কারণে তথ্য প্রদানে ব্যাঘাত ঘটে। তিনি আরও বলেন যে, বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে ঔষধ সরবরাহ সংক্রান্ত সরকারী নিয়মাবলী লিখিতভাবে সংরক্ষিত, নেই। তবে দীর্ঘ দিন যাবত একই পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে।

শুনানীকালে তথ্য কমিশন জানতে চান যে, পুর্ববর্তী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কেন অভিযোগকারীর চাহিদামত তথ্য সরবরাহ করেননি এবং কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য নির্দেশনা দেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সতর্ক করে প্রধান তথ্য কমিশনার বলেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্থলে তার প্রতিনিধি তথ্য কমিশনে শুনানীতে উপস্থিত হওয়াটা আইন সিদ্ধ নয়।

সিদ্ধান্ত ঃ শুনানীতে প্রতীয়মান হয় যে, চাহিত তথ্য অদ্যাবধি আবেদনকারীকে সরবরাহ করা হয়নি। কাজেই কমিশন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে ঔষধ সরবরাহ সংক্রান্ত সরকারী নিয়মাবলী/অনুসারিত পদ্ধতি লিখিতভাবে আবেদনকারীকে ২৪.০২.২০১১ কার্যদিবস শেষ হবার আগে প্রদান করার নির্দেশ দেন । অতঃপর অভিযুক্ত কর্মকর্তাদ্বয়কে উপযুক্ত নির্দেশ প্রতিপালন সাপেক্ষে অব্যাহতি প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	(মোহাম্মদ আবু তাহের)	(মোহাম্মদ জমির)
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন	তথ্য কমিশন	তথ্য কমিশন

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পরিশিষ্ট ০৪/১

অভিযোগ নং ঃ ১৭

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ সউদ খান
গ্রাম- খড়িয়া
ইউনিয়ন- কুমারভোগ
উপজেলা- লৌহজং, জেলা- মুন্সিগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব কে.এম.আসাদুজ্জামান
ব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক, হলদিয়া শাখা
লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।

শুনানীর তারিখ ঃ২৩.০২.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী জনাব মোঃ সউদ খান, গ্রাম- খড়িয়া, ইউনিয়ন- কুমারভোগ, উপজেলা- লৌহজং, জেলা- মুন্সিগঞ্জ, গত ১৯.০৪.২০১০ তারিখে ব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সোনালী ব্যাংক, হলদিয়া শাখা, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ বরাবর নাগরিকদের হিসাব খোলা ও পরিচালনার নিয়মাবলী ও নির্দেশনাবলীর কপি চেয়ে আবেদন দাখিল করেন। তথ্য অধিকার আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে চাহিত তথ্য না পাওয়ায় বা কোন জবাব না পাওয়ায় আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী গত ১৮/০৭/২০১০ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করেন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পেয়ে অত্র অভিযোগ দায়ের করেন।

তথ্য কমিশনের ৩০/১২/২০১০ তারিখের সভায় অভিযোগটির বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং অভিযোগটি আমলে নিয়ে প্রথমে ১৭/০২/২০১১ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য্য করা হয়। কিন্তু উল্লেখিত তারিখে অর্ধদিবস সরকারী সাধারণছুটি ঘোষণা করার কারণে পরবর্তীতে ২৩/০২/২০১১ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয়। অদ্য উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়।

অভিযোগকারী শপথপূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অফিস প্রধান তথা ব্যবস্থাপক সোনালী ব্যাংক, হলদিয়া শাখা, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ এর নিকট নাগরিকদের হিসাব খোলা ও পরিচালনার নিয়মাবলী ও নির্দেশনাবলীর কপি চেয়ে গত ১৯/০৪/২০১০ তারিখ আবেদন দাখিল করে তথ্য পাননি। তিনি তথ্য না পেয়ে গত ১৮/০৭/২০১০ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করেও নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে তথ্য না পেয়ে অত্র অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগকারী তার বক্তব্যে আরও উল্লেখ করেন যে, উপরিউক্ত বিষয়ে তথ্য চাইলে তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এর প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর একটি কপি প্রদর্শন করেন এবং এ আইনের আওতায় তথ্য প্রদান করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অনুরোধ করেন। তবে বর্তমান ব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক, হলদিয়া শাখা গত ২৮/০৯/২০১০ তারিখে যোগদান করেন এবং অত্র অভিযোগের বিষয়ে প্রদত্ত সমন জারীর পর গত ২২/০২/২০১১ তারিখে চাহিত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষে উপস্থিত জনাব কে, এম, আসাদুজ্জামান, ব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক, হলদিয়া শাখা তার বক্তব্যে উপস্থাপন করেন যে, তিনি গত ২৮/০৯/২০১০ তারিখ থেকে সোনালী ব্যাংক, হলদিয়া শাখায় দায়িত্ব পালন করেন এবং তিনি আবেদনকারীর চাহিদা মোতাবেক তথ্যাবলী সরবরাহ করেন। এছাড়াও তিনি ভবিষ্যতে তার নিকট উপস্থাপিত যে কোন আবেদনপত্র অনুযায়ী তথ্য প্রদান করবেন বলে অঙ্গীকার করেন। তিনি এ অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য কমিশনের নিকট আবেদন জানান।

শুনানীকালে তথ্য কমিশন জানতে চান যে, পুর্ববর্তী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কেন অভিযোগকারীর চাহিদামত তথ্য সরবরাহ করেননি এবং বর্তমান কর্মকর্তা পূর্ববর্তী কর্মকর্তার নিকট এ বিষয়ে জানতে চেয়েছিলেন কিনা। কমিশন আরো বলেন যে, পূর্ববর্তী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাগরিক দায়বদ্ধতা থেকেই তার তথ্য প্রদান করা প্রয়োজন ছিল। তিনি তা না করায় তাকে লিখিতভাবে বিষয়টি জানানোর জন্য বর্তমান ব্যবস্থাপককে বলা হয় এবং তথ্য কমিশনের নিকট অনুলিপি প্রেরণেরও নির্দেশ প্রদান করা হয়।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

অন্যদিকে অভিযোগকারীর নিকট কমিশন জানতে চান যে, প্রাপ্ত তথ্যে তিনি সন্তুষ্ট কিনা। অভিযোগকারী যদি সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে বিষয়টি এখানেই নিষ্পত্তি করা হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে। অন্যথায় পূর্ববর্তী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে কমিশনে উপস্থিত করে নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এর প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে বলে গণ্য করার আবেদন জানান। এ পর্যায়ে কমিশন অভিযোগকারী যে তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন সে বিষয়ে লিখিত স্বীকারোক্তি তথ্য কমিশনে দাখিল করার নির্দেশ দেন। কমিশন অভিযোগকারীকে এই মর্মে সতর্ক করেন যে, তিনি আনুমানিক ১৫ দিন পূর্বে তথ্য প্রাপ্ত হলেও এ বিষয়ে তথ্য কমিশনকে অবহিত করেননি। এর ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে কর্ম বিরতি দিয়ে তথ্য কমিশনে উপস্থিত হতে হয়েছে এবং এতে তার কর্মস্থলের অনেক সেবাপ্রত্যাশী ব্যক্তি তার সেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ শুনানীতে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারী তার আবেদনপত্রের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি বিলম্বে হলেও তথ্য প্রদান করেছেন। কাজেই অভিযোগটি শুনানীঅন্তে নিষ্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হয় এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাংক ব্যবস্থাপককে দায়িত্বপালনে আরও সচেতন হবার পরামর্শ দেয়া হয়।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	(মোহাম্মদ আবু তাহের)	(মোহাম্মদ জমির)
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন	তথ্য কমিশন	তথ্য কমিশন

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পরিশিষ্ট ০৪/১

অভিযোগ নং ঃ ১৮

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ সউদ খান
গ্রাম- খড়িয়া
ইউনিয়ন- কুমারভোগ
উপজেলা- লৌহজং, জেলা- মুন্সিগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ কাজী হাবীবুর রহমান
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা
লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।

শুনানীর তারিখ ঃ ২৩.০২.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী জনাব মোঃ সউদ খান, গ্রাম- খড়িয়া, ইউনিয়ন- কুমারভোগ, উপজেলা- লৌহজং, জেলা- মুন্সিগঞ্জ, কৃষকদের জন্য কৃষি কার্ড বিতরণের নিয়মাবলী ও নির্দেশাবলীর কপি এবং কৃষি কার্ড এর সংখ্যা ও কতজন কৃষককে এই সুবিধা প্রদান করা হবে তার তালিকা চেয়ে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ বরাবর আবেদন করেন। নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে তথ্য প্রাপ্ত না হওয়ায় তথ্য অধিকার আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে চাহিত তথ্য না পাওয়ায় বা কোন জবাব না পাওয়ায় আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী গত ০৭/০৭/২০১০ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য পাননি।

তথ্য কমিশনের ৩০/১২/২০১০তারিখের সভায় অভিযোগটির বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং অভিযোগটি আমলে নিয়ে প্রথমে ১৭/০২/২০১১ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য্য করা হয়। কিন্তু উল্লেখিত তারিখে অর্ধদিবস সরকারী সাধারণ ছুটি ঘোষণা করার কারণে পরবর্তীতে ২৩/০২/২০১১ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয়। অদ্য উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়।

অভিযোগকারী শপথ পূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, উল্লিখিত অভিযোগের শুনানীর জন্য তথ্য কমিশন কর্তৃক সমন জারি হবার পর আবেদনকৃত তথ্য তিনি প্রাপ্ত হয়েছেন।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষে উপস্থিত কাজী হাবীবুর রহমান, জেলা কৃষি কর্মকর্তা তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তাঁর কার্যালয়ে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য জনবলের স্বল্পতা রয়েছে। যার ফলে তাঁকে অনেক অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়। ফলশ্রুতিতে যাচিত তথ্য প্রদানে বিলম্ব ঘটে। এছাড়া তিনি আরও বলেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ একটি নতুন আইন ফলে এর আওতায় তাঁর কি কি দায়িত্ব রয়েছে সে বিষয়ে তিনি পুরোপুরি অবগত নন। তবে ভবিষ্যতে তাঁর নিকট কোন তথ্য জানার জন্য আবেদনপত্র নিয়ে কেউ উপস্থিত হলে আইন অনুযায়ী তিনি প্রদান করবেন বলে অঙ্গীকার করেন। অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিনীতভাবে উপরোক্ত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানের জন্য প্রার্থনা জানান।

শুনানীতে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারী তার আবেদনপত্রের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। তথ্য কমিশন অভিযুক্ত কর্মকর্তার কাছে জানতে চান উপজেলা কৃষি অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং তাদের ফোন নম্বরসহ কোন তালিকা নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শিত আছে কিনা। কমিশন পরামর্শ প্রদান করেন যে, সরকারী কর্মকর্তাদের কাজ হচ্ছে জনগণকে সহায়তা করা । কমিশন জানতে চান অফিসের সামনে সিটিজেন চার্টার প্রদর্শন করা হয়েছে কিনা। কমিশন আরও বলেন যে, সরকারী কর্মকর্তাদের কর্মক্ষেত্রে আরও গতিশীল হতে হবে। কমিশন কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে জানতে চাওয়া হয় যে, তিনি তার বর্তমান কর্মস্থলে কতদিন যাবত কর্মরত আছেন এবং কত তারিখে আবেদনপত্রটি পেয়েছেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তার কাছে জানতে চান কেন তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বইটি অভিযোগকারী প্রদর্শন করার পর উক্ত আইনটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন। কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন- ভবিষ্যতে এ ধরনের গাফিলতি কমিশন মেনে নেবেন না ।

সিদ্ধান্ত ঃ যেহেতু অভিযোগকারী ইতিমধ্যে চাহিদা অনুযায়ী তথ্য পেয়েছেন সেহেতু প্রতিপক্ষ কাজী হাবীবুর রহমান, জেলা কৃষি কর্মকর্তাকে অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	(মোহাম্মদ আবু তাহের)	(মোহাম্মদ জমির)
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন	তথ্য কমিশন	তথ্য কমিশন

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পরিশিষ্ট ০৪/১

অভিযোগ নং ঃ ১৯

অভিযোগকারী ঃ মোঃ সউদ খান, গ্রাম
গ্রাম- খড়িয়া
ইউনিয়ন- কুমারভোগ
উপজেলা- লৌহজং, জেলা- মুন্সিগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ কাজী হাবীবুর রহমান
উপজেলা কৃষি অফিসার
লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।

শুনানীর তারিখ ঃ ২৩.০২.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী জনাব মোঃ সউদ খান, গ্রাম- খড়িয়া, ইউনিয়ন- কুমারভোগ, উপজেলা-লৌহজং, জেলা- মুন্সিগঞ্জ। লৌহজং উপজেলায় কতগুলি কৃষি কার্ড বিতরণ করা হবে তার মোট সংখ্যা এবং কতজন বেদে সম্প্রদায়কে এই সুবিধা দেয়াহবে তার তালিকা পাওয়ার জন্য উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা লৌজং, মুন্সিগঞ্জ বরাবর আবেদন দাখিল করেন। কিন্তু তথ্য অধিকার আইনের ৯ (১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে চাহিত তথ্য না পাওয়ায় বা কোন জবাব না পাওয়ায় আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী গত ০৭/০৭/২০১০ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য পাননি।

তথ্য কমিশনের ৩০/১২/২০১০তারিখের সভায় অভিযোগটির বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং অভিযোগটি আমলে নিয়ে প্রথমে ১৭/০২/২০১১ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য্য করা হয়। কিন্তু উল্লেখিত তারিখে অর্ধদিবস সরকারী সাধারণ ছুটি ঘোষণা করার কারণে পরবর্তীতে ২৩/০২/২০১১ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয়। অদ্য উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়।

অভিযোগকারী শপথ পূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, বেদে সম্প্রদায়ের ১০,০০০ (দশ হাজার) লোক এবং লৌহজং উপজেলায় মোট ১,৫০,০০০ (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) লোক বসবাসরত রয়েছেন। বেদে সম্প্রদায়ের মধ্যে একমাত্র অভিযোগকারী কৃষি কার্ড প্রাপ্ত হয়েছেন। বেদে সম্প্রদায়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে লৌহজং উপজেলায় কতগুলি কৃষি কার্ড বিতরণ করা হবে তার মোট সংখ্যা এবং কতজন বেদে সম্প্রদায়কে এই সুবিধা দেয়াহবে তার তালিকা চেয়ে গত ২৯/০৩/২০১০ তারিখে আবেদন করেন। কিন্তু তথ্য না পেয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। অত্র অভিযোগের প্রেক্ষিতে সমন জারীর পর গত ১৮/০২/২০১১ ইং তারিখে আবেদনকৃত তথ্য তিনি প্রাপ্ত হন।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষে উপস্থিত, কাজী হাবীবুর রহমান উপজেলা কৃষি অফিসার, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অফিসের বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকায় আবেদনকারীকে সময়মত চাহিত তথ্য দিতে সক্ষম হননি। তাছাড়া তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় এবং আবেদনকারী তথ্য কমিশন হতে প্রকাশিত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বইটি প্রদর্শন করার পর এ সম্পর্কে অবগত হন এবং তথ্য প্রদান করেন। তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন যে, বিধি অনুযায়ী তিনি চাহিত তথ্য প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন। অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিনীতভাবে উপরোক্ত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ যেহেতু অভিযোগকারী ইতিমধ্যে চাহিদা অনুযায়ী তথ্য পেয়েছেন সেহেতু প্রতিপক্ষ কাজী হাবীবুর রহমান, জেলা কৃষি কর্মকর্তাকে অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	(মোহাম্মদ আবু তাহের)	(মোহাম্মদ জমির)
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন	তথ্য কমিশন	তথ্য কমিশন

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পরিশিষ্ট ০৪/১

অভিযোগ নং ঃ ২০

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ সউদ খান
গ্রাম- খড়িয়া
ইউনিয়ন- কুমারভোগ
উপজেলা- লৌহজং
জেলা- মুন্সিগঞ্জ ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন
কানুনগো উপজেলা ভূমি অফিস
লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ ।

শুনানীর তারিখ ঃ **২৩.০২.১১**

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী কুমার ভোগ ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের খাস জমির পরিমাণ কত তার তালিকা চেয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি), লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ বরাবর ১৯/০৪/২০১০ তারিখে আবেদন দাখিল করেন। কিন্তু তথ্য অধিকার আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে চাহিত তথ্য না পাওয়ায় বা কোন জবাব না পাওয়ায় আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী গত ০৭/০৭/২০১০ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করেন। কিন্তু নির্ধারিত ১৫ দিন সময়ের মধ্যে কোন উত্তর প্রাপ্ত হননি।

তথ্য কমিশনের ৩০/১২/২০১০তারিখের সভায় অভিযোগটির বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং অভিযোগটি আমলে নিয়ে প্রথমে ১৭/০২/২০১১ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য্য করা হয়। কিন্তু উল্লেখিত তারিখে অর্ধদিবস সরকারী সাধারণ ছুটি ঘোষণা করার কারণে পরবর্তীতে ২৩/০২/২০১১ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয়। অদ্য উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়।

অভিযোগকারী শপথ পূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, বেদে সম্প্রদায়ে একমাত্র তিনি ভূমি প্রাপ্ত হয়েছেন এবং সম্প্রদায়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে,ভূমি অফিসার বরাবর ১ নং ওয়ার্ডের খাস জমির পরিমাণ সম্পর্কে জানতে চেয়ে ১৯/০৪/২০১০ তারিখে আবেদন করে তথ্য প্রাপ্ত হননি। তিনি তথ্য না পেয়ে গত ০৭/০৭/২০১০ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করেও নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে তথ্য না পেয়ে অত্র অভিযোগ দায়ের করেছেন। তবে আবেদনকারী বর্তমানে আবেদনকৃত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন।

অন্যদিকে, প্রতিপক্ষে উপস্থিত জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন, কানুনগো উপজেলা ভূমি অফিস, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ তার বক্তব্যে উপস্থাপন করেন যে, আবেদনকৃত তথ্য বর্তমানে আবেদনকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে। অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিনীতভাবে উপরোক্ত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি কামনা করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ শুনানীতে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারী তার আবেদনপত্রের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। কাজেই অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে অব্যাহতি প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	(মোহাম্মদ আবু তাহের)	(মোহাম্মদ জমির)
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন	তথ্য কমিশন	তথ্য কমিশন

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

অভিযোগ নং ঃ ২২

অভিযোগকারী ঃ অভিযোগকারী আঃ হাদী,
গ্রাম- গোয়ালী মান্দ্রা
ইউনিয়ন- হলদিয়া
উপজেলা- লৌহজং
জেলা- মুন্সিগঞ্জ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মাহবুবুল আলম
উপজেলা সমাজসেবা অফিসার
লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।

শুনানীর তারিখ ঃ ২৩.০২.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী আঃ হাদী, গ্রাম- গোয়ালী মান্দ্রা, ইউনিয়ন- হলদিয়া, উপজেলা- লৌহজং, জেলা- মুন্সিগঞ্জ,গত ১৬/০৫/২০১০ তারিখে তথ্য অধিকার আইন অনুসারে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ বরাবর লৌহজং উপজেলায় সেফটি নেট কর্মসূচীর আওতায় কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে এবং কোন কার্যক্রমের আওতায় কতজনকে কি সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে সে সম্পর্কিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু তথ্য অধিকার আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে চাহিত তথ্য না পাওয়ায় বা কোন জবাব না পাওয়ায় আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী গত ০৭/০৭/২০১০ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পাওয়ায় তিনি গত ২৭/০৯/২০১০ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

তথ্য কমিশনের ৩০/১২/২০১০তারিখের সভায় অভিযোগটির বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং অভিযোগটি আমলে নিয়ে প্রথমে ১৭/০২/২০১১ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য্য করা হয়। কিন্তু উলেখিত তারিখে অর্ধদিবস সরকারী সাধারণ ছুটি ঘোষণা করার কারণে পরবর্তীতে ২৩/০২/২০১১ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয়। অদ্য উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়।

অভিযোগকারী শপথ পূর্বক তার বক্তব্যে উলেখ করেন যে, তিনি গৃহস্থালী কাজ করেন এবং পড়ালেখা অল্প জানেন । তিনি তার প্রতিবেশী সউদ খান এর সাথে পরামর্শ করে আবেদনকৃত তথ্য সম্পর্কিত কার্যাদি সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে তিনি আবেদনকৃত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষে উপস্থিত জনাব জনাব মাহবুবুল আলম, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তার বক্তব্যে উপস্থাপন করেন যে, অভিযোগকারী সেফটিনেট কর্মসূচীর আওতায় কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে, কতজনকে কিভাবে সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে এই বিষয়ে তথ্য পাওয়ার জন্য গত ১৬/০৫/২০১০ তারিখে আবেদন করেছিলেন। তিনি গত ০৩/১০/২০১০ তারিখে লৌহজং উপজেলায় সমাজসেবা কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত হন বিধায় অভিযোগকারীর চাহিত তথ্য সম্পর্কে পূবে অবগত ছিলেন না, যার ফলে তথ্য প্রদানে বিলম্ব ঘটে।

সিদ্ধান্ত ঃ শুনানীতে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারী বিলম্বে হলেও যাচিত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন । কাজেই অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব জনাব মাহবুবুল আলমকে অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি দিয়ে অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ জমির)
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পরিশিষ্ট ০৪/১

অভিযোগ নং ঃ ২

অভিযোগকারী ঃ মোঃ এনামুল কবির হাওলাদার
মাহাফেল হক এন্ড কোং
বিজিআইসি টাওয়ার (৫ তালা) ৩৪
তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০ ।

প্রতিপক্ষ ঃ রিক্তা দত্ত
সহকারী নিবন্ধক
সমম্বয় ও কর্মমূল্যায়ন
সমবায় অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা ।

শুনানীর তারিখ ঃ ২২.০৩.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী জনাব মোঃ এনামুল কবির হাওলাদার, মাহাফেল হক এন্ড কোং, বিজিআইসি টাওয়ার (৫ তলা) ৩৪, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০ বরিশাল সদর উপজেলার তৎকালীন উপজেলা সমবায় অফিসার জনাব এবিএম জাহিদ হোসেনের বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ সমবায় অধিদপ্তরে উপনিবন্ধক, জনাব সুব্রত ভৌমিক কর্তৃক পরিচালিত তদন্ত প্রতিবেদনের কপি চেয়ে নিবন্ধক বরাবর আবেদন দাখিল করেন । বিগত ১৫/০১/২০০৯ তারিখে সহকারী নিবন্ধক বেগম রিক্তা দত্ত স্বাক্ষরিত স্মারক নং ১৩৮/৯৪ জি/৫৮/এ/ও মাধ্যমে অবহিত করা হয় যে, আবেদনপত্রটি উক্ত দপ্তরে পর্যালোচনার পর তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ ২০০৮ এর ৭(ঠ) ধারা অনুযায়ী তাকে তদন্ত প্রতিবেদনের সত্যায়িত অনুলিপি সরবরাহ করা হয়নি । গত ২/৩/২০০৯ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব বরাবর আপীল দায়ের করা হয় । তৎপর তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জারী হলে গত ১২/১০/২০০৯ তারিখে সমবায় অধিদপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে বর্ণিত তদন্ত প্রতিবেদনের কপি চেয়ে পুনরায় আবেদন করা হয় । কিন্তু আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য সরবরাহ না করায় তথ্য অধিকার আইনের ২৪ ধারা মোতাবেক সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বরাবরে ১৫/০৩/২০১০ তারিখে আপীল দায়ের হয় । কিন্তু তার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫ ধারা অনুযায়ী তথ্য কমিশনে অত্র অভিযোগ দায়ের করা হয় ।

তথ্য কমিশনের ৩০/০৮/২০১০ তারিখের সভায় অভিযোগটির বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং অভিযোগটির কপি সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং নিবন্ধক সমবায় অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম ও আপীল কর্তৃপক্ষের নাম, ঠিকানাসহ ছক মোতাবেক তথ্যাদি চাওয়া হয় । তদনুযায়ী সমবায় অধিদপ্তর থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে রিক্তা দত্ত, সহকারী নিবন্ধক (সমম্বয় ও কর্মমূল্যায়ন) কে নিয়োগ করে জানানো হয়েছে । কিন্তু যাচিত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে কি না তা জানানো হয়নি । গত ০৭/০৩/২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনে শুনানী হবার কথা থাকলেও অভিযোগকারীর মা হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় এবং হাসপাতালে শয্যাশায়ী থাকার কারণে উক্ত শুনানীতে উপস্থিত হতে পারেন নি বিধায় শুনানী অনুষ্ঠিত হয়নি । অভিযোগটি শুনানীর জন্য পরবর্তী তারিখ ২২/০৩/২০১১ নির্ধারণ করা হয় ।

অদ্য ২২/০৩/২০১১ তারিখ শুনানীকালে অভিযোগকারী কোনরূপ আবেদন বা যোগাযোগ ছাড়াই অনুপস্থিত থাকলে একতরফা শুনানী অনুষ্ঠিত হয় । প্রতিপক্ষ রিক্তা দত্ত সহকারী নিবন্ধক (সমম্বয় ও কর্মমূল্যায়ন), সমবায় অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা জানান যে, আবেদনকারী কর্তৃক যাচিত তথ্য প্রদানের পূর্বে আরও একটি তদন্ত প্রক্রিয়াধীন থাকায় এবং তদন্তকার্য সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে তা প্রদান করার সুযোগ ছিল না । তবে সম্প্রতি তদন্তকার্য সমাপ্ত হওয়ায় তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আর কোন প্রতিবন্ধকতা নেই । এক্ষেত্রে তিনি যাচিত তথ্য প্রদানে সম্মতি জ্ঞাপন করে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন ।

সিদ্ধান্তঃ তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে যাচিত তথ্য প্রদানপূর্বক কমিশনকে অবহিত করবেন ।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	(মোহাম্মদ আবু তাহের)	(মোহাম্মদ জমির)
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন	তথ্য কমিশন	তথ্য কমিশন

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

অভিযোগ নং ঃ ৯

অভিযোগকারী ঃ অলকা রানী দাস,
গ্রাম-খানপুর, পোঃ-তালা,
উপজেলা-তালা, সাতক্ষীরা ।

প্রতিপক্ষ ঃ মোঃ মনিরুজ্জামান
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর
উপজেলা :তালা
সাতক্ষীরা

শুনানীর তারিখ ঃ ২২.০৩.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী গত ২৫/০৭/২০১০ তারিখে সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ অফিস প্রধানের নিকট উক্ত অফিস থেকে কি ধরনের নাগরিক সেবা পাওয়া যায় তার কপি চেয়ে আবেদন করেন । নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পাওয়ায় অভিযোগকারী গত ০২/০৯/২০১০ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করেন । নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পাওয়ায় তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন ।

অভিযোগ পত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ অফিস প্রধানের নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের কপি সংযুক্ত নেই । তবে অভিযোগকারীর পূর্ববর্তী ২৪/০৭/২০১০ তারিখের একই বিষয়ে অভিযোগের প্রেক্ষিতে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, তালা, সাতক্ষীরাকে তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারা অনুযায়ী কোন বাঁধা না থাকায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর হতে কি ধরনের নাগরিক সেবা প্রদান করা হয় তা প্রদানের জন্য তথ্য কমিশনের স্মারক নং তকক/প্রশা-২৩/২০১০-৫৪৮, তারিখঃ২৭/০৯/২০১০ এর মাধ্যমে নির্দেশনা দেয়া হয় এবং অনুলিপি অভিযোগকারী বরাবর প্রেরণ করা হয় । যাচিত তথ্য অভিযোগকারী অলকা রানী দাস কে গত ০৩/১১/১০ তারিখে প্রদান করা হয়েছে মর্মে গত ১৪/০৩/২০১১ তারিখে উপজেলা মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা, তালা, সাতক্ষীরা পত্রের অনুলিপি তথ্য কমিশনে প্রেরন করেছেন ।

সিদ্ধান্তঃ যেহেতু অভিযোগকারী ইতিমধ্যে চাহিদা অনুযায়ী তথ্য পেয়েছেন সেহেতু প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ জমির)
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পরিশিষ্ট ০৪/১

অভিযোগ নং ঃ ১০

অভিযোগকারীঃ পলাশ দাস, গ্রাম-খানপুর,
পোঃ-তালা, উপজেলা-তালা,
সাতক্ষীরা।

প্রতিপক্ষ ঃ মোঃ জালাল উদ্দিন
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
উপজেলা-তালা
সাতক্ষীরা।

শুনানীর তারিখ **ঃ ২২.০৩.২০১১**

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী পলাশ দাস, গ্রাম-খানপুর, পোঃ-তালা, উপজেলা-তালা, সাতক্ষীরা। গত ২৫/০৭/২০১০ তারিখে সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার সমাজসেবা অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ অফিস প্রধানের নিকট ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয় থেকে তালা উপজেলার ০৬ নং সদর ইউনিয়নে "কাবিখা" প্রকল্পের কাজে কি পরিমান বরাদ্দ আসছে সে সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পাওয়ায় অভিযোগকারী গত ০২/০৯/২০১০ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পাওয়ায় তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগ পত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ অফিস প্রধানের নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের কপি সংযুক্ত নেই। অভিযোগকারীর পূর্ববর্তী ২৪/০৭/২০১০ তারিখের একই বিষয়ে অভিযোগের প্রেক্ষিতে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, তালা, সাতক্ষীরাকে তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারা অনুযায়ী কোন বাঁধা না থাকায় ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয় থেকে তালা উপজেলার ০৬ নং সদর ইউনিয়নে "কাবিখা" প্রকল্পের কাজে কি পরিমান বরাদ্দ আসছে সে সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জন্য তথ্য কমিশনের স্মারক নং তকক/প্রশা-২৩/২০১০-৫৫২, তারিখঃ২৭/০৯/২০১০ এর মাধ্যমে নির্দেশনা দেয়া হয় এবং অনুলিপি অভিযোগকারী বরাবর প্রেরণ করা হয়। যাচিত তথ্য অভিযোগকারী পলাশ দাস কে গত ০৫/১০/১০ তারিখে প্রদান করা হয়েছে মর্মে গত ১৪/০৩/১১ তারিখে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, তালা, সাতক্ষীরা পত্রের অনুলিপি তথ্য কমিশনে প্রেরন করেছেন।

সিদ্ধান্ত ঃ যেহেতু অভিযোগকারী ইতিমধ্যে চাহিদা অনুযায়ী তথ্য পেয়েছেন সেহেতু প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	(মোহাম্মদ আবু তাহের)	(মোহাম্মদ জমির)
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন	তথ্য কমিশন	তথ্য কমিশন

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পরিশিষ্ট ০৪/১

অভিযোগ নং ঃ ১১

অভিযোগকারী ঃ যুধিষ্ঠীর দাস,
গ্রাম-খানপুর, পোঃ-তালা,
উপজেলা-তালা, সাতক্ষীরা ।

প্রতিপক্ষ ঃ আমিনুল হক
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
সমাজসেবা অধিদপ্তর
উপজেলা:তালা
জেলা: সাতক্ষীরা

শুনানীর তারিখ ঃ ২২.০৩.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী যুধিষ্ঠীর দাস, গ্রাম-খানপুর, পোঃ-তালা, উপজেলা-তালা, সাতক্ষীরা গত ২৫/০৭/২০১০ তারিখে সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার সমাজসেবা অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ অফিস প্রধানের নিকট কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত এবং জারীকৃত সর্বশেষ প্রজ্ঞাপনের আলোকে কৃষকদের মাঝে যে সকল "কৃষি কার্ড"বিতরন করা হয়েছে সে সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পাওয়ায় অভিযোগকারী গত ০২/০৯/২০১০ তারিখে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রতিকার না পাওয়ায় তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগকারীর পূর্ববর্তী ২৪/০৭/২০১০ তারিখের একই বিষয়ে অভিযোগের প্রেক্ষিতে উপজেলা কৃষি অফিসার, তালা, সাতক্ষীরাকে তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারা অনুযায়ী কোন বাঁধা না থাকায় কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত এবং জারীকৃত সর্বশেষ প্রজ্ঞাপনের আলোকে কৃষকদের মাঝে যে সকল "কৃষি কার্ড" বিতরন করা হয়েছে সে সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জন্য তথ্য কমিশনের স্মারক নং তকক/প্রশা-২৩/২০১০-৫৪৯, তারিখঃ২৭/০৯/২০১০ এর মাধ্যমে নির্দেশনা দেয়া হয়। উক্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে চাহিত তথ্য প্রদানপূর্বক তথ্য কমিশনকে ০৪/১০/২০১০ তারিখের স্মারক নং ৫৬৯/২(২) এর মাধ্যমে অবহিত করেছেন।

সিদ্ধান্ত: যেহেতু অভিযোগকারী ইতিমধ্যে চাহিদা অনুযায়ী তথ্য পেয়েছেন সেহেতু প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ জমির)
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পরিশিষ্ট ০৪/১

অভিযোগ নং ঃ ০৪

অভিযোগকারী ঃ আসাদুজ্জামান
প্রযত্নে-সেফ,
নূরভিলা, ৫১,
খান-এ-সবুর রোড,
খুলনা-৯১০০।

প্রতিপক্ষ ঃ ১। মোঃ বেলায়েত হোসেন
উপ-প্রধান পরিদর্শক (সাঃ)
কলকারখান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর,
খুলনা বিভাগ, খুলনা।
বর্তমান ঠিকানাঃ
উপ-প্রধান পরিদর্শক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর
ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
২। মোঃ ফরিদুল ইসলাম
সহকারী প্রধান পরিদর্শক (দায়িত্বপ্রাপ্ত)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর,
খুলনা বিভাগ, খুলনা
৩। মোঃ আমিনুল ইসলাম
উপসচিব ও প্রধান পরিদর্শক (অতিরিক্ত দায়িত্ব),
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর, ঢাকা

শুনানীর তারিখ ঃ ২২.০৩.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী আসাদুজ্জামান, প্রযত্নে-সেফ, নূরভিলা, ৫১,খান-এ-সবুর রোড, খুলনা-৯১০০ গত ২৮/০৬/২০১০ তারিখে জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা), উপ-প্রধান পরিদর্শক (সাধারণ), শ্রম দপ্তর, বয়রা, খুলনা বরাবর চিংড়ি শিল্প সেক্টরে সরকার ঘোষিত শ্রমিকদের ন্যূনতম মুজরী যেসব কারখানায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে তার তালিকা চেয়ে আবেদন করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান না করায় সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ ৩০/০৮/২০১০ তারিখের স্মারক নং-কা/অংআ-৫৫/০৯/৩০০(২) মারফত সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে চাহিত তথ্য আপীলকারীকে প্রদানের জন্য নির্দেশ দেন।

তথ্য কমিশনের ৩০/১২/২০১০তারিখের সভায় অভিযোগটির বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং অভিযোগটি আমলে নিয়ে প্রথমে ১৫/০২/২০১১ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য্য করা হয়। কিন্তু উল্লেখিত তারিখে অভিযোগকারী অনুপস্থিত থাকার কারণে পরবর্তীতে ০৭/০৩/২০১১ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য্য করা হয় এবং উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানী শেষে সংশ্লিষ্ট উপ-প্রধান পরিদর্শক (সাধারণ), শ্রমদপ্তর, বয়রা খুলনাকে তার অফিসে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করে ১৫ দিনের মধ্যে নিয়োগের বিষয়ে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং পরবর্তী শুনানীর দিন উভয় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ আপীল কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে পুনঃশুনানী গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অদ্য ২২-০৩-২০১১ তারিখ পুনঃশুনানীকালে অভিযোগকারী শপথ পূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, গত ২৮/০৬/২০১০ তারিখে মোঃ বেলায়েত হোসেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,তৎকালীন উপ-প্রধান পরিদর্শক (সাধারণ), শ্রম দপ্তর, বয়রা, খুলনা বরাবর চিংড়ি শিল্প সেক্টরে সরকার ঘোষিত শ্রমিকদের ন্যূনতম মুজরী যেসব কারখানায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে তার তালিকা চেয়ে আবেদন করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান না করায় সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ ৩০/০৮/২০১০ তারিখের স্মারক নং-কা/অংআ-৫৫/০৯/৩০০(২) মারফত সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে যাচিত তথ্য আপীলকারীকে প্রদানের জন্য নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে তিনি যাচিত তথ্য প্রাপ্ত হন। কিন্তু আবেদনকারী তার গবেষণা কাজের জন্য জরিপ করে প্রাপ্ত তথ্য এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রদেয় তথ্যের সাথে মিল না থাকায় তথ্য সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত হন।

তিনি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যে তালিকা প্রদান করেছেন তার মধ্যে এম.ইউ.সি ফুডস লিঃ, এশিয়া সী ফুড লিঃ, ডেল্টা ফিশ লিঃ, সাতক্ষীরা ফুড লিঃ এবং এ.ফিশ লিঃ এ কয়টি কারখানা বন্ধ আছে। তাহলে বন্ধ কারখানায় যেখানে শ্রমিকেরা কোন কাজ করেনা সেখানে নূন্যতম মজুরীর বিষয়টি প্রাসংঙ্গিক নয়। উল্লিখিত তালিকার (২০নং) ইন্টারন্যাশনাল সী ফুড লিঃ - এর অবস্থান রূপসা খুলনাতে দেখানো হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

এসোসিয়েশনের তালিকায় দেখা যায় যে, উক্ত কারখানার অবস্থান চট্টগ্রাম যা তথ্যটির বিষয়ে সংশয় সৃষ্টি করে। প্রাথমিক গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, শতকরা ৫৫ ভাগ শ্রমিকেরা সরকার ঘোষিত নূন্যতম মজুরী পাচ্ছে অপরদিকে বাকী ৪৫ ভাগ শ্রমিক তা পাচ্ছে না। খুলনা, যশোর ও বাগেরহাটে ৫৩ টি কারখানা আছে। কিন্তু প্রদেয় তালিকায় ৩৯ টি কারখানার উল্লেখ আছে।

অন্যদিকে প্রতিপক্ষে উপস্থিত বেলায়েত হোসেন, তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, গত ৩০/০৯/২০১০ ইং তারিখে তথ্য আবেদনকারীর চাহিদা মোতাবেক নূন্যতম মজুরী প্রদানকারী কারখানাসমূহের নামের তালিকা অভিযোগকারীর বরাবর সরবরাহ করা হয়েছে। অভিযোগকারীর বক্তব্য অনুযায়ী যে ৪টি কারখানা বন্ধ বলে উল্লেখ করা হয়, পরিদর্শনের সময় সেগুলো বন্ধ পাওয়া যায় নাই। চিংড়ি শিল্পে ন্যূনতম মজুরীর গেজেট অনুসারে শ্রমিককে 'ক' ও 'খ' এ দুই পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। 'ক' পরিচ্ছেদে ৭টি গ্রেড ও 'খ' পরিচ্ছেদে কর্মচারী বোঝানো হয়েছে। পরিদর্শনের সময় 'খ' পরিচ্ছেদের শ্রমিকসহ 'ক' পরিচ্ছেদেরও কিছু শ্রমিক পাওয়া যায়। অভিযোগকারী যখন তাদের সার্ভে করেছিলেন, তখন ফ্যাক্টরির উৎপাদন বন্ধ ছিল। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর বিধান মোতাবেক 'ক' ও 'খ' উভয় পরিচ্ছেদের শ্রমিককেই ''শ্রমিক" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার সময় কখনই আলাদারূপে 'ক' পরিচ্ছেদের শ্রমিকের বিষয়ে আবেদন করেন নি। এমন কি কারখানার তালিকা ব্যতীত অন্য কোন তথ্যের জন্য তারা আবেদন করেন নি। যে কারখানাটি চট্টগ্রামে অবস্থিত বলে অভিযোগকারী উল্লেখ করেছেন তা আসলে বানানের ভুলবশত সৃষ্ট তথ্য বিভ্রাট । যেমন ইন্টারন্যাশনাল সী ফুডের স্থলে হবে ইন্টারন্যাশনাল স্রীম্প এক্সপোর্ট লিঃ।

প্রতিপক্ষে উপস্থিত নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ ফরিদুল ইসলাম সহকারী প্রধান পরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর, খুলনা বিভাগ, খুলনা জানান যে, তিনি নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার পর অফিসে তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত কোন নথি না পাওয়ায় বা তার নিকট কেউ তথ্যের জন্য না আসায় তিনি তথ্য প্রদান করেননি।

আপীল কর্তৃপক্ষ জনাব মোঃ আমিনুল হক, প্রধান পরিদর্শক, কল কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর, ঢাকা জানান যে, তিনি তথ্যের জন্য আবেদনকারীর নিকট হতে আপীল আবেদন পাওয়ার পর শুনানী গ্রহন পূর্বক তথ্য প্রদানের জন্য প্রাক্তন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে আদেশ প্রদান করেছিলেন তবে আদেশ মোতাবেক তথ্য প্রদান করা হয়নি মর্মে তিনি তথ্য কমিশন থেকে সমন প্রাপ্তির পর অবহিত হযেছেন।

শুনানীতে প্রতীয়মান হয় যে, তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে মুদ্রনজনিত ভুল হয়ে থাকলে তা সংশোধনী আকারে আবেদনকারীকে পুনরায় প্রদান করা উচিত ছিল। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত হলেও দীর্ঘদিন দায়িত্বরত থাকার পরেও তথ্য প্রাপ্তির আবেদন এবং অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত নন এ বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়।

সিদ্ধান্ত ঃ উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবনান্তে ও উপস্থাপিত কাগজপত্র পর্যালোচনাপূর্বক বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আগামী ০৭ দিনের মধ্যে সঠিক ও সম্পূর্ণ তথ্য আবেদনকারীকে প্রদানপূর্বক তথ্য কমিশনকে অবহিত করার নির্দেশ দেয়া হয়। আপীল কর্তৃপক্ষ তাঁর অধীনস্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন অনুসারে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ আবু তাহের)
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ জমির)
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পরিশিষ্ট ০৪/১

অভিযোগ নং ঃ ১২

অভিযোগকারী ঃ মোঃ মোসারেফ মাঝি,
আলতা, রায়ের হাট, বানারী পাড়া, বরিশাল।

প্রতিপক্ষ ঃ হরিদাশ শিকারী
উপজেলা কৃষি অফিসার, বানারীপাড়া, বরিশাল

শুনানীর তারিখ ঃ ২২.০৩.২০১১

সিদ্ধান্তপত্র

অভিযোগকারী সরকারের কৃষি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং কৃষকদের স্বার্থে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৮ অনুযায়ী ৩১/০৫/২০১০ তারিখে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে কৃষি বিভাগের তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ০৫/০৭/২০১০ তারিখে উপ-পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বরিশালের নিকট নির্দেশনা চেয়ে একটি পত্র প্রেরণ করেন। অভিযোগকারী নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে তথ্য না পেয়ে ১৩/০৭/২০১০ তারিখে কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করেন। অভিযোগকারী আপীল করেও কোন সুফল না পেয়ে গত ০২/০৯/২০১০ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার, বরাবর অভিযোগ দায়ের করেন।

তথ্য কমিশনের ৩০/১২/২০১০ তারিখের সভায় অভিযোগটির বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং অভিযোগটি আমলে নিয়ে ২২/০৩/২০১১ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয়। অদ্য উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণ করা হয়।

অভিযোগকারী মোঃ মোসারেফ হোসেন মাঝি শপথপূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি গত ৩১/০৫/২০১০ তারিখ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জনাব হরিদাশ শিকারীর নিকট ২০০১ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত উক্ত উপজেলার সেচ মেশিন, সেচ নালা, পাওয়ার টিলার, অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি ও সার বীজ বরাদ্দের পরিমাণ বিতরণকৃত তালিকা এবং আই,পি,এম ক্লাব আই,সি,এম, স্কুল, বিভিন্ন সময়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণের তালিকা এবং কৃষকদের মাঝে যে সকল কৃষি যন্ত্রপাতি এখনো বিতরণ করা হয়নি সেগুলো কোথায় কি অবস্থায় আছে তার তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে পুনরায় আবেদন করেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার তথ্য প্রদানের জন্য উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাকে বললেও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জনাব হরিদাস শিকারী সরকারী গোপনীয় চাহিত তথ্য উল্লেখ করে তথ্য প্রদান করেননি। পরবর্তীতে গত ১৩/০৭/২০১০ তারিখে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরিশাল এর কাছে নির্ধারিত ফরমে আপিল আবেদন করেন। সেখানেও ২৬/০৭/২০১০ তারিখে সরকারী গোপনীয় তথ্য তাই দেয়া যাবে না মর্মে জানানো হয়। পরবর্তীতে ০৩/০৯/২০১০ তারিখে তিনি অত্র কমিশনের নিকট অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযুক্ত উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জনাব হরিদাস শিকারী জানান যে, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পেলেও উপজেলা নির্বাহী অফিসার তার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ না হওয়ায় এ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা চেয়ে তিনি উপপরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরিশাল বরাবরে নির্দেশনা চান। উপপরিচালক পরবর্তীতে অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরিশাল বরাবরে মতামত চেয়ে পত্র দিলে অতিরিক্ত পরিচালক, বরিশাল, মহপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি ঢাকা বরাবর অনুমতি চেয়ে পত্র প্রদান করেন। মহাপরিচালকের কার্যালয় হতে ০৮/০৮/২০১০ তারিখের ৮১৬৯(২) নং স্মারকে উপজেলা কৃষি অফিস, বানারীপাড়া, বরিশাল দপ্তরের সরকারী গোপনীয় তথ্যাবলী সরবরাহ দেয়ার কোন সুযোগ নেই মর্মে জানান। তবে যে সকল তথ্য দেয়ার মত তা সরবরাহ করা যায় মর্মে উল্লেখ করে পত্র প্রেরণ করেন। কর্তৃপক্ষের অনুমতি না পাওয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে তিনি যাচিত তথ্য সরবরাহ করেননি মর্মে জানান। তবে যাচিত সকল তথ্য তার দপ্তরে সংরক্ষিত আছে মর্মে তথ্য কমিশনের প্রশ্নের জবাবে কমিশনকে অবহিত করেন।

সিদ্ধান্তঃ ১। আবেদনকারীর আবেদন এবং উপস্থাপিত পর্যালোচনা প্রতীয়মান হয় যে, উপজেলা কৃষি অফিস, বানারীপাড়ার নিকট প্রার্থীত তথ্যসমূহ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ এর আওতাভূক্ত নয়। তথাপি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উল্লেখিত নির্দেশনা প্রদান সমীচীন নয়। এমতাবস্থায় আগামী ১০-০৪-২০১১ তারিখের মধ্যে আবেদনকারীর প্রার্থীত তথ্য সরবরাহপূর্বক তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উপজেলা কৃষি অফিসার, বানারীপাড়াকে নির্দেশ প্রদান করা হয়।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধান লংঘন করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের ০৮-০৮-২০১০ তারিখের ৮১৬৯ (২) নং স্মারক যোগে বিভ্রান্তিকর নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে অধিকতর শুনানী সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতিতে গ্রহণ করা প্রয়োজন। কাজেই পরবর্তী শুনানীর তারিখ ১৭-০৪-২০১১। উপজেলা কৃষি অফিসার, বানারীপাড়া, উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরিশাল, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরিশাল এবং মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকাকে শুনানীকালে উপস্থিত থেকে জবাব দাখিল করার নিমিত্ত সমন দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-	স্বাক্ষরিত/-
(অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম)	(মোহাম্মদ আবু তাহের)	(মোহাম্মদ জমির)
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন	তথ্য কমিশন	তথ্য কমিশন

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Case details of Information Commission

Sl. No.	Case No.	Name & Address of the Complainant	Name & Address of the Respondent	Subject Matter	Decision of the Commission
1	01	Syeda Rizwana Hasan Advocate Supreme Court and CEO Bangladesh Environment Lawyers' Association (BELA)	Chairman, Rajdhani Unnayan Korttipaksha (RAJUK)	BELA applied for ***the information on construction of BGMEA building and its approval along with the building plan*** from the RAJUK authority. However not receiving the said information from RAJUK or from the appellate authority u/s 24 of RTI Act, 2009 BELA filed this complaint to the Information Commission.	As ***the petitioner already received the required information***, so the complaint was treated as disposed of.
2	03	Ashim Das Village:Ataroi Post Office:Jayala, Shatkhita	Social Welfare Officer, Tala Upazilla, Shatkhira	According to RTI Act 2009, the petitioner filed a petition on 25/07/2010 to the respondent for obtaining information about ***the location and description of the Khas Land in different mouzas*** of *Sadar* Union of Tala Upazila. After the expiry of the scheduled date the petitioner filed an appeal to the appelleate authority. But getting no information within the stipulated time the applicant submitted a complaint to the Information Commission.	***The petition was declared null and void*** for not following the RTI Act, 2009. The petitioner was suggested to get the required information from the AC(Land) office of the said Upazilla.
3	04	Asaduzzaman, C/O: Noor Villa, 51 Khan-a-Sobur Road, Khulna-9100,	Md. Belayat Hossain, Deputy Chief Inspector, Industry and Factory Inspection	The petitioner asked ***for the list of the shrimp industries operating in Khulna region which are following the minimum wage declared by the government for the labor working under those industries.*** As the petitioner did not get the desired information within the timeframe mentioned in the RTI Act, 2009, the petitioner filed an appeal to the	The ***Commission suggested the Authority to appoint a Designated Officer*** and thereafter ***directed the Degignated officer to provide correct***

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Sl. No.	Case No.	Name & Address of the Complainant	Name & Address of the Respondent	Subject Matter	Decision of the Commission
		Social Activities for Environment (SAFE)	Department, Khulna	appellate authority. But the respondent did not follow the instruction of the said appellate authority. That is why the petitioner filed this complaint to the Information Commission.	***information to the applicant within seven days.***
4	05	Manoshi Chakma House No# 51-52 Road No# A Block-A(J) Mirpur-06 Dhaka-1216	Golam Faruk Khan, Director, Proshika Manobik Unnayan Kendra, Mirpur, Dhaka	The petitioner filed the petition to get ***the information regarding rules and regulations of formation and operation of Provident Fund in Proshika and a copy of the decision on which the PF money had not been disbursed to the petitioner.*** During the hearing the Proshika authority informed the Commission that no decision is there for keeping pending the disbursement of PF fund to the employees and the petitioner has already received her due.	The petitioner has already received her due from PF fund but didn't get the copy of rules and regulations of maintaining PF in Proshika. ***The Commission directed the Proshika authority to provide the required information to the petitioner by the 22nd February 2011.***
5	13	Md Emdadul Village - Khoria, Kumarvogue Union, Upazilla- Louhajong, Munshiganj	Md. Iqbal Hossain, Kanungo, AC(Land) Office, Louhajong, Munshiganj	The petitioner applied for the information to the Designated Officer on 16th May 2011, for getting information about ***the location and description of the Khas Land in different mouzas of Ward No. 1 of Kumarvogue Union, under Louhajong Upazilla of Munshiganj District.*** After the expiry of the time-frame mentioned in RTI Act, 2009 the petitioner filed an appeal to the appellate authority. Not obtaining the required information from the appellate authority he submitted this complaint to the Information Commission.	As ***the petitioner already received the required information***, the Commission disposed this case.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Sl. No.	Case No.	Name & Address of the Complainant	Name & Address of the Respondent	Subject Matter	Decision of the Commission
6	14	Md. Soud Khan Village - Khoria, Kumarvogue Union, Upazilla- Louhajong, Munshiganj	Mahbubur Rahman, Social welfare Officer, Louhajong Upazilla, Munshiganj	The petitioner ***asked for the list of 'Old Age Allowances' of Ward No. I of Kumarvogue Union, under Louhajong Upazilla of Munshiganj District***. After the expiry of the timeframe mentioned in RTI Act, 2009 he filed an appeal to the appellate authority. But within the timeframe due to not obtaining the required information the petitioner submitted this complaint to the Information Commission.	The ***Commission directed the respondent to provide the required information to the petitioner within the date 22nd February, 2011*** u/s 4 and 7 of the RTI Act, 2009.
7	15	Md. Soud Khan Village - Khoria, Kumarvogue Union, Upazilla- Louhajong, Munshiganj	Mahbubur Rahman, Social welfare Officer, Louhajong Upazilla, Munshiganj	The petitioner ***asked for the recipients' list of 'Social Safety net program' of ward no 01 of Kumarvogue Union, of Louhajong Upazilla in Munshiganj***. After the expiry of the timeframe mentioned in RTI Act, 2009 the pititioner filed an appeal to the appellate authority. But because of not obtaining the required information within the timeframe he submitted this complaint to the Information Commission.	The ***Commission directed the respondent to provide the required information to the petitioner within the date 22nd February, 2011*** u/s 4 and 7 of RTI Act, 2009.
8	16	Md. Soud Khan Village - Khoria, Kumarvogue Union, Upazilla- Louhajong, Munshiganj	1. Dr. Md. Abdul Makek Mridha Upozilla health and family planning officer Upazilla- Loho Jung,Munshiganj. 2. Dr.Md. Shahjahan,Civil Surgeon, Munshiganj	The petitioner applied for the ***information regarding the procedures of distribution of free/subsidized medicines and the list of days of the week on which the community hospitals of the union provide health services and also of the time schedule of the services***. After the expiry of the timeframe mentioned in RTI Act, 2009 the petitioner filed an appeal to the appellate authority (i.e., Civil Surgeon, Munshiganj). But due to not obtaining the required information he submitted this plead to the Information Commission.	The ***Commission directed the respondent to provide the required information to the petitioner within the date 24th February, 2011.***

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Sl. No.	Case No.	Name & Address of the Complainant	Name & Address of the Respondent	Subject Matter	Decision of the Commission
9	17	Md. Soud Khan Village - Khoria, Kumarvogue Union, Upazilla- Louhajong, Munshiganj	A.M. Asaduzzaman Manager, Sonali Bank Ltd, Holdia branch. Munshiganj	The petitioner requested for the ***information on the rules of opening a bank account and the system of its maintenance***. After the expiry of the timeframe mentioned in RTI Act,2009 the pititioner filed an appeal to the appellate authority. But due to not obtaining the required information within the stipulated time the petitioner submitted this plead to the Information Commission.	The Commission has decided that as ***the petitioner already received the required information*** from the said branch of Sonali Bank Ltd. so the complaint would be counted as disposed of.
10	18	Md. Soud Khan Village - Khoria, Kumarvogue Union, Upazilla- Louhajong, Munshiganj	Kazi Habibur Rahman Upazilla Agriculture Officer , Munshiganj	The petitioner requested ***for the rules and regulations for distribution of 'Agriculture Card' and the number of the allocated cards to the under privileged farmers.*** After the expiry of the timeframe mentioned in RTI Act,2009 the petitioner filed an appeal to the appellate authority. Because of not getting the required information in the due time the petitioner submitted this plead to the Information Commission	As ***the petitioner has already received the required information***, the Commission disposed the case accordingly.
11	19	Md. Soud Khan Village - Khoria, Kumarvogue Union, Upazilla- Louhajong, Munshiganj	Kazi Habibur Rahman Upazilla Agriculture Officer , Munshiganj	The petitioner requested for the ***number of allocated Agriculture Card and copy of the number of the listed Bedy Community.*** After the expiry of the stipulated time the petitioner filed an appeal to the appellate authority. But due to not obtaining the required information within the stipulated time he submitted this complaint to the Information Commission.	As ***the petitioner has already received the required information***, the Commission disposed the case accordingly.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Sl. No.	Case No.	Name & Address of the Complainant	Name & Address of the Respondent	Subject Matter	Decision of the Commission
12	20	Md. Soud Khan Village - Khoria, Kumarvogue Union, Upazilla- Louhajong, Munshiganj	Md. Iqbal Hossain Kunango Upazilla land officer, Upazilla- Louhajong, Munshiganj	According to the Right to Information Act 2009, the petitioner applied to the respondent for ***obtaining the information about the location and description of the Khas Land in different Mouzas of Word No 1 of Kumarvogue Union of Tala Upazila***. After the expiry of the schedule date the petitioner filed an appeal petition to the appellate authority. But due to not obtaining the required information he submitted this complaint to the Information Commission.	As ***the petitioner has already received the required information*** which he wanted, the Commission considered the complaint as disposed of.
13	22	Abdul hadi Village- Goali Mantra Holdia Union Upazilla- Louhajong, Munshiganj	Md. Mabub Alam Upazila Social Welfare Officer Upazilla- Louhajong, Munshiganj	The petitioner requested for information ***about the programs running under the 'Social Safety Net' and selection criteria of beneficiaries of those programs.*** After the expiry of the timeframe mentioned in the RTI Act, 2009 the petitioner filed an appeal to the appellate authority. But receiving no information about the said program the petitioner submitted this plead to the Information Commission.	As ***the petitioner has already received the required information*** which he wanted, the Commission considered the complaint as disposed of.
14	02	Md. Enamul Kabir Hawladar Mahafel Haq and Co. BGIC Tower, 34, Topkhana Road, Dhaka	Rikta Dutta Assistant Registrar (Coordination and Evaluation) Directorate of Cooperative Agargaon, Dhaka	The petitioner applied to the Registrar of Directorate of Cooperative ***asking a copy of the allegations brought against the then Upazilla Cooperative Officer of Barisal Sadar ABM Zahid Hossain and the inquiry report thereof.*** But the respondent informed the petitioner that the copy of the inquiry report should not be supplied according to the restrictions of the RTI Act (the then RTI Ordinance). The petitioner appealed to the appellate authority but received no redress. Finally he	The Commission ***directed the respondent to deliver the copy of the required report to the applicant within shortest possible time.***

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Sl. No.	Case No.	Name & Address of the Complainant	Name & Address of the Respondent	Subject Matter	Decision of the Commission
				submitted a complaint to the Information Commission. During the hearing the respondent informed that the inquiry report was incomplete when the application was submitted and that is why it had not been disclosed. Now the inquiry has been completed.	
15	09	Aloka Rani Das Village-Khanpur, Upazilla- Tala Disttrick-Shatkhira	Md. Moniruzzaman Upazilla Women Affairs Officer Tala, Shatkhira	The petitioner requested for information ***regarding the services provided by the Women Affairs Office of that Upazilla.*** After the expiry of the timeframe mentioned in RTI Act, 2009 the petitioner filed an appeal to the appellate authority. But receiving no information about the said program he submitted this complaint to the Information Commission.	As ***the petitioner has already received the required information*** which he wanted, the Commission considered the complaint as disposed of.
16	10	Palash Das Village- Khanpur Upazilla- Tala District- Shatkhira	Md. Jalal Uddin Project Implementation Officer (PIO), Tala, Shatkhira	The petitioner applied to the PIO of Tala Upazilla ***asking information regarding Food for Work allotment in the Sadar Union of that Upazilla***. Getting no respond within the stipulated time he appealed to the appellate authority. The petitioner got no respond from the appellate authority within the time limit under the RTI Act and, therefore, filed a complaint to the Information Commission.	As ***the petitioner has already received the required information*** which he wanted, the Commission considered the complaint as disposed of.
17	11	Judhistir Das Village- Khanpur Upazilla- Tala District- Shatkhira	Aminul Haq Upazilla Social Welfare Officer Tala, Shatkhira	The petitioner applied according to Right to Information Act 2009, to the respondent for ***obtaining information regarding the Agricultural Card distributed among the farmers following the provisions of the latest circular in Tala Upazila***. After the expiry of the schedule date the petitioner filed an appeal petition to the appellate	As ***the petitioner has already received the required information*** which he wanted, the Commission considered the complaint as

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Sl. No.	Case No.	Name & Address of the Complainant	Name & Address of the Respondent	Subject Matter	Decision of the Commission
				authority. But due to not obtaining the required information he submitted this complaint to the Information Commission.	disposed of.
18	12	Md. Mosharef Majhi Village, Alta Upazilla-Banaripara, District-Barisal	Haridash Shikari Upazilla Agriculture Officer Banaripara, Barisal	The petitioner applied to the Agriculture Officer of Banaripara Upazilla asking ***information regarding distribution of irrigation machines and canals, power tiller and of amount of allotment of seeds and fertilizer in that Upazilla and information regarding the training of farmers in IPM and ICM club and status of the undistributed agricultural materials***. The UAO didn't provide the requested information, treating those as confidential. The petitioner applied for the same information to the Upazilla Nirbahi Officer and the UNO sent it to the UAO for providing those. The petitioner, getting no information, applied to the appellate authority, the Deputy Director, Agriculture Extension, Barisal. The UAO sought permission to the DD for providing official information to the petitioner and the DD referred it to the Additional Director, Agricultural Extension, Barisal who further referred it to the Director General of the Department for permission. The DG replied that the official confidential materials should not be disclosed. Being failed in obtaining information the petitioner filed this complaint to the Information Commission.	The ***Commission found nothing confidential in the requested information and, therefore, instructed the respondent to provide those information by 10th of April, 2011*** and also summoned concerned authorities who gave misleading instruction on 17-04-2011 for further hearing

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পরিশিষ্ট - ৫, ৬, ৭ ও ৮

মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত অফিস, জেলা প্রশাসন এবং এনজিও থেকে প্রাপ্ত সমন্বিত প্রতিবেদন

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত অফিসমূহের সমন্বিত প্রতিবেদন

	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ
ক্রমিক নম্বর	মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত অফিসসমূহের নাম	কর্তৃপক্ষ ওয়ারী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত অনুরোধের সংখ্যা	অনুরোধকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য না দেওয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা এবং এই আইনের যে সকল বিধানের আওতায় উক্ত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়েছে তার বিবরণ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীলের সংখ্যা এবং উক্ত আপীলের ফলাফল	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উহার কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তি মূলক ব্যবস্থার বিবরণ	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই আইনের অধীন সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণের বিবরণ (টাকায়)	তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ	নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সহিত সম্পৃক্ত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাব
০১	**বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়,** গণসংযোগ শাখা	০৫	-	-	-	-	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ, জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং বিভিন্ন সেমিনার ও ওয়ার্কশপে তথ্য অধিকার আইন বাস্ত বায়নের উপায় ও কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।	-
	মোট	০৫						
০২	**আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ঃ** লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	১	১টি, চাহিত তথ্যটি এ বিভাগের নিকট না থাকায় বিষয়টি অনুরোধকারীকে তথ্য অধিকার আইন , ২০০৯ এর ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী পত্রের মাধ্যমে জানিয়ে দেৰা হৰেছে।	-	-	-	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশে সকল আইন এর (২০০৬ সন পর্যন্ত) হালনাগাদ'বাংলাদেশ কোড' ৩৮ টি খণ্ডে প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত বাংলাদেশ কোড বিজিপ্রেস কর্তৃক মুদ্রণ ও বিক্রয় এর ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশ কোড এর আইনগুলি লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ওয়েবসাইটেও আপলোড করা হয়েছে। যে কোন নাগরিক এই বিভাগের ওয়েবসাইট হতে উক্ত আইনগুলি ডাউনলোড করতে পারেন। এছাড়াও এই বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নোটিশ সময় সময় ওয়েব সাইটে আপলোড করা হচ্ছে এবং প্রচলিত আইনসমূহের হালনাগাদের কাজও অব্যাহত আছে।	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

	মোট	০১	০১	-	-	-	-	-
০৩	**বাণিজ্য মন্ত্রণালয়**	০১	-	-	-	-	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ সকল দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে কোন ব্যক্তি টেলিফোন/ই-মেইল/এসএমএস কিংবা মৌখিক ভাবে তথ্য চাওয়া মাত্র তা যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে প্রদান করা হয়ে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রেস রিলিজ/ তথ্য বিবরণী এবং সংবাদ ব্রিফিং ও সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের তথ্য জানানো হয়। তথ্য অধিকার আইনের ৫(২) ধারা অনুযায়ী বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় তথ্যাবলী সংশ্লিষ্ট উইং এবং শাখার কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হয়েছে। তাছাড়া তথ্য লাভের সুবিধার্থে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনলাইন নেটওয়ার্কের (ওয়েবসাইট নম্বর www.mincom.gov.bd.) মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের সাথে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এ ওয়েব সাইটের সাথে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তরসমূহের সাথে ওয়েবলিংক রয়েছে। বর্ণিত ওয়েব সাইটে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি, কার্যক্রম, প্রধান প্রধান নীতিমালা ও আইনসমূহ সংরক্ষিত আছে।	-
	(ক) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	৩৩৭	-	-	-	ব্যুরো'র সকল তথ্য বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো হতে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সহজ করার জন্য ইতোমধ্যে এর ওয়েবসাইটে www.epb.gov.bd/ business query একটি নির্দিষ্ট ফরম সংযোজন করা হয়েছে যাতে রপ্তানিকারক বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সহজে ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন। এই আবেদনের জবাবও প্রতি তিন কার্যদিবসের মধ্যে প্রেরণ করা হবে মর্মে আবেদনকারীকে নিশ্চিত করা হয়।	-
	(খ) বাংলাদেশ চা বোর্ড	-	-	-	-	-	তথ্য অধিকার আইনের ১০ ধারার আওতায় একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। এ আইনের ৫(১) ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ চা বোর্ড এবং এর কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদির ক্যাটালগ ও ইনডেক্স প্রস্তুত এবং ৫(২) ধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের তথ্যাদি কম্পিউটারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ আইনের ৬ ধারা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে অত্র বোর্ড কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রমের তথ্যাদি প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ চা বোর্ডের ওয়েবসাইট www.teaboard.gov.bd ।	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

	(গ) যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমুহের পরিদপ্তর	-	-	-	-	-	কোম্পানীর নামের ছাড়পত্র, কোম্পানী, সোসাইটি টি.ও, ফার্ম ইত্যাদির রেজিষ্ট্রেশন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি অনলাইনে দেওয়া হয়েছে। যে কোন ব্যক্তি অত্র পরিদপ্তরের ওয়েবসাইট নম্বরে www.roc.gov.bd যাবতীয় তথ্যাদি পেতে পারেন।	-
	(ঘ) আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর	-	-	-	-	-	তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য এ অধিদপ্তর নিজস্ব ওয়েবসাইট www.ccie.gov.bd এবং ই-মেইল controller.chief@yahoo.com ব্যবস্থা চালু করেছে, যা থেকে সেবা গ্রহিতারা সহজেই সেবা পেয়ে থাকেন।	-
	(ঙ) বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	-	-	-	-	-	তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করেছে। ট্যারিফ কমিশনের আইন, বিধিমালা ও সিটিজেন চার্টার কমিশনের ওয়েবসাইটে www.bdtariffcom.org সংরক্ষণ করা হয়েছে।	-
	(চ) ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ	-	-	-	-	-	জনগণের তথ্য প্রাপ্তির সুবিধার বিষটি বিবেচনায় এনে প্রয়োজনীয় তথ্য টিসিবি'র ওয়েবসাইটে www.tcb.gov.bd দেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়া জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ও টিসিবি'র নোটিশ বোর্ডে তথ্য সরবরাহ করা হয়।	-
	মোট	৩৩৮	-	-	-	-	-	-
০৪	**সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়** (ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১	-	-	-	-	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দু'বার সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।	-
	(খ) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি	১						
	(গ) আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর	২৩						
	মোট	২৫	-	-	-	-	-	-
০৫	**প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**	২৪৬০	১টি, আবেদনে চাহিত তথ্যাদি অধীনস্থ অফিসের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ	-	-	-	১. দেশে এবং বিদেশে চাকুরীর চাহিদা বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে অফিসসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ২. বিএমইটিতে একটি তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

			থাকায় সরাসরি যোগাযোগক্রমে তথ্য সংগ্রহের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে				৩. সিটিজেন চার্টার নোটিশ বোর্ডে ও ওয়েব সাইটে প্রদান করা হয়েছে। ৪. বিএমইটিতে বিদেশে গমনেইচ্ছুক কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ তথ্যাবলী সহজভাবে জানার জন্য দর্শনযোগ্য স্থানে বড় আকারে ডিজিটাল প্রিন্টের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়েছে। ৫. বিভিন্ন ধরনের পোষ্টার লিফলেট/ষ্টিকার সরবরাহকরণ ও লাগানো হয়েছে। ৬. তথ্য সরবরাহের জন্য আবেদনকারীদের সুবিধার্থে বিএমইটিতে পৃথকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।	
	মোট	২৪৬০	০১	-	-	-	-	-
০৬	**অর্থমন্ত্রণালয়** (ক) অর্থনৈতিক সম্পক বিভাগ	-	-	-	-	-	১. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। ২. তথ্য সরবরাহ সহজলভ্য করার জন্য ওয়েবসাইট (www.erd.gov.bd) প্রকাশ করা হয়েছে; ৩. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ইন্টারনেট ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে; ৪. তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম ও আপীল আবেদন ফরম ওয়েবসাইটে প্রদান করা হয়েছে; ৫. সিডিতে তথ্য সরবরাহের (প্রকৃত মূল্যে) ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।	-
	(খ) অর্থ বিভাগ	-	-	-	-	-	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়েছে।	
	(গ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	-	-	-	-	-	-	-
	(ঘ) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ							
	১) বাংলাদেশ ব্যাংক	-	-	-	-	-	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০ ধারার বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্টদেরকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের সুবিধার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিউম্যান রির্সোসেস ডিপার্টমেন্ট “কেন্দ্রীয় তথ্য প্রদান ইউনিট” এবং কেন্দ্রীয় তথ্য প্রদান ইউনিটকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সকল অফিস/বিভাগ-এ ‘তথ্য প্রদান ইউনিট’ গঠন করা হয়েছে। উপরোক্ত ইউনিটের নামে একটি ই-মেইল address	

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

							খোলা হয়েছে (focalpointbb@gmail.com) প্রয়োজনে email address এ আগ্রহীগণ তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন।	
	২) সোনালী ব্যাংক লি	-	-	-	-	-	(১) সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর ওয়েব সাইট এর মাধ্যমে যাবতীয় তথ্য সকলের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। (২) ব্যাংকের বাৎসরিক Balance Sheet, Profit loss, Highlihts সম্বলিত তথ্যাদি শাখা পর্যায়ে Display করার জন্য নিয়মিত প্রেরণ করা হয়। অধিকন্তু উক্ত তথ্য ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। (৩) ব্যাংকের ক্রেডিট নেটিং এর অবস্থা বাৎসরিক ভিত্তিতে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। (৪) ব্যাংকে বিভিন্ন সেবা, প্রডাক্ট ও সুদ-হার সম্বলিত সিটিজেন চার্টার সকল শাখায় দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। (৫) তথ্য অফিসার হিসেবে প্রধান কার্যালয়ে একজন কর্মকর্তা নিয়োজিত আছেন।	-
	৩) জনতা ব্যাংক লিঃ	-	-	-	-	-	(১) বিদ্যমান ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমকে গতিশীল করণ; (২) নাগরিকের তাৎক্ষণিক চাহিদা মেটাতে জনতা ব্যাংকের Overall Business Performance এর সারাংশসহ প্রয়োজনী তথ্যাদি এমআইএস ডিপার্টমেন্ট-এ সবসময় সংরক্ষণ করা হয়। (৩) সিনিয়র এক্সিকিউটিভ পর্যায়ের কর্মকর্তাকে তথ্য অফিসার হিসেবে নিয়োগ এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিক যে কোন মূহুর্তে যাতে জনতা ব্যাংকের তথ্যাদি খুব সহজে পেতে পারে সে জন্য জনতা ব্যাংকের ওয়েব সাইট খোলা হয়েছে, প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনেও বিস্তারিত তথ্য সন্নিবেশিত থাকে। (৪) জনতা ব্যাংক ভবনে ব্যাংকের তথ্য সম্বলিত সিটিজেন চার্টার রয়েছে।	-
	৪) অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	-	-	-	-	-	(১) বিদ্যমান ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) বিভাগকে গতিশীল করা হয়েছে। (২) নাগরিকদের তাৎক্ষণিক তথ্য চাহিদা মেটাতে অগ্রণী ব্যাংকের Business Perfomance এর সারাংশসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এমআইএস ডিপার্টমেন্ট-এর মাধ্যমে সংরক্ষণ এবং প্রকাশ করা হয়। (৩) সিনিয়র এক্সিকিউটিভ পর্যায়ের কর্মকর্তাকে তথ্য অফিসার এর	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

							আদলে জনসংযোগ কর্মকর্তা (PRO) হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। (৪) বাংলাদেশের সকল নাগরিক যে কোন মুহূর্তে যাতে তথ্যাদি সহজে পেতে পারেন সে জন্য অগ্রণী ব্যাংকের নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট রয়েছে (www.agranibank.org.) (৫) অগ্রণী ব্যাংকের প্রতি শাখায় সার্বিক সেবা সম্বলিত সিটিজেন চার্টার রয়েছে। (৬) রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক হিসেবে ব্যাংকের সার্বিক তথ্যচিত্র সম্বলিত নিরীক্ষিত বার্ষিক রিপোর্ট জনগণের অবগতির জন্য প্রতিবছর প্রকাশ করা হয় যা অগ্রণী ব্যাংক এর ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত থাকে।	
	৫) রুপালী ব্যাংক লিঃ	-	-	-	-	-	ব্যাংকের নিজস্ব ওয়েবসাইট www.ruplibank.org এর মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান করা হয়ে থাকে।	-
	৬) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	-	-	-	-	-	তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য সরবরাহযোগ্য সকল তথ্যাদি যথাযথভাবে সরক্ষণ করা হয়ে থাকে এবং এ ব্যাপারে মাঠ পর্যায়েও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।	-
	৭) রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	-	-	-	-	-	১। তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ২। তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর তৃতীয় অধ্যায়ের ধারা-১০ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে।	-
	৮) কর্মসংস্থান ব্যাংক	-	-	-	-	-	তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য ব্যাংকের নিজস্ব ওয়েব সাইট www.karmasangsthanbank.gov.bd খোলা হয়েছে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন ব্রশিয়ার তৈরী করে তা জনসাধারণের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে।	-
	৯) বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	-	-	-	-	-	তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য কর্পোরেশনের নিজস্ব ওয়েব সাইট www.bhbfc.gov.bd খোলা হয়েছে। তাছাড়া, কর্পোরেশনের ঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে ব্রশিয়ার তৈরী করে তা জন সাধারণের চাহিদামতে বিতরণ করা হয়।	-
	১০) বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড	১৪	-	-	-	-	প্রতিষ্ঠানে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যাংকের একজন তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে এবং সময়ে সময়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশাবলী ব্যাংকের কর্মকমর্তা ও কর্মচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজ্ঞাপ্তি করা হয়ে থাকে।	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

	১১) আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক	-	-	-	-	-	তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য নিজস্ব ওয়েব সাইট www.ansarvdpbank.com.bd খোলা হয়েছে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের ক্রশিয়ার তৈরী করে তা জনসাধারণের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে।	-
	১২) সাধারণ বীমা কর্পোরেশন	-	-	-	-	-	১) ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় তথ্য দেয়া আছে যা প্রতিনিয়ত আপগ্রেড করা হচ্ছে। ২) ওয়েবসাইট থেকে Proposal Form ডাউনলোড করার ব্যবস্থা রাখা আছে। ৩) মার্চ, ২০১১ এর মধ্যে ওয়েবসাইটের Proposal Form পূরণ এবং প্রয়োজনীয় মতামত ও প্রস্তাব দেয়া সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।	-
	১৩) বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমী	-	-	-	-	-	তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ ও প্রশাসন বিভাগের সমন্বয়ে একটি সেল গঠন করা হয়েছে। উক্ত সেল তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য তথ্য অধিকার আইনের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।	-
	১৪) ইনভেস্টমেন্ট কর্পোঃ অব বাংলাদেশ (আইসিবি)	-	-	-	-	-	গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন এবং গ্রাহকদের অধিকার ও সুবিধা সম্পর্কে অবহিতকরণ ও সচেতনতার নিমিত্তে কর্পোরেশনের কার্যক্রম গ্রাহকদের অবহিত করার লক্ষ্যে সিটিজেন চার্টার প্রণয়নপূর্বক তা জনসাধারণের অবগতির জন্য নোটিশ বোর্ড, ওয়েব সাইট এ প্রদর্শন ও বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সিনিয়র অফিসারকে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে সিটিজেন চার্টার সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি মাসিক ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী প্রত্যাশিত সেবা/সহায়তা দ্রুত ও স্বল্প সময়ে সহজে জনসাধারণের নিকট পৌছেঁ দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিবিড় মনিটরিং এর জন্য সংস্থার তিনজন উপ-মহাব্যবস্থাপক ও একজন সহকারী মহাব্যবস্থাপক (সদস্য সচিব) সমন্বয়ে একটি মনিটরিং টিম গঠন করা হয়েছে।	-
	মোট	১৪	-	-	-	-	-	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

	সিএন্ডএজি এর কার্যালয় ও অধীনস্থ অধিদপ্তর	৪	-	-	-	-	১. সিএন্ডএজি কার্যালয়সহ অধীনস্থ অফিসসমূহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনোনয়ন করা হয়েছে। ২. সিএন্ডএজি কার্যালয়সহ অধীনস্থ অফিসসমূহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, ফোন নং, ই-মেইল, ফ্যাক্স নম্বরসহ তথ্যাদি সিএজি কার্যালয়ের ওয়েবসাইট www.cag.org.bd এর Right to Information menu তে সংযোজন করা হয়েছে।	
০৭	**কৃষি মন্ত্রণালয় ঃ**	-	-	-	-	-	সিটিজেন চার্টার অফিসে প্রদর্শন ও ওয়েবসাইটে আপলোড, অভিযোগ বাক্স স্থাপন ।	-
	(ক) কৃষি তথ্য সার্ভিস	১২৫	-	-	-	-	সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন এবং অফিসে প্রদর্শন ও ওয়েবসাইটে আপলোড, অভিযোগ বাক্স স্থাপন ।	-
	(খ) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	-	-	-	-	-	১। তথ্য অধিকার আইনের ৬ (৩) ধারা মোতাবেক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ওয়েবসাইটে www.sca.gov.bd অত্র প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো এবং কার্যক্রম সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ২। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আইন, অধ্যাদেশ, মাঠ পরিদর্শনের বার্ষিক প্রতিবেদন, জাত পরীক্ষাগারের ও বীজ পরীক্ষাগারের বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি ওয়েবসাইটে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ৩। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সাংগঠনিক কাঠামো এবং কার্যক্রম সন্নিবেশিত করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। ৪।ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় তথ্য প্রকাশ করার জন্য ডকুমেন্টারী ফিল্ম তৈরী করা হয়েছে।	-
	(গ) তুলা উন্নয়ন বোর্ড	-	-	-	-	-	১। তথ্য প্রদানের জন্য একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ২।সিটিজেন চার্টার তৈরী করে ডিসপ্লে করা হয়েছে। ৩। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের ওয়েব সাইটে www.cdb.gov.bd যাবতীয় তথ্যাদি সন্নিবেশ করা হয়েছে। ৪। বিভিন্ন মিডিয়া- প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের তথ্যাদি প্রচার করা হচ্ছে।	-
	(ঘ) কৃষি সম্প্রসারণ	-	-	-	-	-	তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য অধীনস্ত	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

	অধিদপ্তর						দপ্তরসমূহে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	
	মোট	১২৫	-	-	-	-	-	-
০৮	**ডাক ও টেলি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়**	-	-	-	-	-	ফোকাল পয়েন্ট নিযুক্ত করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত তথ্যাদি ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।	-
	(ক) বিএসসিসিএল	৭৯১	-	-	-	-	ফোকাল পয়েন্ট নিযুক্ত করা হয়েছে।	-
	(খ) বাকেশি	১	-	-	-	-	কেউ তথ্য জানতে চাইলে তাকে তথ্য সরবরাহ করা হয়। ফোকাল পয়েন্ট নিযুক্ত করা হয়েছে।	
	(গ) বিটিআরসি	১	-	-	-	-	ফোকাল পয়েন্ট নিযুক্ত করা হয়েছে।	-
	(ঘ) ডাক অধিদপ্তর	-	-	-	-	-	ফোকাল পয়েন্ট নিযুক্ত করা হয়েছে এবং ডাক সার্ভিস সংক্রান্ত তথ্যাদি ওয়েব সাইটে সন্নিবেশ করা হয়েছে।	
	(ঙ) বিটিসিএল	-	-	-	-	-	ফোকাল পয়েন্ট নিযুক্ত করা হয়েছে।	-
	(চ) টেলিটক	-	-	-	-	-	এসএমএস এবং ই-মেইলের মাধ্যমে তথ্য চাওয়ার প্রেক্ষিতে জবাব প্রেরণ করা হয়।	-
	(ছ) টেশিস	-	-	-	-	-	ফোকাল পয়েন্ট নিযুক্ত করা হয়েছে।	-
	মোট	৭৯৩	-	-	-	-	-	-
০৯	**তথ্য মন্ত্রণালয় ঃ**	২	২	-	-	-	-	-
	(ক) বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট ঃ	১	-	-	-	-	বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় 'তথ্য অধিকার আইন' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য ২ বছর মেয়াদী প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	-
	(খ) বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল	১	-	-	-	৩০০/- টাকা	বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় মফস্বল সাংবাদিকদের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধানাবলী সম্পর্কে অবহিত করা হয়।	-
	(গ) বাংলাদেশ বেতার সদর দপ্তর	১,৩৩২	-	-	-	-	-	-
	(ঘ) চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর	১০	-	-	-	-	১। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের 'তথ্য অধিকার আইন' বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের উপর জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে ০২ দিনের এবং তথ্য কমিশন কার্যালয়ে ০১ দিনের ওয়ার্কশপ-এ অংশগ্রহণ করেছেন। ২। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের নিরীক্ষা শাখা থেকে মিডিয়া তালিকাভুক্ত পত্রিকার নাম, প্রচার সংখ্যা ও বিজ্ঞাপন হার ওয়েব সাইটে প্রদান করা হয়ে থাকে।	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

							৩। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের দৈনিক পত্রিকার প্রাপ্ত তথ্য তালিকা, নিয়মিত সাময়িকীসমূহ, চলচ্চিত্র সংক্রান্ত তথ্য ও প্রকাশনা সামগ্রী ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd. এ তথ্যসমূহ আপডেট করা হচ্ছে।	
	(ঙ) বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ-	১	-	-	-	-	তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ সদা তৎপর থাকেন।	-
	(চ) বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রধান কার্যালয়-	-	-	-	-	-	১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ মোতাবেক বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিভিন্ন সেবা সংক্রান্ত তথ্যাদি বিটিভি'র নিজস্ব ওয়েবসাইট www.btv.gov.bd এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে এবং নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে। বিটিভি'র সিটিজেন চার্টারসহ সেবা সংক্রান্ত তথ্যাদি বিজ্ঞপ্তি আকারে এবং নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। বিশেষ বিশেষ সেবা সংক্রান্ত তথ্যাদি বিজ্ঞপ্তি ও টেলপ আকারে বিটিভিতে প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়াও বিটিভি'র সংবাদে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন সংবাদ প্রচার অব্যাহত রয়েছে। (২) তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিটিভি আয়োজিত বিভিন্ন টকশো যেমন-প্রত্যয়, অনুসন্ধান, ডিজিটাল বাংলাদেশ, উন্নয়নে বাংলাদেশ ও সাম্প্রতিক সম্ভাবনার বাংলাদেশ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে জনসচেতনা বিষয়ক বিভিন্ন অন্তর্ভুক্ত রাখা হচ্ছে। (৩) সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে ৩/৪টি আলোচনামূলক অনুষ্ঠান বিটিভি প্রচার করেছে। (৪) জনগণের তথ্য অধিকার বিষয়ে ডিএফপি থেকে সরবরাহকৃত ১৩ মিনিট ব্যাপ্তিকালের একটি স্পট প্রায় ৫০ বার বিটিভি প্রচার করেছে।	-
	মোট	১,৩৪৭	০২	-	-	৩০০/-	-	-
১০	**নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়**	-	-	-	-	-	মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে সিটিজেন চার্টারসহ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সকল তথ্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।	-
	(ক) বিআইডব্লিউটিএ	২,৬৬৪	-	-	-	-	কর্তৃপক্ষের লাইব্রেরী হতে সংশ্লিষ্ট যে কোন তথ্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

	(খ) বিআইডব্লিউটিসি	-	-	-	-	-	অনলাইনে সেবা কার্যক্রম সম্পর্কে সর্বসাধারণকে অবহিত করার জন্য সিটিজেন চার্টার প্রবর্তন, সকল টেন্ডার, প্রদর্শনী, বিজ্ঞাপন অনলাইনে সংযুক্ত করা হয়েছে। সংস্থার কার্যক্রম গৃহীত, বাস্তবায়িত কর্মসূচী, সাফল্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রতিবেদন আকারে ওয়েবসাইটে আপডেট করা হয়েছে।	
	(গ) চট্টগ্রাম বন্দর	-	-	-	-	-	-	-
	(ঘ) মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ	-	-	-	-	-	সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সেটি মবক এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।	-
	(ঙ) স্থল বন্দর কতৃপক্ষ	-	-	-	-	-	সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সেটি ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করা হয়েছে। সংস্থার আইন, প্রবিধি ও বন্দর পরিচালন বিধি উন্মুক্ত করা হয়েছে। নাগরিকগণকে বিভিন্ন তথ্য প্রদানের জন্য তথ্য প্রদান ইউনিট গঠনসহ তথ্য উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। ওয়েবসাইট www.bsbk.gov.bd	-
	(চ) সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর	-	-	-	-	-	অধিদপ্তরে ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে। উক্ত ওয়েবসাইট হতে অধিদপ্তর ও এর অধীন বিভিন্ন কার্যালয়ের তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।	-
	(ছ) মেরিন একাডেমী	-	-	-	-	-	ক্যাডেট ভর্তি, ভর্তি পরবর্তী প্রোগ্রেসিভ, একাডেমীর প্রশিক্ষণ এবং নিয়োগ সংক্রান্ত ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য একাডেমীর ওয়েব সাইটে দেয়া হয়েছে।	-
	মোট	২,৬৬৪	-	-	-	-	-	-
১১	**প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়**							
	(ক) সামরিক গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর	৪	৩	-	-	-	এ পরিদপ্তরে মেজর মোঃ লুৎফর রহমান, পিএসসি, এইসিকে সেনাবাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।	-
	(খ) আবহাওয়া অধিদপ্তর	১৭০	-	-	-	৪,৪৫,৬৫০	চাহিত তথ্যাদি যথা সময়ে সরবরাহ করা হয়েছে।	-
	(গ) সামরিক চিকিৎসা সার্ভিসেস মহাপরিদপ্তর	-	-	-	-	-	চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ও প্রকাশযোগ্য তথ্যাদি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়।	-
	(ঘ) সিজিডিএফ	-	-	-	-	-	১। সেবা প্রাপ্তির জন্য বিস্তারিত বিবরণ সংবলিত একটি সিটিজেন চার্টার অফিসের মূল ফটকে লাগানো হচ্ছে যাতে এ কার্যালয়ের ওয়েবসাইট ও ই-মেইল এড্রেসসহ টেলিফোন নম্বর দেয়া থাকবে। ২। এ কার্যালয়ের ওয়েব সাইটে কার্যালয় সম্পৃক্ত তথ্যাদি সন্নিবেশ	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

							করা হয়েছে। ৩। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ মতে এ কার্যালয় কর্তৃক একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনোনীত করে তাঁর তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।	
	(ঙ) প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়	-	-	-	-	-	কার্যালয়ের ওয়েব সাইট নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন।	-
	মোট	**১৭৪**	**০৩**	-	-	**৪,৪৫,৬৫০**	-	-
১২	**বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়**							
	(ক) জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	-	-	-	-	-	-	-
	(১) বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও (২) খনিজ সম্পদ করপোরেশন	১	তথ্য প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন	-	-	-	তথ্য কর্মকর্তা মনোনীতকরণসহ ওয়েবসাইটে তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগের সুবিধার্থে ফোন, ই-মেইল, ঠিকানা প্রদান পূর্বক যাচিত তথ্যাদি সরবরাহের বিষয় নিশ্চিত করা হয়েছে।	-
	(৩) বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর	১০	১০টি	-	-	-	-	-
	(৪) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটারী কমিশন	৩০	যথা সময়ে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে	-	-	-	কমিশনে সকল সিদ্ধান্ত, নীতি কৌশল ইত্যাদি কমিশনের নিজস্ব ওয়েব সাইট এর মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য উন্মুক্ত থাকে।	-
	(৫) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট	-	-	-	-	-	১। একজন তথ্য প্রধানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ২। তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দাপ্তরিক পদবীর সাথে তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পদবী নাম ফলকে লেখা হয়েছে।	-
	মোট	**৪১**	**১০**	-	-	-	-	-
	(খ) বিদ্যুৎ বিভাগ							
১৩	**যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়**	**১**	**১** অনুরোধকারী	-	-	-	-	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

			সুনির্দিষ্ট তথ্য না চাওয়ায় এবং সুস্পষ্ট ঠিকানা উল্লেখ না করায় তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়নি ।					
১৪	**শিল্প মন্ত্রণালয়** (ক) এসএমইএফ	১৬৫	সকল তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে ।	-	-	যেহেতু এসএমই ফাউন্ডেশন একটি সেবামূলক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, তাই প্রতিষ্ঠানটি তথ্য সরবরাহ বাবদ কোন আর্থিক মূল্য গ্রহণ করেনা	এসএমই উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করার জন্য এসএমই ফাউন্ডেশনে একটি এ্যাডভাইজারী সার্পোট সেন্টার রয়েছে। উক্ত সেন্টারে জনাব ফাহিম-বিন-আসমাত, প্রোগ্রাম অফিসার ও জনাব মোঃ আবসাস আলী, প্রোগ্রাম অফিসার সার্বক্ষণিক তথ্য প্রদানে নিয়োজিত আছেন ।	-
	(খ) বিএসইসি	-	-	-	-	-	একজন সার্বক্ষণিক তথ্য কর্মকর্তা নিযুক্ত আছেন। অনুরোধকারীগণকে তথ্য সরবরাহের জন্য বিভিন্ন বিভাগ/শাখাকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ইহা ছাড়া বিএসইসি'র ওয়েবসাইট আছে, যেখানে অনুরোধকারী চাহিত তথ্য না পেলে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন ।	-
	(গ) বিএসএফআইসি	-	-	-	-	-	বিএসএফআইসি'র তথ্য প্রদানকারী ১৭টি ইউনিটে (কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ১৫ টি চিনিকল ও ১টি যন্ত্রপাতি উৎপাদন কারখানা) একজন করে কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানের জন্য বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে ।	-
	মোট	১৬৫	-	-	-	-	-	-
১৫	**স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়** (ক) বাংলাদেশ	১	-	-	-	-	-	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

	পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স	-	-	-	-	-	-	-
	(খ) আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী	-	-	-	-	-	১। আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মাসিক মুখপত্রের (প্রতিরোধ) এর মাধ্যমে বাহিনীর সকল তথ্য মাসিক ভিত্তিতে প্রকাশ করা হয় এবং ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়। ২। এ ছাড়া প্রতিটি দপ্তরে সিটিজেন চার্টার দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শিত আছে। ৩। অত্র বাহিনীর সদর দপ্তরের ২৪ ঘন্টা কার্যকর নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মাধ্যমে জনসাধারণ যে কোন তথ্য জানতে পারেন বা সাহায্য চাইতে পারেন। ৪। জাতীয় সমাবেশ অনুষ্ঠানকালে একটি স্মরনিকার মাধ্যমে বাৎসরিক সকল কার্যক্রমের বিবরণ প্রকাশ করা হয়। ৫। আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ওয়েব সাইট www.ansarvdb.gov.bd এর মাধ্যমে সংগঠনের যাবতীয় তথ্যাদি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।	-
	(গ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	-	-	-	-	-	ইতোমধ্যে অধিদপ্তরের মিশন, ভিশন এবং সিটিজেন চার্টার অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের প্রধান ফটকে জনসাধারণের অবগতির জন্য স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে www.dnc.gov. bd অধিদপ্তরের মিশন ভিশন এবং সিটিজেন চার্টার প্রকাশ করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ প্রতিটি ইউনিটে একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।	-
	(ঘ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	-	-	-	-	-	তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য অত্র অধিদপ্তরে একটি মিডিয়া সেল খোলা হয়েছে এবং সেখান থেকে মন্ত্রণালয়/বিভিন্ন অধিদপ্তরে চাহিদামত তথ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে।	-
	(ঙ) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড	-	-	-	-	-	এতদবিষয়ে নিয়োজিত বাহিনী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্রিফিং প্রদান।	-
	মোট	১	-	-	-	-	-	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

১৬	**সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ঃ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়**	৬১৭	অনুরোধকারীদের মধ্যে সকল তথ্যাদি ইতোমধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে।	-	-	৯,৫৮,৩০০/-	১) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত কল্পে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ে ২০১০ সালে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সচিবালয়ের প্রধান কার্যালয়ে একজন এবং ৫টি আঞ্চলিক কার্যালয় সমূহে ৫(পাঁচ) জন কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদান ইউনিটের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। ২) তথ্য অধিকার আইনের অধীনে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের বিভিন্ন ধরনের তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ে লিপ্যন্তর, ফলাফলোত্তর নিরীক্ষণ ও তথ্য অধিকার শাখা নামে একটি নতুন শাখা সৃষ্টি করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের নম্বরপত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর উত্তরপত্র পুনঃ নিরীক্ষণ, নম্বরপত্র লিপ্যন্তর, ফলাফলোত্তর নিরীক্ষণসহ বিভিন্ন প্রকার তথ্য প্রদানের কাজ উক্ত শাখা সম্পাদন করে থাকে। ৩) সর্বসাধারণের অবগতি ও কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ২০১০ সালে ৯৬ টি পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ও ১২ টি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে এবং ওয়েবসাইটেও দেওয়া হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য বিজ্ঞপ্তি যেমন দরপত্র বিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচার ও সর্বসাধারণের অবগতির জন্য ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়। ৪) সাংবিধানিক দায়িত্বের আওতায় প্রতি বছর ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সম্পাদিত কমিশনের কাজের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে পরবর্তী ১লা মার্চ অথবা তৎপূর্বে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হয় এবং পরবর্তীতে তা জাতীয় সংসদে পেশ করা হয়। এরপর প্রতিবেদন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সরকারী দপ্তর/পরিদপ্তর/অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসকের দপ্তর এবং পাবলিক লাইব্রেরীসহ বিভিন্ন লাইব্রেরীতে প্রেরণ করা হয়, যাতে সাধারণ জনগণ তা দেখতে পারেন।	-
১৭	**মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়** মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	৪৯	-	-	-	-	১। পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি ২। সিটিজেন চার্টার ৩। বুকলেট প্রকাশনা	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

							৪। আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় মিটিং ৫। জেলা প্রশাসক এর সমন্বয় মিটিং	
	বাংলাদেশ শিশু একাডেমী	৮	-	-	-	-	১। পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি ২। সিটিজেন চার্টার ৩। বুকলেট প্রকাশনা ৪। আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় মিটিং ৫। জেলা প্রশাসক এর সমন্বয় মিটিং	-
	মোট	৫৭	-	-	-	-	-	-
১৮	**রাষ্ট্রপতির কার্যলয়** ক) জন বিভাগ	-	-	-	-	-	-	-
	খ) আপন বিভাগ	-	-	-	-	-	-	-
১৯	**পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়** বহিঃপ্রচার অণুবিভাগ	-	-	-	-	-	-	-
২০	**পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়**							
	(ক) পরিকল্পনা বিভাগ	-	-	-	-	-	-	-
	(খ) বাস্তবায়ন, পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	-	-	-	-	-	-	-
২১	**গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়** (ক) স্থাপত্য অধিদপ্তর-	-	-	-	-	-	স্থাপত্য অধিদপ্তরের কার্যাবলী চার্টার অব ডিউটি মুদ্রিত আকারের এবং ওয়েব সাইট-এ প্রকাশিত রয়েছে।	-
	(খ) সরকারী আবাসন পরিদপ্তর	-	-	-	-	-	তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে ও নামফলক প্রদর্শন করা হয়েছে।	-
২২	**বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়** (১) মুখ্য পরিদর্শকের কার্যালয়, পাট অধিদপ্তর, গোপাল গঞ্জ	-	-	-	-	-	-	-
	(২) বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ	-	-	-	-	-	বাগেরপ্রই কতৃক তথ্য আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য সম্প্রতি চার্ট প্রণয়ন করে ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে (কপি	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

	ইন্সটিটিউট রাজশাহী						সংযুক্ত)। এছাড়াও অত্র প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রম ওয়েবসাইটে দেয়ার ব্যবস্থা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।	
২৩	**বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়** বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	-	-	-	-	-	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ, তথ্য কমিশন কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে/প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ, তথ্য কমিশনের ওয়েব সাইট (www.infocom.gov.bd) বিসিসি'তে হোষ্টিং, এবং বিসিসি'র তথ্যাদি ওয়েব সাইটে প্রকাশ।	-
২৪	**শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড**	-	-	-	-	-	সিটিজেন চার্টার, বাকাশিবো'র একাডেমিক ক্যালেন্ডার বোর্ড ফি'স, কোর্স, টেন্ডার, ফলাফলসহ সকল তথ্য বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে। এছাড়া বোর্ডের নোটিশ বোর্ড ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।	-
২৫	**প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়**	-	-	-	-	-	-	-
২৬	**শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**	-	-	-	-	-	-	-
২৭	**সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়**	-	-	-	-	-	-	-
২৮	**পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়**	-	-	-	-	-	-	-
২৯	**মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়**	-	-	-	-	-	-	-
৩০	**যোগাযোগ মন্ত্রণালয়**							
	ক) সড়ক ও রেলপথ বিভাগ	-	-	-	-	-	-	-
	খ) সেতু বিভাগ	-	-	-	-	-	-	-
৩১	**স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়**	-	-	-	-	-	-	-
৩২	**স্থানীয় সরকার, পল্লী**	-	-	-	-	-	-	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

	উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়							
	(ক) স্থানীয় সরকার বিভাগ ঢাকা সিটি করপোরেশন	৬০	-	-	-	-	ঢাকা সিটি করপোরেশন তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী, তথ্য সংরক্ষণ, তথ্য প্রকাশ, তথ্য মূল্য বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।	-
	(খ) পল্লী উন্নয়ন ও সমাবায় বিভাগ							
৩৩	**পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়**	-	-	-	-	-	-	-
৩৪	**বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়**	-	-	-	-	-	-	-
৩৫	**ভূমি মন্ত্রণালয়**	-	-	-	-	-	-	-
৩৬	**মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়**	-	-	-	-	-	-	-
৩৭	**পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়**	-	-	-	-	-	-	-
৩৮	**খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়**	-	-	-	-	-	-	-
৩৯	**ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়**	-	-	-	-	-	-	-
	সকল মন্ত্রণালয়ের মোট	**৮,৮৯২**	**১৮**	-	-	**১৪,০৪,২৫০/-**	-	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

জেলা থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির সমন্বিত প্রতিবেদন

ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ
জেলার নাম	কর্তৃপক্ষ ওয়ারী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত অনুরোধের সংখ্যা	অনুরোধকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য না দেওয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা এবং এই আইনের যে সকল বিধানের আওতায় উক্ত সিদ্ধান্ত গুলি গৃহীত হয়েছে উহার বিবরণ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীলের সংখ্যা এবং উক্ত আপীলের ফলাফল	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উহার কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তি মূলক ব্যবস্থার বিবরণ	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই আইনের অধীন সরবরাহ-কৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণের বিবরণ	তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ	নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সহিত সম্পৃক্ত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাব
ঢাকা বিভাগ							
নারায়নগঞ্জ (১) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	০১	-	-	-	-	-	-
(২) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	০৪	-	-	-	-	-	-
(৩) জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়	৫০	-	-	-	-	প্রশিক্ষণ, সমিতি, নিবন্ধন, ক্ষুদ্রঋণ, ভিজিডি, মাতৃত্ব-কাল ভাতা, যৌতুকের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম	-
(৪) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের	৩১	-	-	-	-	এ অফিস সহ ৫টি উপজেলায় মোট ৬ জন কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানের জন্য অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

(৫) ইসলামিক ফাউন্ডেশন	২৫	-	-	-	-	তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টেলিমনিটরিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। তাছাড়া সিটিজেন চার্টার জনগণের জন্য জেলা কার্যালয় এবং অন্যান্য শাখা কার্যালয় সমুহে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।	-
মোট	**১১১**	-	-	-	-	-	-
মাদারীপুর (১) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	৪০	-	-	-	-	সিটিজেন চার্টার, ফন্টডেস্ক স্থাপন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ও বিকল্প দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের মাধ্যমে তথ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। জেলা ওয়েব পোর্টালে তথ্য অধিকার আইন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	-
(২) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন	১১৭	-	-	-	-	তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য ১জন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। সিটিজেন চার্টারের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।	-
(৩) জেলা নির্বাচন অফিস	২০	-	-	-	১৭৫০/-	অন্তর্ভুক্ত ভোটারের তথ্য সরবরাহ	-
(৪) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়	৫২০	-	-	-	-	বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য সম্বলিত ৮ফুট x ৬ ফুট আকারের সিটিজেন চার্টার স্থাপন করা হয়েছে।	সকল ইউনিয়ন পরিষদের সামনে ও হাট বাজারে সরকারীভাবে কর্মকর্তার মোবাইল ও টেলিফোন নাম্বারসহ বিলবোর্ড স্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করা যায়।
(৫) উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয়, শিবচর	৭৬	-	-	-	-	অত্র কার্যালয়ে বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য সম্বলিত সিটিজেন চার্টার স্থাপন করা হয়েছে।	সকল ইউনিয়ন পরিষদে বাধ্যতামূলকভাবে সকল বিভাগ কর্তৃক ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা যায়।
(৬) উপজেলা ভূমি অফিস, শিবচর	১৪০	-	-	-	৭০০/	এক জন অফিস সহকারীকে তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হইয়াছে।	
(৭) উপজেলা মৎস্য অফিস, শিবচর	১০৪	-	-	-	-	বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য সম্বলিত ১০ফুট x ৬ ফুট আকারের সিটিজেন চার্টার স্থাপন করা হয়েছে।	সকল ইউনিয়ন পরিষদের সামনে ও হাট বাজারে সরকারীভাবে কর্মকর্তার মোবাইল ও টেলিফোন

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

							নাম্বারসহ বিলবোর্ড স্থাপন করা যেতে পারে।
(৮) উপজেলা সমাজসেবা অফিস, শিবচর	৮৬	-	-	-	-	বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য সম্বলিত ১০ফুট x ৬ ফুট আকারের সিটিজেন চার্টার স্থাপন করা হয়েছে	সকল ইউনিয়ন পরিষদে বাধ্যতামূলকভাবে সকল বিভাগ কর্তৃক সেবাসমূহের বিবরণী সম্বলিত বিল বোর্ড স্থাপন করা যেতে পারে।
(৯) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, মাদারীপুর সদর	২৫১	-	-	-	-	১। উপজেলার সকল অফিসের জন্য তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে ২। সকল অফিসের জন্য সিটিজেন চার্টার তৈরীর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ৩। টিআইবি এর সহায়তায় উপজেলা পরিষদ ক্যাম্পাসে সচেতনতামূলক তথ্য মেলার আয়োজন করা হয়।	ইউনিয়ন পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা আহবান এবং হাটবাজারে সরকারীভাবে কর্মকর্তাদের মোবাইল ও টেলিফোন নম্বরসহ বিলবোর্ড স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।
(১০) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, রাজৈর	৫০১	-	-	-	-	১। উপজেলার সকল অফিসের জন্য তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে ২। সকল অফিসের জন্য সিটিজেন চার্টার তৈরীর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং কিছু কিছু অফিস ইতোমধ্যে সিটিজেন চার্টার তৈরি করে প্রদর্শন করেছেন। ৩। উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের সকল অফিসের জন্য আলাদা আলাদা হেলপ ডেস্ক চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।	সকল ইউনিয়ন পরিষদের সামনে এবং হাট বাজারে সরকারীভাবে কর্মকর্তার মোবাইল ও টেলিফোন নাম্বারসহ বিলবোর্ড স্থাপনের নির্দেশ প্রদান করা যেতে পারে।
মোট	**১,৮৫৫**	-	-	-	**২,৪৫০/-**	-	-
মানিকগঞ্জ	৫০০	-	-	-	-	১। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিয়োগকৃত তথ্য কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২। ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

						প্রতিটি ইউনিয়নে কম্পিউটার প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ৩। প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে হেপল ডেস্ক স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ৪। সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হচ্ছে।	
ফরিদপুর	৩৮৫	১১	-	-	-	তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ অফিসে সিটিজেন প্রদর্শন সহ আইন বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জেলা তথ্য অফিস, জেলা শিক্ষা অফিস, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ করেছে। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ ও সিটিজেন চার্টার প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মধুখালী কর্তৃক ইতোমধ্যে অত্র কার্যালয়ে ফ্রন্ট ডেস্ক ও ওয়েব সাইট খোলা হয়েছে এবং বিভিন্ন সভা সেমিনারে তথ্য অধিকার বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।	(ক) সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহ, (খ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, (গ) জাতীয় গণমাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চালানো, (ঘ) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে কতটুকু সেবা বা তথ্য পাওয়া সম্ভব সেটি প্রতিষ্ঠানে নোটিশ বোর্ডে বা সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে টানিয়ে দেওয়া বা লিখে দেওয়া, (ঙ) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান সমূহে একজন তথ্য কর্মকর্তা/তথ্য সহকারী নিয়োগ দান, (চ) এ বিষয়ে জেলা প্রশাসনকে অধিক দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রদান করা।
কিশোরগঞ্জ							

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

(১) জেলা প্রশাসকের কার্যলয় :	-	-	-	-	-	(১) তথ্য বাতায়ন ওয়েবসাইটটি প্রতিনিয়ত হালনাগাদকরণ এবং জেলাধীন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংযুক্ত দপ্তর/দপ্তর/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার সিটিজেন চার্টার তথ্য বাতায়নে সন্নিবেশনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। (২) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জেলা তথ্য বাতায়নে সন্নিবেশ করা হয়েছে এবং তদনুসারে এ জেলায় জেলা প্রোফাইল (বাংলা ও ইংরেজী ভার্সন) প্রস্তুত করা হয়েছে। (৩) এ কার্যালয়ের ফ্রন্টডেস্কের সামনে রক্ষিত অভিযোগ বাক্সের মাধ্যমে জনগণের অভিযোগ গ্রহণ ও অভিযোগের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। (৪) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে নিয়ে প্রশিক্ষণের জন্য জেলা প্রশাসন কতৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	-
(২) জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়	১৬	-	-	-	১,৬০০/- টাকা	-	-
(৩) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যলয়	৫০	-	-	-	-	-	-
(৪) পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়	০৩	-	-	-	-	-	-
(৫) উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস	০২	-	-	-	-	-	-
(৬) উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, বাজিতপুর	০১	-	-	-	-	জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণসহ বিভিন্ন পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।	
(৭) উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়, হোসেনপুর	১	-	-	-	-	-	-
(৮) উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস, কটিয়াদি	২০	-	-	-	-	অফিস নোটিশ বোর্ড ও দেয়ালিকার মাধ্যমে সিটিজেন চার্টার প্রকাশ করা হয়েছে।	
(৯) কিশোরগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন	১০০	-	-	-	-	-	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

মোট	১৯৩	-	-	-	১,৬০০/-	-	-
নেত্রকোনা	১১০	-	-	-	-	(১) অত্র কার্যালয়ে ফ্রন্টডেস্ক (তথ্য সেবা কেন্দ্র) নামে একটি নতুন শাখা চালু করা হয়েছে। (২) শাখায় একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, একজন বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, একজন অফিস সহকারী ও একজন এম,এল,এস,এস, নিয়োগ দেয়া হয়েছে। (৩) শাখার কার্যক্রম সম্পর্কে লিফলেট বিতরণ, ব্যানার, সাইন বোর্ড ও নির্দেশক বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। (৪) তথ্য অধিকার আইনের উপর সচিব, তথ্য কমিশনের উপস্থিতিতে জেলার সকল সরকারী অফিস প্রধান ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি জনঅবহিতকরণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। (৫) ফ্রন্ট ডেস্ক শাখা থেকে জনগণের চাহিদা মোতাবেক লিখিত ও মৌখিক ভাবে নিয়মিত তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে।	(১) জনগণের সহজে তথ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার শাখায় একটি কম্পিউটার, একটি প্রিন্টার, ইন্টারনেট সংযোগ ও একটি ফটোকপি মেশিন সরবরাহ করা যেতে পারে।
(১) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, নেত্রকোণা সদর	১৫	-	-	-	-	১. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ও বিকল্প দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, নিয়োগ করা হয়েছে। ২. ব্যাপক প্রচারের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।	-
(২) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, বারহাট্টা	০৭	-	-	-	-	ঐ	-
(৩) উপজেলা নির্বাহীঅফিসারের কার্যালয়, কলমাকান্দা	০৫	-	-	-	-	ঐ	-
(৪) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, দূর্গাপুর	০৬	-	-	-	-	ঐ	-
(৫) উপজেলা নির্বাহী অফিসার পূর্বধলা	০৫	-	-	-	-	ঐ	-
(৬) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আটপাড়া	০৮	-	-	-	-	ঐ	-
(৭) উপজেলা নির্বাহী	১০	-	-	-	-	ঐ	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

অফিসার, কেন্দুয়া							
(৮) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, মোহনগঞ্জ	১১	-	-	-	-	ঐ	-
(৯) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, মদন	০৫	-	-	-	-	ঐ	-
(১০) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, খালিয়াজুরী	০৩	-	-	-	-	ঐ	-
(১১) সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয় পূর্বধলা	০২	-	-	-	-	১. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ও বিকল্প দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, নিয়োগ করা হয়েছে।	-
(১২) সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়, খালিয়াজুরী	০১	-	-	-	-	ঐ	-
(১৩) জেলা পরিষদ, নেত্রকোণা	১০	-	-	-	-	ঐ	-
(১৪) উপপরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ, নেত্রকোণা	০২	-	-	-	-	ঐ	-
(১৫) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	০৫	-	-	-	-	ঐ	-
(১৬) উপ-পরিচালকে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	২০	-	-	-	-	ঐ	-
(১৭) নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল	১৫	-	-	-	-	ঐ	-
(১৮) জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়	৩০	-	-	-	-	ঐ	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

(১৯) সিভিল সার্জন কার্যালয়	০৫	-	-	-	-	ঐ	-
(২০) জেলা হিসাব রক্ষণ অফিস	০৭	-	-	-	-	ঐ	-
(২১) নেত্রকোণা পৌরসভা	১২	-	-	-	-	ঐ	-
(২২) জেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়	১০	-	-	-	-	ঐ	-
(২৩) নেত্রকোণা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	২৫	-	-	-	-	ঐ	-
(২৪) ইসলামিক ফাউন্ডেশন	০৫	-	-	-	-	ঐ	-
(২৫) জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়	০৩	-	-	-	-	ঐ	-
(২৬) জেলা নির্বাচন অফিস	১৫	-	-	-	-	ঐ	-
(২৭) জেলা শিশু একাডেমি	০৩	-	-	-	-	ঐ	-
(২৮) জেলা সমবায় কার্যালয়	০৫	-	-	-	-	ঐ	-
(২৯) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	০৪	-	-	-	-	ঐ	-
(৩০) জেলা প্রাণি সম্পদ কার্যালয়	১৫	-	-	-	-	ঐ	-
(৩১) নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়	০৫	-	-	-	-	ঐ	-
(৩২) ফায়ার সার্ভিস	০২	-	-	-	-	ঐ	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

ও সিভিল ডিফেন্স							
(৩৩) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	০৭	-	-	-	-	ঐ	-
(৩৪) পানি উন্নয়ন বোর্ড	০৫	-	-	-	-	ঐ	-
মোট	**৩৯৮**	-	-	-	বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে।	-	-
নরসিংদী (১) জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	৫০	-	-	-	-	সমিতি নিবন্ধন, মাতৃত্ব ভাতা, ভিজিডি কর্মসূচী, নারী ও শিশু নির্যাতন, মহিলা উন্নয়ন সংক্রান্ত সচেতনতামূলক কার্যক্রম।	
(২) জেলা নির্বাচন অফিস	৩১	-	-	-	৮,৯০০/- টাকা	-	-
মোট	৮১	-	-	-	৮,৯০০/-	-	-
ঢাকা **জেলা প্রশাসকের কার্যালয়**	০২	০২	তথ্য প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	-	-	১। জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ২। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ৩। ফ্রন্ট ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।	-
গাজীপুর	০১	(০১) তথ্য অধিকার আইনের ৭(ঠ) উপধারা আওতায় তথ্য প্রদান না করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।	-	-	-	এ আইনের বিধানাবলী ব্যাপক প্রচার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	-
জামালপুর	-	-	-	-	-	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ,	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

						প্রকাশনা ও জন অবহিতকরণ সম্পর্কে ওয়েব সাইটে নিধারিত ছক মোতাবেক আবেদন ফরম যুক্ত করা হয়েছে এবং নোটিশ বোর্ডসহ তথ্য সংগ্রহের ফরম উল্লেখসহ কার্যক্রমের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল উল্লেখ করা হয়েছে। জেলার সকল অফিসে প্রকাশ্য স্থানে বৃহদাকারে সিটিজেন চার্টার সংরক্ষণ করা হয়েছে।	
শেরপুর	-	-	-	-	-	(১) আবেদনকারীর চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসৃত বিধানাবলী অনুসরণ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। (২) ওপেন হাউজ ডে এবং কমিউনিটি পুলিশের সভায় জনসাধারণকে তাদের তথ্যের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। (৩) অত্র কার্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন ইউনিটের কার্যক্রম সংক্ষিপ্ত সার সিটিজেন চার্টার হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।	ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া অধিকহারে জনঅবহিতকরণ সভা, প্লেকার্ড, ফেস্টুন, প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণকে তাদের তথ্যের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে হবে এবং কোন তথ্য কোন দপ্তর বা বিভাগে পাওয়া যাবে তা জনগণকে স্বচ্ছ ধারণা দিতে হবে।
গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	-	-	-	-	-	(১) গোপালগঞ্জ জেলা ওয়েব পোর্টালে ইতোমধ্যে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সংযুক্ত করা হয়েছে এবং এতে জেলার সরকারী/বেসকারী অফিসের তথ্য প্রদান কর্মকর্তাগণের নাম/ঠিকানা দেওয়া হয়েছে। (২) জেলা প্রশাসক কর্তৃক আয়োজিত সভা সমাবেশে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা হয়ে থাকে। (৩) এ জেলায় মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার মহোদয়ের উপস্থিতিতে আয়োজিত একটি ওয়ার্কসপে জেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ/সাংবাদিক/জনগণকে এ আইন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।	-
টাংগাইল	-	-	-	-	-	(১) টাঙ্গাইল জেলা তথ্য বাতায়ন এর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শীর্ষক বক্সের অধীনে তথ্য অধিকার আইন ও বিধিমালার আলোকে তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত নিয়মাবলী, ফরম, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/আপীল কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত এবং প্রায় সকল ধরনের	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

						দাপ্তরিক তথ্যাবলী সন্নিবেশ করা হয়েছে। (২) সকল ইউএনও অফিস ও এ কার্যালয়ের সকল শাখায় তথ্য অধিকার আইন ও বিধিমালার কপি প্রেরণ করা হয়েছে। তথ্য প্রাপ্তির নিয়মাবলী সহজ আকারে ও ফরম তথ্য বাতায়নে সন্নিবেশ করা হয়েছে এবং স্থানে স্থানে লিফলেট লাগানো হয়েছে। (৩) জেলাধীন সকল মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে বিকল্প কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে এবং জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় এবং এনজিও বিষয়ক সমন্বয় সভায় আলোচনা করা হচ্ছে।	
শরীয়তপুর	-	-	-	-	-	-	-
রাজবাড়ী	-	-	-	-	-	-	-
ময়মনসিংহ	-	-	-	-	-	ক) জেলার তথ্য বাতায়নে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষের নাম অন্তর্ভুক্তকরণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। খ) ময়মনসিংহ জেলাধীন বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর অধীনে নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তালিকা পাঠানো হয়েছে। গ) তথ্য বাতায়ন ওয়েবসাইট প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করণের কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং সিটিজেন চার্টার সন্নিবেশ করা হয়েছে। ঘ) জনগণকে তথ্য সম্পর্কে অবহিত করার জন্য কালেক্টরেট এর দৃশ্যমান স্থানে সিটিজেন চার্টার প্রদর্শন করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া কালেক্টরেটের ফ্রন্ট ডেস্ক শাখা থেকে জনগণের কোন তথ্য জানার থাকলে তা জানানোর ব্যবস্থা করা হয়।	-
মুন্সীগঞ্জ	-	-	-	-	-	-	-
ঢাকা বিভাগের মোট	**৩৫২৬**	**১৪**	-	-	**১২,৯৫০/- টাকা**	-	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

চট্টগ্রাম বিভাগ							
চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	১	১টি, সংশ্লিষ্ট আইনের ৭ (ঠ) ধারার আওতায় তথ্য না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	-	-	-	১। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের তথ্য বাতায়নের www.dcchittagong.gov.bd 'টপ লেফট বক্স' এ 'তথ্য প্রদান ইউনিট' শীর্ষক একটি নতুন মেনু সংযোজন করে (তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯) এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম এখান থেকে ডাউন লোড করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২। জেলাধীন সকল মন্ত্রণালয় অধীনস্থ সকল-সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রদান ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ নিশ্চিত করণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ৩। জেলা তথ্য বাতায়ন প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হচ্ছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের শাখা ভিত্তিক (সিটিজেন চার্টার) ইতোমধ্যে তথ্য বাতায়নে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ৪। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে জনগণ যে পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে তা ছক আকারে তথ্য বাতায়নে উপস্থাপন করা হয়েছে। ৫। জেলাধীন সরকার বা বিদেশী অর্থ সাহায্য পুষ্ট এনজিও, আধা সরকারী/স্বায়ত্বশাসিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ নিশ্চিত করণের নিমিত্ত মাসিক এনজিও সমন্বয় সভায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ৬। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধানাবলীর উপর জেলাধীন বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রদান ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে নিয়ে ৮/৮/২০১০ তারিখ একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত হয়েছে।	-
সীতাকুন্ড ভুমি অফিস	৩০	-	-	-	ভূমি অফিস ৪৩৩/- টাকা	উপজেলা পর্যায়ে এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য অধিকার ২০০৯ বিষয়ে জনগণকে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠান করা হয়েছে। এ কার্যালয়ে সিটিজেন চার্টার প্রদর্শন করা হয়েছে।	-
মোট	৩১	১	-	-	৪৩৩	-	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

কক্সবাজার পিটিআই	০১	-	-	-	-	সিটিজেন চার্টার মোতাবেক কার্যক্রম চলমান।	-
খাগড়াছড়ি	-	-	-	-	-	১) জেলা প্রশাসনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ১ জন ও বিকল্প কর্মকর্তা ১ জন এবং ৮ উপজেলায় ৮ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ২) তথ্য অধিকার আইন অনুসরণে জনগণের নিকট অবাধ তথ্য সরবরাহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সকল বিভাগীয় প্রধানকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।	জনগণের তথ্য জানার অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একটি নির্ধারিত দিবসে একটি র‌্যালি, সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা যেতে পারে।
রাঙ্গামাটি (১) পৌরসভা	০১	-	-	-	বিনামূল্যে তথ্য প্রদান করা হয়েছে	তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগসহ তথ্য সেবা গঠন করা হয়েছে।	-
(২) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়	৫৪	-	-	-	-	-	-
(৩) উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়	০৪	-	-	-	-	-	-
(৪) টিইও, বিলাইছড়ি	৮০	-	-	-	-	মানসম্মত শিক্ষার সচেতনতা বৃদ্ধি, নারী ও শিশু পাচার রোধ এবং ২০১১ সালে সকল শিশুকে স্কুলগামী করা।	-
মোট	১৩৯	-	-	-	-	-	-
ব্রাহ্মণ বাড়িয়া	২২০	-	-	-	-	জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভা, আইন-শৃঙ্খলা, এনজিও বিষয়ক বিভিন্ন সভা/সেমিনারে তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বস্তবায়নের জন্য আলোচনা করা হয়। সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে স্ব-স্ব উপজেলায় তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশ প্রদান এবং নিয়মিত তত্ত্বাবধান করার জন্য বলা হয়েছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নীচতলায় স্থাপিত ফ্রন্ট ডেস্ক এ তথ্য চাওয়ার নির্ধারিত ফরমসহ সার্বক্ষণিক তথ্য প্রদানের জন্য কর্মচারী	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

						নিয়োগ করা হয়েছে এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর নির্দেশনা অনুসারে নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। তথ্য কমিশন হতে প্রাপ্ত লিফলেট/প্রচারপত্র রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সরকারী অফিস প্রধান, গণমাধ্যম, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, এনজিও প্রতিনিধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উপজেলা পরিষদ ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নিকট বিতরণপূর্বক বহুল প্রচারের মাধ্যমে বিষয়টি জনগণকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।	
চাঁদপুর	১১০	-	-	-	-	১) অত্র কার্যালয়ে তথ্য প্রদান ইউনিট নামে পৃথক একটি শাখা খোলা হয়েছে এবং একজন সহকারী কমিশনার, একজন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর এবং একজন এম.এল.এস.এস. কে উক্ত শাখায় নিয়োগ করা হয়েছে। (২) সিটিজেন চার্টার বোর্ডের মাধ্যমে টানানো হয়েছে। (৩) তথ্য অধিকার আইন ওয়েব পোর্টালে সন্নিবেশ করা হয়েছে। (৪) তথ্য প্রদান ইউনিট থেকে তথ্য প্রাপ্তির নিয়মাবলী, আবেদন প্রক্রিয়া এবং মূল্য উল্লেখ করে একটি সাধারণ নির্দেশনা এ জেলার ওয়েব পোর্টালে সন্নিবেশ করা হয়েছে।	-
নোয়াখালী (১)জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (২) পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	 ০৪ ১০	-	-	-	-	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সভা, সমাবেশ, সেমিনারে তথ্য অধিকার আইনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	তথ্য সেবা কেন্দ্র/ তথ্য প্রদান ইউনিটে পৃথকভাবে জনবল নিয়োগ করা, জরুরী ভিত্তিতে কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইন্টারনেট মডেম, ফটোস্ট্যাট ও ফ্যাক্স মেশিন সরবরাহ করা এবং ইউনিটের কর্মকর্তাকে সরকারিভাবে মোবাইল সেট ও ভাতা প্রদান করা যেতে পারে
মোট	১৪	-	-	-	-	-	-
বান্দরবান জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	০৪	৩ টি আবেদন নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।	-	-	-	১। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অধীন সকল তথ্য সহজভাবে নাগরিকরা যাতে পেতে পারে সে লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রবেশ মুখে নাগরিক সনদ স্থাপন করা হয়েছে। এই সনদের মাধ্যমে কোন সেবা কোথায় কত দিনের মধ্যে কিভাবে পাওয়া যায় তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে।	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

						২। সকল তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাওয়ার জন্য তথ্য বাতায়ন নামে একটি ওয়েব সাইট খোলা হয়েছে। ওয়েবসাইটে সকল তথ্য প্রতিদিন হালনাগাদ করা হয়। ওয়েবসাইটের ঠিকানা- www.dcbandarban.gov.bd । ৩। সকল বিভাগ এবং উপ-বিভাগ কম্পিউটারাইজ করা হয়েছে। ৪। বিভিন্ন বিষয়ে সেবা প্রার্থীরা যাতে মতামত বা অভিযোগ প্রেরণ করতে পারে সে লক্ষ্যে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। ৫। অফিস চলাকালীন সময়ে সার্বক্ষণিক ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে যে কোন তথ্য প্রদান ও গ্রহণ করা হয়।	
লক্ষ্মীপুর	-	-	-	-	-	(১) তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ। (২) তথ্য প্রদান ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিষয়াবলী জনগণের কাজে প্রচারের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সভা সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা যেতে পারে।
ফেনী	-	-	-	-	-	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে এ কার্যালয়ে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা, একজন অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা এবং একজন আপীল কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।	-
কুমিল্লা	-	-	-	-	-	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী এ কার্যালয়সহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রায় সকল দপ্তরে তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। জনগণের তথ্য জানার সুবিধার্থে এ কার্যালয়সহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সকল অফিসে সিটিজেন চার্টার স্থাপন করা হয়েছে।	-
চট্টগ্রাম বিভাগের মোট	**৫১৯**	**৪**	-	-	**৪৩৩**	-	-

খুলনা বিভাগ							
কুষ্টিয়া (১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার কুষ্টিয়া সদর	১	১ বিধি মোতাবেক আবেদন না করায় বাতিল	-	-	-	-	-
(২) উপজেলা নির্বাচন অফিস	১০	১০ বিধি মোতাবেক আবেদন না করায় বাতিল	-	-	-	-	-
মোট	১১	১১	-	-	-	-	-
নড়াইল	১৫১	১১	-	-	-	জেলার বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ, সিটিজেন চার্টার, ওয়েব সাইট খোলা হয়েছে। এছাড়াও জেলা প্রশাসনে ওয়ান স্টপ সার্ভিস শাখা খোলা হয়েছে।	
যশোর (১) জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (২) চৌগাছা (৩) বাঘারপাড়া (৪) কেশবপুর	৪,৪৪৩ ১১ ৪৫ ২	-	-	-	-	ক) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সহ জেলার অন্যান্য অফিসসমূহে ই-মেইল এবং ওয়েব সাইট খোলা হয়েছে। খ) জেলা এবং সকল উপজেলায় ই-সেবা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ই-সেবা কাউন্টার এবং ই-মেইল ঠিকানা ব্যবহার করে চাহিত তথ্য দ্রুততম সময়ে প্রেরণ নিশ্চিত হয়েছে।	-
মোট	৪৫০১	-	-	-	-	-	-
মেহেরপুর (১) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	-	-	-	-	-	সেমিনার/সভা/সমাবেশেরে আয়োজন করা হয়েছে	তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপক প্রচারের জন্য প্রস্তাব পাওয়া যাচ্ছে।
(২) মেহেরপুর সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ	১৩৩	-	-	-	-	চিঠিপত্র, নোটিশ, লিফলেট, ব্যানার, মাইকিং, অভিভাবক সমাবেশ, প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন, র‌্যালি, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম এবং সাংবাদিক সম্মেলন।	-
(৩) প্রধান ডাকঘর,	৩০	-	-	-	-	-	-
(৪) মেহেরপুর সদর	০১	-	-	-	-	-	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

উপজেলার অফিসসমূহ	-	-	-	-	-	-	-
মোট	১৬৪	-	-	-			-
সাতক্ষীরা	০৪	০৪	০৪	-	-	১। তথ্য অধিকার আইন জেলা তথ্য বাতায়নে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের নাম এবং দাপ্তরিক তথ্য সন্নিবেশন করা হয়েছে। ২। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য অনুরোধপত্র প্রদান করা হয়েছে। ৩। তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশনার কার্যক্রম চলছে এবং জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে জনগণকে এ বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে।	-
বাগেরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	০১	০১ টি, সংশ্লিষ্ট জমিজমা নিয়ে মহামান্য হাইকোর্টসহ দেওয়ানী আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকায় তথ্য কমিশনের নির্দেশমতে নথিভুক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।	-	-	-	তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জেলার সকল সরকারী দপ্তর ও এনজিও প্রধানকে অবহিত করা হয়েছে, সিটিজেন চার্টার টানানোর জন্য বলা হয়েছে এবং প্রত্যেক অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। অত্র অফিসে তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র খুলে কর্মচারী পদায়ন করা হয়েছে, উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সভা/সমাবেশ এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে।	-
খুলনা	-	-	-	-	-	জেলা প্রশাসনের তথ্য বাতায়নে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর নির্দেশনা অনুসারে জেলা/উপজেলা/দপ্তর /অধিদপ্তর/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও সব ধরণের দাপ্তরিক তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে।	-
চুয়াডাঙ্গা	-	-	-	-	-	তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলার সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থার প্রধানকে সাধারণ জনগণকে তথ্য প্রদানের সার্বিক সহায়তা প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।	দেশের সাধারণ জনগণের তথ্য গ্রহণের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সভা, ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের আয়োজন করে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

ঝিনাইদহ		-	-	-	-	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জেলা তথ্য বাতায়নে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জেলার অধিকাংশ দপ্তর/কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/বিকল্প দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে এবং যে সমস্ত অফিস এখনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করেননি তাঁদের অবিলম্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ সম্পন্ন করার জন্য পত্র প্রদান করা হয়েছে। জেলা তথ্য বাতয়নটি নিয়মিত হাল-নাগাদ করা হচ্ছে এবং সিটিজেন চার্টার সন্নিবেশ করা হয়েছে।	-
মাগুরা	-	-	-	-	-	ক) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ‘তথ্য বাতায়ন’ নামে ওয়েব সাইট খোলা হয়েছে (যার নম্বর www.dcmagura.gov.bd)। ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও আপীল কর্তৃপক্ষের নাম ‘তথ্য বাতায়ন’ ওয়েবসাইটে সন্নিবেশ করা হয়েছে। খ) জেলাধীন সকল মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অফিস/সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। গ) ওয়েবসাইটি হালনাগাদ করা হচ্ছে এবং অত্র কার্যালয়সহ জেলার সকল প্রতিষ্ঠানের সিটিজেন চার্টার ‘তথ্য বাতায়ন’ এ সন্নিবেশ করা হয়েছে। ঘ) জেলার সকল কর্মকর্তার সমন্বয়ে জনঅবহিতকরণ সভা করা হয়েছে।	-
খুলনা বিভাগের মোট	**৪,৮৩২**	**২৭**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
রাজশাহী বিভাগ							
বগুড়া	৩৫৭	-	-	-	১৭০/টাকা	-	-
রাজশাহী (১) নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ	২৫৫	-	-	-	বিনামূল্যে তথ্য সরবরাহ করা হয়।	মাসিক রিভিউ মিটিং এ আলোচনা হয়।	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

(২) উপ-পরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	৬০	-	-	-	-	(১) সার্বিক যুব কার্যক্রমের তথ্যাবলী (সিটিজেন চার্টার) জেলা প্রশাসনের তথ্য বাতায়নে সন্নিবেশের জন্য প্রেরণ। (২) ৮ ডিসেম্বর জাতীয় যুব দিবস ২০১০ উদযাপন উপলক্ষে যুব কার্যক্রম সম্পর্কিত পুস্তিকা প্রকাশ এবং বিতরণ।	-
মোট	৩১৫						
জয়পুরহাট	১০৭	-	-	-	চাহিত তথ্য বিনামূল্যে সরবরাহকৃত	**জেলা** উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সভা, জেলা এনজিও বিষয়ক সমন্বয় সভা এবং জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভাসহ অন্যান্য সভায় তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।	-
নওগাঁ (১) **জেলা** প্রশাসকের কার্যালয়	১৭	-	-	-	সরকারী স্বার্থে বিনামূল্যে বে-জাবেদা নকল সরবরাহ করা হয়েছে	ক) তথ্য বাতায়নে জেলা প্রশাসকের দপ্তরের সিটিজেন চার্টার ও তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। খ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। জেলা তথ্য বাতায়নে জেলার সব দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম সংযোজন করা হয়েছে। গ) জেলা প্রশাসক, নওগাঁ কর্তৃক ৩০/১২/২০১০ খ্রিঃ তারিখে জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৩০ ধারা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।	-
(২) সরকারী বি,এম,সি মহিলা কলেজ, নওগাঁ	৫৪	-	-	-	-	-	-
(৩) **জেলা** প্রাণি সম্পদ অফিসারের কার্যালয়, নওগাঁ	৪	-	-	-	-	-	-
(৪) **জেলা** সমবায় অফিসারের কার্যালয়	২০	-	-	-	-	-	-
মোট	**৯৫**						

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পাবনা	-	-	-	-	-	-	-
(১) উপজেলা নির্বাহী অফিস সুজানগর	০৭	০৭	-	-	-	-	
(২) আঞ্চলিক পরিসংখ্যান কর্মকর্তার কার্যালয়	০৩	-	-	-	-	সিটিজেন চার্টার অত্র কার্যালয়ে প্রদর্শন	-
(৩) উপ-মহাব্যবস্থাপকের কার্যালয়, বিসিক	১৪	-	-	-	-	সিটিজেন চার্টার অত্র কার্যালয়ে প্রদর্শন	-
(৪) জেলা মার্কেটিং অফিস, পাবনা	৩৭	-	-	-	-	-	-
(৫) উপ-পরিচালক বি,আর,ডি,বি, পাবনা	২৪	-	-	-	-	-	-
মোট	৮৫	৭					
চাঁপাইনবাবগঞ্জ (১) জেলা প্রশাকের অফিস	০১	-	-	-	জেলা প্রশাসন কর্তৃক ২.০০ টাকা এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা কর্তৃক ১০৫.০০ টাকা সর্বমোট ১০৭.০০ টাকা আদায় হয়েছে।	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে একটি তথ্য ও অভিযোগ শাখা খোলা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা ও বিকল্প কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। পাশাপাশি আইনটি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়েছে। এছাড়া জেলার অধিকাংশ সরকারী ও বেসরকারী কার্যালয়ে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। সনাক, টিআইবি কর্তৃক আয়োজিত পৌর তথ্য মেলা, ২০১০ ও কেন্দ্রীয় তথ্য মেলায় অংশ গ্রহণ করা হয়। তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য জেলা তথ্য অফিস কর্তৃক চলচ্চিত্র প্রদর্শন, সংগীতানুষ্ঠান, সেমিনার, আলোচনা সভা করা হয়েছে।	-
(২) চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা	৭০	-	-	-	ঐ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের বাজেট জন সম্মুখে ঘোষিত হয়েছে।	-
মোট	৭১				১০৭/-		

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

নাটোর	-	-	-	-	-	জেলা ও উপজেলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ওয়েব সাইট (তথ্য বাতায়ন) খোলা হয়েছে। উক্ত ওয়েবসাইটে জেলা ও উপজেলার হালনাগাদ তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে, সিটিজেন চার্টার তৈরী করে কার্যালয়ের প্রবেশ পথে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। জেলার সকল এনজিওদের ওয়েব সাইট খোলা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য বলা হয়েছে। জনগণের নিকট বিভিন্ন সেবা সহজে প্রদাণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে। এছাড়া তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি আলোচনা সভা ও সেমিনার করা হয়েছে।	-
সিরাজগঞ্জ	-	-	-	-	-	তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন।	-
রাজশাহী বিভাগের মোট	১,০৩০	৭	-	-	২৭৭/-	-	-
সিলেট বিভাগ							
হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়-	২,৬৪১	-	-	-	-	ক) অত্র কার্যালয়ে একটি " তথ্য ও সেবা কেন্দ্র" (Front Desk) স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত কেন্দ্রে স্থাপিত ইন্টারকাম ও টেলিফোনের মাধ্যমে অত্র কার্যালয়ের বিভিন্ন শাখা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তাৎক্ষণিকভাবে সেবা গ্রহীতাকে প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। খ) অবাধ তথ্য সরবরাহের জন্য অত্র কার্যালয়ে জেলা তথ্য বাতায়ন (www.dchabiganj. gov.bd) চালু করা হয়েছে।	-
সিলেট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	০১	০১ (এক) টি। ৭ (ছ) ধারা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।	-	-	-	১) জেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট সকল অফিসে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সরবরাহ করা হয়েছে। ২) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে তথ্য সম্বলিত বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

সুনামগঞ্জ	-	-	-	-	-	-	-
মৌলভীবাজার	-	-	-	-	-	জনগণকে তথ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তথ্য সেবা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।	-
সিলেট বিভাগের মোট	**২,৬৪২**	**১**	-	-	-	-	-
বরিশাল বিভাগ							
বরিশাল	-	-	-	-	-	-	-
বরগুনা	-	-	-	-	-	-	-
পটুয়াখালী	১৫০	-	-	-		এ জেলায় সকল উপজেলাসহ সকল দপ্তরে তথ্য ইউনিট খোলা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে একজন কর্মকর্তাকে তথ্য ইউনিটের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।	(ক) তথ্য সেবা কেন্দ্রে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ফটোকপি মেশিন, ডিজিটাল ক্যামেরা, ফ্যাক্স মেশিন সরবরাহ করা । (খ) তথ্য সেবা কেন্দ্রে জনবল নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। (গ) তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম ও তথ্য সরবরাহে অপারগতায় নোটিশ বাংলাদেশ ফরম ও স্টেশনারী অফিস থেকে সরবরাহ করা যেতে পারে।
পিরোজপুর	-	-	-	-	-	তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রচারণামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।	-
ঝালকাঠি	-	-	-	-	-	-	-
ভোলা	-	-	-	-	-	-	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

বরিশাল বিভাগের মোট	**১৫০**	**-**			**-**	**-**	**-**
রংপুর বিভাগ							
পঞ্চগড়	১০১০	-	-	-	৪০২/-	সিটিজেন চার্টার মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ, তথ্য অধিকার সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	-
লালমনিরহাট জেলা নির্বাচন অফিস,লালমনিরহাট	০৫				ভোটার তালিকার সার্টিফাইড কপি গ্রহণের জন্য আবেদনের সহিত ১০০/- টাকার কোর্ট ফি লাগানো ছিল।	জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে তথ্য অধিকার বিষয়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শন, সংগীতানুষ্ঠান, কমিউনিটি সভা মহিলা সমাবেশ, পথ প্রচার কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। আবেদনের প্রেক্ষিতে সার্টিফাইড কপি প্রদান করা হয়।	-
রংপুর	৩৬৩	০৪টি	-	-	৩,৪৫০/-	০১টি	-
কুড়িগ্রাম	-	-	-	-	-	-	-
গাইবান্ধা	-	-	-	-	-	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশাবলী যথাসময়ে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।	-
নীলফামারী	-	-	-	-	-	-	-
ঠাকুরগাঁও	-	-	-	-	-	-	-
দিনাজপুর দিনাজপুর জেলা প্রশাসন ও অধীন উপজেলা প্রশাসনের সমন্বিত তথ্যাদি-	-	-	-	-	-	(১) নাম ফলকে অফিস প্রধানের পদবীর সহিত'তথ্য প্রদানকারী অফিসার' লিখার আদেশ প্রদান। (২) তথ্য চাহিদাকারীকে তথ্য প্রদানের আদেশ প্রদান। (৩) হেল্প ডেস্ক ব্যবস্থা সুবিধাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম ও কার্যালয়ের প্রধান ফটোকের সামনে সিটিজেন চার্টার স্থাপন।	-
রংপুর বিভাগের মোট	**১,৩৭৮**	**৪**	**-**	**-**	**৩,৯৫২/-**	**-**	**-**
সর্ব মোট	**১৪,০৭৭**	**৫৭**	**-**	**-**	**১৭,৬১২**	**-**	**-**

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পরিশিষ্ট ০৭

বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির সমন্বিত প্রতিবেদন

ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ
এনজিওর নাম	কর্তৃপক্ষ ওয়ারী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত অনুরোধের সংখ্যা	অনুরোধকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য না দেওয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা এবং এই আইনের যে সকল বিধানের আওতায় উক্ত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়েছে উহার বিবরণ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীলের সংখ্যা এবং উক্ত আপীলের ফলাফল	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উহার কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তি মূলক ব্যবস্থার বিবরণ	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই আইনের অধীন সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণের বিবরণ	তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ	নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সহিত সম্পৃক্ত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাব
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)	২০৮২ টি (ঢাকা অফিস-২২৪ টি এবং স্থানীয় পর্যায়ের ৪৫টি অফিস-১৮৫৮ টি)	-	-	-	-	১। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ওপর লিফট (FAQ), স্টিকার প্রস্তুত ও ১৫ হাজার কপি বিতরণ। ২। তথ্যের অধিকার ও তথ্য প্রাপ্তিকে উপজীব্য করে টিআইবি স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও স্থানীয় সরকার বিষয়ে ৩ টি টিভি বিজ্ঞাপন এবং রেডিও বার্তা তৈরি করেছে। স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি বিজ্ঞাপন এটিন বাংলা, চ্যানেল আই ও বিটিভিতে প্রচারিত হয়েছে। ৩।২৮ সেপ্টেম্বর ২০১০ এর তথ্য জানার অধিকার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে RTK Forum এর পক্ষ থেকে গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করা হয়। ৪।২৮ সেপ্টেম্বর ২০১০ এর তথ্য জানার অধিকার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে RTI Forum এর পক্ষ থেকে প্রেস ক্লাবের সম্মুখে মানববন্ধন এর আয়োজন করা হয়। ৫। তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা ইয়েসগ্রুপ এর আয়োজনে সেমিনার।	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

						৬। তথ্য জানার অধিকার দিবস উদ্‌যাপন ২০১০ উপলক্ষ্যে ইয়েস গ্রুপ এক সেমিনার এবং একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। ৭। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার বিতরণের লক্ষ্যে, 'Right to Information and the challenges of objective journalism' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন। ৮। ঢাকা ইয়েস গ্রুপ এর সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি। ৯। ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ বিতরণ কার্যক্রম। ১০। ২৮ সেপ্টমম্বর ২০১০, তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ২৪টি সনাক (সচেতন নাগরিক কমিটি) অঞ্চলে ২ দিন ব্যাপি তথ্য মেলার আয়োজন করা হয়। এছাড়া সচেতনতামূলক র‍্যালি, সেমিনার ও আলোচনা সভা, সচেতনতামূলক নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাংকন, রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ১১। ১৪টি সনাক অঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক স্থাপন করে তথ্য প্রদান করা হয়।	
মানবিক সাহায্য সংস্থা	১৯৭	-	-	-	-	১। উপজেলা, জেলা তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ/এসাইন করা। ২। কেন্দ্রীয়ভাবে সমম্বয়ের জন্য তথ্য কর্মকর্তা এসাইন করা। ৩। তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।	-
গণ কল্যাণ সংস্থা	৩২	-	-	-	-	১। সংস্থা কর্তৃক একজন তথ্য অফিসার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ২। সংস্থার পক্ষ থেকে বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে তথ্য সরবরাহের জন্য একটি তথ্য সেল গঠন করা হয়েছে। ৩। এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মাধ্যমে ছাড়কৃত অর্থের এফডি-৬ এর কপি প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকার উপজেলা	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

						নির্বাহী কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসনের দপ্তরে প্রেরণ করা হয়। ৪। সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচীর কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রতি মাসে প্রকল্প/কর্মসূচী বাস্ত বায়ন এলাকার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসনের দপ্তরে প্রেরণ করা হয়। ৫। প্রধান কার্যালয় থেকে সংস্থার সকল কার্যালয়ে, সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারের কাছে অবাধ তথ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হটলাইন চালুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ৬। কর্ম এলাকা ভিত্তিক বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট এলাকার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসনের দপ্তরে প্রেরণ করা হয়। ৭। চাহিবা মাত্র সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তর/ সংস্থার সাথে জড়িত ব্যাক্তিদের তথ্য সরবরাহ করা।	
Voluntary Association for Rural Development (VARD)	৩০	-	-	-	-	তথ্য প্রবাহ অবাধ ও নিরপেক্ষ করার জন্য সংস্থা বিভিন্ন জেলা উপজেলা পর্যায়ে অফিসাদেশ প্রদান করা হয়েছে।	-
সলিডারিটি	২০	-	-	-	-	ইহা একটি আঞ্চলিক অলাভজনক উন্নয়ন সংস্থা। তথ্য আদানপ্রদান এবং তথ্য ব্যাপক হারে প্রকাশ করাই সংস্থার কার্যক্রমকে গতিশীল করবে বলে সংস্থা বিশ্বাস করে।	-
সমাধান	৫	অনুরোধকারী কর্তৃক সবকটি তথ্য যথাযথভাবে সরবরাহ করা হচ্ছে।	-	-	-	তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করেছেন। অনুরোধকারীর অনুরোধকৃত তথ্য প্রদান সংক্রান্ত একটি রেজিষ্টার খোলা হয়েছে। কোন অনুরোধকারীকে তথ্য প্রদানের সময় অনুরোধকারীর পুর্নাঙ্গ ঠিকানা ও প্রদানকৃত তথ্যাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়।	অনুরোধকারীর অনুরোধকৃত তথ্যাদি সঠিকভাবে প্রদানের নিমিত্তে প্রতিটি অফিসে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

							কর্মকর্তা নিয়োগ করা প্রয়োজন।
প্রগতি কো-অপারেটিভ ল্যান্ডমর্টগেজ ব্যাংক লিঃ	৫	-	-	-	২৫/- টাকা	-	-
গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা	১	-	-	-	-	-	-
শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন (এসএনএফ)	১	-	-	-	সরবাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ নেই কারণ অনুরোধটি ডাকযোগে প্রাপ্ত হয়েছিল।	১। জেলা প্রশাসকের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত সেমিনারে সংস্থার পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অংশ গ্রহণ-১দিন। ৩। সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে তথ্য অধিকার আইন ও তার বাস্তবায়ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ৪। সংস্থার ১৭টি শাখা অফিসের শাখা ব্যবস্থাপক পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন ও তার বাস্তবায়ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং ১৭ জন ব্যবস্থাপককে সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।	-
সোসাইটি অব	৩২	-	-	-	-	১। সাধারণ জনগণ যাতে খুব সহজে তথ্য পায় তার জন্য	-
রেনেসাঁ বাংলাদেশ (এস.আর.বি)						সরকারের মন্ত্রণালয়, দপ্তর থেকে তথ্য সংগ্রহ করে "রেনেসাঁ তথ্য সেন্টারে' সংগ্রহ করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২। আগামীতে লিখিত আবেদনের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহের সিদ্ধান্ত হয়।	
প্রেপ (Program for Research and Elimination of Poverty)	০৫	-	-	-	-	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ১০ অনুযায়ী অত্র প্রতিষ্ঠানে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও একজন বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে।	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

স্পিড ট্রাস্ট	১৬	-	-	-	-	১। স্ব-প্রনাদিতভাবে ওয়েব সাইডের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য প্রচার; ২। মাঠপর্যায়সহ সকল পর্যায়ের কার্যালয়সমূহে প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যসমূহ যেমন : (প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, পরিচালনা প্রক্রিয়া, প্রকল্প কার্যক্রম, বাজেট বিবরণ, মানব সম্পদ, প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালা) ইত্যাদি উন্মুক্ত প্রদর্শনের ব্যবস্থা; ৩। প্রতিষ্ঠানে তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে ১জন স্টাফকে দায়িত্বভার অর্পণ এবং সংশ্লিষ্ট স্টাফের নাম, পদবী, ঠিকানাসহ তথ্য কমিশন ও সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ; ৪। ভূমি অধিকার ও ভূমি আইন (খাসজমি) সংশ্লিষ্ট বিল বোর্ড জনবহুল স্থানে স্থাপন; ৫। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের স্টাফদেরকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন প্রদান; ৬। তথ্য অধিকার আইন সংশ্লিষ্ট ক্যাম্পেইন কার্যক্রম এর অংশ হিসেবে সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে সচেতনীকরণ সভা, শিক্ষার্থীদের সাথে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, রিক্সাপ্লেট সম্বলিত র‌্যালী ইত্যাদি।	১। তথ্য অধিকার আইন এর ব্যাপক সুফল যাতে সাধারণ জনগোষ্ঠী ভোগ করতে পারে সে জন্য সরকারী উদ্যোগে এই আইন সম্পর্কে সচেতনীকরণ ও প্রচারাভিযান জরুরী। ২। শুধুমাত্র বাংলাদেশী নাগরিক নয় যারা দীর্ঘদিন যাবৎ এ দেশে বাস করে আসছে তাদেরকেও এই আইনে প্রবেশাধিকারের সুযোগ প্রদান করা প্রয়োজন। ৩। জনগণের জীবন ও জীবিকার উন্নয়নে বিশেষ সহায়ক এই আইনটিতে তৃণমূল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথ্য কমিশনসহ সরকারী বেসরকারী উদ্যোগে সচেতন উদ্বুদ্ধকরণ কর্যক্রম গ্রহণ করা জরুরী।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

বাস্তব	৪	অনুরোধকারী প্রতিষ্ঠান যে সকল তথ্যের জন্য অনুরোধ করেছিলেন, সংস্থা সকল তথ্যই প্রদান করেছে।	-	-	-	এই আইন বাস্তবায়নের জন্য সংস্থা একজন তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ করে তা সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে অবহিত করা হয়েছে। সংস্থার সকল শাখা অফিসসমূহে উক্ত বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে।	-
ISDE	৪	-	-	-	-	-	-
কারসা ফাউন্ডেশন	১	-	-	-	-	-	-
প্রত্যাশা, কিশোরগঞ্জ	৪	-	-	-	-	-	-
TRAID	২	-	-	-	-	-	-
CRAFT NGO, Mymensingh							
প্রয়াস	-	-	-	-	-	সংস্থায় তথ্য সরবরাহ এর জন্য একজন নিদিষ্ট কর্মকর্তা নিয়োজিত রয়েছে।	-
সূচনা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	-	-	-	-	-	সংস্থার বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পের তথ্য বিবরণী ক্রমান্বয়ে তথ্য বোর্ডের মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে ও জেলা-উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনের সমন্বয় মিটিং এর মাধ্যমে অবহিতকরণ ও তথ্যাদি প্রেরণ এবং একজন তথ্য অফিসার নিয়োগের মাধ্যমে তথ্য অধিকার বিধানাবলী পালন নিশ্চিত করা হচ্ছে।	-
ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)	-	-	-	-	-	১। তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সারাদেশে ১২টি জাতীয় ও ৭ টি স্থানীয় গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ। ২। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন বিষয়ে এনজিও প্রতিনিধিদের খুলনা ও চট্টগ্রামে ৪টি ব্যাচে ৭৭ জনকে প্রশিক্ষণ। ৩। সারাদেশে দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ-সহকারী পরিচালক ও সহকারী পরিচালক পর্যায়ে ১০০ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ। ৪। ৪টি বিভাগে তথ্য অধিকার আইন, সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয় শীর্ষক সেমিনার আয়োজন। ৫। ঢাকায় রাইট টু ইনফরমেশনঃ হাউ টু মুভ ফরওয়ার্ড শীর্ষক জাতীয় সেমিনার আয়োজন। ৬। বিভাগীয় সেমিনারের ফলাফল নিয়ে তৃণমূলের কণ্ঠস্বর নামে একটি সার-সংক্ষেপ প্রকাশ।	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

						৭। সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইন নামে সাংবাদিকদের জন্য হ্যান্ডবুক প্রকাশ ও বিতরণ। ৮। দুর্নীতি দমন কমিশনের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা তৈরীতে টেকনিক্যাল সাপোর্ট। ৯। তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক কোন প্রশিক্ষণ তৈরীর জন্য সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ। ১০। এমআরডিআই এর তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রস্তুত ও প্রকাশ।	
ঘাসফুল	-	-	-	-	-	তথ্য অধিকার বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য ঘাসফুল ইতোমধ্যে ব্যবস্থাপক পদমর্যাদার এক কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালার চুড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে, যা পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদন করা হবে। ঘাসফুল কর্তৃক প্রণীত তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা বিভিন্ন সমমনা সংস্থা ও দাতা সংস্থার কাছে প্রয়োজনীয় সংস্কার এর জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাবের সমন্বয়ে একটি কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।	-
ওয়েভ ফাউন্ডেশন	-	-	-	-	-	এ বিষয়ে ২০১০ সালে সংগঠনের পক্ষ হতে কেন্দ্রীয়ভাবে একজন তথ্য অফিসার নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি সংগঠনের কর্মএলাকাভুক্ত সকল জেলা ও উপজেলাপর্যায়ে একজন কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইনের বিধান অনুযায়ী তথ্য প্রদান সংক্রান্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সংগঠন তার সকল প্রকল্প ও কর্মসূচীর সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমসমূহে নাগরিক অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অন্যতম সহায়ক হিসেবে এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে বিষয় হিসেবে তথ্য অধিকার আইন সন্নিবেশিত করেছে।	-
নারী ও শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (N.S.K)	-	-	-	-	-	অত্রকার্যালয়ে তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক একজন তথ্য প্রদানকারী নিয়োগ করা হয়েছে।	-
ডগলাস মেমোরিয়াল চিল্ড্রেন্স হোম	-	-	-	-	-	১। জেলা পর্যায়ে তথ্য প্রদানের জন্য একজনকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ২। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

						করা হচ্ছে।	
দীপ সেতু	-	-	-	-	-	১। প্রতিমাসে ডিসি অফিসে কার্যক্রম অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ ও মাসিক সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ। ২। প্রতিমাসে কর্ম এলাকার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অফিসে কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ ও মাসিক সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ। ৩। বাৎসরিক অগ্রগতির প্রতিবেদন মুদ্রণ ও বিতরণ।	-
গ্রামীণ কৃষি ফাউন্ডেশন	-	-	-	-	-	তথ্য সরবরাহের জন্য একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।	
বরেন্দ্র এ্যাডভান্সমেন্ট ইন্টিগ্রেটেড কমিটি	-	-	-	-	-	সংস্থার স্টাফ ও গ্রুপ সদস্যদের নিয়ে আলোচনা সভা করা হয়েছে।	-
BNSB BASE EYE HOSPITAL, Sirajganj	-	-	-	-	-	১। প্রতিষ্ঠানের তথ্যাবলী বোর্ডে লিখিত আকারে সংস্থার নিজস্ব কার্যালয়ে স্থাপন করা আছে। ২। প্রতিমাসে ডিসি অফিসে কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ ও মাসিক সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ। ৩। ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ।	-
মোট	**২৪৪১**	-	-	-	**২৫/-**	-	-

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পরিশিষ্ট ০৭/২

যে সকল এনজিওতে তথ্য প্রাপ্তির জন্য কোন আবেদন পাওয়া যায়নি

তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে সমন্বিত প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য তথ্য কমিশনে তালিকাপ্রাপ্ত ২৬৩ টি এনজিওকে অনুরোধ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ৭২ টি এনজিও থেকে প্রতিবেদন পাওয়া যায়। কিন্তু নিম্ন লিখিত এনজিওগুলোতে তথ্যপ্রাপ্তির বিষয়ে কেউ কোন প্রকার আবেদন বা দাবি উত্থাপন করেননি বিধায় কোন প্রকার তথ্য সরবরাহ করা হয়নি মর্মে প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে যা শূন্য প্রতিবেদন হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এরূপ এনজিওগুলোর নাম ও ঠিকানা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. Voluntary Paribar Kalyan Association (VPKA), South Bhabanipur, Rajbari.
২. Village Development Foundation, Upazila Porishad Road, Barrikhali, Morrelgonj, Bagerhat.
৩. নুসা, নড়িয়া, শরীয়তপুর- ৮০২০।
৪. Rural Reconstruction Foundation, RRF Bhaban, C&B Road, Karbala, P.O. Box- 07, Jessore-7400.
৫. সাজেদা ফাউন্ডেশন, বাড়ি নং- ২৮, রোড রং- ০৭, ব্লক- সি, নিকেতন হাউজিং সোসাইটি, গুলশান- ০১, ঢাকা- ১২১২।
৬. বর্ণালী, মালেক ভবন, ৪০ গোয়ালপাড়া, এনায়েত বাজার, কোতয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০।
৭. সেলফ-হেল্প এন্ড রিহেবিলিটেশন প্রোগ্রাম (শার্প), নতুন বাবুপাড়া, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
৮. Bangaladesh Nari Progati Sangha, Kolpona Sundor, 12/14, Babor Road (1st Floor), Block- B, Mohammadpur Housing Estate, Dhaka-1207.
৯. এ্যাকশান ইন ডেভেলপমেন্ট-এইড, এইড কমপ্লেক্স, ষাটবাড়ীয়া, ঝিনাইদহ-৭৩০০।
১০. মানব শক্তি উন্নয়ন কেন্দ্র, ৭৭, মাহতাব উদ্দিন সড়ক, কোর্ট পাড়া, কুষ্টিয়া-৭০০০।
১১. SAVIOUR, 36, Rail road, Jessore.
১২. নিজেরা করি, ৭/৮ ব্লক-সি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।
১৩. সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজ (সিএনআরএস), বাড়ি নং ১৯/বি, ব্লক-বি, সড়ক নং ১৬, বনানী, ঢাকা-১২১৩।
১৪. রিপ্রোডাকটিভ হেলথ সার্ভিসেস ট্রেনিং এণ্ড এডুকেশন প্রোগ্রাম (আরএইচস্টেপ), ২৬৪/৫ পশ্চিম শেওড়াপাড়া, বেগম রোকেয়া সরণি, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।
১৫. মৌসুমী, উকিলপাড়া, নওগাঁ।
১৬. TALF, House -17, Road- 27, C.D.A. R/A, Agrabad, Chittagong.
১৭. International Educational Foundation, 7 Rashik Hazari lane, Chawk Bazar, Chittagong.
১৮. A stand for a self-reliant Bangladesh, 3/7, Asad Avenue, Mohammadpur, Dhaka-1207.
১৯. বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন (বি.কে.এফ), P.O- Rajghat, Nowapara Municipal Area, Abhaynagar, Jessore.
২০. WaterAid, House- 97/B, Road- 25, Block- A, Banani, Dhaka.
২১. Centre for Policy Dialogue, House- 40C, Road- 11, Dhanmondi, Dhaka.
২২. গ্রামীণ ব্যাংক, মিরপুর- ২, ঢাকা-১২১৬।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

২৩. RESEARCH INITIATIVES, BANGALADESH, House No-104, Road No- 25, Block-A, Banani, Dhaka-1213.

২৪. ফেয়ার (Fair), Shakal-Shandha Goli, (Infront of DC Court), East Mojampur Kushtia-7000.

২৫. ডরপ (Development Organization of the Rural Poor), 36/2, East Shewra Para, Mirpur, Dhaka- 1216.

২৬. সাউথ এশিয়া পার্টনারশিপ-বাংলাদেশ, কাজিপুর রোড মোড়, সয়াধানগড়া, সিরাজগঞ্জ।

২৭. বঙ্গীয় গণ উন্নয়ন সমিতি (বিজিএস), ২০৯, থানাপাড়া, গোপালগঞ্জ।

২৮. গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস), ফুলপুর, ময়মনসিংহ।

২৯. Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication (BNNRC), House- 13/1, Road- 2, Shyamoli, Dhaka.

৩০. সৃজনী বাংলাদেশ, ১১১, পবহাটী রোড, পবহাটী, ঝিনাইদহ- ৭৩০০।

৩১. DABI Moulik Unnayan Sangstha, Chakrampur, Kathaltali, Santahar Road, Naogaon.

৩২. সমন্বিত উন্নয়ন সেবা সংগঠন (সাস), সাথী সিনেমা রোড, মধুপুর, টাংগাইল।

৩৩. দারিদ্র বিমোচন সংস্থা, ফুলবাগান রোড, মূখার্জী পাড়া, মেহেরপুর- ৭১০০।

৩৪. People Oriented Program Implementation (POPI), 5/11-A, Block-E, Lalmatia, Dhaka-1207.

৩৫. ফোকাস সোসাইটি, হাসপাতাল রোড, গাবতলী, বগুড়া- ৫৮২০।

৩৬. Access toward Livelihood and Welfare Organisation (ALOW), House -81/01, Hazra Natore, Bangladesh.

৩৭. Socio Economic Development Alliance (SEDA), Shamshernagar Road, Moulvibazar-3200, Upazila & Dist. Moulvibazar.

৩৮. যুগান্তর সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (জে এস ইউ এস), বাড়ি নং-৪৩৫, রোড নং-০৯, ব্লক- বি, চাঁদগাঁও আর/এ, চট্টগ্রাম- ৪২১২।

৩৯. শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস), সদর রোড, শরীয়তপুর, পোষ্ট কোড-৮০০০।

৪০. রুরাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, নবাবগঞ্জ, ঢাকা-১২৩০।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পরিশিষ্ট ০৮

Summary of Information on RTI Requests (Govt. & NGOs)

[As on 29th March,2011]

SL No	Institute/ Organization Name	Request for Information (RFI)	Response Given (RG)	Response Outstanding (RO)/Rejected	Money Received as Revenue
	Ministries				
1	Parliament Secretariat	5	5	0	
2	Ministry of Finance				
2(a)	Office of the C&AG	4	4	0	
3	Ministry of Information				
3(a)	MoI	2	0	2	
3(b)	Bangladesh Press Council	1	1		300
3(c)	Bangladesh Betar	1332	1332		
3(d)	Bangladesh Press Institute	1	1		
3(e)	DFP	10	10		
3(f)	Bangladesh Film Archives	1	1	0	
4	Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs	1	1	0	
5	Ministry of Cultural Affairs	25	25	0	
6	Ministry of Expatriates' Welfare & Overseas Employment	2460	2460	0	
7	Ministry of Home Affairs				
7(a)	Police Head Quarters	1	1	0	
8	Ministry of Postal & Telecommunication				
8(a)	BTRC	1	0	1 (under process)	
8(b)	Postal Division	0	0	0	
8(c)	BSCCL	791	791	0	
8(d)	Bakeshi	1	1	0	
9	Ministry of Shipping				
9(a)	BIWTA	2664	2664	0	
10	Ministry of Industries	165	165	0	
11	Ministry Of Commerce				
11(a)	a) MoC	1	1	0	
11(b)	b) Export Promotion Bureau	337	337	0	
12	Ministry of Youth and Sports				
12 (a)	Ministry of Youth and Sports	1	0	1	
13	Ministry of Agriculture	125	125		
14	Ministry of Defence				
14(a)	DGFI	4	1	3	
14(b)	Directorate of Bangladesh Meteorology	170	170	0	445650.00
14(c)	CMH	0	0		
14(d)	Office of the Principal Admin Officer	0	0		
15	Ministry of Power, Energy and Mineral Resources				
15(a)	Energy & Mineral Resources Division	1	1	0	
15(b)	Geological Survey Department	10	10	0	
15(c)	BERC	30	30	0	
16	Ministry of Establishment				
16(a)	BPSC	617	617	0	958300
17	Dhaka City Corporation	60	60	0	
18	Ministry of Women and Children Affairs	57	57	0	

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

SL No	Institute/ Organization Name	Request for Information (RFI)	Response Given (RG)	Response Outstanding (RO)/Rejected	Money Received as Revenue
	Total	**8892**	**8874**	**18**	**14,04,250.00**
	DHAKA DIVISION				
1	DC Office, Dhaka	2	0	2	
2	Narshingdi				
2(a)	District Women Affairs Office	50	50	0	
2 (b)	District Election Office	31	31	0	8900.00
3	DC Office Manikganj	500	500	0	
4	DC Office, Gazipur	1	0	1 (Rejected)	
4 (1)	DC Office, Madaripur	40	40	0	
4 (2)	Small and Cottage Industries Corporation, Madaripur	117	117	0	
4 (3)	District Election Office	20	20	0	1750.00
4 (4)	UNO Office, Shibchar	520	520	0	
4 (5)	Upazilla Livestock Office, Shibchar	76	76	0	
4 (6)	Upazilla Land Office, Shibchar	140	140	0	700.00
4 (7)	Upazilla Fisheries Office, Shibchar	104	104	0	
4 (8)	Upozilla Social Welfar Office, Shibchar	86	86	0	
4 (9)	UNO Office, Madaripur	251	251	0	
4(10)	UNO Office, Rajoir	01	501	0	
5	Narayanganj				
5(1)	DC Office, Narayanganj	1	1	0	
5(2)	District Women Affairs office, Narayanganj	50	50	0	
5(3)	DPEO, Narayanganj	31	31	0	
5(4)	Islamic Foundation, Narayanganj	25	25	0	
5(5)	DD, Youth Development	4	4	0	
6	DC Office, Faridpur	385	374	11	
7	DC Office, Netrokona	110	110	0	
7(1)	UNO Office, Netrokona	15	15	0	
7(2)	UNO Office, Barhatta	7	7	0	
7(3)	UNO Office, Kolmakanda	5	5	0	
7(4)	UNO Office, Durgapur	6	6	0	
7(5)	UNO Office, Purbadhala	5	5	0	
7(6)	UNO Office, Atpara	8	8	0	
7(7)	UNO Office, Kendua	10	10	0	
7(8)	UNO Office, Mohonganj	11	11	0	
7(9)	UNO Office, Modon	5	5	0	
7(10)	UNO Office, Khaliajuri	3	3	0	
7(11)	AC (L), Purbadhala	2	2	0	
7(12)	AC (L), Khaliajuri	1	1	0	
7(13)	Zilla Porishad, Netrokona	10	10	0	
7(15)	Agriculture Extension Office	2	2	0	
7(16)	PDB, Netrokona	5	5	0	
7(17)	Youth Development Office	20	20	0	
7(18)	Ex.En, EED	15	15	0	
7(19)	District Social Welfare Office	30	30	0	
7(20)	Civil Surgeon Office	5	5	0	
7(21)	District Accounts Office	7	7	0	
7(22)	Netrokona Pouroshabha	12	12	0	

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

SL No	Institute/ Organization Name	Request for Information (RFI)	Response Given (RG)	Response Outstanding (RO)/Rejected	Money Received as Revenue
7(23)	DEO	10	10	0	
7(24)	Netrokona Polli Biddut Samity	25	25	0	
7(25)	Islamic Foundation Bangladesh, Netrokona	5	5	0	
7(26)	DFO	3	3	0	
7(27)	District Election Office	15	15	0	
7(28)	Shisu Acadamy, Netrokona	3	3	0	
7(29)	DC Food Office	4	4	0	
7(30)	District Livestock Office	15	15	0	
7(31)	Ex.En, R & H	5	5	0	
7(32)	Fire Service and Civil Defence	2	2	0	
7(34)	District Co-operative Office	5	5	0	
7(35)	LGED, Netrokona	7	7	0	
7(36)	WDB, Netrokona	5	5	0	
8	Kishorganj				
8(1)	District Election Office, Kishorganj	16	16	0	1600.00
8(2)	UNO Office, Kishorganj	50	50	0	
8(3)	DD, Family Planning Office, Kishorganj	3	3	0	
8(4)	Upazilla Statistics Office, Kisorgomj	2	2	0	
8(5)	Upazilla Statistics Office, Bazitpur	1	1	0	
8(6)	Upazilla Agriculture Office, Hosenpur	1	1	0	
8(7)	Upazilla Youth Development Office, Kotiadi	20	20	0	
8(8)	Kisorganj Railway Station	100	100	0	
	Total	**3526**	**3512**	**14**	**12,950.00**
	CHITTAGONG DIVISION				
1	Chittagong				
1(a)	DC Office, Chittagong	1	0	1	0
1(b)	AC (Land) Office, Shitakunda	30	30	0	433.00
2	Comilla				
3	DC Office, B.Baria	220	220	0	
4	Chandpur				
4(1)	DC Office Chandpur	110	110	0	
5	Noahkhali				
5(1)	DC Office , Noahkhali	4	4	0	
5(2)	District Family Planning Office	10	10	0	
6	Rangamati				
6(1)	Rangamati Pourashabha	1	1	0	
6(2)	Agriculture Office (Sadar Upazilla), Rangamati	54	54	0	
6(3)	Social welfare Office (Sadar Upazilla), Rangamati	4	4	0	
6(4)	TEO, Billaichori Upazilla, Rangamati	80	80	0	
7	Bandarban Hill District	4	1	30	
8	Cox's Bazar District	1	1		
	Total	**519**	**515**	**4**	**433.00**
	KHULNA DIVISION				
1	DC Office, Satkhira	4	0	4	
2	DC Office, Jessore	4501	4501	0	0

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

SL No	Institute/ Organization Name	Request for Information (RFI)	Response Given (RG)	Response Outstanding (RO)/Rejected	Money Received as Revenue
3	DC Office, Kushtia	11	0	11	
4	DC Office Bagerhat	1	0	1	
5	DC Office, Meherpur	164	164	0	
6	DC Office, Narail	151	140	11	
	Total	**4832**	**4805**	**27**	**0.00**
	RAJSHAI DIVISION				
1	Rajshahi				
1(1)	Roads & Highways Dept	255	255	0	
1(2)	District Youth Development Office	60	60	0	
2	Naogaon				
3	DC Office, Naogaon	95	95	0	
4	DC Office, Jaypurhat	107	107	0	
5	DC Office, Bogra	357	357	0	170.00
6	DC Office, Pabna	85	78	7	
7	DC Office, Chapainawabganj	71	71	0	107.00
	Total	**1030**	**1023**	**7**	**277.00**
	SYLHET DIVISION				
1	DC Office, Sylhet	1	0	Rejected	
2	DC Office, Hobiganj	2641	2641		
	Total	**2642**	**2641**	**1**	**0.00**
	BARISAL DIVISION				
1	DC Office, Patuakhali	150	150	0	
	Total	**150**	**150**	**0**	**0.00**
	RANGPUR DIVISION				
1	Rangpur				
2	DC Office, Rangpur	363	359	04	3450.00
3	Dinajpur				
3(1)	DC Office & UNO Office(All), Dinajpur	0	0	0	
3(2)	District Election Office	5	5	0	100.00
4	DC Office, Panchagarh	1010	1010	0	402.00
	Total	**1378**	**1374**	**4**	**3952.00**
	NGOs				
1	TIB	2082	2082	0	
2	Manabik Shahajya Sangstha	197	197	0	
3	Progoti Co-operative Landmortgage Bank Ltd.	5	5	0	25.00
4	Gono Kalyan Sangstha	32	32	0	
5	ISDC	4	4	0	
6	CARSA Foundation	1	1	0	
7	BASTOB	4	4	0	
8	Prottasa (NGO), Kishorganj	4	4	0	
9	TRAID CRAFT (NGO), Mymensingh	2	2	0	
10	Somadhan Bangladesh	5	5	0	
11	Shishu Niloy Foundation	1	1	0	

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

SL No	Institute/ Organization Name	Request for Information (RFI)	Response Given (RG)	Response Outstanding (RO)/Rejected	Money Received as Revenue
12	SRB (Society of Renaissance Bangladesh)	32	32	0	
13	Solidarity	20	20	0	
14	VARD	30	30	0	
15	PEP (Program for Research Elimination of Poverty)	5	5	0	
16	Speed Trust	16	16	0	
17	Gono Unnayan Prochesta, Madaripur	1	1	0	
	Total	**2441**	**2441**	0	**25.00**
	Grand Total	**25410**	**25335**	**75**	**14,21,887.00Tk**
	Percentage of RG against RFI	**99.70%**			

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পরিশিষ্ট - ৯, ১০, ১১ ও ১২ সংবাদ মাধ্যমে সাক্ষাৎকার, প্রবন্ধ ও পত্রিকার রিপোর্টিং, প্রবিধানমালা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর এবং মানচিত্র ও অন্যান্য কার্যাদি

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

CONSOLIDATION OF RIGHTS THROUGH THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2009

Muhammad Zamir
Chief Information Commissioner
Information Commission

The principle of public access to information started in Sweden in 1766 through the Freedom of the Press Act. For the first time in the history of public administration, it guaranteed that the general public had an unimpeded view of activities pursued by the government and local authorities. It also connoted that all documents handled by the authorities were public in nature unless legislation specifically stated otherwise. It was also denoted within this Act that any request for potentially sensitive information must be handled individually, and a refusal was subject to appeal. One might describe this as the first appearance of the Sun in the context of the democratic process.

Since then more than 90 countries, consistent with their needs and their principles of the Constitution, have formally adopted this important measure. The USA was the fourth nation to do so two centuries later in 1966 through their `Freedom of Information Act. The United Kingdom followed suit in 2000. It came to Pakistan in 2002 as the Freedom of Information Ordinance and to India in 2005. China joined the process through their Open Government Information Regulations in 2007.

In the context of Bangladesh, it evolved as a concept with the active participation of civil society activists, the Law Commission and other branches of the government. The Press Commission first took note of this precept in 1983. The Law Commission prepared a paper on this subject in 2002. Subsequently, after several rounds of discussion with different stakeholders, the dynamics resulted on 20 October 2008 in the RTI Ordinance, 2008 adopted by the last Caretaker government.

The present elected government in keeping with its election manifesto and consistent with its stated desire to ensure good governance through transparency and accountability adopted on 29 March 2009 the Right to Information Act, 2009 in the Jatiyo Sangsad during its first session. The President gave his kind assent to the Act on 5 April 2009. The Law came into effect from 1 July 2009. It also resulted in the establishment of the Information Commission. The Act also stipulated that the Information Commission would be an independent body, with its head office in Dhaka but also empowered to establish, if necessary, branch offices anywhere in Bangladesh.

There are two important aspects within the framework of this Act. In Section 2 it is clarified that right to information means the right to obtain information from any authority. It also clarifies that `information' includes any memo, book, design, map, contract, data, log book, order, notification, document, letter, report, accounts, project proposal, photograph, audio, video, drawing, painting, film, any instrument undertaken through the electronic process, machine readable record, and any other documentary material regardless of its physical form of characteristics, and any copy thereof in relation to the constitution, structure and official activities of any authority. Authority in the same Section has also been defined as any organization constituted in accordance with the Constitution, any government office of any private organization of institution run by government financing of with aid in grant received from the government of through foreign aid in grant. One might note here that the intent of the Act was to make its presence as pervasive as possible.

It was however clarified in Section 7 of the Act that there would be some limitations in providing information if it concerned the national security of the country of related to any aspect of its foreign policy that might affect the existing relationship with any foreign country of international organization or any regional alliance or organization. The Section also barred the providing of

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

information that might affect the privacy of personal life of endanger the life of physical safety of any person, of had been given in confidence to any law enforcement agency of any matter pending before any court of law, disclosure of which may constitute contempt of court, In addition, it has been mentioned within this Section that access to information would not be possible if it related to inherent secrets of commercial nature or that of copyright or intellectual property right.

Section 9 (4) however points out that notwithstanding other provisions under Section 8(1) and it relates to the life and death, arrest and release from jail of any person, the Officer-in-Charge shall provide preliminary information thereof within 24 hours. One might consider this as a form of restoring a degree of balance within the matrix.

We have to remember that the entire philosophy pertaining to having the right to information originates from the idea that power stems from the people and it is the people's right to know and have access to information.

From that context, we have to organize ourselves in a manner where necessary branches of government act as facilitators of good governance. We need transparency for such a process. This will only be possible through provi8ding information and accessing to such information without obstruction.

In order for the process to be effective, there has to be political will. There are the constraints created by Section 7. However, such a scenario is not just Bangladesh specific. As a general rule, such limitations exist in all countries that have acceded to this concept. In fact, in some countries it is more stringent. Nevertheless, the Information Commission believes that its principal duty constitutes in facilitation the dissemination of required information.

The Information Commission is trying to create a digitalized system whereby; the access to information cannot, be affected by individual means. The Commission's web portal will be interactive and will aim to ensure obtaining of required information through the approach made to designated officials in every institution covered within the ambit of this Act. Failure to provide information within the legally stipulate time frame either by the designated official of the institution of his supervisor may lead to an appeal by the applicant to the Information Commission. Section 27 of the Act states that if the Information Commission is convinced that the applicant has not received the necessary information without any bona fide reason, the Commission can fine the recalcitrant official of recommend departmental action against the person concerned.

There are still many challenges regarding the strategic implementation of the Act. The foremost amongst them is the issue of creating the necessary sensitization within the general public that they now have an effective tool. There is also the question of re-calibrating the mind set among the bureaucracy and officialdom within the non-governmental sector-making them more people friendly. There is also the question of retrieval of desired information within the stipulated time. The most serious constraint in this regard stems from the relative absence of stored information in a digitalized format. Consequently, it sometimes delays and impedes delivery despite necessary willingness.

We require capacity building both in terms of physical assets and also in the imparting of training that will facilitate the enhancement of the demand curve and in the delivery process. It is a complex scenario but the Information Commission has already undertaken specific measures in this regard.

Teams of Officials from the Information Commission along with representatives from District Administrations have convened training programmes in 26 Districts. Various interested NGOs associated with this sector like Manusher Jonnyo Foundation, MRDI, Nagorik Uddyog, Article 19, RIB, Transparency International Bangladesh etc. have also contributed to this process by holding meetings in more locations. This dynamics is slowly gaining momentum both within the Information Commission as well as within the civil society.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

It is also being examined how wider awareness can be created through -the inclusion of a reference text on the RTI Act in simple language in the school text at the secondary level, the use of SMS tex-ting in the mobile phone sector, the sue of scrolls during the telecasting of Television News both through cable as well as the terrestrial method, greater number of published items on the RTI Act in the print media (as is being done in India), the use of dramatic skits lasting one to two minutes both in the radio and also in the electronic media and through discussion and talk shows both in the broadcast and electronic media.

Making information available on a voluntary basis is not going to be an easy undertaking. We in the Information Commission however believe that no task is impossible. With positive cooperation from all sections of the country we will eventually have a sustainable institution that will generate its own impact on transparency, accountability, good governance and reduction in corruption.

(THE DAILY SUN: SPECIAL SUPPLEMENT; 24 OCTOBER, 2010)

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে করণীয়

মোহাম্মদ জমির

স্বাধীন প্রেস অ্যাক্টের মাধ্যমে ১৭৬৬ সালে সুইডেনে শুরু হয় তথ্যপ্রবাহে জনগণের প্রবেশাধিকারের বিষয়টি। জনপ্রশাসনের ইতিহাসে সেই প্রথমবারের মতো সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অবহিত হওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। এ প্রক্রিয়ার অর্থ হলো কর্তৃপক্ষ যে সমস্ত নথিপত্র নিয়ন্ত্রণ করেন তা স্বাভাবিক নিয়মেই প্রকাশ করা। তা না হলে বিশেষ করে আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য বিফল হতে বাধ্য। তাই এই প্রেস অ্যাক্টে উলেস্নখ থাকে যে, সম্ভাব্য স্পর্শকাতর তথ্যগুলো অবশ্যই আলাদাভাবে সংরক্ষণ বা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এক্ষেত্রে তথ্য জানবার জন্য কেউ আগ্রহ প্রকাশ বা আবেদন করলে সংশিস্নষ্ট তথ্য সংগ্রাহক অস্বীকৃতিও জানাতে পারেন। তবে অবশ্যই তা হতে হবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। যা দায়বদ্ধতার বিরুদ্ধে যেন না যায়। সুইডেনে স্বাধীন প্রেস অ্যাক্ট চালুর পর বিশ্বের ৯০টি দেশে এ অ্যাক্টের প্রয়োজনীয়তা অনুভব এবং সর্বশেষ তা সংবিধানে সনি্নবেশিত করা হয়েছে। সুইডেন ছাড়াও দুইটি দেশে অনুমোদন লাভের পর চতুর্থ দেশ হিসাবে ১৯৬৬ সালে এ অ্যাক্ট গৃহীত হয় যুক্তরাষ্ট্রে। এরপর ২০০০ সালে যুক্তরাজ্য এবং ২০০২ সালে পাকিস্তানে। ভারতেও ২০০৫ সালে ফ্রিডম অব ইনফরমেশন আইন নামে এটি গৃহীত হয়। চীন এ প্রক্রিয়ায় সামিল হয় ২০০৭ সালে। তাদের পরিবর্তিত নাম ওপেন গভর্নমেন্ট ইনফরমেশন রেগুলেশন্স। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি সুশীল সমাজের কর্মী, ল' কমিশন ও সরকারের অন্যান্য শাখার সক্রিয় অংশগ্রহণের ধারণা হিসাবেই দেখা হয়েছে। ১৯৮৩ সালে প্রেস কমিশন প্রথমবারের মতো এ ধারণাকে তার বিধির আওতাভুক্ত করে। তবে ল' কমিশন এ বিষয়ে নথিপত্র তৈরি করে ২০০২ সালে। পাশাপাশি একই বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণী- পেশার মানুষের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৮ সালের ২০ অক্টোবর রাইট টু ইনফরমেশন (আরটিআই) অর্ডিন্যান্স বা তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ চূড়ান্ত রূপ নেয়, যা বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃপক্ষ অনুমোদন বা গৃহীত হয় একই বছর। বর্তমান ক্ষমতাসীন নির্বাচিত সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করার মানসে ২০০৯ সালের ২৯ মার্চ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট পাস করে। একই বছরে ৫ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করায় ঐ বছরের (২০০৯) ১ জুলাই আইন হিসাবে কার্যকর হয়। তারই ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত হয় ইনফরমেশন কমিশন বা তথ্য কমিশন। গৃহীত আইনটিতে আরোপিত শর্তে উলেস্নখ করা হয় যে, তথ্য কমিশন হবে একেবারেই একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান, যার প্রধান কার্যালয় থাকবে ঢাকায়। তবে প্রয়োজনে দেশের যে কোন স্থানে প্রতিষ্ঠা করা যাবে শাখা অফিস।

আইটির পরিকাঠামোতে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। এর মধ্যে অনুচ্ছেদ ২-এ বলা হয়েছে তথ্য অধিকারের অর্থ হচ্ছে যে কোন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য লাভের অধিকার। একই সঙ্গে এ সংক্রান্ত ব্যাখ্যায় উলেস্নখ রয়েছে যে কোন নথিপত্র, বই, ডিজাইন, মানচিত্র, চুক্তিপত্র, উপাত্ত, লগবই, নির্দেশনামা, প্রজ্ঞাপন, দলিল, পত্র, প্রতিবেদন হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাবনা, আলোকচিত্র অডিও, ভিডিও, নক্সা, চিত্রকর্ম, চলচ্চিত্র, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় ধারণকৃত তথ্য সংক্রান্ত যে কোন যন্ত্রাংশ, মেশিন রিডেবল রেকর্ড, সংবিধানের সঙ্গে সর্ম্পকযুক্ত যে কোন কপি, যে কোন ধরনের প্রামাণ্যচিত্র এবং যে কোন কর্তৃপক্ষের অবকাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড তথ্যের আওতাভুক্ত। একই অনুচ্ছেদে সংবিধান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত সংস্থার রূপরেখাও বর্ণনা করা হয়েছে। যার মধ্যে পড়ে সরকারি অর্থে পরিচালিত যে কোন সরকারি অফিস অথবা বেসরকারি সংস্থা বা ইনস্টিটিউশন কিংবা সরকারি অথবা বিদেশি সাহায্য সংস্থার কাছ থেকে প্রাপ্ত অনুদান নির্ভর প্রতিষ্ঠান। মোদ্দাকথা, আলোচিত আইনটির উদ্দেশ্য হচ্ছে যথাসম্ভব তথ্যসম্ভারকে জনসমক্ষে ব্যাপকভিত্তিক উন্মোচন করা। আইনটির অনুচ্ছেদ ৭-এ তথ্যপ্রদানে কিছু সীমাবদ্ধতার কথা উলেস্নখ করা রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, জাতীয় নিরাপত্তা অথবা বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে যদি নাকি তাতে করে কোন দেশ, আন্তর্জাতিক সংস্থা, আঞ্চলিক জোট বা সংস্থার সঙ্গে বিদ্যমান সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে সে ক্ষেত্রে এ সীমাবদ্ধতা প্রযোজ্য হবে। তাছাড়া ঐ অনুচ্ছেদের আলোকেই ব্যক্তি-জীবনের গোপনীয়তা, কোন ব্যক্তির নিরাপত্তা বা জীবন বিপন্ন হতে পারে এমন আশংকা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে আস্থাশীল করে এমন ক্ষেত্রে এবং আদালতে বিচারাধীন বিষয় সম্পর্কে তথ্যপ্রদানে রয়েছে বিধি-নিষেধ। কেউ এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে সেটি হবে আদালত অবমাননা। একই অনুচ্ছেদে আরো বলা হয়েছে বাণিজ্যিক বিষয়ের গোপনীয়তা, এ সংক্রান্ত কপিরাইট কিংবা ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটের তথ্যসম্ভারে প্রবেশ সম্ভব হবে না। একই আইনের অনুচ্ছেদ ৯ (৪)-এ উলেস্নখ করা হয়েছে অনুচ্ছেদ ৮ (১) অনুযায়ী যদি অনুরোধ করা হয় তাহলে যে কোন ব্যক্তির জীবন, মৃত্যুু, গ্রেফতার ও জেল থেকে খালাস হওয়া সম্পর্কে থানার ওসি (ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) ঘটনার ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করতে পারবেন।

আমাদের মনে রাখতে হবে জনগণই ক্ষমতার উৎস। তাই তাদের তথ্যসম্ভারে প্রবেশাধিকারও রয়েছে। তবে গোটা প্রক্রিয়া হওয়া উচিত নীতিগত বাধ্য-বাধকতার মাধ্যমে। বস্তুত সে ধারণার পরিপ্রেক্ষিতেই সুশাসনের ভিত্তি স্থাপনের অংশ হিসাবে সরকারের কর্ম পরিধিকে প্রয়োজন অনুসারে নানা শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এসব প্রক্রিয়ায় থাকা দরকার স্বচ্ছতা, আর সেটা সম্ভব কেবল বিনা বাধায় তথ্য সরবরাহ এবং তথ্যসম্ভারে প্রবেশের সুযোগ লাভ। এ প্রক্রিয়াকে কার্যকর করার জন্য চাই রাজনৈতিক সদিচ্ছা। একথা সত্য, তথ্য অধিকার আইনের ৭ অনুচ্ছেদে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবে এটা যে কেবল বাংলাদেশেরই চিত্র তা কিন্তু

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

নয়। প্রত্যেকটি দেশে এ ধরনের আইনে একই সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান, অর্থাৎ এটা স্বাভাবিক নিয়মেরই প্রকাশ। বাস্তবতা হচ্ছে, কোন কোন দেশে সীমাবদ্ধতা বা রক্ষণশীল মনোভাব আরো প্রকট। এমতাবস্থায়, তথ্য কমিশন মনে করে প্রয়োজনীয় তথ্যের বিস্তার সহজ করা সংস্থার নৈতিক দায়িত্ব। সে লক্ষ্যে ডিজিটাল পদ্ধতি তৈরির চেষ্টা করছে তথ্য কমিশন, যাতে করে তথ্যসম্ভারে প্রবেশে কারো কোন বেগ পেতে না হয়। সে প্রক্রিয়ায় আইনের পরিসরে থেকেই তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আগ্রহী করার পাশাপাশি কমিশনের ওয়েব পোর্টাল থাকবে সর্বোতভাবে সক্রিয়। এক্ষেত্রে আইনগত সময়সীমার মধ্যে কোন দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা বা তার তত্ত্বাবধানকারী তথ্যপ্রদানে ব্যর্থ হলে তথ্য কমিশনের কাছে আপিল করতে পারবেন। আইনের ২৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কমিশন যদি এই মর্মে নিশ্চিত হয় যে, প্রকৃত কারণ ছাড়াই কোন কর্মকর্তা আবেদনকারীকে প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রদানে বিরত থেকেছেন সেক্ষেত্রে আইন ভঙ্গকারী কর্মকর্তাকে জরিমানা অথবা তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করতে পারবে কমিশন।

আইনটি বাস্তবায়নে কৌশলগত নানা চ্যালেঞ্জ রয়েছে। উলেস্নখযোগ্য দিকগুলো হলো তথ্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সংবেদনশীলতা ও আমলাদের পুরনো ধ্যান-ধারণা। এক্ষেত্রে বেসরকারি খাতকে করতে হবে আরো জনবান্ধব। সবচেয়ে বড় বাধা তথ্যকে ডিজিটাল ফরমেটে সংরক্ষণের অভাব। পাশাপাশি যথাযথ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কোন কোন সময় প্রত্যাশিত তথ্য সরবরাহ কঠিন হয়ে পড়ে। এসব বাধা অতিক্রম করতে প্রয়োজনমত অর্থ ও প্রশিক্ষণের সুযোগ দরকার। কেবল তা হলেই তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে চাহিদা পূরণ সম্ভব। সেটা কঠিন কাজ। তবে তথ্য কমিশন ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে। তারই অংশ হিসাবে তথ্য কমিশনের কর্মকর্তা এবং জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ৩২টি জেলায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। অবশ্য আগ্রহী বেশ কিছু এনজিও বিভিন্ন স্থানে আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ ব্যাপারে অবদান রেখে চলেছে। তার মধ্যে উলেস্নখযোগ্য বেসরকারি সংস্থাগুলো হলো মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, এমআরডিআই, নাগরিক উদ্যোগ, আর্টিকেল ১৯, আরআইবি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ প্রভৃতি। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিলম্ব হলেও গতিশীলতা এসেছে তথ্য কমিশন ও সুশীল সমাজে। এ ব্যাপারে জনসচেতনতা বাড়াতে কিছু প্রক্রিয়া পরীক্ষাধীন রয়েছে। যার মধ্যে আছে মাধ্যমিক পর্যায়ে স্কুল পাঠ্যবইয়ে সহজ ভাষায় তথ্য অধিকার আইনের সারাংশ তুলে ধরা, এ বিষয়গুলো মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এসএমএস আকারে প্রচার, ক্যাবল নেটওয়ার্কের পাশাপাশি টেরিস্ট্রিয়াল পদ্ধতিতে সম্প্রচারিত টেলিভিশন সংবাদের সময় স্ক্রল প্রদর্শন, আইনের ব্যাপক পরিসরের দিকগুলো প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশ (যা করা হয়েছে তারতে),অডিও ইলেক্টনিক মিডিয়া উভয় ক্ষেত্রে এক থেকে দুই মিনিট স্থায়ী নাটকীয় সংলাপ এবং আলোচনা ও টকশো সম্প্রচার।

স্বেচ্ছা প্রণোদিত তথ্য সরবরাহের কাজ মোটেই সহজ নয়। তবে তথ্য কমিশন মনে করে কোন কাজই অসম্ভব নয়। দেশের সর্বস্তরের মানুষের ইতিবাচক সহযোগিতা পেলে কমিশন টেকসই প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারবে। তার প্রভাবে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সুশাসন ও দুর্নীতি কমানো সম্ভব হবে।

[লেখক: সাবেক সচিব ও রাষ্ট্রদূত। বর্তমানে প্রধান তথ্য কমিশনার]
(দৈনিক ইত্তেফাক; ২৭-১১-২০১০)

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Right to Information
The Right of a Citizen

(Interview with Chief Information Commissioner)

- Raad Hossain

In October 2008, when the previous caretaker government approved and issued the Right to Information Ordinance, many people appreciated it despite some skepticism. We all knew about the power the Ordinance could provide to the general public. However, we also knew that just by passing an Ordinance, the right to information could never be properly given to the country's citizens. Moreover, there was the issue of political interference. Due to the controversies associated with the caretaker government it was very likely that the Ordinance may be repelled or not worked on when a political party came back to power. However, the current political party in power had the issue of right to information in their election manifesto and so when they came to power they not only got the Right to Information Act (RTI) passed in the Parliament in 29 March 2009, but they also expanded it to include many other forms of organisation such as NGOs receiving foreign funding. However, controversies still remained with many of the clauses in the Act such as issues of national security or privacy, which left gaps in the information access process as these issues left many organisations out of the information loop. Many social experts expressed dismay over these loopholes, while they also acknowledged that this was a start and hopefully good things will come out of this Act.

One of the key parts of the Act was the formation of an independent Information Commission, similar to that of the Election Commission, answerable only to the President himself. This Commission was to be headed by a Chief Information Commissioner who would overlook the responsibilities of the Commission with the other Commissioners and staff. After reading through the RTI, we realised that while every concerned organisation was responsible for giving out the information to the public, it was the Information Commission's job to ensure that the organisations do so. Thus the Commission needed very adept people to ensure that it could do its task properly. Very recently, we all noticed the different SMSs that have come to our cell phones about the RTI and we have also begun to notice the Commission's Activities. I realised that perhaps the Commission was gaining momentum now and it was starting to reach out to the people. So the best way to understand what was happening was to take a trip to the Commission itself and meet the person who was at the helm of affairs and ensuring all these new Activities.

Below is the interview with Ambassador (Retd) Muhammad Zamir, the Chief Information Commissioner. Mr Zamir, a career diplomat had served in various diplomatic capacities in Bangladeshi missions in four different continents and also in international organizations such as the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, World Food Programme, FAO etc. Looking at his profile it was obvious that with the respect and influence he has garnered over the years in the civil society and government circles, Mr Zamir was in a capacity to get the Commission going and make the RTI reach the people.

Morning Tea: How have you ensured that the RTI has reached out to the people and the appropriate authorities are giving out the information asked by the public?

MZ: About the implementation of the RTI, we have been carefully monitoring all the Deputy Commissioners (DC), as it is being practiced by them. We are also guaging the response of the RTI within the public and also if questions are being asked from its application through a survey. This survey includes the responses provided so far. In the beginning we had troubles with the authorities responding to us. In the beginning only three DCs responded to our surveys. Later on better sense

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

prevailed and gradually all the DCs responded to our questionnaire. It was very interesting to see the results. There were districts from which substantial responses had come from the general public as they became aware of the RTI.

Over the last year the RTI process led to 28,228 questions being asked by Bangladeshis in the seven administrative divisions of the country. Almost all of them have received suitable replies. The authorities have received approximately Taka 21,000 which has later been deposited in the government treasury as revenue. We do wish however that this process gain momentum in the coming months. In the meantime we consider such a development to be positive. Just take the example of Narayanganj, where 37,100 questions were asked to different relevant officials by the general public. This was an overwhelming response in such a short time and the officials have subsequently responded to those information requests as well. However, at the same time there have been some districts in which there was no response from the public, as in no information was requested from the public. This was alarming and obviously the officials there have not done enough to make the people aware of the RTI, because it's not possible that the people will have no questions.

We have already undertaken many steps to ensure that the public become aware of the RTI. We have signed an MOU with Grameenphone and Robi where they are sending SMSs to the people telling them about the RTI. They are doing it as a part of their CSR initiative. Thus is not costing us any money. Moreover, we are also using mainstream media such as television to inform the people. Since BTV is the most watched channel in the rural areas, by giving advertisements in its news during prime time we are potentially reaching millions. Also, the BTV news is aired in private channels as well, so in effect we are also reaching the urban community who watch private TV channels. FM Radios and Bangladesh Betar are also ensuring the proper dissemination of information about the RTI. There is another plan that I have proposed in collaboration with the Education Ministry - Incorporating a four page write-up in simple Bangla in the social science books of classes eight to ten of both secular and madrassa forms of education. By doing this I automatically reach over a million students in each class who in effect will be discussing this with friends and family. This will have a multiplier effect. The Bangladesh Enterprise Institute (BEI) is also assisting the Information Commission in implementing the Act. These are the initial measures that have been or are being planned on being taken.

Morning Tea: What impact are the issues of national security and privacy having on the RTI Act? Are authorities using this possibility to withhold information from the public? What are you doing to solve such problems?

MZ: Allow me to use the recent example of how the proper authorities answered the public's queries pertaining to the recent destruction and killings in the Chittagong Hill Tracts. After I came to office I found out that an individual wanted to know from the three DCs of the region about the list of people who had been affected in the chaos and among them how many were settlers and how many were indigenous people of the Hill Tracts. He also wanted to know what the government was doing regarding the matter and how much relief had been allocated and how that relief was being distributed. Unfortunately, he did not get the required information from the DCs, who mentioned the involvement of national security as their reason for not giving the necessary information. As per the Act he then appealed to the Secretary of the Ministry of Chittagong Hill Tracts. Not receiving satisfactory response he came to me. There was obviously no issue of national security here so I intervened with the Ministry and via the Office with the three DCs who then provided all the required information. This was seen in a positive light by local and foreign observers. So you can see many officials may try to use the clauses as loopholes, but there is an overseer to ensure that they don't get away with it.

There is a system to this whole process. You cannot just go to some official and ask for information. So far we have received details of nearly 7000 officers from about 7000 institutions all over the country who have been designated to be the information providers. There is a specific

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

application that you can get in the government offices and online (www.infocom.gov.bd), which you have to fill up and then apply for the information. If the officer fails to provide you the information, then you go to his or her supervisor and the supervisor fails to provide the information, you can then appeal to us the Information Commission and we will settle the matter. Moreover the booklets and brochures we have printed gives a detailed outline to what the RTI is and how an individual can access information. We are currently creating an online database of those 6000 designated officers with their contact information so that anyone can find out who to go to if they have queries.

Morning Tea: Clearly a lot of the achievements have come due to your personal stature and your ability to reach the required authorities. What will happen in the future when you may not be here or there may be a regime change?

MZ: This is where people like you and all other stakeholders come in. You have to inform the people about the RTI and the Information Commission so that they know that their rights exist and are being protected. If people realise this and make appropriate use of the Commission then everyone will revere it and it will stay free of political influence. It is not about me, but it's about this organisation. This organisation is what will ensure that peoples' rights are being properly exercised.

Morning Tea: Was there a situation where the RTI helped someone or a group and you did not have to intervene and the Act alone was enough to help the citizen?

MZ: Yes, there have been such incidents. One such incident happened in the North Bengal region, where many of the medical officers refused to go to the homes of indigenous people such as the Dalits, Shaotals etc. to provide healthcare (inoculation and vitamin supplement) their children. It was mainly due to prejudice. The people knew about the RTI and immediately made an application to the appropriate authorities to inquire why the officers are not going to come to their areas. When the authorities found out, the matter was immediately settled and their children were inoculated. I did not know about this. Some time back I was asked to come to a ceremony in the Press Club, and once I arrived there I saw groups of very grateful people from those communities thanking me for the incident, whereas I had nothing to do with it. So you can see the system does work.

Morning Tea: Can the Commission penalise any officials if they withhold information that the public have the right to get?

MZ: Of course. It is clearly written in the Information Act about how the process works and I have also mentioned it before. If an official deliberately withholds information then a tribunal can be convened with the CIC and other Commissioners and that tribunal can then examine the issue and take appropriate legal steps as provided as provided for under the Civil Procedure Code. I am also planning on holding a conference where I will inform the media about the current state of progress and I will also give out a name of organisations and officers who have been found guilty of not providing information to the public. So everyone knows about the "defaulters" and take steps to be consistent with law.

Morning Tea: What are your future plans regarding the Commission and how do you plan on expanding the area of coverage under RTI?

MZ: The RTI, unfortunately, does not cover the corporate sector. It cannot be holistic if the corporate sector is not involved. It's true that the Company Law states that companies can keep their information private due to competition. However, they can provide information as a part of their CSR. People have the right to know about the company's actions that directly affect their lives. Grameen Bank is now a part of the RTI. There is also the issue of NGO participation. Out of the nearly twenty three thousand NGOs only about two hundred forty NGOs became part of the RTI since it came into effect nearly one and a half year ago but we are hopeful this matter will be solved. The future of this institutions and the RTI lies in the people's hands and it is the job of the stakeholders and the media to stay alert about it and inform the people that their right to information

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

After the interview was over, we were actually taken on a tour of the entire Commission by Mr Zamir himself where he showed us live progress of the matters he spoke of. He showed us the reports received from the different DC offices and he showed the database of designated officers being created for up linking in the Commission's web portal. From the work that was happening it was evident that the Commission was working in full swing. However the success, it may be mentioned will depend greatly on how the designated officers respond over time. But as many experts such as Sultana Kamal, Dr Akber Ali Khan and Ataus Samad pointed out that this is a start. This is a start to something that has the potential to do a lot of good and empower citizens at a whole new level but only if it is nurtured properly. Ambassador (Retd) Muhammad Zamir seemed very enthusiastic about the whole prospect and was very cordial to all stakeholders who put their hands forward but it is only time that can tell whether the Information Commission can maintain this cordiality and ensure that people understand, exercise and get their right to information.

(The Daily Sun; Morning Tea : Vol-1, Issue-17, 25-02-2011)

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Information Commission is free of political influence

Muhammad Zamir
Chief Information Commissioner

Interviewed by ANWAR PARVEZ HALIM

Chief Information Commissioner Ambassador Muhammad Zamir speaks to PROBE of his vision to ensure people's right to information and his steps to ensure how they can take full advantage of this right

The Information Commission has been formed as a result of long-standing demands of the people. What exactly is this commission and what is its function?

The Right to Information Act, which was passed by the Jatiya Sangsad on March 29 2009 and later received the consent of the Hon'ble President on April 5, 2009, was the end result of a serious effort on the part of civil society and activists who were interested in trying to bring about empowerment of the people and transparency and accountability within government and non-governmental organizations.

The Right to Information Act was essentially passed as a concept because the idea was to ensure that there would not only be greater empowerment of the people, but that the people will be able to take recourse to a process which will ensure their own fundamental rights. The Right to Information as a concept originated in 1766 in Sweden. It took 200 years for it to cross the Atlantic and it arrived in the United State in 1966 as the Freedom of Information Act. It came into being during the time of President Johnson. It took another 34 years to cross the Atlantic again to arrive in London. But in Britain we had a situation where there was not one uniform Right to Information Act. There is one act that covers England, Northern Ireland and Wales, and another act which covers Scotland. They couldn't agree among themselves. It took two more years before it arrived on the shores of South Asia. It arrived in India, in some of the states in 2002, but eventually it arrived in Delhi as the Central Information Commission Act in 2005.

In Bangladesh for the first time we had reference to the need for a Right to Information Act in the recommendations given by the Press Commission in 1983 and then the Law Commission in 2002. This became a source of great debate during the last BNP government, and eventually during the last caretaker government the Right to Information Ordinance was approved which was issued on October 20, 2008. However, that ordinance was not found to be comprehensive, so this government, after coming to office in January 2009, consistent with their proclamation in their election manifesto, not only decided to have a Right to Information Act passed by parliament, but to expand its area of coverage by including non-governmental organizations who are receiving funding from foreign sources. According to that principle, the Information Commission is supposed to not act as an institution for providing answers. The Information Commission has been set up to ensure that those who are supposed to give answers do so and within a certain time. If they fail to do so, the Information Commission then acts as a tribunal to judge whether the person or the designation officer who was supposed to give the information has done his duty or has failed to do his duty and is in breach of the stipulations of the act. If found that he is in breach of the stipulations of the act on an appeal made by the applicant, then he can be punished under civil procedure act.

If after an appeal, a person is found guilty of withholding information, can you all take action against him?

Yes. According to the principals as enunciated in the Information Act, there are sections which clearly entail that if a designated fails to do what he is supposed to do, the person who is an applicant can go to the supervisor and inform him that he has not received the answer. If the supervisor fails to

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

give the necessary response in a certain number of stipulated days, the person can come to the tribunal which will be consisted of the Chief Information Commissioner and the two other Information Commissioners.

Creating the structure of such a commission is obviously a massive task. What steps have you been taking in this regard? Is the formation of the commission complete? Are you getting adequate human resources and logistic support to carry out the tasks as enunciated in the act?

This is a very vital question. There are two factors here. One is the organic structure of the Commission. A decision has been taken on principle as to how many people there will be at the various levels in the secretariat. That has been approved by the government and a number of people are here on deputation. Some persons have already taken up their responsibilities and have begun work. More will be coming very soon. Then other persons will be appointed too, like data entry operator, computer operator, processor, researcher and so on. A decision has been taken and approved in this regard too. Their academic qualifications, remuneration and such have been fixed. A notice will be placed in the papers and people can apply for these posts.

So the process is underway. The physical aspect of putting together a commission requires not only the physical structure, but also the personnel structure. Part of the personnel structure is in place, the rest will follow in the next few months. More important, as I look at it, is making people aware about their right to receive information.

Who will make the people aware of all this? Is this the responsibility of the Commission or the government?

It is the duty not only of the Commission but also of the government to sensitise this whole aspect of information gathering and information providing to the country. From the Commission's side, we are receiving full support from the Information Ministry and other branches of government. First of all, according to the institutional requirement of the act, ministries, other government offices, bureaus, other government institutions, are providing us with the names of the designated officers who are being appointed for the purpose of providing necessary information if anyone asks. For example, in the Ministry of Foreign Affairs, a Director General of has been appointed as the designated officer and the supervisor is the Foreign Secretary. So if anyone wants to know anything about the Ministry of Foreign Affairs or about the diplomatic missions of Bangladesh abroad, they will go to this designated Director General, ask the question and if he or she fails to give the answer within a certain number of days, then the applicant will go to the Foreign Secretary. If the Foreign Secretary does not give the information, the person can appeal to us. In this context, we have already received 6000 names of such designated officers from about 6000 institutions all over the country.

The next step that is taking place is we are creating an interactive web portal. We have signed an MOU with the A to I (Access to Information) office in the Prime Minister's Office and with the Bangladesh Computer Council. This web portal should be in place in the course of the next week or the next 10 days. In that web portal, you will not only get information about the Information Commission, but you can also download the necessary application form, the appeal form, the objection form and everything.

The names of all these 6000 designated officers will be updated and it will be out there. If you want to find information about land reforms in Chapainawabganj, you go up there and you will find the name of the land records officer of Chapainawabganj, his mobile number, his landline number, e-mail address, so you can say, okay, this is the person I need to talk to.

Since I took over a few months ago, I saw there had been some physical infrastructure put in place, some appointments made, but the data entry aspect had not been completed. I got a booklet made. If you see other government booklets, they are filled with prefaces, messages, photographs and so on. There is no such thing here. No photographs here. We don't want people to start thinking we are on an ego trip.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

The preface is by the Information Commission. The first part of the booklet has the gazette notification of the act. It is in English too, particularly for the non-resident Bangladeshis. The rules have also been given. And the forms have also been given. So if anyone wants to request for information, they can use a blank sheet of paper following the given form so that no one can reject any application saying it hasn't been properly done. All the details are given here. How much it will cost, etc.

In the second part of this booklet, the whole matter has been explained in simple language and in detail. It explains the scope of the Information Commission, its authority, its responsibilities and so on. Then there are the details of the personnel involved.

The map in the booklet is important because it is a list of all the challenges. There are 64 districts. The ones in red are where we have had seminars, workshops, trained people, etc. These are the covered areas. Out of 64, till June, 24 had been completed.

Is this a constitutional body like the Election Commission?

This is a commission which has been constituted and created in pursuance of an act of parliament. That distinguishes its character from anything else. It is totally free of any political interference. I have mentioned this more than once to all political parties. When I appeared in front of the standing committee on information in the parliament, if you want to come with any particular grievance, please come and see me.

To whom is the Commission accountable?

If the Chief Information Commissioner does not carry out the responsibilities properly, he will be directly held accountable to the President. The President will summon me and tell me I am not doing my work properly. He can even dismiss me if he feels I am not performing my duties according to what I am expected to do.

In section seven of the booklet you will see what information it is not mandatory to divulge by the organisations concerned for breach of national security.

You all are now carrying out the organistional preparations of the Commission, but have you had to carry out any of the actual work of the Commission yet, for which it has been formed?

Recently, after I took office, it came to my attention that there had been one particular appeal that had been made regarding information pertaining to arson, killing and destruction of property which had taken place in the Chittagong Hill Tracts. Someone had wanted to know from the three Deputy Commissioners of Khagrachhari, Bandarban and Rangamati about the list of those affected. He wanted to know if there had been a list, how many of them were settlers and how many were original inhabitants of Chittagong Hill Tracts. He secondly wanted to know how much relief was being provided by the government, the kind of relief and to whom it was being provided. The question came up, why was he not getting the information? He didn't get it so after that he appealed to the Secretary of Chittagong Hill Tracts. He didn't get any information from there. He asked me if I could help so I said, of course. There was no reason for any national security consideration. So I intervened with the Secretary, Ministry of Chittagong Hill Tracts and later on, through him, with the three Deputy Commissioners. So he was provided with all the information.

Are you comfortable in this capacity? In the past we have seen all sorts of Commissions being formed but in many cases, the heads of these Commissions have left in frustration.

I can say this much, the work is going on in full pace despite many constraints. We have brought out many publications and such. Then just this week we brought in 51 officers from various parts of the government, including RAJUK, for training.

I am hoping we shall be able to expand our area of activity by two or three other different means. No matter how much we talk about digitalization, only two and a half percent of the population has

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

access to the Internet. So I have met the heads of Telenor, Grameen Phone and Robi. I discussed the matter with them. There are 60 million mobile users, so as was done in the case of HIV/AIDS, why can't be carry out a campaign to inform the people that they have the right to ask questions. They can be informed that they can contact at this webpage or that fax number or through e-mail, etc. That will mean straight away I will be getting to inform 60 million persons. They are considering implementing this proposal as part of their corporate social responsibility, free of cost.

Secondly, during prime time news on television, there should be a scroll in this regard at the bottom. Some of the television channels have already agreed. BTV naturally will be doing it. You can imagine that in our context, the private television channels are more or less available in urban areas, but in the rural areas, they resort to BTV because it is terrestrial. So if we can get BTV and the private channels together, it would be best. They air BTV news on private channels in the day time so if we can add this to BTV news, then automatically it goes to the private channels too. So we thus get an audience of about 50 million and people will be able to know.

The third thing I proposed, and I issued a formal letter in this regard to the Education Minister and mentioned it to the President, I want a four-page or so write up in simple, easy-to-understand Bangla, to be included in our Higher Secondary school books on social science. This can be in madrassa education too. Thus immediately I get one million students in each class. So I get three million students of classes eight, nine and ten. As a multiple effect, each student will be informing his or her family about this. So we will be able to cover 60 to 70 million people in this manner. These are very important steps.

I have this vision of eventually creating a sustainable situation where people are aware of their rights and can take full advantage of their rights.

(PROBE; 15-21, OCTOBER, 2010)

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Right to Information

- by Tawhid Rashid

(Interview with Chief Information Commissioner)

The current government is working towards making the Vision 2021 successful, and in this connection, it wants to ensure people's right to information which is one of the fundamental rights of the citizens of a democratic country.

When asked about the Right to Information, Zamir says' right to information and access to information are important principles pertaining to governance'. They act as a vehicle to create transparency and accountability. Because we know when anybody has access to information, he or she will know what fundamental rights he or she has. In the context, the person has the advantage of availing those rights and not being denied the rights guaranteed to him under the constitution.

Zamir gives an example: 'after a natural calamity, a farmer in a remote village of the country learns that the Government is going to distribute 10 kilos of rice per person, and he goes to the UNO-the Upazilla Nirbahi Officer-to claim his rice. Now, if the UNO gives him only half the rice because he sold the other 5 kilos of rice for money, the farmer can file a complaint against that UNO, and the needful can be done by the proper authorities' That's why it is important to ensure right to information and access to information.

Zamir stated that there are some fundamental rights made justifiable under Article102 of our constitution: if you are not afforded these rights, or if you are discriminated against, you can go to the court, file a writ petition; and there can be something called Public Interest Litigation' Zamir ,then gives another example: if a child is denied admission in public school due to her physical disability -deafness, for example, and if the school fails to explain in a justifiable way why they wont take the child; the parents can come to our commission and file a complaint. However, there maybe many other such complaints people have and want to file them under an authority that will take care of their problems. For this, we want to create an interactive computer portal search engine', Zamir states. This will be similar to the search engines such as Yahoo or Google: anyone can have access to it from any part of Bangladesh or from abroad. Anybody from anywhere from Bangladesh with internet access can visit webpage of that engine and request the information he is looking for ; for example the condition of water distribution in his area, or the timing of lode shedding We will also provide the contact information of the officer, or concerned authority of the government institution they are trying to reach. If that person does not receive a suitable response from that officer, he or she can speak to the supervising officer of that institution, whose number will also be provided. According to the RTI Act 2009, there are certain reference as to where and how information cannot be provided: if making the information public will result in safety or sovereignty of the country being hampered, or if it may cause unrest among people, the authorities can deny revealing the information .And for those which are not covered under article 7 of RTI Act. the commission will try and facilitate the dissemination of the required information.

For this purpose, an effort is being made to create a matrix whereby all government officers, non-government officers, directorates, non-government organizations, and all such bodies will be designating one of their officials as an information support officer. 'In the last two or three weeks we have already accumulated more than 4,000 names of officials all over Bangladesh in different institutes,' he says adding that, 'eventually it may grow to about 100,000'. Anyone can then access through digital means without having to go to the office. If the officer does not provide information on any pretext within a time limit, there will be names of supervisors to whom individuals can write. The supervisor also has a time limit, and if he does not give information within the time limit, the individual can complain or appeal to the commission. The commission can ask the supervisor to

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

appear in front of the the commission and explain. When asked where they are going to face any lack of resources: human and technical, Zamir states that they already started working and the terms of engagement have been approved. 'For the proper functioning lf the organization, we will have sufficient manpower,' Zamir sounds optimistic. But he also mentions that their main target will be to gather more computer literate and tech-savvy people who will be able to interact with the people who are seeking for the information through the help of the webpage.

What about the misuse of the Right to Information Act.

Holding back information over a longer time; the commissioner says that they will try to break down the entire barrier and ensure transparency. If it is more than the basic information one is looking for, time may be required for the required research. The commission may have to collect the concerned institution for that particular information.

We hope that what Zamir envisages for ensuring people's right to information and access to information becomes a reality.

(Ice Today; Date : May, 2010)

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Free flow of information can help curb corruption

The Chief Information Commissioner, Muhammad Zamir, tells New Age

by Mustrafizur Rahman

The chief information commissioner, Muhammad Zamir, believes the Right to Information Act will ensure free flow of information, which in turn, will help curb corruption.

The Right to Information Act will ensure free flow of information and thereby create transparency which is essential for accountability. Which is essential for accountability. Where we have accountability, there will be reduction in corruption, he said during an interview with New Age at his office on Sunday.

`We are creating a paradigm which will help curb corruption and ensure citizens right to information,' Zamir a retired diplomat who took over as the chief of the Information Commission on March 31, added.

He believes the commission would be able to function effectively and help make the government offices accountable to the public once it created demand for information among the people.

Zamir, also a newspaper columnist, thinks that there is still scope for improvement in the law and the corporate offices and multinational corporations should be brought under its purview.

The chief information commissioner also touched upon issues related to the proper functioning of the commission, the reason for the government offices' failure to provide information on demand etc Excerpts;

Is the Information Commission getting adequate support from the government in discharging its responsibilities?

Yes, it is. You may have noticed that the Information Commission has made significant strides forward in the past three months. It has been possible because of support from all principal ministries, and also the Prime Minister's Office and the Cabinet Division. The commission has been able to procure the much-need furniture and electronic appliances, which will enable it to impart training and also effectively disseminate information through the designated web portal (to be in place by the end of the month).

What is the main challenge in the implementation of the right to Information Act, which came into effect in July 2009?

The Right to Information Act has two aspects - demand, i.e. people seeking information and supply, i.e. the commission providing it. Unless we create capacity on the demand side, the supply side will be less responsive people have to be made aware of their right to information. We need to build up awareness so that people seed information digitally. Such awareness may be created through text messages via mobile phones. Electronic media can also help to raise awareness among the people of their right to know In other words, creating the demand for information is a big challenge.

We will ask local administration to publicise citizens' charters through billboards and leaflets. The commission has, meanwhile, started holding meetings at the district and upazila levels with the local authorities about the Right to Information Act.

Do you see any loopholes in the law/rules?

Yes, there are scopes for improvement. Presently, the law covers organisations constituted in

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

accordance with the constitution, ministries, divisions, other government offices, statutory bodies and private organisations run by government financing or foreign aid.

Besides the government offices and non-governmental organisations, all other institutions should also be made accountable to the public since they have their stake there.

Do you think the government offices are prepared to deliver as per the right to information law?

Government offices/departments now realise that they are legally bound to provide answer to questions from the public and they have to do this within a prescribed legal timeframe; otherwise, necessary measures will be taken against them.

Every organisation, as per the law shall prepare catalogues and indexes of all information and preserve it in an appropriate manner.

Most offices are yet to appoint designated officers for delivering services to the public although one year has passed after the enactment of the right to information law?

The Information Commission has already received more than 5,000 names of designated officers from various government offices and non-government organisation across the country. We are hopeful that, as relevant institutions become aware of the provision of the act, they will take steps to appoint designated officers.

How many complaints have you received so far for not getting information on demand?

We have so far received a few complaints - three or four from the Chittagong Hill Tracts relating to land and recent clashes there and one from the Bangladesh Environmental Lawyers' Association for not getting information from Rahdhani Unnayan Kartripakkha about the BGMEA Bhaban in Dhaka within the stipulated time.

The commission served notices to the district administration concerned in the Chittagong Hill Tracts. The deputy commissioners have informed us that necessary steps are being taken for providing the information.

What about the complaint of BELA against Rajuk and public works ministry?

Necessary steps are under way on the complaint of BELA. Rajuk has already appointed a designated officer and both the Rajuk authorities and the public works ministry are trying to provide BELA with necessary information

Do you think that local corporate offices and multinational corporations should come under the cover age of the right to information law?

Yes. I mentioned earlier that the law should cover all institutions other than the government offices and non-governmental development organisations to ensure their accountability Necessary measures need to be taken so that the multinational corporations and corporate offices come within the preview of the act.

Why is the Commission taking so much time to function effectively?

The commission has started functioning effectively. Initially, we had to work hard. It is a new institution. We want to make it a sustainable institution. I took over as the chief information commissioner on March 31 and have since issued letters to all district commissioners for implementation of the RTI law. I have also held meetings with various stakeholders. We are developing web portals from where people will know about their right and about the ways to seek information or file a complaint with the commission on failure to receive information.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

What is the role of the Information Commission in curbing corruption?

Corruption emanates from mis-governance or withholding of fundamental right of the citizens. The Right to Information Act will ensure free flow of information and thereby create transparency which is essential for accountability. Where we have accountability, there will be reduction in corruption. This will automatically empower the consumers with regard to their rights.

We are creating a paradigm which will help curb corruption and ensure citizens right to information

It is a common allegation that people do not get necessary information from public offices as they do not have any information bank. How to overcome the drawback?

Record keeping is a very important task. I do agree with you that maintenance of records at the government offices is a problem because of climates condition and poor infrastructure Hopefully, the commercial institutions will as part of their corporate social responsibility help in capacity building in this regard

Civil society is an important stake holder. They must as they are already doing, continue with their constructive efforts to make their engagement a success.

We know that the government has approved a 76-man organogram for the commission. How much time will it take to complete the recruitment process?

The Commission's organogram has been approved by the prime minister. And the process has also been initiated for recruitment. It takes some time as the new appointments require approval of both the ministries or finance and establishment. I hope the process will be completed soon.

(The Daily New Age: 22 July, 2010)

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

`For RTI to be effective, there has to be political will'

(Muhammad Zamir, the newly-appointed Chief Information Commissioner, Information Commission Bangladesh talks to Saad Hammadi about how the Commission can facilitate people's right to information)

The Right to Information Act is one of the most important instruments empowering those to who power should belong in democracy. Without a political will or commitment to divulge public information, how effective is RTI likely to be?

The entire philosophy pertaining to having right to information originates from the idea that power originates from the people and it is the people's right to know and have access to information. We have to organise ourselves in a manner where necessary branches of government act as facilitator of good governance. You need transparency for that. It is only possible through providing information and access to such information without obstruction.

In order for the process to be effective, there has to be political will. However, according to the RTI Act, there are certain references as to where and how information cannot be provided. In the case of Bangladesh, the commission will try and facilitate the dissemination of required information, those which are not covered under article 7.

In many government institutions we have seen some set explanations and attitudes when asked about certain information. Either the person responsible is in a meeting or at lunvh or cannot reveal the information due to the Official Secrets Act. Is there anyway the RTI Act obliges the authorities to respond to public queries?

What we are trying to do is to create a digitalised system whereby, the access to information cannot be affected by individual means. Information will be available on the internet and through web pages, with the facility for a person to approach a designated official, in any office, government or non-government, and seek information to any query. That office would be duty-bound to provide such information as soon as possible. If they refuse they must have a very good reason. Any refusal should have necessary reason provided to the Information Commission and the person who can apply to the commission.

On many occasions people are moved from one desk to another while seeking government document or service, until they finally resort to illegal or corrupt channels. How does the RTI commission aim at improving the situation?

The Information commission will obviously assist the process of trying to obtain necessary details to any question. For this purpose, an effort is being made to create a matrix whereby all government officers, non-government officers, directorates, non government organisations, all such bodies will be designating one of their officials as an information support officer.

In the last two or three weeks we have already accumulated more than 4,000 names of officials all over Bangladesh in different institutions. Eventually it may grow to about 100,000. Anyone can then access through digital means without having to go to the office. If the officer does not provide information on any pretext within a time limit, there will be names of supervisors to whom individuals can write. The supervisor also has a time limit and if he does not give information within the time limit, there will be names of supervisors to whom individuals can write. The supervisor also has a time limit and if he does not give information within the time limit, the individual can complain or appeal to the commission. The commission can ask the supervisor and explain.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

To what extent does the Information Commission possess the authority to take action against violation of the RTI act?

There is What is called the concept of appeal. The person who has not received the necessary information despite his best effort can then approach the commission and request it through an appeal that the office which has not helped him should be asked to provide the information. The commission will direct the office to appear before it and provide the causes for which information has not been provided.

There has been a concern with the capacity of the RTI commission since its beginning. Does the commission have adequate manpower and logistics to fulfil its responsibilities?

We have just started. The terms of engagement have been approved. We will eventually have sufficient number of people for the functioning of the organisation. But I believe we need to have more people for the functioning of the organisation. But I believe we need to have more people who are computer literate and teach savvy so that if information is sought from the web page, they should be able to interact with the persons concerned.

There have been several clauses that in the past allowed the government staffs to deny any access to information. How much of these laws have supremacy over the present RTI Act?

This is an institution which is above politics and meant to assist governance. But the rules of engagement are very strict. Those acts which are relevant for national security have to be acknowledged.

The Right to Information Act as some fear can be misused by holding back information over a longer period of time which otherwise could have been delivered instantly.

The purpose of RTI is to break down the barrier and make everything more transparent. In this context an individual may not need more than basic information. If it requires specific information which requires research it will take time. The information may need to be collected from sister institutions.

During the prime minister's last visit to India, some agreements were signed which have not been placed in the parliament. As representatives of the people, the government is supposed divulge to the people whatever arrangements have been done under their name. Will the commission facilitate access to such information?

The parliament is the venue for any discussion on the basis of information given. In this case particularly, the parliamentary members take the oath of secrecy. The parliament can discuss and deliberate upon matters affecting international relations. If negotiations are underway, pertaining to an agreement with a foreign country, no information can then be provided while such negotiation is taking place. However, eventually it will be available but one must remember international negotiation is not a commercial deal. No one can impose timeframe for international negotiations.

(NEW AGE Xtra, Date : 23-04-2010)

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে চাই সম্মিলিত প্রচেষ্টা

- রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জমিরের সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎকার

সমকাল : তথ্য কমিশন খুব বেশিদিন হয় কাজ শরু করেনি। আপনারা কোন বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন?

মোহাম্মদ জমির : আমাদের তথ্য অধিকার আইন হয়েছে; কিন্তু তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের মধ্যে এ সম্পর্কে ধারণা প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। মানুষ বিশ্বাস করবে তার অধিকার আছে প্রশ্ন করার। একজন সিভিল সার্ভেন্টকে সে প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। আমাদের দেশে সাধারণ মানুষ প্রশ্ন করার ব্যাপারে একটুখানি কুণ্ঠাবোধ করে। একটা হচ্ছে সাহেব, বিবি, গোলামের চিরন্তন কিচ্ছা। এ মাইন্ডসেট না বদলালে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন করা যাবে না।

কিছুদিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। তাকে বলেছি যে, মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে সামাজিক বিজ্ঞানের অংশ হিসেবে চার-পাঁচ পৃষ্ঠার একটা লেখা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে তথ্য অধিকার সম্বন্ধে। সহজ-সরল বাংলায়। শিক্ষার্থীরা সেটা পড়ে বাড়িতে বাবা-মায়ের সঙ্গে আলোচনা করবে, ভাইবোনদের সঙ্গে আলোচনা করনবে। প্রতিবছর ১০ লাখ শিক্ষার্থী হতে পারে তথ্য অধিকার আইনের দূত। আমরা তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে প্রচারণার জন্য ওয়েবসাইট ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু আমাদের দেশে শতকরা ২-৩ ভাগ-ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে। সেজন্য আমরা চিন্তা করেছি এ মৌলিক অধিকারের কথাটা যেন সবাইকে এসএমএস টেক্সটিংয়ের মাধ্যমে জানানো যায়। আমাদের এখানে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। সেজন্য গ্রামীণফোন, রবি- এদের বলেছি তোমাদের একটা করপোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি আছে। সে বিবেচনায় তথ্য অধিকারের কথা এর সুযোগ-সুবিধা জানিয়ে দিতে হবে লোকজনকে। আমি সত্যিই খুশি, আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে তারা এ ব্যাপারে সম্মত হয়েছে।

সমকাল : টেলিভিশন তো আরও বিস্তৃত মাধ্যম। সেটাকে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছেন কি-না?

মোহাম্মদ জমির : আমরা জোর দিয়েছি বিটিভির ওপর। কারণ বিটিভি দেখে শতকরা সত্তর ভাগ লোক যারা গ্রামাঞ্চলে থাকে। আমরা ঠিক করেছি খবর চলাকালে স্ক্রিনের নিচে স্কুল থাকবে। যেখানে মেসেজ যাবে যে তথ্য প্রাপ্তি মৌলিক অধিকার। এই অধিকার প্রতিষ্ঠায় আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে আপনি প্রশ্ন করুন। ওয়েব পোর্টালে গিয়ে জেনে নিন। এছাড়া হাটে-বাজারে বায়োস্কোপের মাধ্যমেও এ অধিকার সম্পর্কে প্রচারণা চালানো হবে।

সমকাল : কাজ করতে গিয়ে কী ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে?

মোহাম্মদ জমির : সবচেয়ে বড় সমস্যাটা হচ্ছে আমাদের রেকর্ড কিপিং। অনেকের ইচ্ছা আছে তথ্য দেওয়ার: কিন্তু রেকর্ড নেই। উইপোকা লেগেছে, হিউমিডিটির কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। এখন ডিজিটাল ক্যামেরায় একটা ছবি যখন ওঠানো হয়, অনেকদিন সংরক্ষণ করা যায়। সেটা ডাউনলোড করে দিয়ে বাস কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু আপনি যদি ঠিকমতো সেটা বাঁধিয়ে না রাখেন নরমাল ছবি দুমড়ে-মুচড়ে যাবে, ব্রাউন হয়ে যাবে, কালার নষ্ট হয়ে যাবে। এ রকম অনেক প্রতিষ্ঠান যাদের কাছে তথ্য চাওয়া হচ্ছে পরে তারা তথ্য দিতে চাইলেও দিতে পারছে না। বলছে, আমরা কী করে করব? উইপোকায় খেয়েছে, পিঁপড়ে নষ্ট করেছে, তেলাপোকা ঢুকেছে। এ অসুবিধা দূর করার জন্য আমরা বিশ্বব্যাংককে বলছি, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংককে বলছি ইউএনডিপিকে বলছি যে, তোমরা যদি সুশাসন চাও, তাহলে আমাদের ক্ষমতায়ন করো। যাতে করে তথ্য সংরক্ষণ সম্ভব হয়। এই একই কারণে আমরা বেশ কিছু বিদেশি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গেও কথাবার্তা বলেছি। তারা খুব আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

সমকাল : আমাদের দেশে অনেক সময় রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা বা নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে তথ্য সরবরাহে অস্বীকার করা হয়। এক্ষেত্রে তথ্য কমিশন কী করতে পারে?

মোহাম্মদ জমির : এ সংকট সমাধানের জন্য ভারতে চেষ্টা চলছে। কানাডা, জাপান, কোরিয়ায় চেষ্টা করা হচ্ছে। আমাদের মনে রাখতে হবে দুটো জিনিস। প্রথমত পররাষ্ট্রনীতি বা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রবাব পড়বে এমন কিছু বিষণয় গোপন থাকতে পারে। দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তিক উৎকর্ষের এ যুগে কোনো কিছু লুকিয়ে রাখা কঠিন। আপনার কী আছে না আছে গুগলে সার্চ ম্যাপ দেখলে সব বলে দেবে তারা। যে কোনো জায়গায় কার বাড়ির আঙিনায় কয়টা গরু-ছাগল আছে, সব এখন জানা সম্ভব।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

সমকাল : তথ্য গোপন করা বোধহয় সাংস্কৃতিক ব্যাপার।

মোহাম্মদ জমির : ঠিকই বলেছেন। এজন্য ধাপে ধাপে আমরা এগোচ্ছি। একটা উদাহরণ দিই। ১৯৮১ সালে দেশে কেবল ফ্যাক্স মেশিন আসছিল। একদিন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কামরায় আমি বসে ছিলাম। দোভাষী হিসেবে ইরাক-ইরান যুদ্ধের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে সহায়তা করতাম তখন। একজন এসে বলছেন অমুক অমুক প্রতিষ্ঠান ফ্যাক্স মেশিন কিনে লাগিয়ে দিয়েছে আমাদের পারমিশন ছাড়া। শুনে আমি হাসলাম। রাষ্ট্রপতি বললেন, আপনি হাসছেন কেন? হাসছি আমাদের এই একটা ব্যাপার নিয়ে আপনার কাছে আর্জি শোনাতে এসেছে শুনে। ফ্যাক্স মেশিন লাগানো হয়েছে প্রত্যেক অফিসেই লাগানো হবে, প্রত্যেক বাড়িতে থাকবে এটাই তো হবে। তখন ওপাশ থেকে বলছে যে, তাহলে আমাদের সব তথ্য কী হবে? বললাম, তথ্য কি ফাঁস হবে? যে তথ্য ফাঁস হওয়ার তা তো আপনিই যাচ্ছে।

আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাই। ৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার পর তিনি বেসরকারি টেলিভিশনের অনুমতি দেন। বিএনপির সময় মাত্র একটি প্রতিষ্ঠান মোবাইল ফোন বাজারে এনেছিল। দেড় লাখ টাকা লাগত একটা ফোনের জন্য। তিনি এসে কী করলেন? অপারেটরের সংখ্যা বাড়ালেন। এবার এসে তিনি তথ্য অধিকার আইন করলেন। তথ্য অধিকার আইনটা কী? এটা মূলত খাল কেটে কুমির নিয়ে আসা। এটা বিরাট পদক্ষেপ। আমাদের ন্যায়পাল নেই; তথ্য কমিশন হচ্ছে অনেকটা ন্যায়পালের মতো।

সমকাল : মাঠ পর্যায়ে তথ্য কমিশন কীভাবে কাজ করছে?

মোহাম্মদ জমির : মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন খুবই আগ্রহী। আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কাছে তথ্য চেয়েছি তাদের কাছে মাসে কী পরিমাণ আবেদনপত্র আসে? তারা আমাদের হিসাব দিয়েছে। তাদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চায় সাধারণ মানুষ। এর মধ্যে রয়েছে- বন্দুকের লাইসেন্স, ট্রেড লাইসেন্স, দলিল লেখনের লাইসেন্স, পাসপোর্ট, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, ভূমির নাম জারিকরণ, ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ প্রদান ইত্যাদি। একদম মৌলিক জিনিস নিয়ে প্রশ্ন আসছে। প্রশ্ন আসছে, তারা জবাব দিচ্ছে, ফলে আমার কাছে আপিল আসছেন না। যদি অভিযোগ থাকত জবাব পাচ্ছে না, তাহলে তারা আপিল করত।

সমকাল : তথ্য না পেয়ে কেউ কি এ পর্যন্ত আপনাদের কাছে অভিযোগ করেছে?

মোহাম্মদ জমির : হাতিরঝিলে বিজিএমইএ বিল্ডিং নিয়ে রাজউকের কাছে তথ্য না পেয়ে পরিবেশ আইনজীবী সমিতি (বেলা) অভিযোগ করেছিল। রাজউক তখন বলছিল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে তারা জানতে চাননি। আমার প্রশ্ন ছিল, তখন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কি নিয়োজিত করা হয়েছে? নির্ধারিত করা হয়েছে? না করলে কী করে জিজ্ঞেস করবে? তাহলে দোষটা কার? এখন রাজউক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত করেছে। এ ব্যাপারে সে ট্রেনিং নিয়েছে এখানে। বেলাও তথ্য পেয়েছে।

সমকাল : রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে তথ্য কমিশন কেমন সাড়া পাচ্ছে?

মোহাম্মদ জমির : আমার কথা হচ্ছে, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দলমত নির্বিশেষে সবার প্রচেষ্টা হওয়া উচিত তথ্য কমিশন কীভাবে একটি টেকসই প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে। সরকার যাবে সরকার আসবে; কিন্তু ইলেকশন কমিশন যেমন থাকবে, সেভাবে ইনফরমেশন কমিশনও থাকবে। কেননা বাংলাদেশ হওয়ার পর ৩৯ বছরে প্রথমবারের মতো একটা জাতীয়ভিত্তিক ইনস্টিটিউশন করা হলো। এর আগে হাইকোর্ট ছিল, সেটা সুপ্রিম কোর্ট হলো। প্রভিন্সিয়াল আকারে পাবলিক সার্ভিস কমিশন ছিল। প্রভিন্সিয়াল আকারে ছিল এ্যান্টিকরাপশন কমিশন। প্রভিন্সিয়াল আকারে ইলেকশন কমিশন ছিল। সেগুলো সেন্ট্রাল হয়ে গেল। কিন্তু জাতীয়ভাবে আইন করে একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে, সেটা তথ্য কমিশন।

সমকাল : প্রশাসনের দিক থেকে কতটা সহায়তা পাচ্ছেন?

মোহাম্মদ জমির : তারা এখন সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা প্রদান করছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের যদি কোনো সংশয় থাকে, কোনো রকমের প্রশ্ন থাকে তারা জিজ্ঞাসা করছে।

সমকাল : জনবল নিয়ে আপনি কি সন্তুষ্ট?

মোহাম্মদ জমির : জনবলের অভাব বোধ করছি। আমার আরও ট্রেইন্ড ম্যানপাওয়ার দরকার। ইন্টার্ন হিসেবে লোক আসা দরকার। যারা মিডিয়া বিষয়ে পড়ালেখা করছে, মিডিয়ায় কাজ করছে তারা ইন্টার্নশিপে আসতে পারে। বিদেশে তো তাই হয়।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

আমি বিদেশে পড়াশোনা করেছি, পড়িয়েছি, আমরা গিয়ে তখন ইন্টার্নশিপ করেছি।

সমকাল : তার মানে তথ্য অধিকার এবং ডিজিটালাইজেশনের মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে?

মোহাম্মদ জমির : সম্পূর্ণভাবে ইন্টার্লিংকড। কেননা আপনি বিশ্বায়নের যুগে সবচেয়ে সুযোগ্যভাবে এবং সবচেয়ে তাড়াতাড়ি যদি কোনো তথ্য এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় প্রেরণ করতে চান, সেটা ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রেরণ করতে চান। সেটা ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রেরণ করা সম্ভব। সাধারণভাবে তথ্য আদান-প্রদানে যদিও অনেক কিছু হয়; কিন্তু ইন্টারনেটে আপনি যে তথ্যটা পাঠাচ্ছেন সেটা অবিকৃত থাকে। যদি কোনো ব্যক্তি স্বচ্ছতা চায়, ইন্টারনেটের মাধ্যমে সে স্বচ্ছতা প্রদান করা সম্ভব। আরা যদি কেউ কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে তথ্য চায় সেটা লিখিতভাবে বা ইন্টারনেটের মাধ্যমেও চাইতে পারে।

সমকাল : তথ্য কমিশনের কর্মকান্ড বৃহত্তর জনগোষ্ঠী জানবে কীভাবে?

মোহাম্মদ জমির : সেটা আমরা চেষ্টা করছি। আমাদের ওয়েব পোর্টাল আছে। সেখানে একটা কলামই থাকবে। আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের জবাব। সেখানে যদি কেউ প্রশ্ন করে, অবশ্যই আমরা জবাব দেব। বিয়মিত কোনো প্রকাশনায় যাওয়ার আগে আমাদের উপযুক্ত লোকবল থাকা প্রয়োজন। তার আগে কিন্তু আমরা যেটা করতে পারি ওই একই জিনিস আমরা সম্পন্ন করতে পারি ওয়েব পোর্টোলে। ওয়েব পোর্টালে থাকল, ইলেকট্রনিক্যঅলি থাকল। পরে যখন লোকবল বাড়বে তখন অবশ্যই এটা প্রিন্ট করে দেওয়া যেতে পারে। এখন লিফলেটটাও করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন উত্তরের জবাবের একটা পুস্তিকা হয়েছে।

সমকাল : আরও কীভাবে তথ্য কমিশন শক্তিশালী হতে পারত?

মোহাম্মদ জমির : আমি মনে করি, এর পরিধিটা বাড়ানো দরকার। এখন সেসব সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তথ্য কমিশনের আওতায় রয়েছে যেগুলো কিনা মূলত সরকারি কিংবা বিদেশি অর্থপুষ্ট। কিন্তু আমি মনে করি করপোরেট বা প্রাইভেট সেন্টরকেও তথ্য কমিশনের আওতায় আনা উচিত। প্রশ্ন হচ্ছে, তুমি প্রাইভেট সেক্টরের প্রতিষ্ঠান তোমার কি দায়বদ্ধতা নেই? জনগণের কি অধিকার নেই যে, তুমি কী বানাচ্ছ? মানগত দিক থেকে কেমন? আমি মনে করি এর পরিধি বাড়ানো দরকার।

সমকাল : আমরা জানি তথ্য কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতির কাছে দায়বদ্ধ। এছাড়া আর কার কাছে দায়বদ্ধতা বোধ করেন?

মোহাম্মদ জমির : বৃহত্তর জনগোষ্ঠী আর মিডিয়া আমরা যদি ঠিকমতো কাজ না করি তারা লিখবে। এখানে তো টক শো আছে অনেক। আমি নিজেও পার্টিসিপেট করি। তথ্য কেউ চেপে রাখতে পারবে না। এই পুরো জিনিসটা হচ্ছে সার্বিকভাবে একটা দায়বদ্ধতার ব্যাপার। পানি সবসময় নিজে লেভেল বের করে গড়িয়ে গিয়ে। আপনি কোনো জিনিস লুকিয়ে রাখতে পারবেন না।

সমকাল : তথ্য কমিশন কতটা কাজ করতে পারছে?

মোহাম্মদ জমির : আস্তে আস্তে হচ্ছে। এখন তো হাঁটি হাঁটি পা পা করে অগ্রসর হচ্ছে। আস্তে আস্তে শক্তিশালী হবে। আপনারা দেখছেন গত কয়েক মাসে অফিস হয়েছে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার হচ্ছে। প্রকাশনা করা হয়েছে ওয়েব পোর্টাল করা হলো। এখন আমরা জেনারেটর কিনতে পারিনি তাই না? কিন্তু সবই আস্তে আস্তে হবে।

সমকাল : প্রতিবেশি দেশগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে আমাদের তথ্য কমিশন কতটা অগ্রসর হতে পেরেছে?

মোহাম্মদ জমির : আমার মনে হয় ভারত প্রথম ১৫ মাসে যে অর্জন করেছিল তার চেয়ে বেশি অর্জন করেছি আমরা। আর পাকিস্তান ও নেপালের চেয়ে নিশ্চয়ই আমরা বেশি অর্জন করেছি। অবশ্যই এটা আমার মন্তব্য না। একটা হচ্ছে নিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গ যারা ইউএনডিপিতে কাজ করে, যারা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে কাজ করে বিভিন্ন দূতাবাসে নিয়োজিত আছেন, তারা মন্তব্য করেছেন।

সমকাল : আমাদের সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ জমির : সমকালের পাঠকদের শুভেচ্ছা।

(দৈনিক সমকাল; ১০-১১-২০১০)

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

এ বছরেই এক লাখ তথ্য সহায়ক কর্মকর্তার নাম পাওয়া যাবে

মিডিয়াওয়াচ প্রতিবেদক

বর্তমানে প্রধান তথ্য কমিশনারের দায়িত্বে রয়েছেন মোহাম্মদ জমির। নানা বিষয়ে তার সঙ্গে কথা হয়েছে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন হাবিবুল আলম।

মিডিয়াওয়াচঃ তথ্য অধিকার আইনের প্রথম পাঠ সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি..।

মোহাম্মদ জমিরঃ এক ব্যক্তি একজন কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। কিন্তু সাক্ষাৎপ্রত্যাশী সেই ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে রাজি হননি কর্মকর্তা। ফিরে গেলেন সেই লোক। কিন্তু যখন আবার ফিরলেন, তখন সঙ্গে করে নিয়ে এলন তথ্য অধিকার আইন। সেটি দেখিয়ে জানতে চাইলেন, কেন সেই কর্মকর্তা তার সঙ্গে দেখা করবেন না। পরে সেই কর্মকর্তা বাধ্য হলেন ওই ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে এবং সব প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে। উল্লিখিত ঘটনাটি তথ্য অধিকার আইনের বাস্তব প্রয়োগের একটি অংশ। আমার বিশ্বাস, জনগণ জানে তার অধিকার কী। জগণের অনেকগুলো অধিকারের একটি তথ্য জানার অধিকার। আর এই অধিকারকে প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দিয়েছে তথ্য অধিকার আইন। এই আইনের অধীনে যে কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট নিয়মে তথ্যের জন্য আবেদন করতে পারবেন এবং সাধারণ নিয়মে ২০ দিনের মধ্যে তথ্য পাবেন যদি আইনের অধীনে আসে। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ও গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপার না থাকলে সব বিষয়ে তথ্য পাবে জনগণ। তথ্য সহায়ক কর্মকর্তার নিয়োগের বিষয়টি চুড়ান্ত হলে তথ্য প্রাপ্তির বিষয়টি আরও সুদৃঢ় হবে বলে আমার বিশ্বাস। রাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করতে ও জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতেই এই আইন। ২০০৮ সালের ২০ অক্টোবর তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ কার্যকর হয় আর ১ জুলাই ২০০৯-এ তথ্য কমিশন গঠিত হয়।

মিডিয়াওয়াচঃ কমিশন বর্তমানে কি কাজ করছে?

মোহাম্মদ জমিরঃ বর্তমানে আমরা দুটো কাজ করছি। একটি হলো ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা । ওয়েব পোর্টালে তথ্য সহায়ক কর্মকর্তার নাম, পদবি, ই-মেইল ও মোবাইল নম্বর থাকবে। সেখানে তথ্য সহায়ক কর্মকর্তার সুপারভাইজারের নাম-পদবিসহ সংশ্লিষ্ট তথ্য থাকবে। কোন কোন তথ্য কি উপায়ে পাওয়া যাবে, সেটিও ওয়েব পোর্টালে থাকবে। ওয়েব পোর্টালে বাংলা ও ইংরেজি দুটো ভাষাই থাকবে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় এই ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা হচ্ছে। এখন টেন্ডার হয়ে গেলেই আমরা কাজ শুরু করতে পারব। দ্বিতীয় যে কাজটি সেটা হলো, ৬৪ জেলায় তথ্য সহায়ক কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ দেওয়া। ২৪ টি জেলায় আমরা ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছি। গত ৩-৪ সপ্তাহে আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে চার হাজারের মতো তথ্য সহায়ক কর্মকর্তার নাম পেয়েছি। আশা করি চলতি বছরের মধ্যে এ সংখ্যা এক লাখের মতো হবে। আর আমাদের অফিসের অবকাঠামো তৈরি হলে সব ধরনের প্রশিক্ষণ আমরা অফিসেই সম্পন্ন করতে পারব। দেশের বিভিন্ন জেলায় তথ্য সহায়ক কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ, রেকর্ড তৈরি ও সংরক্ষণ, ডাটাবেজ তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে, তা জানতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পাঠানো হবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাছে এবং আমরা অগ্রগতি শিগগিরই জানতে পারব।

মিডিয়াওয়াচঃ তথ্য অধিকার আইনের বিষয়টি সবার জানার দরকার, জানানোর বিষয়টি আপনারা কিভাবে করবেন ?

মোহাম্মদ জমিরঃ এই কাজে আমাদের সহয়তা করতে পারে এমন সব প্রতিষ্ঠানকে আমরা কাজে লাগাব গণমাধ্যম, এনজিও, স্কুল-কলেজ সরকারি প্রতিষ্ঠানসহ প্রয়োজনীয় সবাইকেই। রেডিও-টেলিভিশনে এ সংক্রান্ত আলোচনা করা হবে কমিউনিটি রেডিও থাকলে সেখানে এই বিষয়ে জানানো হবে। যারা নিরক্ষর তাদের জানাতে নাটক-নাটিকা ব্যবহার করা হবে। এইডসের ক্ষেত্রে নাটক গানের ব্যবহার সফল হয়েছে। প্রতিটি সরকারি অফিসে তথ্য অধিকার আইনের নোটিশ দেওয়া থাকবে এবং কোন প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে তথ্য পাওয়া যাবে সে রকম নির্দেশনা থাকবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের মতো স্কুল-কলেজও এই নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হবে। প্রযুক্তির যুগে আমরা ই-মেইলকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলাম। তবে বেশীর ভাগ লোকই ইন্টারনেট ব্যবহার করতে না পারায় এই বিষয়টি আপাতত বাদ দিয়েছি। আমরা মোবাইল গ্রাহকদের কাজে লাগাবো। মোবাইল গ্রাহকদের কাছে তথ্য অধিকার বিষয়ক বার্তা পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে এসএমএস এর মাধ্যমে। আমরা ব্র্যাক, গ্রামীন ব্যাংক এর মতো এনজিও কে কাজে লাগাতে চাই।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

মিডিয়াওয়াচঃ গণমাধ্যম এই আইনের মাধ্যমে কতটুকু লাভবান হবে বলে আপনি মনে করেন ?

মোহাম্মদ জমিরঃ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পাওয়ায় এখন তথ্য প্রাপ্তি অনেক সহজ হবে বলে আমার ধারণা। আগে বিষয়টি এমন ছিল না। এখন সবাই এই আইনের অধীনে এসেছে। খুবই গোপন না হলে তথ্য পাওয়ায় বাধা থাকবে না। আর এই আইনে সুবিধা নিয়ে সাংবাদিকসহ যে কেউ লাভবান হতে পারেন। তথ্য পাওয়া আরো অনেক সহজ হবে। তথ্য সহায়ক কর্মকর্তা থাকবেন, সুপারভাইজার থাকবেন আর সেখানে তথ্য না পেলে কমিশনেও যোগাযোগ করতে পারবেন যে কেউ। পরে কমিশন বিষয়টি সম্পর্কে জেনে উত্তর দেবে। কেবল গণমাধ্যম নয়, যে কেউ এই আইনের অধীনে অনেক লাভবান হবেন বলে আমার বিশ্বাস। তবে সবাইকে এ ব্যাপারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

মিডিয়াওয়াচঃ তথ্য অধিকার আইন ও কমিশন এখন পর্যন্ত কতট সফল ?

মোহাম্মদ জমিরঃ আমাদের সময় দিতে হবে। আমাদের মূল চ্যালেঞ্জ সক্ষমত তৈরি করা। আমাদের অফিসের অবকাঠামো এখনো তৈরি হয়নি। তবে ২-৩ মাসের মধ্যে তা সম্পন্ন হলে পুরোদমে কাজ করতে পারব। অফিসের কম্পিউটার স্থাপন করা হয়ে গেলে এবং সেমিনার রুমের কাজ সম্পন্ন হলে তথ্য সহায়ক অফিসার প্রশিক্ষণসহ সব প্রশিক্ষণ আমরা অফিসে সম্পন্ন করতে পারব। তথ্য হালণাগাদ করা, কম্পিউটার ডাটাবেজ তৈরি করার বিষয়গুলো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ভারতে তথ্য অধিকার আইন ভালো করে চালু হতে ৩ বছরের মতো লেগেছে। আমাদের কিন্তু এত সময় হয়নি। আমি কমিশনের দায়িত্ব গ্রহণের পর আন্তরিকভাবে কাজ করছি (বিভিন্ন দেশের তথ্য অধিকার আইন, ওয়েব পোর্টালে খসড়া ডিজাইন, তথ্য সহায়ক অফিসারের তালিকা দেখিয়ে)। আমর বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করলে সফল হবই। আমরা একা সফল হতে পারব না। সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আমরা চাই এই আইনের সুফল সবাই যেন পায়। আমার নিজের পক্ষ থেকে আন্তরিকতার কোন অভাব নেই।

মিডিয়াওয়াচঃ তথ্য অধিকার আইনের দুর্বল দিকটি কী বলে আপনি মনে করেন ?

মোহাম্মদ জমিরঃ ২০০৮ সালের আইনে এনজিওগুলো আওতাভুক্ত ছিল না। ২০০৯ সালে যে আইন হয়েছে সেখানে এনজিওগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমর মনে হয় মাল্টিন্যাশনাল করর্পোরেশন ও কোম্পানিগুলোও এই আইনের অধীনে আনা উচিত। তথ্য না পাওয়ার ব্যাপারে বলতে গেলে বলতে হয়, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ও গোপনীয়তার স্বার্থে তথ্য দেওয়া যাবে না। বিশ্বের অনেক দেশেই তা কার্যকর যেমনঃ যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন ইত্যাদি দেশে। ধরুন, এক ভদ্রলোক রানওয়ের পাশে জমি কিনেছেন। কাগজপত্র টাকা লেনদেন সবই সম্পন্ন। এখন যখন রেজিস্ট্রেশনের জন্য ভূমি অফিসে গেলেন তখন অফিসার জানালেন এই জমি নিয়ে সমস্যা রয়েছে। কিন্তু সমস্যা কী, সেটা তিনি বলতে রাজি নন। এখন জমির ক্রেতা পড়লেন ভীষণ বিপদে। মনে করা যাক তথ্য সহায়ক কর্মকর্তা বা সুপারভাইজার কেউ সদুত্তর দিতে পারলেন না রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তার কারণে। এখন নিয়ম হবে, বিষয়টি কমিশনকে জানানো যে সরকার রানওয়ে ভবিষ্যতে বৃদ্ধি করবে। এ জন্য এখানে জমি বিক্রির অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। এখন জমির ক্রেতাকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে বিক্রেতার কাছে যেতে হবে আর বলতে হবে, এই জমি বিক্রি আইনত নিষিদ্ধ। আপনি আমার টাকা ফেরত দেন। তা না হলে আমি আইনি ব্যবস্থা নেব। এই আইনে বলা হয়েছে, কিছু তথ্য প্রতিষ্ঠান দিতে বাধ্য নয়, কিন্তু বলা হয়নি দেওয়া যাবে না।

মিডিয়াওয়াচঃ পাঠকের কাছে কোন বার্তা দিতে চান ?

মোহাম্মদ জমিরঃ আমি চাই মিডিয়াওয়াচ-এ প্রতি সপ্তাহে তথ্য অধিকার বিষয়ক নিবন্ধ হোক। এতে পাঠক বিষয়টি ভালো করে জানতে পারবেন। যেমন ভারতে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক ৬২ টি নিবন্ধ প্রকাশ করেছিল তামিলনাড়ুর প্রত্রিকাগুলো। আমাদের পত্রিকাও এই কাজটি করতে পারে। আমি এখানের গণমাধ্যমকে আমাদের সহায়তা করার জন্য আহবান জানাচ্ছি।

(মিডিয়া ওয়াচ; ০৭-০৬-২০১০)

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পরিশিষ্ট-০৯/১০

তথ্য প্রাপ্তির জন্য সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা দরকার

মোহাম্মদ জমির
প্রধান তথ্য কমিশনার

(যায়যায় দিনের পক্ষ থেকে সাক্ষৎকার নিয়েছেন- সোহেল হায়দার চৌধুরী, প্রকাশের তারিখঃ ১৬.০১.২০১১)

যায়যায় দিন ঃ কোন বিষয়গুলো অগ্রাধিকার দিয়ে তথ্য কমিশন কাজ করছে?

মোহাম্মদ জমির ঃ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত তথ্য কমিশন জনগণের তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দুটি মৌলিক বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করছে। একটি তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সারাদেশে ব্যাপক গণসচেতনতা তৈরী করা এবং অন্যটি তথ্য অধিকার আইনের অধীনে সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রদানে দক্ষতা বৃদ্ধিতে পরামর্শ, সহযোগিতা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা।

যায়যায় দিন ঃ মাঠ পর্যায়ে তথ্য কমিশনের কাজের ধরণ কী রকম?

মোহাম্মদ জমির ঃ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নকল্পে বিভাগ, জেলা ও উপজেলাগুলোতে পর্যায়ক্রমে সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ এবং জনঅবহিতকরণ সভার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধির কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, প্রকাশ, প্রচার ও প্রাপ্তির বিষয়ে কমিশন কর্তৃক প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা নিয়মিতভাবে প্রদান করা হচ্ছে। তথ্য কমিশনের কমিশনারদ্বয় এবং কমিশনের সচিব এ পক্রিয়ার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত আছেন।

যায়যায়দিন : এ ক্ষেত্রে সরকারের নিরপেক্ষ ভূমিকা কতটা পাচ্ছেন?

মোহাম্মদ জমিরঃ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার যথেষ্ট আন্তরিক। তথ্য কমিশনকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে সরকার নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

যায়যায়দিন : কিছু চাপিয়ে দেয়ার মতো সংস্কৃতি এখানে কতটা প্রভাব বিস্তার করছে?

মোহাম্মদ জমিরঃ তথ্য কমিশন একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। সরকার কর্তৃক তাদের নিজস্ব মতামত তথ্য কমিশনের ওপর চাপিয়ে দেয়ার মতো কোনো প্রচেষ্টা এখন পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়নি।

যায়যায়দিন : প্রশাসন এই প্রতিষ্ঠানকে কি সম্পূর্ণ সহায়তা করছে?

মোহাম্মদ জমিরঃ প্রশাসন, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয় এবং মাঠ পর্যায়ে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন তথ্য কমিশনকে যথাযথ সহায়তা দিয়ে আসছে।

যায়যায়দিন : দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে গত ৯ মাসে আপনার অর্জন কী?

মোহাম্মদ জমিরঃ দায়িত্বগ্রহণের পর থেকে গত ৯ মাসে আমি চেষ্টা করেছি তথ্য কমিশনকে একটি পরিপূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে। জনগণ যাতে এই প্রতিষ্ঠান থেকে ঘোষিত সব সুযোগ সুবিধা পায় সে চেষ্ঠায় আমার কোনো কমতি নেই সেই লক্ষ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছি। এর মধ্যে ৭৬ জনের জনবল কাঠামো যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। নিয়োগ বিধিমালা অনুমোদিত হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের অধীন বিধিমালা ও প্রবিধানমালা সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জারি করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় অফিস সরঞ্জমাদি, কম্পিউটার সামগ্রী, যানবাহন ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে ও তথ্য অধিকার আইন, বিধিমালা এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর সংবলিত ৩টি পুস্তিকা ইতোমধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ডাটাবেজ তৈরি করা হচ্ছে এবং এ পর্যন্ত ছয় হাজার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ওয়েব পোর্টালে সন্নিবেশ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সহায়তায় ওয়েবপোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। মোবাইল ফোন কোম্পানি রবির সঙ্গে তথ্য কমিমনের সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুসারে রবি তাদের গ্রাহকদের বিনামূল্যে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে বার্তা পৌছে দিচ্ছে। গ্রামীণ ফোনের সঙ্গেও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন আছে। কয়েকটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল স্ক্রলের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে আসছে। অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্বেও ইতোমধ্যে ৩৩ টি জেলায় তথ্য অধিকার আইনের ওপর জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি যে, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

মাঝে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে ৮ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত সমাজ বিজ্ঞান পুস্তিকায় তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রবন্ধ সন্নিবেশ করা হলে প্রতিবছর দশ লাখ শিক্ষার্থী হতে পারে তথ্য অধিকার আইনের দূত। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী দপ্তর, সংস্থা, এনজিও, ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়া, বিশ্বব্যাংক, এডিবি, ইউএনডিপি, আইএলওসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও বিদেশী রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে;এই পক্রিয়ায় বিপিএটিসি, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, আর্টিকেল-১৯, নাগরিক উদ্যোগ, নিজেরা করি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা-২০১০ অনুমোদনের বিষয়টি মন্ত্রণালয় পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।

যায়যায়দিন : কাজ করতে গিয়ে কী ধরনের সমস্যায় পড়ছেন?

মোহাম্মদ জমিরঃ তথ্য কমিশন কাজ করতে গিয়ে প্রথমেই যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা হলো, এর প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো ও ভিত্তি তৈরি। কমিশন গঠন করার প্রায় দেড় বছর পরও কমিশনের লোকবল সমস্যার এখনো সমাধান হয়নি। সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটি স্বাধীন হলেও সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর অর্থ বরাদ্দ, ব্যয় এবং বরাদ্দের খাতসহ সব সিদ্ধান্তের জন্য প্রচলিত আমলাতান্ত্রিকতা এবং সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। ফলে কর্মক্ষেত্রে মাঝে মাঝে বিলম্ব এবং নানা জঠিলতা সৃষ্টি হচ্ছে।

যায়যায়দিন : জনগণের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে শুধু কি কমিশন বা আইন দিয়েই সবকিছু সম্ভব?

মোহাম্মদ জমিরঃ না, শুধু আইন দিয়ে কাজটি সম্ভব নয়। এরসঙ্গে প্রয়োজন সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা, দৃশ্যমান প্রোঅ্যাকটিভ অবদান এবং প্রচলিত আমলাতন্ত্রের মানসিকতার পরিবর্তন।

যায়যায়দিন : বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের জন্য এ ধরনের কমিশন একটি নতুন অধ্যায়। সে ক্ষেত্রে আপনাদের পরিকল্পনায় প্রাথমিকভাবে দেশের কত নাগরিক তার অধিকারের সুবিধা ভোগ করবে?

মোহাম্মদ জমিরঃ এই আইনের মাধ্যমে নিশ্চিত হবে জনগণের তথ্য অধিকার ও অবাধ তথ্য প্রবাহ। একই সঙ্গে আইনটি সরকারি-বেসরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক ভুমিকা পালন করবে। প্রাথমিকভাবে, কমিশন সরকারের মন্ত্রণালয়গুলোর তথ্য প্রকাশ এবং জনগণের প্রাপ্তি নিশ্চিত করার প্রয়োজন বিবেচনায় রেখে মন্ত্রণালয়গুলোর ওপর অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। সেই সঙ্গে মাঠ পর্যায়ে জেলা-উপজেলা, সরকারী-বেসরকারী কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। প্রাথমিকভাবে, কমিশন সরকারের মন্ত্রণালয়গুলোর তথ্য প্রকাশ এবং জনগণের প্রাপ্তি নিশ্চিত করার প্রয়োজন বিবেচনায় রেখে মন্ত্রণালয়গুলোর ওপর অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। সেই সঙ্গে মাঠ পর্যায়ে জেলা-উপজেলা, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রদানে ডিমান্ড ও সাপ্লাই, উভয় বিষয়ে, গণসচেতনতার ওপরও গুরুত্ব দিচ্ছে।

যায়যায়দিন : এ ধরণের একটি বিস্তৃত বিষয়কে কতটা দ্রুততার সঙ্গে এবং কীভাবে পুরো দেশের জনগণের কাছে তুলে ধরার পরিকল্পনা করেছেন?

মোহাম্মদ জমিরঃ তথ্য কমিশন বিশ্বাস করে এই আইনটির জন্য প্রয়োজন ব্যাপক গণসচেতনতা। তাই কমিশন আশা করে এ ব্যাপারে প্রিন্ট ও ইলেট্রনিক মিডিয়া, মোবাইল অপারেটররা, বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতার সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সেই লক্ষ্য নিয়ে কমিশন কাজ করছে।

যায়যায়দিন : তথ্য অধিকার আইন হলেও এখন পর্যন্ত অনেক সরকারী প্রতিষ্ঠানই তাদের অভ্যন্তরীণ তথ্য জানতে আগ্রহ দেখায় না। অনেক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা বা নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে তথ্য সরবরাহে অপারগতা প্রকাশ করে। তাদের ব্যাপারে আপনাদের কী করণীয় আছে?

মোহাম্মদ জমিরঃ আমলাতান্ত্রিক মানসিকতার কারণে অনেক সরকারী ও বেসারকারী প্রতিষ্ঠান তাদের অভ্যন্তরীণ তথ্য জানাতে আগ্রহী নয়। অনেক ক্ষেত্রে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা বা নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে তথ্য সরবরাহ করছে না। তবে কমিশন চেষ্টা করছে যাতে এই মানসিকতা পরিবর্তন করা যায়। এ লক্ষ্যে কমিশন কিছু উদ্যোগও নিয়েছে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

যায়যায়দিন : অনেক সরকারী প্রতিষ্ঠান বা মন্ত্রণালয় তাদের কর্মকাণ্ডের সংবাদ ওয়েব সাইটে আপডেট করে না বা অনেক সংবাদ চেপে যায়। এদের ব্যাপারে আপনারা কোনো পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষমতা রাখেন কি?

মোহাম্মদ জমির: এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য অধিকার আইন অনুসারে সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যত বেশি দৈনন্দিন ও নীতিগত তথ্য ওয়েব সাইটের মাধ্যমে জনগণের জন্য প্রকাশ করবে জনগণের তথ্য প্রাপ্তিতে ভোগান্তি এবং তথ্য চেয়ে আবেদনের চাপ তত কমে যাবে। কমিশন মনে করে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি স্বপ্রণোদিতভাবে ওয়েবসাইটে আপডেট করবে। তথ্য কমিশন তাদের এই ব্যাপারে আরো সজাগ হওয়ার জন্য সময় সময় দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

যায়যায়দিন : জনগণের তথ্য জানার যে অধিকার সেটা শতভাগ পরিপূর্ণতা কবে পাবে বলে আশা রাখেন?

মোহাম্মদ জমির: আমার প্রত্যাশা জনগণ তাদের তথ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না এবং সে কারণে আমারা গণমাধ্যম, তথ্য যোগাযোগ অবকাঠামো, টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের সহায়তা প্রদানের জন্য বিশেষ দৃষ্টি দিচ্ছি।

যায়যায়দিন : যদি কোনো প্রতিষ্ঠান তাদের সঠিক তথ্য গোপন করে বা নিজেদের খারাপ দিকগুলো লুকিয়ে রাখে তাহলে তাদের ব্যাপারে আপনাদের কোনো করণীয় আছে কী?

মোহাম্মদ জমির: তথ্য অধিকার আইনের অধীনে আবেদনকৃত তথ্যের সরবরাহের ক্ষেত্রে ভুল তথ্য প্রদান করার কোনো সুযোগ নেই। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তার প্রদানকৃত তথ্য সঠিকভাবে প্রদান ও সত্যায়ন করতে হবে, যার জন্য তিনিই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাববেন। এর অন্যথায় তার বিরুদ্ধে আইনের বিধান মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

যায়যায়দিন : এই প্রতিষ্ঠানটিকে আরো শক্তিশালী করতে কী করণীয়?

মোহাম্মদ জমির: তথ্য কমিশনকে আরো শক্তিশালী করতে নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি-

ক) দক্ষ জনবল নিয়োগ নিশ্চিতকরণ।

খ) আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ।

গ) নিজস্ব অফিসের অবকাঠামো নির্মাণ।

ঘ) নিজস্ব ওয়েব সার্ভার স্থাপন।

ঙ) তথ্য অধিকার আইনের দুর্বলদিক চিহ্নিতকরণ ও সংশোধন।

চ) তথ্য কমিশনের কাজের ব্যাপ্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওয়েব নির্ভর করে তথ্য কমিশনের আইটি অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ।

যায়যায়দিন : এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর করণীয় কী?

মোহাম্মদ জমির:তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বাস্তবায়ন এবং তথ্য কমিশনকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। জাতীয় সংসদের দৈনন্দিন কর্মসূচিতে এই আইন বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। মাঠ পর্যায়ে দলীয় নেতাকর্মীদের মাধ্যমে জনগণকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

যায়যায়দিন : আপনার কি মনে হয় এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গণতন্ত্র ও সুশাসনের দিকে আরো এগিয়ে যাওয়া সম্ভব?

মোহাম্মদ জমির: আমি বিশ্বাস করি তথ্য কমিশনের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গণতন্ত্র দৃঢ়ভিত্তির ওপর দাঁড়াবে, সুসংহত হবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা যদি সঠিকভাবে কাজটি করতে পারি তাহলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস পাবে। জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না।

যায়যায়দিন : এই প্রতিষ্ঠানটি নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

মোহাম্মদ জমিরঃ তথ্য কমিশন নিয়ে আমাদের অনেক পরিকল্পনা রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

ক) কমিশনের নিজস্ব অফিস কাঠামো তৈরি।

খ) দক্ষ জনবল নিয়োগ।

গ) জনগণের হাতে তথ্য প্রাপ্তি সহজীকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

ঘ) রেকর্ড সংরক্ষণের পরিমণ্ডলের ডিজিটালাইজেশনের ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করণ।

যায়যায়দিন : তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন করতে হলে কোন বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেয়া উচিত?

মোহাম্মদ জমিরঃ তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন করতে হলে যে বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেয়া উচিত সেগুলা হলো-

ক) জনগণকে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সভার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে সচেতন করা। খ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ। গ) সরকারী ও বেসরকারী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া, কমিউনিটি রেডিও এবং মোবাইল ফোল কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করা । ঘ) জেলা তথ্য বাতায়ন ও তথ্য কমিশনের নিজস্ব ওয়েব সাইট নিয়মিত হালনাগাদকরণ। ঙ) সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ নিশ্চিতকরণ। চ) তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্বের ধ্যান ধারণার পরিবর্তন সাধন।

যায়যায়দিন : সাংগঠনিক কাঠামো কতটা বিস্তৃত হয়েছে?

মোহাম্মদ জমিরঃ তথ্য অধিকার আইনের ১১(৩) ধারা অনুসারে বাংলাদেশের যে কোন স্থানে, তথ্য কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো বিস্তৃত করার বিধান রয়েছে। বর্তমানে শুধু ঢাকায় অবস্থিত প্রধান কার্যালয় থেকে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে প্রাথমিকভাবে, বিভাগ ও পরবর্তীতে জেলা পর্যায়ে, কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো বিস্তৃত করার পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

যায়যায়দিন : সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ধারা এবং চলন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসে। এই প্রতিষ্ঠানটিকে এর বাইরে রাখা সম্ভব কি?

মোহাম্মদ জমিরঃ তথ্য কমিশন একটি স্বাধীন কমিশন। তথ্য অধিকার আইনের সঙ্গে জনগণ সরাসরি সম্পৃক্ত। যেহেতু কমিশন কোন লাভজনক প্রতিষ্ঠান নয়, সেহেতু, সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তথ্য অধিকার আইন এবং তথ্য কমিশনের ব্যাপারে নেতিবাচক কোনো প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা আছে বলে আমি মনে করি না। তাছাড়া আইনটি মানবাধিকার, নারী ও শিশু অধিকার আইনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিধায় এই আইন এবং তথ্য কমিশনকে সব বিতর্কের উর্ধ্বে রাখা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তথ্য কমিশনকে কার্যকর করার জন্য চাই রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রতিবছর দশ লাখ শিক্ষার্থী হতে পারে তথ্য অধিকার আইনের দূত

এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকালে
রাষ্টদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

ব্যাংক-বীমা অর্থনীতি ঃ তথ্য অধিকার আইনের শুরুর দিক সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন?

মোহাম্মদ জমির ঃ স্বাধীন প্রেস অ্যাক্টের মাধ্যমে ১৯৬৬ সালে সুইডেনে শুরু হয় তথ্য প্রবাহে জনগণের প্রবেশাধিকারের বিষয়টি। জনপ্রশাসনের ইতিহাসে সেই প্রথমবারের মতো সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অবহিত হওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। এ প্রক্রিয়ার অর্থ হলো কর্তৃপক্ষ যে সমস্ত নথিপত্র নিয়ন্ত্রণ করেন তা স্বাভাবিক নিয়মেই প্রকাশ করা। তা না হলে বিশেষ করে আইন প্রণয়ণের উদ্দেশ্য বিফল হতে বাধ্য। তাই এই প্রেস অ্যাক্টে উল্লেখ থাকে যে, সম্ভাব্য স্পর্শকাতর তথ্যগুলো অবশ্যই আলাদাভাবে সংরক্ষণ বা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এক্ষেত্রে তথ্য জানবার জন্য কেউ আগ্রহ প্রকাশ বা আবেদন করলে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদানকারী অস্বীকৃতিও জানাতে পারেন। তবে অবশ্যই তা হতে হবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। যা দায়বদ্ধতার বিরুদ্ধে যেন না যায়। সুইডেনে স্বাধীন প্রেস অ্যাক্ট চালুর পর বিশ্বের ৯০টি দেশে এ অ্যাক্টের প্রয়োজনীয়তা অনুভব এবং সর্বশেষ তা সংবিধানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সুইডেন ছাড়াও দুইটি দেশে অনুমোদন লাভের পর চতুর্থ দেশ হিসেবে ১৯৬৬ সালে এ অ্যাক্ট গৃহীত হয় যুক্তরাষ্ট্রে। এরপর ২০০০ সালে যুক্তরাজ্য এবং ২০০২ সালে পাকিস্তানে। ভারতেও ২০০৫ সালে ফ্রিডম অব ইনফরমেশন আইন নামে এটি গৃহীত হয়। চীন এ প্রক্রিয়ায় সামিল হয় ২০০৭ সালে। তাদের পরিবর্তীত নাম ওপেন গভর্নমেন্ট ইনফরমেশন রেগুলেশন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি সুশীল সমাজের কর্মী, ল' কমিশন ও সরকারের অন্যান্য শাখার সক্রিয় অংশগ্রহণের ধারণা হিসাবেই দেখা হয়েছে। ১৯৮৩ সালে প্রেস কমিশন প্রথমবারের মতো এ ধারণাকে তার বিধির আওতাভুক্ত করে। তবে ল' কমিশন এ বিষয়ে নথিপত্র তৈরি করে ২০০২ সালে। পাশাপাশি একই বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৮ সালের ২০ অক্টোবর রাইট টু ইনফরমেশন (আরটিআই) অর্ডিন্যান্স বা তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ চূড়ান্ত রূপ নেয়, যা বিগত তত্ত্ববধায়ক সরকার কর্তৃক অনুমোদন বা গৃহীত হয় একই বছর। বর্তমান ক্ষমতাসীন নির্বাচিত সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করার মানসে ২০০৯ সালের ২৯ মার্চ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট পাস করে। একই বছর ৫ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করায় ঐ বছরের (২০০৯) ১ জুলাই আইন হিসাবে কার্যকর হয়। তারই ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত হয় ইনফরমেশন কমিশন বা তথ্য কমিশন।

ব্যাংক-বীমা অর্থনীতি ঃ তথ্য কমিশনের গৃহীত আইনে কোনো ধরণের শর্ত আরোপ করা হয়েছে কী?

মোহাম্মদ জমির ঃ গৃহীত আইনটিতে আরোপিত শর্তে উল্লেখ করা হয় যে, তথ্য কমিশন হবে একেবারেই একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান, যার প্রধান কার্যালয় থাকবে ঢাকায়। তবে প্রয়োজনে দেশের যে কোন স্থানে প্রতিষ্ঠা করা যাবে শাখা অফিস। আইনটির পরিকাঠামোতে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। এর মধ্যে অনুচ্ছেদ ২-এ বলা হয়েছে তথ্য অধিকারের অর্থ হচ্ছে যে কোন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য লাভের অধিকার। একই সঙ্গে এ সংক্রান্ত ব্যাখ্যায় উল্লেখ রয়েছে যে কোন নথিপত্র, বই, ডিজাইন, মানচিত্র, চুক্তিপত্র, উপাত্ত, লগবই, নির্দেশনামা, প্রজ্ঞাপন, দলিল পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাবনা, আলোকচিত্র অডিও, ভিডিও, নক্সা, চিত্রকর্ম, চলচ্চিত্র, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় ধারণকৃত তথ্য সংক্রান্ত যে কোন যন্ত্রাংশ মেশিন রিডেবল রেকর্ড, সংবিধানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে কোন কপি, যে কোন ধরনের প্রামাণ্যচিত্র এবং যে কোন কর্তৃপক্ষের অবকাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকান্ড তথ্যেও আওতাভুক্ত। একই অনুচ্ছেদে সংবিধান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত সংস্থার রূপরেখাও বর্ণনা করা হয়েছে। যার মধ্যে পড়ে সরকারী অর্থে পরিচালিত যে কোন সরকারী অফিস অথবা বেসরকারী সংস্থা বা ইনস্টিটিউশন কিংবা সরকারী অথবা বিদেশি সাহায্য সংস্থার কাছ থেকে প্রাপ্ত অনুদান নির্ভরও প্রতিষ্ঠান। মোটাকথা, আলোচিত আইনটির উদ্দেশ্য হচ্ছে যথাসম্ভব তথ্য সম্পর্কে জনসমক্ষে ব্যাপকভিত্তিক উন্মোচনা করা। আইনটির অনুচ্ছেদ ৭-এ তথ্য প্রদানে কিছু সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করা রয়েছে। তাতে বলা হেয়েছে, জাতীয় নিরাপত্তা অথবা বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে যদি নাকি তাতে করে কোন দেশ, আন্তর্জাতিক সংস্থা, জোট বা সংস্থার সঙ্গে বিদ্যমান সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে সে ক্ষেত্রে এ সীমাবদ্ধতা প্রযোজ্য হবে। তাছাড়া ঐ অনুচ্ছেদের আলোকেই ব্যক্তি-জীবনের গোপনীয়তা, কোন ব্যক্তির নিরাপত্তা বা জীবন বিপন্ন হতে পারে এমন আশংকা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে আস্থাশীল করে এমন ক্ষেত্রে এবং আদালতে বিচারাধীন

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

বিষয় সম্পর্কে তথ্য প্রদানে রয়েছে বিধি-নিষেধ। কেউ এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে সেটি হবে আদালত অবমাননা। একই অনুচ্ছেদে আরো বলা হয়েছে বাণিজ্যিক বিষয়ের গোপনীয়তা, এ সংক্রান্ত কপিরাইট কিংবা ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটের তথ্যসম্ভারে প্রবেশ সম্ভব হবে না। একই আইনের অনুচ্ছেদ ৯ (৪)-এ উল্লেখ করা হয়েছে অনুচ্ছেদ ৮(১) অনুযায়ী যদি অনুরোধ করা হয় তাহলে যে কোন ব্যক্তির জীবন, মৃত্যু, গ্রেফতার ও জেল থেকে খালাস হওয়া সম্পর্কে থানার ওসি (ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) ঘটনার ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করতে পারবেন। আমাদের মনে রাখতে হবে জনগণই ক্ষমতার উৎস। তাই তাদের তথ্যসম্ভারে প্রবেশাধিকারও রয়েছে। তবে গোটা প্রক্রিয়া হওয়া উচিত নীতিগত বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে। বস্তুত সে ধারণার পরিধিকে প্রয়োজন অনুসারে নানা শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এসব প্রক্রিয়ায় থাকা দরকার স্বচ্ছতা, আর সেটা সম্ভব কেবল বিনা বাধায় তথ্য সরবরাহ এবং তথ্যসম্ভাওে প্রবেশের সুযোগ লাভ। এ প্রক্রিয়ায় কার্যকর করার জন্য চাই রাজনৈতিক সদিচ্ছ।একথা সত্য, তথ্য অধিকার আইনের ৭ অনুচ্ছেদে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবে এটা যে কেবল বাংলাদেশেরই চিত্র তা কিন্তু নয়। প্রত্যেকটি দেশে এ ধরনের আইনে একই সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান, অর্থাৎ এটা স্বাভাবিক নিয়মেরই প্রকাশ। বাস্তবতা হচ্ছে, কোন কোন দেশে সীমাবদ্ধতা বা রক্ষণশীল মনোভাব আরো প্রকট। এমতাবস্থায়, তথ্য কমিশন মনে কওে প্রয়োজনীয় তথ্যেও বিস্তার সহজ করা সংস্থার নৈতিক দায়িত্ব। সে লক্ষ্যে ডিজিটাল পদ্ধতি তৈরির চেষ্টা করছে তথ্য কমিশন, যাতে করে তথ্যসম্ভারে প্রবেশে কারো কোন বেগ পেতে না হয়। সে প্রক্রিয়ায় আইনের পরিসরে থেকেই তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আগ্রহী করার পাশাপাশি কমিশনের ওয়েব পোর্টাল থাকবে সর্বোতভাবে সক্রিয়। এক্ষেত্রে আইনগত সময়সীমার মধ্যে কোন দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা বা তার তত্ত্বাবধানকারী তথ্যপ্রদানে ব্যর্থ হলে তথ্য কমিশনের কাছে আপিল করতে পারবেন। আইনের ২৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কমিশন যদি এই মর্মে নিশ্চিত হয় যে, প্রকৃত কারণ ছাড়াই কোন কর্মকর্তা আবেদনকারীকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানে বিরত থেকেছেন সেক্ষেত্রে আইন ভঙ্গকারী কর্মকর্তাকে জরিমানা অথবা তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করতে পারবে কমিশন।

ব্যাংক-বীমা অর্থনীতি ঃ তথ্য আইন বাস্তবায়ণে কি ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে বলে আপনি মনে করেন ?

মোহাম্মদ জমির ঃ আইনটি বাস্তবায়ণে কৌশলগত নানা চ্যালেঞ্জ রয়েছে। উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো তথ্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সংবেদনশীলতা ও আমলাদেও পুরনো ধ্যান-ধারণা। এক্ষেত্রে বেসরকারী খাতকে করতে হবে আরো জনবান্ধব। সবচেয়ে বড় বাধা তথ্যকে ডিজিটাল ফরমেটে সংরক্ষণের অভাব। পাশাপাশি যথাযথ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কোন কোন সময় প্রত্যাশিত তথ্য সরবরাহ কঠিন হয়ে পড়ে। এসব বাধা অতিক্রম করতে প্রয়োজনমত অর্থ ও প্রশিক্ষণের সুযোগ দরকার। কেবল তা হলেই তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে চাহিদা পূরণ সম্ভব। সেটা কঠিন কাজ। তবে তথ্য কমিশন ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে। তারই অংশ হিসাবে তথ্য কমিশনের কর্মকর্তা এবং জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধিদের সমম্বয়ে ৩২ টি জেলায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। অবশ্য আগ্রহী বেশ কিছু এনজিও বিভিন্ন স্থানে আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ ব্যাপারে অবদান রেখে চলেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বেসরকারী সংস্থাগুলো হলো মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, এমআরডিআই, নাগরিক উদ্যোগ, আর্টিকেল ১৯, আরআইবি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ প্রভৃতি।

তারই প্ররিপ্রেক্ষিতে বিলম্ব হলেও গতিশীলতা এসেছে তথ্য কমিশন ও সুশীল সামজে। এ ব্যাপারে জনসচেতনতা বাড়াতে কিছু প্রক্রিয়া পরীক্ষাধীন রয়েছে। যার মধ্যে আছে মাধ্যমিক পর্যায়ে স্কুল পাঠ্যবইয়ে সহজ ভাষায় তথ্য অধিকার আইনের সারাংশ তুলে ধরা, এ বিষয়গুলো মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এসএমএস আকারে প্রচার, ক্যাবল নেটওয়ার্কের পাশাপাশি টেরিস্ট্রিয়াল পদ্ধতিতে সম্প্রচারিত টেলিভিশন সংবাদের সময় স্ক্রল প্রদর্শন, আইনের ব্যাপক পরিসরের দিকগুলো প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশ (যা করা হয়েছে ভারতে), অডিও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া উভয় ক্ষেত্রে এক থেকে দুই মিনিট স্থায়ী নাটকীয় সংলাপ এবং আলোচনা ও টকশো সম্প্রচার।

স্বেচ্ছা প্রণোদিত তথ্য সরবরাহের কাজ মোটেই সহজ নয়। তবে তথ্য কমিশন মনে করে কোন কাজই অসম্ভব নয়। দেশের সর্বস্তরের মানুষের ইতিবাচক সহযোগিতা পেলে কমিশন টেকসই প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারবে। তার প্রভাবে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সুশাসন ও দুনীতি কমানো সম্ভব হবে।

ব্যাংক-বীমা অর্থনীতি ঃ প্রধান তথ্য কমিশনারের দায়িত্ব নেয়ার কোন কোন বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন?

মোহাম্মদ জমির ঃ আমাদের তথ্য অধিকার আইন হয়েছে; কিন্তু তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের মধ্যে এ সম্পর্কে ধারণা প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। মানুষ বিশ্বাস করবে তার অধিকার আছে প্রশ্ন করার। একজন সিভিল সার্ভেন্টকে সে প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। আমাদের দেশে সাধারণ মানুষ প্রশ্ন করার ব্যাপারে একটুখানি কুণ্ঠাবোধ করে। এটা হচ্ছে সাহেব, বিবি, গোলামের

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

চিরন্তন কিচ্ছা। এ মাইন্ডসেট না বদলালে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন করা যাবে না।

কিছুদিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। তাকে বলেছি যে, মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তকে সামাজিক বিজ্ঞানের অংশ হিসেবে চার- পাঁচ পৃষ্ঠার একটা লেখা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে তথ্য অধিকার সম্বন্ধে সহজ- সরল বাংলায়। শিক্ষার্থীরা সেটা পড়ে বাড়িতে বাবা মায়ের সংঙ্গে আলোচনা করবে, ভাইবোনদের সঙ্গে আলোচনা করবে। প্রতিবছর ১০ লাখ শিক্ষার্থী হতে পারে তথ্য অধিকার আইনের দূত। আমরা তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে প্রচারণার জন্য ওয়েবসাইট ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু আমাদের দেশে শতকার ২-৩ ভাগ ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে। সেজন্য আমরা চিন্তা করেছি এই মৌলিক অধিকারের কথাটা যেন সবাইকে এসএমএস টেক্সটিংয়ের মাধ্যমে জানানো যায়। আমাদের এখনও প্রায় সাড়ে ছয় কোটি মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। সেজন্য মোবাইল কোম্পানিগুলোকে বলেছি তোমাদের একটা করপোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি আছে। সে বিবেচনায় তথ্য অধিকারের কথা, এর সুযোগ সুবিধা জানিয়ে দিতে হবে লোকজনকে। আমি সত্যিই খুশি, আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে তারা এ ব্যাপারে সম্মত হয়েছে।

ব্যাংক-বীমা অর্থনীতি ঃ মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় তথ্য অধিকারের সম্যক ধারণা পৌছেঁ দেওয়ার জন্য কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন?

মোহাম্মদ জমির ঃ হ্যাঁ নিয়েছি। বিশেষ করে জোর দিয়েছি বিটিভির ওপর। কারণ বিটিভি দেখে শতকরা ৭০ ভাগ লোক, যার মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলকে সম্পৃক্ত করা সহজ হবে। আমরা ঠিক করেছি, খবর চলাকালে স্ক্রিনের নিচে তথ্য অধিকার সমন্ধীয় বিশেষ লেখা থাকবে। যেখানে মেসেজ যাবে যে তথ্য প্রাপ্তি আপনার মৌলিক অধিকার। এই অধিকার প্রতিষ্ঠায় আপনিও ভাগিদার। সরকারী- বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে আপনি প্রশ্ন করুন। ওয়েব পোর্টালে গিয়ে জেনে নিতে পারনে সর্বশেষ আপডেট। এছাড়া হাটে- বাজারে বায়োস্কোপের মাধ্যমেও এ অধিকার সম্পর্কে প্রচারণা চালানো হবে।

ব্যাংক-বীমা অর্থনীতি ঃ তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে কোনো ধরণের বাধাঁর সম্মুখীন হতে হয়েছে কি?

মোহাম্মদ জমির ঃ সবচেয়ে বড় সমস্যাটা হচ্ছে আমাদের রেকর্ড কিপিং। অনেকের ইচ্ছা আছে তথ্য দেয়ার; কিন্তু রেকর্ড নেই। তথ্য প্রদানকারীরা তত্য সংরক্ষণে অবহেলা করে থাকে। উইপোকা লেগেছে, হিউমিডিটির কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। এখন ডিজিটাল ক্যামেরায় একটা ছবি যখন ওঠানো হয়, অনেক দিন সংরক্ষণ করা যায়। সেটা ডাউনলোড করে দিলে ব্যস কোনো অসুবিধা নেই। কিন্ত আপনি যদি ঠিকমতো সেটা ঠিকমতো বাধিঁয়ে না রাখেন নরমাল ছবি দুমড়ে-মুচড়ে যাবে, ব্রাউন হয়ে যাবে, কালার নষ্ট হয়ে যাবে। এ রকম অনেক প্রতিষ্ঠান যাদের কাছে তথ্য চাওয়া হচ্ছে পরে তারা তথ্য দিতে চাইলেও দিতে পারছে না। বলছে, আমরা কী করব? উইপোকায় খেয়েছে, পিঁপড়ে নষ্ট করেছে, তেলাপোকা ঢুকেছে। এ অসুবিধা দূর করার জন্য আমরা বিশ্ব ব্যাংককে বলছি, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংককে বলছি, ইউএনডিপিকে বলছি যে, তোমরা যদি সুশাসন চাও, তাহলো আমাদের ক্ষমতায়ন করো। যাতে করে তথ্য সংরক্ষণ হয়। এই একই কারণে আমরা বেশ কিছু বিদেশি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গেও কথাবার্তা বলেছি। তারা খুব আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

ব্যাংক-বীমা অর্থনীতি ঃ আমাদের দেশে অনেক সময় রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা বা নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে তথ্য সরবরাহে অনীহা প্রকাশ করে। এ ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের করণীয় কি হতে পারে?

মোহাম্মদ জমির ঃ এ সংকট সমাধানের জন্য ভারতে চেষ্টা চলছে। কানাডা, জাপান, কোরিয়ায় চেষ্টা করা হচ্ছে। আমাদের মনে রাখতে হবে দু'টো জিনিস। প্রথমত, পররাষ্ট্রনীতি বা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব পড়বে এমন কিছু বিষয় গোপন থাকতে পারে। দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তিক উৎকর্ষের এ যুগে কোন কিছু লুকিয়ে রাখা কঠিন। আপনার কী আছে না আছে গুগোল সার্চ ম্যাপ দেখলে সব বলে দেবে তারা। যে কোন জায়গায় কার বাড়ির আঙিনায় কয়টা গরু-ছাগল আছে, সব এখন জানা সম্ভব।

ব্যাংক-বীমা অর্থনীতি ঃ জনগণের কাছ থেকে তথ্য কমিশন কেমন সাড়া পাচ্ছে?

মোহাম্মদ জমির ঃ অন্যান্য সময়ের তুলনায় নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় জনগণ খুবই সচেতন। আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কাছে তথ্য চেয়েছি তাদের কাছে মাসে কী পরিমাণ আবেদনপত্র আসে? তারা আমাদের হিসাব দিয়েছে। তাদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চায় সাধানরণ মানুষ। এর মধ্যে রয়েছে বন্দুকের লাইসেন্স, ট্রেড লাইসেন্স, দলিল লেখনের লাইসেন্স, পার্সপোর্ট, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, ভূমির নাম জারিকরণ, ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ প্রদান ইত্যাদি। একদম মৌলিক জিনিস নিয়ে প্রশ্ন আসছে। প্রশ্ন আসছে, তারা জবাব দিচ্ছে; ফলে আমার কাছে আপীল আসছে না। যদি অভিযোগ থাকত- সঠিক জবাব পাচ্ছে না, তাহরে তারা আপীল করত।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

ব্যাংক-বীমা অর্থনীতি ঃ তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঁধার সম্মুখীন হয়েছে, এমন কোন অভিযোগ আপনাদের কাছে আসছে কি?

মোহাম্মদ জমির ঃ হাতিরঝিলে বিজিএমইএ বিল্ডিং নিয়ে রাজউকের কাছে তথ্য না পেয়ে পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) অভিযোগ করেছিল। রাজউক তখন বলছিল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে তারা জানতে চাননি। আমার প্রশ্ন ছিল, তখন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কি নিয়োজিত করা হয়েছে? নির্ধারিত করা হয়েছে? না করলে কী করে জিজ্ঞেস করবে? তাহলে দোষটা কার? এখন রাজউক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত করেছে। এ ব্যাপারে সে ট্রেনিং নিয়েছে এখানে। বেলাও তথ্য পেয়েছে।

ব্যাংক-বীমা অর্থনীতি ঃ তথ্য কমিশনের কার্যক্রম নিজস্ব গতিতে চলার পথে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা কি রকম হওয়া উচিত?

মোহাম্মদ জমির ঃ আমার কথা হচ্ছে, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দলমত নির্বিশেষে সবার প্রচেষ্টা হওয়া উচিত তথ্য কমিশন কিভাবে একটি টেকশই প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে। সরকার যাবে সরকার আসবে; কিন্তু ইলেকশন কমিশন যেমন থাকবে, সেভাবে ইনফরমেশন কমিশন থাকবে। কেননা বাংলাদেশ হওয়ার পর ৩৯ বছরে প্রথাবারের মত একটা জাতীয় - ভিত্তিক ইনস্টিটিউশন করা হলো। এর হাই কোর্ট ছিল, সেটা সুপ্রিম কোর্ট হলো। প্রভিনিয়াল আকারে পাবলিক সার্ভিস কমিশন ছিল। প্রভিনিয়াল আকারে ছিল অ্যান্টি কোরাপশন কমিশন। প্রভিনিয়াল আকারে ইলেকশন কমিশন ছিল। সেগুলো সেন্ট্রাল হয়ে গেল। কিন্তু জাতীয়ভাবে আইন করে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে, সেটা তথ্য কমিশন।

ব্যাংক-বীমা অর্থনীতি ঃ প্রশাসনের দিক থেকে কতটা সহায়তা পাচ্ছেন?

মোহাম্মদ জমির ঃ তারা এখন সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা প্রদান করছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের যদি কোন সংশয় থাকে, কোনো রকমের প্রশ্ন থাকে তারা জিজ্ঞাসা করছে।

ব্যাংক-বীমা অর্থনীতি ঃ তথ্য কমিশন কমিশনকে গতিশীল করার জন্য দক্ষ জনবল আছে কি?

মোহাম্মদ জমির ঃ জনবলের অভাব বোধ করছি। আমার আরও ট্রেইন্ড ম্যান পাওয়ার দরকার। ইন্টার্ন হিসেবে লোক আসা দরকার। যারা মিডিয়া বিষয়ে পড়ালেখা করছে, মিডিয়া কাজ করছে তারা ইন্টার্নশিপে আসতে পারে। বিদেশেতো তাই হয়। আমি বিদেশে পড়াশুনা করেছি, পড়িয়েছি, আমরা গিয়ে তখন ইন্টার্নশিপ করেছি।

ব্যাংক-বীমা অর্থনীতি ঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে তথ্য কমিশন কি ধরণের ভূমিকা রাখছে?

মোহাম্মদ জমির ঃ সম্পূর্ণভাবে ইন্টালিংকড। কেনানা আপনি বিশ্বায়নের যুগে সবচেয়ে সুযোগ্যভাবে এবং সবচেয়ে তারাতারি যদি কোন তথ্য একজায়গা থেকে আরেক জায়গায় প্রেরণ করতে চান, সেটা ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রেরণ করা সম্ভব। সাধারণভাবে তথ্য আদান- প্রদানে যদিও অনেক কিছু হয়; কিন্তু ইন্টারনেটে যে তথ্যটা পাঠাচ্ছেন সেটা অবিকৃত থাকে। যদি কোন ব্যক্তি সচ্ছতা চায়, ইন্টারনেটের মাধ্যমে সে স্বচ্ছতা প্রদান করা সম্ভব। আর যদি কেউ কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে তথ্য চায় সেটা লিখিতভাবে বা ইন্টারনেটের মাধ্যমেও চাইতে পারে।

ব্যাংক -বীমা : তথ্য কমিশন সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করতে কি ধরনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন ?

মোহাম্মদ জমির : সেটা আমরা চেষ্টা করছি। আমাদের ওয়েব পোটর্লি আছে। সেখানে একটা কলামই থাকবে। আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের জবাব। সেখানে যদি কেউ প্রশ্ন করে, অবশ্যই আমরা জবাব দেব। নিয়মিত কোনো প্রকাশনায় যাওয়ার আগে আমাদের উপযুক্ত লোকবল থাকা প্রয়োজন। তার আগে কিন্তু আমরা যেটা করতে পারি ওই একই জিনিস আমরা সম্পন্ন করতে পারি ওয়েব পোর্টালে। ওয়েব পোটার্লে থাকল, ইলেকট্রনিক্যালি থাকল। পরে যখন লোকবল বাড়বে তথনই অবশ্যই এটা প্রিন্ট করে দেওয়া যেতে পারে। এখন লিফলেটটা করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন-উত্তরের জবাবের একটা পুস্তিকা হয়েছে।

ব্যাংক-বীমা অর্থনীতি : তথ্য কমিশনকে শক্তিশালী করার জন্য কোনো সংশোধন বা সংযোজনের প্রয়োজন রয়েছে কি ?

মোহাম্মদ জমির : আমি মনে করি, এর পরিধিটা বাড়ানো দরকার। এখন যেসব সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তথ্য কমিশনের আওতায় রয়েছে যেগুলো কি-না মূলত সরকারি কিংবা বিদেশি অর্থপুষ্ট। কিন্তু আমি মনে করি করপোরেট বা প্রাইভেট সেক্টরকেও তথ্য কমিশনের আওতায় আনা উচিত। প্রশ্ন হচ্ছে, তুমি প্রাইভেট সেক্টরকের প্রতিষ্ঠান, তোমাদের কি দায়বদ্ধতা নেই? জনগণনের কি অধিকার নেই যে, তুমি কী বানাচ্ছ? মানগত দিক থেকে কেমন? আমি মনে করি, এর পরিধি বাড়ানো দরকার।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

ব্যাংক-বীমা অর্থনীতি : আমরা জানি, তথ্য কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতির কাছে দায়বদ্ধ। এছাড়া আর কার কাছে দায়বদ্ধতা বোধ করেন?

মোহাম্মদ জমির : বৃহত্তর জনগোষ্ঠী আর মিডিয়া; আমরা যদি ঠিকমত কাজ না করি তারা লিখবে। এখানে তো টক শো আছে অনেক। আমি নিজেও পার্টিসিপেট করি। তথ্য কেউ চেপে রাখতে পারবে না এই পুরো জিনিসটা হচ্ছে সার্বিকভাবে একটা দায়বদ্ধতার ব্যাপার। পানি সবসময় নিজে লেভেল বের করে গড়িয়ে গিয়ে। আপনি কোনো জিনিস লুকিয়ে রাখতে পারবেন না।

ব্যাংক-বীমা অর্থনীতি : ব্যাংক বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায় সময় তথ্য সরবরাহে অনীহা প্রকাশ করে। তথ্য মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে তথ্য নেয়ার জন্য পরামর্শ দিয়ে থাকে প্রতিষ্ঠানগুলো। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান তথ্য সরবরাহে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও অপরাগতা দেখায়। এ সকল প্রতিষ্ঠানগুলোকে তথ্য সরবরাহের আনার লক্ষ্যে কি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন?

মোহাম্মদ জমির : শুধু ব্যাংক বীমা নয়, সরকারি-বেসরকারি যেকোনো প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য পাওয়া প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার। আর এটা নিশ্চিত করাই তথ্য কমিশনের কাজ। কোনো প্রতিষ্ঠান তথ্য প্রদানে অনীহা প্রকাশ করলে তথ্য কমিশনে আপিল করতে হবে এবং উল্লেখ থাকতে হবে প্রতিষ্ঠান, অনীহা প্রকাশকারী কর্মকর্তার নাম। উপযুক্ত প্রমাণ সাপেক্ষে ঐ সকল প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ২৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তথ্য কমিশন ব্যবস্থা নিবে।

ব্যাংক-বীমা অর্থনীতি : অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক জুলিয়ান অ্যাসাজা উইকিলিকসের মাধ্যমে গোপন অনেক তথ্য ফাঁস করে গোটা পৃখিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তথ্য প্রদানের স্বাধীনতাকে বিবেচনায় এনে তথ্য ফাঁসের ঘটনাটিকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

মোহাম্মদ জমির : এ ক্ষেত্রে রাষ্টের নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বাঙ্গে বিবেচনায় নেয়া উচিত।

ব্যাংক-বীমা অর্থনীতি : উইকিলিকসে ওঠে আসে রাষ্টীয় অনেক রহস্যমূলক তথ্য। যা একটি রাষ্টের জন্য হুমকিস্বরূপ। এ প্রেক্ষিতে বিরূপ কি প্রভাব পড়বে বলে আপনি মনে করেন?

মোহাম্মদ জমির : উইকিলিকসে ওঠে আসা তথ্য রাষ্টের জন্য হুমকি আপনি নিজেই মন্তব্য করেছেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে বলে আমি মনে করি।

ব্যাংক-বীমা অর্থনীতি : তথ্য কমিশনের অগ্রগতি কতটুকু?

মোহাম্মদ জমির : আস্তে আস্তে হচ্ছে। এখন তো হাঁটি হাঁটি পা পা করে অগ্রসর হচ্ছে। আস্তে আস্তে শক্তিশালী হবে। আপনারা দেখছেন গত কয়েক মাসে অফিস হয়েছে, ইনফাস্ট্রাকচার হচ্ছে। প্রকাশনা করা হয়েছে, ওয়েব পোর্টর্ল করা হলো। এখন আমরা জেনারেটর কিনতে পারিনি, তাই না? কিন্তু সবই আস্তে আস্তে হবে।

ব্যাংক-বীমা অর্থনীতি : প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে আমাদের তথ্য কমিশনের অবস্থা কোন পর্যায়ে রয়েছে?

মোহাম্মদ জমির : আমার মনে হয়, ভারত প্রথম ১৫ মাসে যে অর্জন করেছিল তার চেয়ে বেশি অর্জন করেছি আমরা। আর পাকিস্তান ও নেপালের চেয়ে নিশ্চয়ই আমরা বেশি অর্জন করেছি। অবশ্যই এটা আমার মন্তব্য না। এটা হচ্ছে নিরপেক্ষ ব্যক্তিবর্গ যারা ইউএনডিপিতে কাজ করে, যারা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে কাজ করে, বিভিন্ন দূতাবাসে নিয়োজিত আছেন, তারা মন্তব্য করেছেন।

(ব্যাংক-বীমা অর্থনীতি; ১ম বর্ষ, ১২তম সংখ্যা)

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তথ্য অধিকার আইন সম্ভবনার নতুন ক্ষেত্র

অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম
তথ্য কমিশনার

তথ্য অধিকার মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বহু রাষ্ট্রে 'তথ্য অধিকার আইন' আছে। জনগণের তথ্য অধিকার, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সংবিধানে মৌলিক অধিকাররূপে স্বীকৃত চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৫ এপ্রিল ২০০৯ সালের তথ্য অধিকার আইন বাংলাদেশ গেজেটে প্রজ্ঞাপন আকারে জারী করা হয়।

তথ্য অধিকার আইন নাগরিকের ক্ষমতায়নের সঙ্গে জড়িত এবং নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র এবং অঙ্গসংগঠন, রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্ব, প্রশাসন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করে। ঐ আইনের ধারা ৪-এ উল্লেখ আছে, 'প্রত্যেক নাগরিকের কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে তথ্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং কর্তৃপক্ষও একজন নাগরিককে তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকিবে। সুতরাং এই আইন ক্ষমতাবানদের ওপর তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করবে। আবেদকারীর আইনগত ভিত্তি (ধারা-৯) হচ্ছে তথ্য প্রদানে অনীহা আইনের লঙ্ঘন এবং তথ্য প্রার্থী আইনি প্রতিকার নিতে পারে। এই বক্তব্য তুলে ধরে যে তথ্য জনগণের, সরকারের নয়। বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। জনগণের রায়ে সরকার নির্বাচিত হয় এবং জনগণের প্রদত্ত করের টাকায় সরকার চলে। তাই জনগণের চাহিদাকৃত তথ্য দিতে সরকার বাধ্য।

এ ছাড়া গবেষণায় পরিলক্ষিত, তথ্যের অবাধ সরবরাহের সঙ্গে দুর্নীতি হ্রাসের সম্পর্ক রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দুর্নীতি ধারণা সূচকের ভিত্তিতে দেখা যায়, যেসব দেশ (বিশেষ করে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর মধ্যে ফিনল্যান্ড) তথ্য অধিকার আইন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে, তারাই সর্বনিম্ন দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় স্থান পেয়েছে। যদিও সিঙ্গাপুর এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তথ্য অধিকার আইন ছাড়াই কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় স্থান পেয়েছে, যা দুর্নীতির ধারণাসূচক এবং তথ্য অধিকারের মধ্যকার চূড়ান্ত সম্পর্ককে চ্যালেঞ্জ করে। বস্তুত দুর্নীতি এবং তথ্য অধিকারকে সুনির্দিষ্টভাবে সম্পর্কিত করা যায় না, কারণ তা অন্যান্য আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক এবং সর্বময় রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কিত।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বর্তমানে বেশ কিছু বেসরকারী সংগঠন কাজ করছে। পাশাপাশি তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়েছে। তথ্য কমিশন সীমিত জনবল নিয়ে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কিত সচেতনতায় বিভিন্ন ফোরামে ডায়ালগ, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ডাটাবেজ তৈরি, ওয়েবপোর্টাল হালনাগাদকরণ এবং নিয়মিত প্রকাশনা সংক্রান্ত কাজ করছে। এ ব্যতীত তথ্য কমিশন প্রাপ্ত অভিযোগগুলো গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। ৬৪টি জেলার মধ্যে ৩৩ টি জেলায় তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন জনঅবহিতকরণ করেছে। তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সুসংহত করার সঙ্গে সঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে তথ্য অধিকার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথ্য কমিশনের তথ্য বাতায়ন উদ্বোধনকালে বলেন, তথ্য অধিকার দরিদ্র, প্রান্তিক এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। তিনি বিশেষ করে এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে আইনটি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন 'এখন সবকিছুই তথ্য প্রাপ্তির ওপর নির্ভর করে, সুতরাং আমাদের প্রথমেই তথ্য অধিকার কী এবং কিভাবে তথ্য অধিকার জনগণের উপকারে আসবে তা তাদের জানাতে হবে।' উল্লেখ্য, বাংলাদেশে ৭০-৮০ শতাংশ লোক তাদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয় এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তারা নিঃসঙ্গ। সমাজের সর্বস্তরে তথ্য অধিকার এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা অবশ্যই পৌঁছাতে হবে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশ যেমন বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কায় অধিকাংশ লোক দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কিভাবে তাদের কাছে তথ্য পৌছেঁ দেয়া যায়। এখানে স্মরণ রাখতে হবে, বাংলাদেশে অধিকাংশ লোকের ইন্টারনেটে প্রবেশগম্যতা নেই। বাংলাদেশে আনুমানিক ৪ শতাংশ লোকের ইন্টারনেট সুবিধা আছে যেখানে ভারতে ১০ শতাংশ এবং পাকিস্তানে ৭ শতাংশ। এই বাস্তবতা এবং দক্ষিণ এশিয়ার সাক্ষরতার কথা বিবেচনায় তথ্য কমিশনকে বিভিন্ন মাধ্যম যেমন- রেডিও, টিভি, সংবাদপত্র প্রকাশনা, নাগরিক সনদ, বিলবোর্ড, জনপ্রিয় থিয়েটারের মাধ্যমে আরো বৃহৎ পরিসরে সচেতনতামূলক ভূমিকা নিতে হবে। সম্প্রতি রবি মোবাইল নেটওয়ার্কের সঙ্গে তথ্য কমিশনের সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে রবি তাদের গ্রাহকদের বিনামূল্যে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের বার্তা পৌছেঁ দিচ্ছে।

কয়েকটি বেসরকারী টিভি চ্যানেলও স্ক্রলের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিত করছে। ভবিষ্যতে এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে জনগণ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে আগ্রহী হবে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে গণমাধ্যম এখন পর্যন্ত আশানুরূপ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। জনসাধারণ বিশেষ করে প্রান্তিক মানুষের জন্য বিদ্যমান তথ্য তৈরিতে এবং এ আইনের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টিতে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। কয়েকটি বেসরকারী সংগঠন গণসচেতনতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে, কিন্তু সেটাও সীমিত আকারে। সরকারের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে জনগণকে তথ্য অধিকার আইনের উপযোগিতা সম্পর্কে অবহিত করা।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ডিজিটাল ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আর্থিক এবং মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে এ দুটি আইন অনুঘটক। আঞ্চলিক ই-ইউনিয়নের মাধ্যমে ই-গভর্ন্যান্সের কাঠামো সৃষ্টির লক্ষ্যে বৈশ্বিক পেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতে এ দুটি আইনের সমম্বয় সাধন জরুরী। সম্প্রতি সরকার চার হাজার ৫০১টি ইউনিয়নে ই-গভর্ন্যান্স চালু করেছে। এই ই-গভর্ন্যান্সের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনের উপযোগিতাসংক্রান্ত তথ্য সম্পৃক্ত হওয়া প্রয়োজন। তথ্য অধিকারের অনুশীলন এবং ব্যবহারসহ এ অঞ্চলের ই-গভর্ন্যান্স রাষ্ট্রীয় নীতিমালা প্রণয়নে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে গণতন্ত্রকে আরো শক্তিশালী ভিত্তি দান করতে পারে। তথ্য অধিকারের একটি কৌশলগত এবং নির্দিষ্ট সময় ছকে বেধেঁ দেওয়া দরকার। জনগণের ওপর তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন এবং প্রভাব নিয়ে গবেষণা অতীব প্রয়োজনীয়।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে এসব সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সরকার এবং বেসরকারী সংগঠনগুলোকে ভেতর ও বাইরে জবাবদিহি করার ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন অন্যতম ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে কিছু ক্ষেত্রে সব নাগরিক সমাজ সংগঠন তাদের নিজেদের মধ্যকার অশোভনীয় প্রতিযোগিতা ও অনৈক্যের কারণে কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হতে পারে। তথ্য অধিকার আইনের উন্মুক্ততার কারণে সরকারী এবং ব্যক্তি মালিকাধীন খাতে তথ্য অধিকারকে দমিয়ে রাখার ঝুকি রয়েছে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষমতার অযাচিত ব্যবহারের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে। তাই তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিজস্ব নির্বাচনী এলাকায় আইনের ব্যবহারকে কার্যকর করতে হবে। চূড়ান্তভাবে আমরা বাংলাদেশে তথ্য কমিশনকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এমন একটি শক্তিশালী এবং স্বাধীন তথ্য কমিশন হিসেবে দেখতে চাই, যা সর্বাত্মক সমর্থন নিয়ে জনগণের তথ্যের অধিকার বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

(দৈনিক কালের কণ্ঠ; তারিখঃ ১০-০১-২০১১)

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তথ্য অধিকার আইন ঃ সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ

অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম
তথ্য কমিশনার

তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বহু রাষ্ট্রে 'তথ্য অধিকার আইন' আছে। তথ্য অধিকার মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। জনগণের তথ্য অধিকার, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সংবিধানে মৌলিক অধিকার রূপে স্বীকৃত চিন্তা, বিবেক ও বাক স্বাধীনতার অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৫ এপ্রিল ২০০৯ সালের তথ্য অধিকার আইন বাংলাদেশ গেজেটে প্রজ্ঞাপন আকারে জারী করা হয়। আইনে 'তথ্য কমিশন' নামে একটি সংবিধিবদ্ধ ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয়েছে। তথ্য কমিশনের একজন প্রধান তথ্য কমিশনারসহ দুইজন তথ্য কমিশনার রয়েছেন। তথ্য কমিশনের তথ্য কমিশনার হিসেবে জুলাই, ২০০৯-এ নিয়োগ পাবার পর কিছু অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে এই নিবন্ধটিতে মূলত কমিশনের এ যাবৎকালীন তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন দিকসমূহ সীমিত পরিসরে আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি। তথ্য কমিশনের কাজ তথ্য নিয়ন্ত্রণমূলক নয় বরং জনগণের নিকট তথ্য সহজলভ্য করার পরিবেশ সৃষ্টি। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জাতীয় সংসদে গৃহীত হয় এবং তার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে অবশ্যই কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, যেমন ১৯৮৩ সালে প্রেস কমিশনের সুপারিশ ও ২০০২ সালে আইন কমিশনের কার্যপত্রের সূত্র ধরে বাংলাদেশে সিভিল সোসাইটি পক্ষ থেকে তথ্য অধিকার আইনের দাবী জোরদার হতে থাকে। এরই ধারাবহিকতায় আইন কমিশন বিভিন্ন দেশের আইন পর্যালোচনা করে ২০০৩ সালে তথ্য অধিকার আইনের একটি খসড়া সরকারের নিকট পেশ করে। নাগরিক সমাজ এই আইনটিকে বাস্তবায়নের জন্য সোচ্চার হয় এবং বিভিন্ন ডায়ালগ ও এ্যাডভোকেসি করে, ফলশ্রুতিতে ৪০টি বেসরকারী সংগঠন যেমন -মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, আর্টিকেল-১৯, নাগরিক উদ্যোগ, নিজেরা করি ইত্যাদির সমন্বয়ে আরটিআই ফোরাম গঠিত হয় । পরবর্তীকালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ-২০০৮ জারী করে এবং ২০০৯ সালে নির্বাচিত সরকার জাতীয় সংসদে এই তথ্য অধিকার সংক্রান্ত অধ্যাদেশকে তথ্য অধিকার আইন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এই স্বীকৃতির মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায় যে, বর্তমান নির্বাচিত সরকার বিশ্বাস করে জনগণের জন্য তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

তথ্য অধিকার আইন নাগরিকের ক্ষমতায়নের সাথে জড়িত এবং নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র এবং তার অঙ্গসংগঠন, অরাজনৈতিক দল ও নেতৃত্ব, প্রশাসন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করে। উক্ত আইনের (ধারা ৪)- এ উল্লেখ আছে,'প্রত্যেক নাগরিকের কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে তথ্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং কর্তৃপক্ষও একজন নাগরিককে তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকিবে।' সুতরাং এই আইন ক্ষমতাবানদের উপর তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে। আবদনকারীর আইনগত ভিত্তি (ধারা ৯) হচ্ছে তথ্য প্রদানে অনীহা, আইনের লজ্ঘন এবং তথ্য প্রার্থী আইনি প্রতিকার নিতে পারে। এই বক্তব্য তুলে ধরে যে তথ্য জনগণের, সরকারের নয়। বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। জনগণের রায়ে সরকার নির্বাচিত হয় এবং জনগণের প্রদত্ত করের টাকায় সরকার চলে। তাই জনগণের চাহিদাকৃত তথ্য দিতে সরকার বাধ্য।

এছাড়া গবেষণায় পরিলক্ষিত যে, তথ্যের অবাধ সরবরাহের সাথে দুর্নীতি হ্রাসের সম্পর্ক রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দুর্নীতি ধারণা সূচকের ভিত্তিতে দেখা যায় যে সমস্ত দেশ (বিশেষ করে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর মধ্যে ফিনল্যান্ড) তথ্য অধিকার আইন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে, তারাই সর্বনিম্ন দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় স্থান পেয়েছে। যদিও সিঙ্গাপুর এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তথ্য অধিকার আইন ছাড়াই কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় স্থান পেয়েছে, যা দুর্নীতির ধারণাসূচক এবং তথ্য অধিকারের মধ্যকার চূড়ান্ত সম্পর্ককে চ্যালেঞ্জ করে। বস্তুত দুর্নীতি এবং তথ্য অধিকারকে সুনির্দিষ্টভাবে সম্পর্কিত করা যায় না, কারণ তা অন্যান্য আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক এবং সর্বময় রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কিত।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বর্তমানে বেশ কিছুসংখ্যক বেসরকারী সংগঠন কাজ করছে। পাশাপাশি তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়েছে। তথ্য কমিশন সীমিত জনবল নিয়ে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কিত সচেতনতায় বিভিন্ন ফোরামে ডায়ালগ, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ডাটাবেজ তৈরি, ওয়েবপোর্টাল হালনাগাদকরণ এবং নিয়মিত প্রকাশনা সংক্রান্ত কাজ করছে। এ ব্যতীত তথ্য কমিশন প্রাপ্ত অভিযোগগুলো গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। ৬৪টি জেলার মধ্যে ২৫ টি জেলায় তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন জনঅবহিতকরণ করেছে। এর মধ্যে ২৩ টি জেলায় তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে তথ্য কমিশনার হিসেবে আমি তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সভায় জনঅবহিতকরণ করেছি। এছাড়াও তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধানাবলীর ওপর বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও এনজিওবিষয়ক প্রশিক্ষণ একাডেমীগুলোতে প্রশিক্ষণার্থীগণের সঙ্গে মতবিনিময় হচ্ছে। যেমন গনমাধ্যমের মধ্যে প্রথম আলো, কালের কণ্ঠ, সমকাল, যুগান্তর, জনকণ্ঠ, আমাদের সময়, ডেইলি স্টার, দি ইন্ডিপেনডেন্ট এবং বিটিভি, ইটিভি, আরটিভি, দেশ টিভি, এনটিভি, চ্যানেল আই প্রভৃতি। এছাড়াও বিপিটিসিএতে ফাউন্ডেশন ট্রেনিং কোর্স, এনডিসি, জাতীয় পর্যায়ে প্রতিবন্ধীদের জন্য ফোরামে আইন সম্পর্কে অবহিতকরণ করা হচ্ছে। প্রতিটি জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণে আমন্ত্রিত অংশগ্রহণকারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আইনটি বাস্তবায়ন ও বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে বিশদ আলোচনা করে। অংশগ্রহণকারীদের তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মতামত তথ্য কমিশনকে আইনের প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সাহায্য করছে। অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনায় আইনটির সবল ও দুর্বল দিক বিশদভাবে আলোচিত হচ্ছে। অংশগ্রহণকারীগণ আইনের কিছু ধারার সংশোধন দাবি করেছেন। যেমন- বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এবং ইউনিয়ন পরিষদ কেন আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়নি? কেন তথ্য

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

অধিকার আইনে নারী ও শিশুদের তথ্য অধিকারকে সুনির্দিষ্ট করা হয়নি? তা জানতে চেয়েছেন। তথ্য আইন সংক্রান্ত সুচিন্তিত এই সুপারিশগুলো তথ্য কমিশন পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করে তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করছে এবং আশা করা যায় বস্তুনিষ্ঠ প্রক্রিয়ায় উত্থাপিত পরামর্শগুলো পরবর্তীকালে আইনটির সংশোধনের সুযোগ আসলে সংশোধিত আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

এযাবৎকাল তথ্য অধিকার আইনটি উপস্থাপনকালে আইন সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সবার কাছ থেকে উত্থাপিত হয়েছে। যেমন- তথ্য বলতে কি বুঝায়? যে কোন পর্যায়ে যে কোন উপাদান যেমন- নথি, দলিল, স্মারক, ই-মেইল, মতামত, উপদেশ, সংবদপত্রের বিবৃতি, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ, মূল্যায়ন বই, চুক্তি, প্রতিবেদন, কাগজ, নমুনা, নকশা, ইলেকট্রনিক তথ্য উপাদান ইত্যাদি এবং সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্য যে কোন আইনের ক্ষমতা বলে যে কোন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে [২(৮) অনুচ্ছেদ] এখানে উল্লেখ্য যে দাপ্তরিক নোট শিট বা তার অনুলিপি তথ্য বলে গণ্য হবে না। এরপরে এসেছে তথ্য প্রদান ইউনিট, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্বসমূহ কি? সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়ের সাথে সংযুক্ত বা অধীনস্ত কোন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা দপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয়, বা উপজেলা কার্যালয় তথ্য প্রদান ইউনিট হিসেবে কাজ করবে [ধারা-২(ক ও খ)] । উদাহরণস্বরূপ একজন কলেজ অধ্যক্ষ জানতে চেয়েছিলেন, কাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োগ দেয়া হবে? এক্ষেত্রে বলা হয় কলেজের অধ্যক্ষ যে কোন বিভাগের একজন শিক্ষক বা কর্মকর্তাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ প্রদান করতে পারেন। আর কলেজের অধ্যক্ষ হবেন আপীল কর্তৃপক্ষ। তথ্য অধিকার আইন অনুসারে তথ্য জানার জন্য লিখিত আবেদন করতে হবে। যাঁরা লেখাপড়া জানে না তারা কিভাবে আবেদন করবেন? এক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সহযোগিতা প্রদান করবেন এবং আবেদনে টিপসহি নিয়ে দাখিল করতে পারবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য প্রদান না করলে ধারা-২৪ অনুসারে তথ্য প্রদানের সময়সীমা অতিক্রান্ত হবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধকারী আপীল করতে পারবেন। আবেদনকারী আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আইন মোতাবেক সুবিচার না পেলে তথ্য কমিশনের নিকট অভিযোগ পাঠাতে পারবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, অনেকে এ ভুল ধারণা পোষণ করেন যে, তথ্য কমিশন হচ্ছে আপীল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তথ্য কমিশনের কাজ হচ্ছে মূলত অভিযোগ গ্রহণ করা ও সে অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া (ধারা- ২৫ ও ২৬)। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১৩ (ঙ) অনুসারে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রদান করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে ধারা- ২৭ (ঘ) ও (ঙ) অনুযায়ী তথ্য কমিশন জরিমানা ছাড়াও ধারা ২৭ (৩) বলে অসদাচরণ গণ্য করে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর সুপারিশ প্রদান করতে পারবে। ধারা ৭ এ কিছু তথ্য প্রদান বা প্রদানে বাধ্যতামূলক নয় প্রসঙ্গে মূল যে বিষয়গুলো বিশেষভাবে আলোচনায় আসে তা হচ্ছে বিচারাধীন মামলা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের জন্য পাওয়া যাবে কিনা? এই আইনের ধারা ৭ (ট) ও (ঠ) অনুযায়ী আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় যা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইবুনালের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এবং তদন্তাধীন কোন বিষয় যার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে এইরূপ তথ্য প্রকাশের জন্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয়। রোগীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি (যেমন- এইচআইভি, এইডস প্রভৃতি) জানানো যাবে কিনা? এই আইনের ধারা ৭ (জ) ও (ঝ) অনুসারে ব্যক্তিগত তথ্যাদি প্রদান করা বাধ্যতামূলক নয়। পুলিশ এবং র‍্যাবের নিকট তথ্য চাওয়া যাবে কিনা? এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয় যে, এই আইনের ধারা -৩২ এর তফসিল অনুযায়ী ৮টি নিরাপত্তা সংস্থার (যা ভারতেও বিদ্যমান) ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন প্রযোজ্য হবে না। তবে উক্ত ৮টি নিরাপত্তা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কোন তথ্য দুর্নীতি বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার সাথে জড়িত থাকলে তথ্য কমিশনের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক উক্ত তথ্য সরবরাহ করতে হবে। তবে এই সকল সংস্থা জনস্বার্থে প্রয়োজনবোধে স্বেচ্ছায় তথ্যের অবমুক্তকরণ করতে পারে। উল্লেখ্য যে, দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে ভারতে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে সর্বোচ্চ তথ্য সরবরাহ করার জন্য বিভিন্ন নাগরিক সমাজ ও তথ্য অধিকার কর্মীগণ অব্যাহত চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে।

তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ভূমিকা (ধারা-৯) একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। তাঁকে তথ্যের সংরক্ষক/ভান্ডার হয়ে উঠতে হবে। তাঁর প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানানো, কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য প্রাপ্তির সুবিধা সৃষ্টি, তথ্যের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ, তথ্য সরবরাহে ব্যর্থতা নির্ধারণ। সরকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ আর্টিকেল ১৯ ও তথ্য কমিশনের যৌথ প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আইনের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তাদের মতামত প্রকাশ করেছেন। দাপ্তরিক বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা তাদেরকে তথ্য প্রদানে বিরত রাখছে। উপরন্তু তারা তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও এ আইন সম্পর্কে অবহিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। যেহেতু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সচেতনতা না থাকলে তথ্য সরবরাহে বিঘ্ন ঘটবে। এ ব্যতীত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় কতগুলো বাস্তবিক সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন- একজন সরকারী কর্মকর্তা যিনি ইতোমধ্যে কোন না কোন দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন, তাঁর উপর বাড়তি দায়িত্ব হিসেবে তথ্য প্রদানের দায়িত্ব আরোপ করা হবে। তখন তিনি কেন তা গ্রহণ করতে উৎসাহবোধ করবেন? তাছাড়া তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মোবাইল ফোন প্রয়োজন। এছাড়া একজন বিকল্প কর্মকর্তা থাকা জরুরী যাতে একজনের অনুপস্থিতিতে অন্যজন কাজ চালিয়ে নিতে পারেন। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ সরকারী/বেসরকারী বিভাগ/অধিদপ্তরে তথ্য ইউনিট স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছেন যাতে করে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি হয় এবং জনগণ চাওয়া মাত্র প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা যায়। এ লক্ষ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণই উপনিবেশিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে আগ্রহী এবং উলেখ করেন যে সমস্ত সরকারী অফিস এবং সরকার কর্তৃক নিবন্ধনপ্রাপ্ত বেসরকারী সংগঠন তথ্য অধিকার আইনের আওতায় পড়ে তাদের সম্পূর্ণ নতুন বাজেট এবং তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে নতুন একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এই কাজগুলো অত্যন্ত সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ। এ লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক গবেষক এসএম শামীম রেজা বলেন, "তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য দরকার প্রক্রিয়া এবং সক্ষমতার সঠিক প্রয়োগ, তথ্য প্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত অবকাঠামো এবং সর্বোপরি সরকারী কর্মকর্তাদের মানস কাঠামোর পরিবর্তন।" এই দায়িত্বসমূহ পালনে তথ্য কমিশন সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, কিন্তু সামগ্রিক

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে কোন কোন ক্ষেত্রে দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন সাংঘর্ষিক হয়ে যাচ্ছে। তথ্য কমিশনের কাছে অভিযোগ আসছে কিছু উপজেলায় কৃষি কর্মকর্তা বা খাদ্য কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহে অপারগতা প্রকাশ করেন। এর মূল কারণ এ সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনে দীক্ষিত এবং পরিচালিত। কিন্তু উল্লেখ্য যে, প্রচলিত যে কোন সরকারী গোপনীয় আইনের বিধানাবলীকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা এই আইনে রয়েছে (ধারা-৩)। যেমন- অফিসিয়াল সিক্রেটস এ্যাক্ট ১৯২৩-এর ৫(১) অনুচ্ছেদটি সামরিক এবং কৌশলগত গোপনীয়তা রক্ষার নিমিত্তে তৈরি করা হয়েছে। তথ্য প্রদান না করার ক্ষেত্রে সরকারী কর্মকর্তাগণ এই অনুচ্ছেদটিই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেন। ৫ (১) অনুচেছদে আরও উল্লেখ আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি তাঁর অধীন বা নিয়ন্ত্রণে কোন গোপন বিষয় (তথ্য) থাকা অবস্থায় (ক) স্বেচ্ছায় বিনিময় করে, (খ) তথ্য ব্যবহার করে (গ) তথ্য বিক্রি করে (ঘ) যৌক্তিক যত্ন নিতে ব্যর্থ হয়- তাহলে ঐ ব্যক্তি উক্ত ধারা মোতাবেক অপরাধী বলে গণ্য হবে। ১৩৮ বছরের পুরনো এভিডেন্স এ্যাক্টের ১২৩, ১২৪ ও ১২৫ উপধারা মতে কোন সরকারী অঙ্গসংগঠনের বিভাগীয় প্রধানই শুধুমাত্র তথ্য প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখেন। ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৯৮ ধারা ৯৯ অনুযায়ী তথ্য দেয়া যাবে না। রুলস অব বিজনেস (১৯৯৬) সংবাদকর্মীদের কাছে তথ্য প্রকাশে সরকারী কর্মকর্তাগণের উপর সুনির্দিষ্টভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এখন পর্যন্ত এটা নিশ্চিত যে, সরকারী কর্মচারীগণ তাদের শপথনামা এবং চাকরি বিধিমালা উভয়ের কারণেই তথ্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন। যাহোক, তথ্য অধিকার আইনের আশ্রয় নিয়ে কোন তথ্য চেয়ে আবেদন করলে ৩ উপধারা অনুযায়ী উপরোল্লেখিত এ সকল নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে না এবং এ সকল নিষেধাজ্ঞাকে অগ্রাহ্য করা হবে। নাগরিকগণ তথ্য চাওয়ার ক্ষেত্রে এভাবেই তথ্য অধিকার আইনের শক্তি দ্বারা ক্ষমতায়িত হবে এবং ঐ সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক বাধাঁসমূহ অপসারণ করতে সক্ষম হবে যা এখন পর্যন্ত সরকারী এবং বেসরকারী খাতকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তাই বলা যায় তথ্য অধিকার আইন রাষ্ট্রের কাছ থেকে জনগণের কাছে নিয়ন্ত্রণের চাবি পৌঁছে দেয়।

তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সুসংহত করার সাথে সাথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে তথ্য অধিকার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথ্য কমিশনের তথ্য বাতায়ন উদ্বোধনকালে বলেন যে, তথ্য অধিকার দরিদ্র, প্রান্তিক এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। তিনি বিশেষ করে এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে আইনটি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাননীয় উপাচার্য আ. আ. ম. স. আরেফিন সিদ্দিক বলেন,"এখন সবকিছুই তথ্য প্রাপ্তির ওপর নির্ভর করে, সুতরাং আমাদের প্রথমেই তথ্য অধিকার কী এবং কিভাবে তথ্য অধিকার জনগণের উপকারে আসবে তা তাদের জানাতে হবে।" তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশে ৭০% থেকে ৮০% লোক তাদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয় এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তারা নিঃসঙ্গ। সমাজের সর্বস্তরে তথ্য অধিকার এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা অবশ্যই পৌছাঁতে হবে। বিশেষ করে উন্নয়শীল দেশ যেমন বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কায় অধিকাংশ লোক দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কিভাবে তাদের কাছে তথ্য পৌছেঁ দেয়া যায়। এখানে স্মরণ রাখতে হবে, বাংলাদেশে অধিকাংশ লোকের ইন্টারনেটে প্রবেশগম্যতা নেই। বাংলাদেশে আনুমানিক ৪% লোকের ইন্টারনেট সুবিধা আছে যেখানে ভারতে ১০% এবং পাকিস্তানে ৭ %। এই বাস্তবতা এবং দক্ষিণ এশিয়ার সাক্ষরতার কথা বিবেচনায় তথ্য কমিশনকে বিভিন্ন মাধ্যম যেমন- রেডিও, টিভি, সংবাদপত্র প্রকাশনা, নাগরিক সনদ, বিলবোর্ড, জনপ্রিয় থিয়েটারের মাধ্যমে আরো বৃহৎ পরিসরে সচেতনতামূলক ভূমিকা নিতে হবে।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে গণমাধ্যম এখন পর্যন্ত আশানুরূপ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। জনসাধারণ বিশেষ করে প্রান্তিক মানুষের জন্য বিদ্যমান তথ্য তৈরিতে এবং এ আইনের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টিতে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। কিছু বেসরকারী সংগঠন গণসচেতনতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে, কিন্তু সেটাও সীমিত আকারে। সরকারের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে জনগণকে তথ্য অধিকার আইনের উপযোগিতা সম্পর্কে অবহিত করা। এক্ষেত্রে তথ্য কমিশন সীমিত অবকাঠামো ও জনবল নিয়ে যথার্থ ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ডিজিটাল ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আর্থিক এবং মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে এ দুটি আইন অনুঘটক। আঞ্চলিক ই-ইউনিয়নের মাধ্যমে ই-গভর্ন্যান্সের কাঠামো সৃষ্টির লক্ষ্যে বৈশ্বিক পেক্ষাপটের প্রেক্ষিতে এ দুটি আইনের সমস্বয় সাধন জরুরী। তথ্য অধিকারের অনুশীলন এবং ব্যবহারসহ এ অঞ্চলের ই-গভর্ন্যান্স রাষ্ট্রীয় নীতিমালা প্রণয়নে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে গণতন্ত্রকে আরো শক্তিশালী ভিত্তি দান করতে পারে। তথ্য অধিকারের একটি কৌশলগত এবং নির্দিষ্ট সময় ছকে বেধেঁ দেয়া দরকার। জনগণের উপর তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন এবং প্রভাব নিয়ে গবেষণা অতীব প্রয়োজনীয়।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে এসব সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সরকার এবং বেসরকারী সংগঠনগুলোকে ভেতর ও বাইরে জবাবদিহি করার ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন অন্যতম ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে কিছু ক্ষেত্রে সব নাগরিক সমাজ সংগঠন তাদের নিজেদের মধ্যকার অশোভনীয় প্রতিযোগিতা ও অনৈক্যের কারণে কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হতে পারে। তথ্য অধিকার আইনের উন্মুক্ততার কারণে সরকারী এবং ব্যক্তিমালিকাধীন খাতে তথ্য অধিকারকে দমিয়ে রাখার ঝুকি রয়েছে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষমতার অযাচিত ব্যবহারের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে। তাই তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিজস্ব নির্বাচনী এলাকায় আইনের ব্যবহারকে কার্যকর করতে হবে। চূড়ান্তভাবে আমরা বাংলাদেশে তথ্য কমিশনকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এমন একটি শক্তিশালী এবং স্বাধীন তথ্য কমিশন হিসেবে দেখতে চাই, যা সর্বাত্মক সমর্থন নিয়ে জনগণের তথ্যের অধিকার বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

(দৈনিক ইত্তেফাক ২৪ অক্টোবর ২০১০)

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পরিশিষ্ট-০৯/১৪

Right to Information Act, 2009
An instrument to increase transparency and accountability for reducing corruption and establishing good governance

Nepal Chandra Sarker
Secretary
Information Commission
E-mail: nepal.sarker@gmail.com

Background:

The law relating to right to information was first enacted in Sweden in 1766 under the name and style of the 'Freedom of the Press Act' and it took 200 years to cross the Atlantic Ocean and to come to USA wherein the law was enacted in 1966 as 'Freedom of Information Act'. Australia adopted the law as 'Freedom of Information Act' in 1982 and United Kingdom adopted the law in 2008. The Republic of Korea is the first country in Asia to introduce the law as the 'Act of Disclosure of Information" in 1996.

In the SAARC region, Pakistan promulgated 'Freedom of Information Ordinance' in 2002, but it could not be implemented due to various national and administrative reasons. It basically advises the citizens of Pakistan about their rights; freedom of information and transparency and access to all public records. However, the Official Secrets Act remains in place. Classified documents and federal records are not open to public, only the provincial and local records are subject to disclosure. Any document or record which falls under national security criteria might be denied public access and scrutiny. The ordinance also makes no scope for the timeline for disposal of such issues.

In Sri Lanka, a Private Member's Bill to provide freedom of access to official information was thwarted in Parliament after the Government side forced him to withdraw it. Chief Government Whip asked him to withdraw the Bill on the grounds that the Government is in the process of drafting a similar Bill and hence they would not support this. They have a draft Bill and the Opposition can discuss it with them. The Bill was accordingly withdrawn.

In Maldives, Government passed the Right to Information Regulations on the right to request and receive information from national authorities which came into effect from 1st January, 2009.

In Nepal, the parliament endorsed the draft of RTI Act with amendments on 18 July 2007 but the Act came in force on 19 August 2007 after 31 days of endorsement. The National Information Commission provided for by the RTI Law was established on 4 June 2008. But Nepal could not implement the law as expected due to various reasons.

Bhutan and Afghanistan could not avail of the chance of making such a law. In this region India is the pioneer to adopt the law in the form of Ordinance in 2002 and as an Act like the 'Right to Information Act' in 2005 which is widely used by the people.

Right to Information in Bangladesh:

The Constitution of the People's Republic of Bangladesh made provision for the freedom of thought, conscience and of speech as a fundamental right under Art.39 with certain reasonable restrictions with regard to security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence and the right to information is an inalienable part of that fundamental right.

Since all powers of the Republic belong to the people as per Art 7 of the Constitution, it is necessary to establish right to information for ensuring free flow of information to empower the people leading to good governance. It is mentionable here that under Art. 19 of the Universal Human Rights Charter 1948,

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

the right to receive information has been recognized as an important element of human rights. If the right to information of the people is ensured through implementation of RTI, transparency and accountability in all public, autonomous and statutory organizations and in other private institutions run on government or foreign funding will increase, corruption will decrease and good governance will be established.

With this end in view, the then Care-taker Govt. promulgated an Ordinance namely RTI Ordinance, 2008 and it was notified in the official gazette on the 20th October, 2008. But some of the important sections of the Ordinance like section 8 i.e. request for information, section 24 i.e. preferring appeal and section 25 i.e. filing complaints to the Information Commission were kept under suspension that made the law almost inoperative.

Considering the importance of the law, the present Govt. as a part of their political commitment passed the Right to Information Act, 2009 in the first session of the Parliament on the 29th March, 2009. His Excellency, the President of the Republic gave his consent to it on the 05th April, 2009 and the Act was notified in the official gazette the following day on the 06th April, 2009.

Formation of Information Commission:

As per provision under section 11 of the Act, the Information Commission comprising of the Chief Information Commissioner and two other Information Commissioners including one lady was established on the 1st July, 2009 within the specified time-limit of 90 days.

Expected outcomes of the law:

- Ensuring free flow of information
- Increasing transparency in the discharge of duties by the concerned authorities
- Making the officials more accountable to the clientele group
- Reducing corruption and poverty and
- Establishing good governance

What is information?

According to the Act, information is in relation to an authority's constitution, structure and official activities and includes any: memo, book, design, map, contract, data, log book, order, notification, document, sample, letter, report, accounts statement, project proposal, photograph, audio, video, drawing, film, any instrument prepared through electronic process, machine readable documents and any other documentary material regardless of its physical form or characteristics. But information does not include office note sheet or photocopies of note sheets.

What is meant by Authority?

– Any organization/institution constituted in accordance with the Constitution of People's Republic of Bangladesh;

– Any ministry, division or office constituted under the Rules of Business as given in Article 55(6) of the Constitution;

– Any statutory body or institution established by or under any Act;

– Any private organization or institution run on government funding or with help from the government exchequer;

– Any private organization or institution run on foreign funding;

– Any organization or institution that undertakes public functions in accordance with any contract made on behalf of the Government or made with any public organization or institution;

– Any other organization or institution as may be notified by the Government in the official gazette from time to time.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Information Providing Unit: It means-

– the head office, divisional office, regional office, district office or *upazila* office of any department, directorate or office attached to or under any ministry, division or office of the government and

– the head office, divisional office, regional office, district office or *upazila* office of any other authority.

–

Designated Officer:

Designated Officer means the officer or employee of any information providing unit who is made responsible to supply requested information.

What is Right to Information?

Right to information means the right to get information from any authority. Every citizen has a right to information from the Authority and the Authority shall on demand from a citizen be bound to provide information with certain restrictions as stated u/s 7 of the RTI Act, 2009. It is mentionable here that the provisions for providing information under any other existing laws like Civil Rules and Orders, Records Manual etc. shall not be affected by the provisions of this Act. But the provisions for creating impediment in providing information of the existing laws like the Official Secrets Act 1923, the Evidence Act 1872, the Govt. Servants' Conduct Rules 1979, Rules of Business 1996, Oaths of Secrecy etc. shall be superseded by the provisions of the Right to Information Act, if they become conflicting.

Who is the Appellate Authority?

- In case of any "Information providing unit" the appellate authority is the administrative head of its immediate superior office.
- In case the unit does not have a superior office, then the appellate authority is the administrative head of that unit.

Authority's duties with regard to preservation and management of information:

1) To maintain information in a catalogued and indexed form and preserve it in an appropriate manner;

2) Each authority shall computerize all information that can be computerized within a reasonable time limit and connect them through a country-wide network to facilitate access to information;

3) Each authority shall follow the guidelines and directives as given by the Information Commission for the preservation and management of information;

4) Each authority shall prepare, publish and publicize a list of information that will be given free of cost based on the directives of the Information Commission.

5) Information Commission, with the approval of the Govt., already issued Right to Information (Preservation and Management) Regulations, 2010.

Procedure for disclosure of information:

- Pro-active or self-disclosure
- Disclosure on request

Pro-active disclosure of Information by Authorities:

- Publish and publicize all information in indexed manner which is easily accessible to the citizens regarding any decision taken, proceeding or activity executed or proposed.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

- In disclosing information, no concealment or limiting access to any information is allowed.
- Each authority must publish a report each year which will contain the following information:

1) Authority's organizational framework, functions and duties and responsibilities of its officers and employees and the description of decision-making processes;

2) List of all laws, acts, ordinances, rules, regulations, notifications, directives, and manuals etc:

3) Description of the terms and conditions under which any person can obtain from an authority any license, permit, grant, allocation, consent, approval or the description of any other facilities and description of such terms and conditions, that require the authority to make transactions or enter into agreements with it;

4) Description of all facilities in order to ensure the right to information of the citizens and the name, designation, address, and where applicable fax number and e-mail address of the Designated Officers.

- Important policy or decisions along with reasons and causes in support of these policies and decisions.
- Reports prepared by an Authority under this section shall be made available for public inspection free of charge and copies shall be kept for sale at a nominal price;
- All publications made by an authority shall be made easily available to the public at a reasonable price;
- Authorities shall publish and publicize matters of public interest through press releases or any other method;
- Information Commission has already framed guidelines and directives in the form of regulation (which is waiting for printing) to be followed by the authorities to publish, publicize and obtain information.

Disclosure on request/application:

1) Apply in writing or electronically or by e-mail to the Designated Officer;

2) In the application, the following information must be given:

- Name, address, and where applicable fax number and e-mail address of the applicant;
- Correct and clear description of the information sought;
- Any other useful and related information that might help in locating the requested information;
- Description of the method by which information is sought, namely by inspecting, taking photo copies, taking notes or any other approved method.

3) The information request can be made either in the form printed by the authority or in the prescribed format on a plain white paper by giving all the information mentioned above as provided in the rules or can be sent through electronically or by e-mail;

4) The applicant will have to pay fees and cost of information as may be fixed by the Designated Officer as per Rule 8 of the Right to Information (Receipt of Information) Rules, 2009.

5) The government may exempt an individual or class of individuals or any other class from paying the fees.

Procedure and Time Limits for providing information:

1) The Designated Officer shall provide information within 20 working days from the date of receipt of application;

2) In case of involvement of more than one "information providing unit" or authority, then information shall be given in 30 working days from the date of application;

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

3) In case the Designated Officer rejects a request, then he must inform the applicant the decision and reasons for rejection within 10 working days from the date of application;

4) In case basic information concerning any person's life or death, arrest and release from jail is sought then it must be given within 24 hours from receiving the request;

5) In case the requested information is available with the Designated Officer then he must calculate the reasonable fee and inform the applicant to pay the fees within 5 working days. The fees for printed publications, information in electronic format or photocopies or print outs shall be fixed as per Rule 8;

6) No action on application within the specified time limits of 20 and 30 working days and 24 hours as the case may be, is deemed as refusal.

Duties of Designated Officer:

1) The Designated Officer shall provide requested information as per provisions of the Act.

2) The Designated Officer should provide assistance to an applicant who is sensorily disabled to access records and also to do inspection;

3) On receipt of application or request for information the Designated Officer shall inform the applicant of the date and time of providing the requested information and, in case, there is more than one information providing unit or authority related with the information requested for, he shall send a notice in writing to that unit or authority in this respect.

4) If information sought has been supplied by third party or is treated as confidential by the third party, then he must give written notice to the latter within 5 days of receiving the information request for written or oral opinion. The Designated Officer shall take its representation into consideration and make a decision in respect of providing information to the applicant.

5) Before providing any information the Designated Officer shall have to be sure in this regard that all information so requested for are preserved in his office.

6) In case the information sought is available, he shall fix the price of that information as per rules and request the applicant to pay the amount within 5 working days;

7) Every page of the information to be provided shall be certified as "This information has been provided under the Right to Information Act, 2009." and it shall contain the name, designation, signature and seal of the certifying officer.

8) If the Designated Officer, due to any reason, fails to provide requested information, he shall inform the applicant in this respect in form "B" of the rules within 10 working days of the receipt of the application.

Submission of Appeals to and Disposal thereof by the Appellate Authority:

- If any person is not given information within the time period specified in Section 9 or is aggrieved by the decision of the Designated Officer, then he/she can prefer an appeal before the appellate authority within the next 30 days from the date of receiving the decision or after the expiry of the time period;
- If the appellate authority is satisfied that the appellant for justifiable reasons could not submit the appeal within the specified time period of 30 days then he may accept the appeal even after the expiry of that time;
- The Appellate Authority shall within 15 days from the date of receiving the appeal:
    - Direct the concerned Designated Officer to provide the requested information; or
    - Reject the appeal if it not fit for acceptance.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

- In case the Designated Officer is directed to provide the information by the appellate authority, then he must provide the information to the appellant within the time-limit.

Powers of the Information Commission:

1) The Information Commission has the power to receive complaints from any person, inquire into and dispose of complaints received on the following grounds:-

a) Non-appointment of Designated Officer by an authority or its refusal to accept requests for information;

b) Refusal upon request for any information;

c) Not being given either a response or the information requested for within the specified time period;

d) If the applicant is asked to pay a fee or is compelled to pay an amount of fee which he/she thinks are unreasonable;

e) If the applicant feels that the information given is incomplete, false or misleading and

f) Any other matter relating to requesting or obtaining information under this ordinance.

2) Information Commission may on its own accord or upon a complaint, conduct an inquiry regarding a complaint made under the Act;

3) The Information Commission or the Chief Information Commissioner or Information Commissioners may exercise powers of Civil Court as per the Code of Civil Procedure, 1908 in respect of following matters, namely-

a) summon and enforce attendance of persons, compel them to give oral or written evidence on oath and to produce documents or things;

b) Examine and inspect information;

c) Receive evidence on affidavit;

d) Requisition information from any office;

e) Issue summons for witnesses or documents; and

f) Any other matter which may be prescribed in the rules to fulfill the objectives of the Act.

4) While inquiring into a complaint, the Information Commission or the Chief Information Commissioner or Information Commissioners have the power to examine on spot any information kept in custody with any authority.

Submission of Complaints with the Information Commission:

1) Any person for the following reasons may submit a complaint with the Information Commission:

(a) As given in Section 13 (1) i.e.:

- Non-appointment of Designated Officer by any authority or refusal to accept applications for information;
- Refusal upon request for any information;
- Not being given either a response or the information requested within the specified time period as given in the Act;
- If the complainant feels that the information given is incomplete, false or misleading; and
- Any other matter relating to requesting or obtaining information under this Act.

(b) If the person is aggrieved by the decision on his appeal;

(c) If the person does not get information within the time limits u/s 24 of the RTI Act, 2009.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

2) In case of point 1(a) given above, a complaint can be filed with the Information Commission any time and in case of points 1(b) and (c) the complaint can be filed within 30 days from the date of getting a decision or even after the expiry of the time period.

3) On the basis of a complaint, or if the Information Commission is satisfied that any authority or Designated Officer has failed to carry out any function then the Commission has been given the powers to take action against the authority or the Designated Officer;4) Information Commission has the power to enquire into any complaints received. During the enquiry, any authority or the Designated Officer against whose decision, the complaint is being made will be given a reasonable opportunity to be heard;

5) In case a third party is involved in the case of a complaint, then the third party will be given an opportunity to present his opinion;

6) Ordinarily the Information Commission shall take 45 days extendable up to 75 days to dispose of a complaint from the date on which the complaint is received.

7) While taking a decision on a complaint, the Information Commission shall have the following powers:

(i) To direct the authority or the Designated Officer to take the following steps:

To provide the requested information in a specified particular manner;

To appoint Designated Officers;

To publish any special information or special class of information;

To bring necessary changes in the procedures followed by the authority with regard to preservation, management or publication of information;

To impart better training on right to information for officers of Authorities;

To provide compensation to the complainant for any loss or other detriment suffered;

(ii) To impose penalty as provided in the Act;

(iii) To uphold decisions of the authorities;

(iv)To reject complaints;

(v) To pass order for re-classification of information by the authorities;

(vi) To interpret any matter relating to nature, classification, preservation, publication and supply of information as per the Act.

8) The decisions of the Information Commission in cases of complaints shall be binding on all concerned;

9) The decisions of the Information Commission shall be communicated to all parties in writing.

Representation before the Information Commission:

- The parties to a complaint may present their statements before the Commission either personally or through his/her engaged a lawyer.

Penalty Provisions:

- The Information Commission has the power to impose penalty/fine of 50 Taka per day up to a maximum of 5,000/-Taka for any of the following reasons:

    i) Refusing to accept an application or appeal without any reasonable cause;

    ii) Not furnishing information or not taking a decision on this matter within the time specified;

    iii) Malafidely, denying the request for information or appeal;

    iv) Instead of giving the information requested, giving incorrect, incomplete or misleading or distorted information and ;

    v) Obstructing the furnishing of information in any manner.

- In addition to the penalty, if the Information Commission is satisfied that the Designated Officer creates impediments in providing information, it may recommend the concerned authority to take departmental

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

action against such misconduct and request the authority to keep the commission informed about the actions taken.

- In case of failure to recover the penalty or compensation, the amount can be recovered as per provisions of the Public Demands Recovery Act, 1913.

Protection of action taken in good faith:

- No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against Information Commission or any of its officers or employees including Designated Officers of any authority, if any action is taken in good faith under this Act.

Who are excluded and is there any exception?

- Right to Information Act, 2009 is not applicable in cases of the following organizations and institutions involved with national security and intelligence as mentioned in the schedule annexed with the Act:
    1. National Security Intelligence (NSI)
    2. Directorate General of Forces Intelligence (DGFI)
    3. Defence Intelligence Units
    4. Criminal Investigation Department (CID), Bangladesh Police
    5. Special Security Force (SSF)
    6. Intelligence Cell of the National Board of Revenue
    7. Special Branch, Bangladesh Police
    8. Intelligence Cell of Rapid Action Battalion (RAB)
- The number of institutions mentioned above can be decreased or increased by the Government in consultation with the Information Commission.
- But the information relating to corruption and human rights of such organizations or institutions must be disclosed subject to the approval of the Information Commission within 30 days from the date of receiving the request.

Conclusion:

Right to Information in Bangladesh is now at the formative stage. There may be some lapses in the law with regard to scope and application. Still, if the law is properly implemented, it may reveal as an important instrument to prevent corruption by ensuring free flow of information to the public. For proper implementation, it requires co-operation from and strengthening of both the sides i.e. the information seekers and the information providers. Sensitization about the law calls for the high political commitment on the part of the govt. to expedite RTI as a national campaign. Proactive role of the civil society organizations is also required to strengthen demand side and to urge forward the supply side to enable an environment congenial for RTI. Change of mindset of the officials from the culture of secrecy to openness is a must. Success of the law depends on its free and fair application in the society without any fear or favour. Let us hope, the application of the law shall impose a positive impact in the society and move forward the country towards achievement of the MDGs and the national vision 2021.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পরিশিষ্ট-০৯/১৫

হাঁটি হাঁটি পা পা করছে তথ্য কমিশন

মানসুরা হোসাইন

সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নবগঠিত তথ্য কমিশন এখনো পুরোদমে সচল হতে পারেনি। কমিশনে জনবল-সংকট থাকলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগপ্রক্রিয়ার গতি অনেকটাই শ্লথ।

প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ জমির প্রথম আলোকে বলেন, বলা যায়, কমিশন হামাগুড়ি শেষ করে হাঁটি হাঁটি পা পা করছে।

সূত্র জানিয়েছে, কমিশনের জন্য ৭৬ জনের জনবল অনুমোদন করা হলেও নিয়োগপ্রক্রিয়া ঝুলে আছে। বর্তমানে কমিশন ১৪-১৫ জন কর্মকর্তা দিয়ে কাজ চালাচ্ছে।

কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করছে বলে প্রধান তথ্য কমিশনার দাবি করলেও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক কর্মকর্তা জানান কমিশনকে তথ্য, সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রনালয়ের অধীনে কাজ করতে হচ্ছে। এতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে পদে পদে।

আইন জারির ৬০দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষের প্রতিটি তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেওয়া বাধ্যতামূলক। প্রতিষ্ঠানের নতুন কার্যালয় তৈরি হলে ৬০ দিনের মধ্যে নতুন কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে হবে। অফিসপ্রধান নিজেকে বা অফিসের যেকোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দিতে পারবেন। নিয়োগ দেওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে তা কমিশনকে জানাতে হবে। তবে এ প্রক্রিয়াটি খুবই শ্লথ গতিতে এগোচ্ছে।

কমিশনের তথ্যমতে, মন্ত্রণালয় ও বিভাগসহ সরকারি প্রতিষ্ঠানে পাঁচ হাজার ২০০ এবং এনজিগুলোতে এক হাজার ৪৭০ জন তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

প্রধান তথ্য কমিশনার বলেন, এনজিওগুলো দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নিয়ে কথা বললেও অধিকাংশ সংস্থাই অস্বচ্ছ এবং তথ্য দেওয়ার ব্যপারে উদার নয়। এমনকি অধিকাংশ এনজিও তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়নি।

তথ্য কমিশনার সাদেকা হালিম বলেন, বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তাকে উর্ধ্বস্থানীয় কর্মকর্তার কাছ থেকে তথ্য এনে দিতে হচ্ছে। বেশির ভাগ উর্ধ্বস্থানীয় কর্মকর্তার এ আইন সম্পর্কে ধারণা না থাকায় সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, কর্মকর্তা বদলি হলে কমিশনকে তা জানানোর নিয়ম অনেকে মানছে না। বিকল্প কর্মকর্তাও নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না।

আইন অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে তথ্য চাওয়া হলে তিনি ২০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করবেন। অনুরোধ করা তথ্য ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, গ্রেপ্তার এবং কারাগার থেকে মুক্তিসম্পর্কিত হলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য না দিলে সময়সীমা অতিক্রমের ৩০ দিনের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা যাবে। ১৫ দিনের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিস্পত্তি করবে। এর পরও আবেদনকারী সংক্ষুব্ধ হলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ জানাতে পারবেন। কমিশন অভিযোগ নিস্পত্তির ক্ষেত্রে কোনভাবেই ৭৫ দিনের বেশি সময় পাবে না। অভিযোগ প্রমাণিত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জরিমানাসহ বিভাগীয় শাস্তির জন্য কমিশন সুপারিশ করতে পারবে।

তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত ৪৪টি জেলায় আইনটির প্রচার চালানো ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও নাগরিক উদ্যোগসহ কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আইনটির প্রচারে এগিয়ে এসেছে।

(দৈনিক প্রথম আলো; তারিখ ১২/০৩/২০১১)

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, নভেম্বর ৩, ২০১০

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৭ ভাদ্র ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/২২ আগস্ট ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৩০২-আইন/২০১০।—তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০ নম্বর আইন) এর ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৩) এর সহিত পঠিতব্য এবং ধারা ৩৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তথ্য কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক বিধানাবলি

১। **প্রবিধানমালার নাম।**—এই প্রবিধানমালা তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(১) **"আইন"** অর্থ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০ নং আইন);

(২) **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ—

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সৃষ্ট কোন সংস্থা;

(৯৬৮৩)

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

(খ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কার্য বিধিমালার অধীন গঠিত সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়;

(গ) কোন আইন দ্বারা বা উহার অধীন গঠিত কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(ঘ) সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত বা সরকারি তহবিল হইতে সাহায্যপুষ্ট কোন বেসসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(ঙ) বিদেশী সাহায্যপুষ্ট কোন বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(চ) সরকারের পক্ষে অথবা সরকার বা সরকারি কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক সরকারি কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান; বা

(ছ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান।

(৩) **"কর্মকর্তা"** অর্থে কর্মচারীও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৪) **"পরিশিষ্ট"** অর্থ এই প্রবিধানমালার পরিশিষ্ট;

(৫) **"তথ্য প্রদান ইউনিট"** অর্থ—

(ক) সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়ের সহিত সংযুক্ত বা অধীনস্থ কোন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা দপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় অথবা উপজেলা কার্যালয়;

(খ) কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয়।

(৬) **"তথ্য কমিশন"** অর্থ আইনের ধারা ১১ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত তথ্য কমিশন;

(৭) **"তথ্য"** অর্থে কোন কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বহি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও,

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

অংকিত চিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্তু বা উহাদের প্রতিলিপিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(৮) **"তথ্য অধিকার"** অর্থ কোন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার;

(৯) **"দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা"** অর্থ আইনের ধারা ১০ এর অধীন নিযুক্ত কর্মকর্তা।

৩। **এই প্রবিধানমালার প্রযোজ্যতা।**—যে সকল কর্তৃপক্ষের তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য স্বতন্ত্র কোন আইন, বিধি, প্রবিধান, নীতিমালা বা নির্দেশনা নাই সেই সকল কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে এই প্রবিধানমালা প্রযোজ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তথ্য সংরক্ষণে অনুসরণীয় পদ্ধতি

৪। **তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে অনুসরণীয় পদ্ধতি।**—প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুরসণ করিবে, যথা ঃ—

(ক) কর্তৃপক্ষের যাবতীয় যোগাযোগ এবং গৃহীত ব্যবস্থা দালিলিক ফরমে হইবে;

(খ) সকল তথ্যের পরিকল্পিত ও কার্যকর ব্যবস্থাপনা থাকিতে হইবে, উহারা যে পদ্ধতি বা মাধ্যমে তৈরী বা সংগ্রহ করা হউক না কেন;

(গ) তথ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ National Archives Ordinance, 1983 (Ordinance No. XXXIX of 1983) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল আর্কাইভের সহযোগিতা বা পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবে;

(ঘ) যথাযথ মান অনুসরণে তথ্য সংরক্ষণ করিবে;

(ঙ) তথ্য সংরক্ষণের জন্য কার্যকর অভ্যন্তরীণ নীতি ও পদ্ধতি উন্নয়ন করিবে;

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

(চ) তথ্য সুরক্ষা ও বাস্তব সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(ছ) National Archives Ordinance, 1983 (Ordinance No. XXXIX of 1983) এর বিধানাবলি অনুসরণে তথ্য সংরক্ষণ করা যাইবে।

৫। **ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে অনুসরণীয় পদ্ধতি।**—কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা অথবা জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার ক্ষুণ্ন না করিয়া, তাহার ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে, যথা ঃ—

(ক) কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য তাহার জ্ঞাতসারে এবং সম্মতিতে সংগ্রহ করিতে হইবে;

(খ) যে উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহার করা যাইবে না;

(গ) কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য, উক্ত ব্যক্তির সম্মতি গ্রহণ ব্যতিরেকে কোন তৃতীয় পক্ষের নিকট প্রকাশ বা হস্তান্তর করা যাইবে না;

(ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংগৃহীত কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রকাশ করা যাইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আইন দ্বারা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলে সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবহিত করিয়া ইহা প্রকাশ করা যাইবে;

(ঙ) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষকে ইহার নিকট রক্ষিত ব্যক্তিগত তথ্যে তৃতীয় পক্ষের প্রবেশ রোধ করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে, যাহাতে কেহ উক্ত তথ্যের অপব্যবহার করিতে না পারে;

(চ) কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্যের ভুল তাহার জ্ঞাতসারে সম্মতি লইয়া সংশোধন করা যাইবে এবং উক্ত তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নিশ্চিত হইতে হইবে;

(ছ) দুর্ঘটনা এবং ক্ষতি হইতে ব্যক্তিগত তথ্য রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৬। **তথ্যের শ্রেণীবিন্যাস।**—(১) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ ইহার তথ্যসমূহ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ৪ (চার) টি শ্রেণীতে ভাগ করিবে, যথা ঃ—

(ক) 'ক' শ্রেণীর তথ্য;

(খ) 'খ' শ্রেণীর তথ্য;

(গ) 'গ' শ্রেণীর তথ্য; এবং

(ঘ) 'ঘ' শ্রেণীর তথ্য।

(২) 'ক' শ্রেণীর তথ্য হইবে স্থায়ী রেকর্ড, যাহার স্থান অন্য কিছুর দ্বারা পূরণীয় নহে এবং স্থায়ী প্রকৃতির মূল্যবান অত্যাবশ্যকীয় নথিগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইবে, যাহা অতিশয় যত্নের সহিত সংরক্ষণের প্রয়োজন হইবে এবং সাধারণ নিয়মানুসারে, নিম্ন প্রকারের তথ্যগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা ঃ—

(অ) নীতি (Policy), আইন (Legislation), বিধি (Rules) এবং প্রবিধান (Regulations) সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোচনা ও আদেশ সম্বলিত তথ্যাদি;

(আ) বরাতসূত্রে (Reference) নির্দেশের ব্যাপারে সুদীর্ঘকালের জন্য প্রয়োজন হইতে পারে, এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ আদেশের পূর্বদৃষ্টান্ত (Precedent) বিষয়ক তথ্যাদি;

(ই) স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কিত তথ্যাদি; এবং

(ঈ) রাষ্ট্রীয় দলিলপত্র (State Documents) যেমন ঃ সন্ধিপত্র (Treaties) এবং বিদেশের সহিত চুক্তিপত্র (Agreements with Foreign Countries)।

(৩) 'খ' শ্রেণীর তথ্য হইবে অর্ধস্থায়ী রেকর্ড এবং ইহা ১০ (দশ) বৎসর অথবা তদূর্ধ্ব সময়ের জন্য রক্ষিত হইবে। স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু ১০ (দশ) বৎসর কাল অথবা উহাদের উপযোগিতা অনুসারে তদূর্ধ্ব কালের জন্য সংরক্ষণযোগ্য গুরুত্ববহ তথ্য এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইবে, যেমন- কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের সার্ভিস রেকর্ড, উন্নয়ন প্রকল্প, বাজেট, সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে গঠিত কমিশন/কমিটির গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন এবং সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাহী আদেশ সংক্রান্ত তথ্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই তথ্যসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সূচীপত্রসহ ০৩ (তিন) বৎসরের জন্য সংরক্ষিত হইবে এবং ইহার পর ঐগুলি কর্তৃপক্ষের সংরক্ষণাগারে (Record Room) পাঠাইতে হইবে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

(৪) 'গ' শ্রেণীর তথ্য হইবে সাধারণ ধরনের রেকর্ড এবং ইহা ৩ (তিন) হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য সংরক্ষিত হইবে। যে তথ্যসমূহের উপযোগিতা সীমিত এবং রেকর্ডভুক্ত হইবার পর মাত্র কয়েক বৎসরের জন্য প্রয়োজন হইতে পারে, ঐগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইবে, যেমন- সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য দপ্তরে রক্ষিত হওয়ার পর বিনষ্টযোগ্য ক্রয়-বিক্রয়, অস্থায়ী পদ সৃজন, কর্মকর্তাদের বদলি এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং এই প্রকৃতির অন্যান্য দলিল।

(৫) 'ঘ' শ্রেণীর তথ্য রুটিন তথ্য হইবে এবং ইহা ১ (এক) বৎসরকালের জন্য সংরক্ষিত হইবে এবং এক বৎসরকাল অতিক্রান্ত হইবার পর, যেই তথ্যসমূহের প্রয়োজনীয়তা আর থাকিবে না, এইরূপ মামুলি অথবা স্বল্পকালীন প্রকৃতির তথ্য এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই সকল তথ্যের সূচিকরণ করা হইবে না এবং ১ (এক) বৎসর পর ইহা বিনষ্ট করা হইবে।

(৬) 'ক' শ্রেণীর স্থায়ী তথ্যসমূহ রেকর্ডকৃত, সূচিকৃত (কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া অথবা অন্যবিধ উপায়ে অনুলিপিকৃত) হইবে এবং কর্তৃপক্ষের তথ্য সংরক্ষণাগারে/আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরে মূললিপির সহিত ন্যূনতম ৩ (তিন) টি প্রতিলিপি/সিডি (Compact Disk) জমা করিতে হইবে।

(৭) কর্তৃপক্ষ যেই সকল তথ্য সম্পর্কে কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকে উহার অধিকাংশ তথ্য গুরুত্ব অনুসারে উল্লেখিতভাবে নির্দিষ্ট শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর ব্যবস্থা গ্রহণের সময় এই সকল বিভিন্ন প্রকারের তথ্যের সংরক্ষণকাল সম্পর্কে পূর্বেই ধারণা লাভ করিতে হইবে।

(৮) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ ইহার দপ্তরের সংশ্লিষ্ট শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা প্রতিটি তথ্যের যথাযথ শ্রেণীবিন্যাস নিশ্চিত করিবেন।

৭। **তথ্য সূচিকরণ পদ্ধতি।**—(১) কোন তথ্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ সম্পন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত তথ্যের শ্রেণী নির্দিষ্ট করিয়া ৪টি শ্রেণীর যে কোন একটিতে ইহা অন্তর্ভুক্ত করিবেন এবং এই প্রবিধানমালার বিধান অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) 'ক' শ্রেণীর তথ্য সূচিকরণের সময় নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) তথ্যাদির তালিকা কভারের প্রথম পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে;

(খ) তথ্য কালানুক্রমিকভাবে সাজাইতে হইবে;

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

(গ) তথ্যগুলির সহায়ক তথ্য (Subsidiary Points), সংক্ষিপ্তসার, কার্যবিবরণী, গুরুত্বপূর্ণ আধা-সরকারি পত্রাদি ও টেলিগ্রাম, ফ্যাক্স, ই-মেইলসমূহ যদি রাখিতেই হয়, তাহা হইলে পরিশিষ্টে (Appendix) ঐগুলি যুক্ত করিতে হইবে। ক্ষেত্রমত, ফ্যাক্স, ই-মেইলের ফটোকপি রাখিতে হইবে।

(৩) 'খ' অথবা 'গ' শ্রেণীভুক্ত তথ্য সূচিকরণের সময় নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) তথ্যসম্বলিত যোগাযোগসমূহের (Correspondence) কালানুক্রমিক পৃষ্ঠা সংখ্যা মিলাইয়া দেখিতে হইবে; এবং

(খ) সহায়ক তথ্য, সংক্ষিপ্তসার, কার্যবিবরণী ইত্যাদি পরিশিষ্টে যুক্ত করিতে হইবে।

(৪) 'ঘ' শ্রেণীভুক্ত তথ্যগুলির সূচিকরণ প্রয়োজন হইবে না, তবে এইরূপ তথ্য বা পূর্বতন বরাতসূত্রসমূহের সংখ্যা যাহাতে লিপিবদ্ধ করা হইবে উহার কভারে বরাতসূত্রাধীন তথ্য লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৮। **তথ্য মুদ্রণ।**—কেবল 'ক' শ্রেণীভুক্ত তথ্যগুলি মাইক্রোফিল্ম অথবা কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া অনুলিপি প্রস্তুত করিতে হইবে, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে 'খ' শ্রেণীর তথ্যগুলি ও কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া অনুলিপি প্রস্তুত করা যাইবে।

৯। **তথ্য সংরক্ষণ।**—(১) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষকে মূল লিপিসহ 'ক' শ্রেণীর তথ্যের ৩ (তিন) টি পাণ্ডুলিপি এবং সিডি (Compact Disk) সংরক্ষণের জন্য কর্তৃপক্ষের তথ্য সংরক্ষণাগার/আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরে (Record Room/Department of Archives and Library) প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ৩ (তিন) বৎসরের অধিক পুরাতন 'খ' শ্রেণীর তথ্য সংরক্ষণের জন্য কর্তৃপক্ষের তথ্য সংরক্ষণাগারে স্থানান্তর করিতে হইবে।

(৩) তথ্য সংরক্ষণাগার হইতে অথবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত যথাযথ ফরমাশ স্লিপের ভিত্তিতে তথ্য ইস্যু করা যাইবে এবং এই সকল ফরমাশ স্লিপ লাগানো এক টুকরা কার্ডবোর্ড (Clipped) যেই স্থান হইতে সংশ্লিষ্ট তথ্য দেওয়া হইয়াছে, সেই স্থানে র‍্যাক (Rack) এ স্থাপন করিতে হইবে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

১০। **তথ্য বাছাই ও বিনষ্টকরণ**।—(১) কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসে "বিনষ্টযোগ্য তথ্যসমূহের বহি" (Register of Informations due for Destruction) পর্যালোচনা করিয়া সেই বৎসরের মধ্যে বিনষ্টযোগ্য তথ্যসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং বিনষ্টযোগ্য তথ্যসহ তিনি ঐ তালিকাটি শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট পেশ করিবেন।

(২) কোন তথ্য বিনষ্ট করিবার পূর্বে শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঐ তথ্যসমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে তিনি যদি কোন নির্দিষ্ট তথ্য আরও কিছুদিন রাখিতে হইবে বলিয়া বিবেচনা করেন তাহা হইলে তিনি কতদিনের জন্য উহা রাখিবেন, তাহা নির্দেশপূর্বক লিখিত আদেশ প্রদান করিবেন।

(৩) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসে যেই সকল তথ্য সংরক্ষণাগারে স্থানান্তর করিতে হইবে উহার দুই প্রস্থ তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং তালিকার একটি প্রস্থ শাখাতে রাখিবেন এবং অপর প্রস্থ তথ্যসমূহসহ সংরক্ষণাগারে প্রেরণ করিবেন।

(৪) "সরকারি দপ্তরে গোপনীয় শ্রেণীভুক্ত বিষয়ের নিরাপত্তা" পুস্তিকায় উল্লিখিত নির্দেশানুসারে বিনষ্টের জন্য প্রস্তুত সকল "গোপনীয়" ও "বিশেষ গোপনীয়" তথ্যসমূহ এবং কাগজপত্র বিনষ্ট করিতে হইবে এবং অন্যান্য তথ্য ও কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে বিনষ্ট করিতে হইবে।

(৫) ব্যবহারের জন্য আর প্রয়োজন হইবে না এইরূপ সংবাদপত্র, সংকলন, প্রেস-কাটিং, মোড়কের কাগজপত্র (Wrapping Papers) নিলামে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হইবে এবং বিনষ্টকৃত তথ্যের নামের তালিকা স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১১। **তথ্যের প্রতিলিপি তৈরী**।—(১) কোন তথ্যের প্রতিলিপি তৈরী করিতে হইলে ঐগুলি পরিস্কার, দাগমুক্ত, নিখুঁত ও স্পষ্ট হইতে হইবে।

(২) পত্র প্রেরণকারীর নাম, পরিচিতি নম্বর, পদবী এবং টেলিফোন নম্বর (যদি থাকে) যথাযথ স্থানে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) নিয়মানুসারে মূল পত্রে (Covering Letter) যে ধরণের কাগজ ব্যবহার করা হয়, সংলগ্নীর (Enclosures) বেলায়ও সেই ধরনের কাগজ ব্যবহার করিতে হইবে এবং উহার শিরোনামে "পত্র নম্বর, তারিখ এবং সংলগ্নী" এই কথাগুলি লিখিতে হইবে।

(৪) ফ্যাক্স বার্তার অক্ষর সহজেই অস্পষ্ট হয় বিধায় প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উহার স্পষ্ট ফটোকপি তৈরী করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

১২। তথ্য ব্যবস্থাপনার সহিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার দায়িত্ব।—তথ্য ব্যবস্থাপনার সহিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) তথ্য সম্বলিত নথি নিবন্ধন বহির সংশ্লিষ্ট কলামে শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্যের জন্য প্রদত্ত শ্রেণী নোট করিবেন;

(খ) সকল পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ কি না তাহা পরীক্ষা করিবেন;

(গ) যদি নথি কভার বিনষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহার স্থলে অন্য একটি নথি কভার লাগাইয়া দিবেন;

(ঘ) সম্পর্কযুক্ত নথিগুলির নম্বর অথবা যে নথি রেকর্ড করা হইতেছে উহার কভারে উল্লিখিত পূর্বতন সূত্রাদি এবং বরাত সূত্রাধীন নথি কভারসমূহের উপর উল্লিখিত সূত্রাদিও নোট করিবেন;

(ঙ) যে নথিগুলি বিনষ্টের সময় হইয়াছে উহাদের ক্রমিক সংখ্যা নমুনা অনুযায়ী "বিনষ্টযোগ্য নথিসমূহের নিবন্ধন বহি" এর সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠায় নোট করিবেন এবং এই নিবন্ধন বহিতে প্রতি পঞ্জিকা বর্ষের জন্য ন্যূনপক্ষে একটি পৃষ্ঠা নির্দিষ্ট থাকিবে এবং ঐ পৃষ্ঠায় সেই বৎসরের বিনষ্টের জন্য নির্দিষ্ট নথিসমূহের নম্বর নোট করিতে হইবে;

(চ) 'ক' ও 'খ' শ্রেণীর নথিগুলির ক্ষেত্রে—

(অ) (পরিশিষ্ট-ক) এর নমুনা ফরম অনুযায়ী কভারের উপরে (মুদ্রিত অথবা টাইপকৃত অবস্থায়) আঠা দিয়া লাগাইবার জন্য নথিভুক্ত পত্রাদির তালিকা প্রস্তুত করিবেন;

(আ) নথির বিষয় শিরোনামসূচক সূচিপত্র স্লিপসমূহ (Index Slip) প্রস্তুত করিবেন এবং বিষয় শিরোনামে প্রত্যেক মূল শব্দের (Key Word) জন্য আলাদা আলাদা স্লিপ প্রস্তুত করিতে হইবে এবং বর্ষশেষে সূচির মুদ্রণকল্পে হালকা বাইণ্ডার (Loose Leaf Binder) বর্ণনাক্রমিকভাবে রাখিবার জন্য উহা প্রাপ্তি ও জারী শাখায় প্রেরণ করিবেন;

(ই) (পরিশিষ্ট-খ) এর নমুনা ফরম অনুযায়ী নথি নিষ্পত্তি ফরম (File Disposal Form) এ এই মর্মে প্রত্যয়ন করিবেন যে, ইহা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল আদেশ পালন করা হইয়াছে এবং নথিপত্র সংরক্ষণাগারে (Record Room) ফেরত পাঠানো হইয়াছে, অথবা ভবিষ্যতে নির্দেশের জন্য রাখা হইয়াছে; এবং

(ছ) তথ্যে প্রয়োজন মত "রেকর্ডভুক্ত" অথবা "রেকর্ডকৃত ও সূচিকৃত" সীলমোহর লাগাইতে হইবে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তৃতীয় অধ্যায়

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি

১৩। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter) ।—(১) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ এবং উহার আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা, ব্যুরো সর্বসাধারণকে তথ্য প্রদানে কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের জন্য সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter) প্রণয়ন করিবে এবং তাহা সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণকারীদের জানাইবার জন্য ওয়েব সাইটে প্রচারসহ প্রকাশ্যে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লেখিত সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির মধ্যে অন্যতম উপাদান হিসাবে, নিম্নবর্ণিত ৬ (ছয়) টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) **সুনির্দিষ্ট মান ঃ** নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেবা প্রদানের প্রমিত মাপকাঠি নির্ধারণ;

(খ) **স্বচ্ছতা ঃ** সেবা প্রদানকারীর পরিচয়, সেবা গ্রহণ/প্রদানের খরচ ও সময় সম্পর্কে সর্বসাধারণকে অবহিতকরণ;

(গ) **পছন্দের সুযোগ ঃ** সেবা গ্রহণকারীকে যতদূর সম্ভব সেবা পছন্দের সুযোগ প্রদান;

(ঘ) **সৌজন্য ঃ** সেবা গ্রহণকারীদের সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার, আগে আসিলে আগে সেবা প্রদান এবং ভুল ও অপরাগতার জন্য দুঃখ প্রকাশ;

(ঙ) **অভিযোগ উত্থাপন ঃ** যথাসময়ে সেবা প্রদানে অপরাগতার ক্ষেত্রে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবার ব্যবস্থাসহ কোন ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হইলে দ্রুত তাহার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) **সমমর্যাদা ঃ** সকল নাগরিক বা সেবা গ্রহণকারীকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা।

চতুর্থ অধ্যায়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

১৪। তথ্য ব্যবস্থাপনা।—(১) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষকে ক্রমান্বয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করিতে হইবে।

(২) সাধারণভাবে তথ্য, নথি ও পত্রাদি ব্যবস্থাপনার জন্য কোন কর্তৃপক্ষের সকল শাখা/দপ্তরে একই ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহৃত হইবে এবং প্রাপ্ত পত্রাদি ব্যবস্থাপনার জন্য ইলেকট্রনিক ট্র্যাকিং সিস্টেম ব্যবহার করিতে হইবে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

(৩) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষকে পত্র প্রাপ্তির তারিখ ও সময় হইতে শুরু করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অবহিতকরণের স্তর পর্যন্ত প্রতিটি কার্য ব্যবস্থার সঠিক সময় (real time) ও তারিখ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নাম, পদবী ইত্যাদি বিষয়ক তথ্যাদি এই সফটওয়্যারে ধারণ করিতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষকে ইহার দপ্তরে বিষয়ভিত্তিক নথিসমূহের নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক ফাইল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম এবং নথির গতিবিধি নিরূপণের জন্য ফাইল ট্র্যাকিং সিস্টেম ব্যবহার করিতে হইবে।

(৫) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষকে এই প্রযুক্তির মাধ্যমে নথিসমূহের শ্রেণীবন্যাস, পেন্ডিং লিস্ট প্রণয়ন, তাগিদপত্র, বছর শেষে শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী বিনষ্টযোগ্য নথিসমূহের তালিকা নির্ধারণ ইত্যাদি নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৬) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের প্রতিটি শাখা/দপ্তরের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এবং ইন্টারনেট সংযোগ থাকিতে হইবে।

(৭) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সার-সংক্ষেপ, চিঠিপত্র, অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত, প্রতিবেদন ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হইবেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধনসহ মতামত প্রদান করিবেন।

(৮) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের শাখা পর্যায়ে সম্পাদিত কার্যাবলী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তত্ত্বাবধান করিবেন।

(৯) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষকে শাখা/দপ্তরের কাজে প্রকৃতিভেদে প্রয়োজন মোতাবেক কাস্টমাইজড সফটওয়্যার ব্যবহার করিতে হইবে।

(১০) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের ক্রমান্বয়ে ইলেকট্রনিক নোটিং-ফাইলিং ও ইলেকট্রনিক সিগনেচার (Electronic Signature) ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে paperless office system প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শাখাভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা থাকিতে হইবে যাহা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

১৫। **ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ**।—প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তথ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার লক্ষ্যে একই ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করিয়া চলমান কাগজভিত্তিক পদ্ধতির পাশাপাশি কমপ্যাক্ট ডিস্ক (সিডি) ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় শাখা/দপ্তরসমূহে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষণযোগ্য রেকর্ডস তথা প্রতিবেদন, তথ্য-উপাত্ত, শ্রেণীবিন্যাসকৃত নথি ইত্যাদি ধারণ করিতে সচেষ্ট হইবে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

১৬। **ই-মেইল এর ব্যবহার।**—(১) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষকে ইহার যোগাযোগের ক্ষেত্রে ই-মেইলের ব্যবহার ক্রমসম্প্রসারণ করিতে হইবে।

(২) কোন কর্তৃপক্ষের ইলেকট্রনিক নোটিং-ফাইলিং ও সিগনেচার চালু না হওয়া পর্যন্ত নোটিশ, সার্কুলার ও চিঠিপত্র সমূহের কপি সাধারণ ডাকে প্রেরণের পাশাপাশি ই-মেইলের মাধ্যমেও প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের পক্ষে চিঠিপত্রে স্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা স্বীয় স্বাক্ষরের নিচে ফোন নম্বরের পাশাপাশি ই-মেইল ঠিকানাও প্রদান করিবেন।

(৪) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষকে পর্যায়ক্রমে ই-মেইল মাধ্যমকে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(৫) নিয়মিত মেইল বক্স পরীক্ষা করিতে হইবে এবং সম্ভব হইলে পত্র প্রাপ্তির দিনেই উহার জবাব প্রেরণ করিতে হইবে।

১৭। **ওয়েবসাইট এর ব্যবহার।**—(১) প্রতিটি কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ওয়েবসাইট থাকিতে হইবে।

(২) তথ্য উপস্থাপন এবং অন্যান্য দপ্তর-সংস্থা ও জনগণের সহিত যোগসূত্রের মাধ্যম হিসাবে এ ওয়েবসাইট বিবেচিত হইবে।

(৩) ওয়েবসাইটে প্রতিটি শাখা/দপ্তরের হালনাগাদ তথ্য, ফরমস, রিপোর্টস, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, প্রয়োজনীয় আইন-কানুন ইত্যাদি একই ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করিয়া নিয়মিতভাবে উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৪) কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটসমূহ তথ্য প্রাপ্তির স্বীকৃত উৎস হিসাবেও বিবেচিত হইবে।

(৫) প্রতিটি শাখাকে ওয়েবসাইটে উপস্থাপিত স্বীয় শাখা সংক্রান্ত তথ্যের যথার্থতা নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৬) তথ্য প্রদানের পাশাপাশি কর্তৃপক্ষের প্রতিটি শাখা/দপ্তর নিজস্ব সার্ভিসসমূহ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর নিকট পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করিবে।

(৭) কমেন্ট/ফিডব্যাক ব্যবস্থার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের শাখা/দপ্তরসমূহ ওয়েবসাইটের ব্যবহারকারীগণের সহিত যোগসূত্র রক্ষা করিবে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

(৮) প্রতিটি ওয়েবসাইটের কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট এর জন্য একজন উপযুক্ত কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করিতে হইবে।

১৮। **তথ্যের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা**।—(১) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষকে ইলেকট্রনিক জালিয়াতি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষতিসাধন, বেআইনী ব্যবহার ইত্যাদি অপরাধমূলক কর্মকান্ড প্ররোধের লক্ষ্যে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ডিজাইন তথা আর্কিটেকচারাল লেভেল হইতে ব্যবহারকারী পর্যায়ে প্রতিটি স্তরে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে।

(২) দাপ্তরিক নথিপত্রের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক সিগনেচার ব্যবহার করিবেন।

(৩) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষকে রাষ্ট্রীয় ও জনগুরুত্বসম্পন্ন সুনির্দিষ্ট বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৪) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত নিরাপত্তা রক্ষা ও অপরাধমূলক কর্মকান্ড প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণে প্রচলিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন প্রযোজ্য হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

বিবিধ

১৯। **তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তিকরণের সময়সীমা**।—প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তিকরণের বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং যদি কোন কর্মকর্তার কোন বিশেষ বিষয়ে বা প্রসঙ্গে তাঁহার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সহিত পরামর্শ করিবার যথাযথ কারণ থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি টেলিফোনে অথবা ব্যক্তিগত যোগাযোগ বা অন্য কোন উপযুক্ত মাধ্যমে এইরূপ পরামর্শ গ্রহণ করিবেন।

২০। **মাসিক বিবরণী**।—প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাহার দপ্তরে প্রাপ্ত ও নিষ্পত্তিকৃত বিষয়াদি এবং অনিষ্পত্তিকৃত তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়াদির একটি মাসিক বিবরণী প্রস্তুত করিবেন এবং যে সকল বিষয় নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষামান আছে, সেইগুলি বিলম্বিত হওয়ার কারণসমূহ তিনি ঐ বিবরণীতে উল্লেখ করিবেন এবং উহা উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট পেশ করিবেন।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পরিশিষ্ট -"ক"

[প্রবিধান ১২ (চ) (অ)]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রণালয়/বিভাগ.....................

শাখা..................................

পত্রাদির তালিকা

(List of Letters)

নথি নং...

ক/খ শ্রেণী রেকর্ডকৃত হিসাবে (স্থায়ী/.............................বৎসর)

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পরিশিষ্ট -"খ"

[প্রবিধান ১২ (চ) (ই)]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রণালয়/বিভাগ.....................

শাখা.................................

নথি নিষ্পত্তি ফরম

(File Disposal Form)

নথি নং...

সমস্ত প্রয়োজনীয় এবং আনুষঙ্গিক আদেশ প্রদান ও জারি করা হইয়াছে। নথি সংরক্ষণাগারের কাগজপত্র সংরক্ষণাগারে ফেরত পাঠানো হইয়াছে। ভবিষ্যৎ বরাতসূত্রের জন্য রাখা হইল।

তারিখ.................................. নাম স্বাক্ষরসহ প্রশাসনিক কর্মকর্তার সিলমোহর

তথ্য কমিশনের আদেশক্রমে

Muhammad Zamir
Chief Information Commissioner
Information Commission Bangladesh.

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তথ্য অধিকারের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ঃ ০১। আপীল কর্তৃপক্ষ কারা এবং কে নিয়োগ দেবে?

উত্তর ঃ তথ্য অধিকার আইনের ধারা ২ (ক) অনুসারে তথ্য প্রদান ইউনিটের অব্যবহিত উর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান অথবা তথ্য প্রদান ইউনিটের উর্ধ্বতন কার্যালয় না থাকলে, উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের প্রশাসনিক প্রধান হবেন আপীল কর্তৃপক্ষ।

প্রশ্ন ঃ ০২। কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হবে?

উত্তর ঃ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ধারা ২(খ) ও ২(ঘ) অনুসারে নিম্নলিখিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র, বিভাগ, জেলা ও সর্বনিম্ন উপজিলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে হবে। যথা ঃ

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সৃষ্ট কোন সংস্থা;

(খ) বাংলাদেশ সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কার্য বিধিমালার অধীন গঠিত সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়;

(গ) কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(ঘ) সরকারী অর্থায়নে পরিচালিত বা সরকারী তহবিল হতে সাহায্য পুষ্ট কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(ঙ) বিদেশী সাহায্য পুষ্ট কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(চ) সরকারের পক্ষে অথবা সরকার বা সরকারী কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক সরকারী কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(ছ) সরকার কর্তৃক সময় সময়, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান।

প্রশ্ন ঃ ০৩। বিচার বিভাগের তথ্য কিভাবে পাওয়া যাবে?

উত্তর ঃ তথ্য অধিকার আইনের ধারা ২(খ) এর (অ) অনুসারে বিচার বিভাগ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সৃষ্ট সংস্থা। ধারা ৯ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছ থেকে আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন ঃ ০৪। তৃতীয় পক্ষের তথ্য প্রদানের যৌক্তিকতা কতটুকু?

উত্তর ঃ তথ্য অধিকার আইনের ধারা ২(ঝ) অনুযায়ী তৃতীয় পক্ষ অর্থ তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধকারী বা তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অনুরোধকৃত তথ্যের সাথে জড়িত অন্য কোন পক্ষ। আইন অনুযায়ী এর যৌক্তিকতা রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ভূমি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর সঙ্গে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে উপজেলা সাব রেজিষ্ট্রার এর নাম আসতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ০৫। তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে "১৯২৩ সালের গোপনীয় আইন" এবং "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯", কোনটি প্রাধান্য পাবে ?

উত্তর ঃ ১৯২৩ সালের গোপনীয় আইনের যে সব ধারা তথ্য প্রদানে বাধা হিসেবে চিহ্নিত হবে, সেই সকল ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রাধান্য পাবে (ধারা ঃ ৩)।

প্রশ্ন ঃ ০৬। তাৎক্ষণিক তথ্য পাওয়া যাবে কিনা ?

উত্তর ঃ এ আইনের ধারা ৯ (৪) অনুসারে কোন ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, গ্রেফতার এবং কারাগার হতে মুক্তি সম্পর্কিত তথ্য চাওয়া হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির অনধিক ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করবেন।

প্রশ্ন ঃ ০৭। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী ও শিশুরা এই আইন অনুযায়ী কি সুবিধা পাবেন ?

উত্তর ঃ এই আইনের ধারা ৪ অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার রয়েছে এবং কোন নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য। এই আইনে নির্দিষ্ট করে নারী ও শিশুর কথা বলা হয়নি।

প্রশ্ন ঃ ০৮। একজন গরীব ও নিরক্ষর মহিলা কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং এই আইনে সুবিধা বঞ্চিত নারীর কথা বলা আছে কিনা ?

উত্তর ঃ এই আইনের ধারা ৪ অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার রয়েছে এবং কোন নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য। সবার জন্য আইন সমান। এই আইনে নির্দিষ্ট করে গরীব নিরক্ষর মহিলার কথা বলা হয়নি। তবে আবেদনকারিনী নিরক্ষর হলে তিনি প্রচলিত নিয়মানুযায়ী টিপসহি দিয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য আবেদন দাখিল করতে পারবেন।

প্রশ্ন ঃ ০৯। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছ থেকে তথ্য নিয়ে কেউ যদি তথ্য বিকৃত করে প্রচার করে, সেক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দায়ী থাকবে কিনা ?

উত্তর ঃ তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ৪ (৫) অনুসারে প্রদত্ত তথ্যের প্রতি পৃষ্ঠায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রত্যয়ন করা থাকবে এবং তাতে প্রত্যয়নকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী, স্বাক্ষর ও দাপ্তরিক সীল থাকবে। সেক্ষেত্রে কারও তথ্য বিকৃত করে প্রচার করার কোন সুযোগ নেই।

প্রশ্ন ঃ ১০। তথ্যের সংজ্ঞায় প্রকারভেদের ব্যাখ্যা আছে কিনা ?

উত্তর ঃ এই আইনের ধারা ২ (চ) তে তথ্যের সংজ্ঞায় সুস্পষ্ট ভাবে প্রকারভেদের উল্লেখ রয়েছে। যেমন, "তথ্য অর্থে কোন কর্তৃপক্ষের গঠন কাঠামো

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

ও দাপ্তরিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বই, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোক চিত্র, অডিও ভিডিও, অংকিত চিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়া প্রস্তুতকৃত যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিক পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্তু বা এর প্রতিলিপিও অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে দাপ্তরিক নোট সীট বা নোট সীটের প্রতিলিপি অন্তর্ভুক্ত হবে না।

প্রশ্ন ঃ ১১। ডিপার্টমেন্টাল আইন থাকলে তথ্য অধিকার আইনে কোন সমস্যা হবে কিনা?

উত্তর ঃ তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৩ অনুসারে কোন বিভাগীয় আইনের তথ্য প্রদানে বাধা সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হলে তথ্য অধিকার আইন প্রাধান্য পাবে।

প্রশ্ন ঃ ১২। তফসিল "ফরম ক" তে প্রাপ্তি স্বীকার উল্লেখ করা হবে কিনা ?

উত্তর ঃ তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি ৩ (২) অনুসারে প্রাপ্তি স্বীকারের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ১৩। তথ্য জানার অধিকার সবার আছে কি?

উত্তর ঃ "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪ অনুসারে কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার রয়েছে এবং কোন নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাঁকে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য।

প্রশ্ন ঃ ১৪। টেন্ডারে দাখিলকৃত ঘাটতি কাগজপত্র অন্য দাখিলকারীকে জানানো যাবে কিনা?

উত্তর ঃ ধারা ৭ (৩) অনুযায়ী কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা এর কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রদান করা বাধ্যতামূলক নয়।

প্রশ্ন ঃ ১৫। ব্যক্তিগত তথ্য চাওয়া যাবে কিনা?

উত্তর ঃ তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ এর উপধারা (জ), (ঝ), (ঞ) ও (দ) অনুসারে যথাক্রমে কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হতে পারে অথবা কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হতে পারে অথবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য অথবা কোন ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য প্রদান করা বাধ্যতামূলক নয়।

প্রশ্ন ঃ ১৬। কাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হবে বিশেষ করে কলেজে (অধ্যক্ষ, রাজেন্দ্র কলেজ)।

উত্তর ঃ কলেজের অধ্যক্ষ যে কোন বিভাগের একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ প্রদান করতে পারেন বা তিনি নিজেও দায়িত্বপালন করতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ ১৭। বিচারাধীন মামলা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের জন্য পাওয়া যাবে কিনা?

উত্তর ঃ এই আইনের ধারা ৭ (ট) ও (ঠ) অনুযায়ী আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় যা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইবুনালের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এবং তদন্তাধীন কোন বিষয় যার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে এইরূপ তথ্য প্রকাশের জন্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয়।

প্রশ্ন ঃ ১৮। রোগীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি (যেমন, এইচআইভি, এইড্‌স প্রভৃতি) রোগীর অনুমতি ছাড়া দেওয়া যায় না, মেডিকেল ইথিকস্ অনুযায়ী এক্ষেত্রে করণীয় কি?

উত্তর ঃ এই আইনের ধারা ৭ (জ) ও (ঝ) অনুসারে ব্যক্তিগত তথ্যাদি প্রদান করা বাধ্যতামূলক নয়।

প্রশ্ন ঃ ১৯। পোষ্টমর্টেম বা সুরতহাল রিপোর্ট দিতে বাধ্য কিনা?

উত্তর ঃ পোষ্ট মর্টেম বা সুরতহাল রিপোর্ট চাওয়া যেতে পারে। তবে পোষ্ট মর্টেম বা সুরতহালের রিপোর্টটি কোন মামলার তদন্তাধীন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত হলে এই আইনের ধারা ৭ (ঠ) অনুসারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তথ্য প্রদান করতে বাধ্য নন।

প্রশ্ন ঃ ২০। কেউ ব্যক্তিগত তথ্য দিতে বাধ্য কিনা?

উত্তর ঃ ধারা ৭ (জ) ও (ঝ) অনুসারে ব্যক্তিগত তথ্য দেয়া বাধ্যতামূলক নয়।

প্রশ্ন ঃ ২১। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তথ্য দেওয়া যাবে কিনা এবং বাধ্যবাধকতা কতটুকু?

উত্তর ঃ রেকর্ড সংরক্ষণ করার প্রয়োজনে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন লিখিতভাবে করতে হবে। ধারা ৮(৩) অনুসারে নির্ধারিত ফরমেট/মুদ্রিত ফরমে এবং ই-মেইলের মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ করা যাবে। তবে প্রদেয় তথ্যের প্রতি পৃষ্ঠায় প্রত্যয়নকারী কর্মকর্তার নাম, স্বাক্ষর, পদবী ইত্যাদি থাকতে হবে বিধায় মোবাইল ফোনে তথ্য দেয়ার সুযোগ নেই।

প্রশ্ন ঃ ২২। যাঁরা লেখাপড়া জানেন না তাঁরা কিভাবে আবেদন করবে?

উত্তর ঃ তথ্য অধিকার আইনের ৮নং ধারা অনুসারে লিখিতভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করতে হবে। যাঁরা লেখাপড়া জানেন না তাঁদেরকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সহযোগিতা প্রদান করবেন এবং প্রচলিত নিয়মানুযায়ী আবেদনে টিপসহি দিয়ে দাখিল করতে পারবেন।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

প্রশ্ন ঃ ২৩। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্য প্রদানে কি কি করণীয় ও বর্জনীয় দিক রয়েছে ?

উত্তর ঃ "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৯ অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার করণীয় দিক নিম্নরূপ ঃ

অ. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাগরিকের অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন।

আ. অনুরোধকৃত তথ্যের সাথে একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকলে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

ই. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন কারণে তথ্য প্রদানে অপারগ হলে অপারগতার কারণ উল্লেখ করে আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে অনুরোধকারীকে অবহিত করবেন।

ঈ. অনুরোধকৃত তথ্য কোন ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, গ্রেফতার এবং কারাগার হতে মুক্তি সম্পর্কিত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির অনধিক ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করবেন।

উ. অনুরোধকৃত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট সরবরাহের জন্য মজুদ থাকলে তিনি উক্ত তথ্যের যুক্তি সংগত মূল্য নির্ধারণ করবেন এবং উক্ত মূল্য ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য অনুরোধকারীকে অবহিত করবেন।

ঊ. অনুরোধকৃত তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষ জড়িত থাকলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে তৃতীয় পক্ষকে লিখিত বা মৌখিক মতামত চেয়ে নোটিশ প্রদান করবেন।

ঋ. তৃতীয় পক্ষ নোটিশের প্রেক্ষিতে কোন মতামত প্রদান করলে তা বিবেচনায় নিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধকারীকে তথ্য প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

এ. তথ্য প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয়, এরূপ তথ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবার কারণে কোন অনুরোধ সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা যাবেনা এবং অনুরোধের যতটুকু অংশ প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয় এবং যতটুকু অংশ যৌক্তিকভাবে পৃথক করা সম্ভব, ততটুকু অংশ অনুরোধকারীকে সরবরাহ করতে হবে।

ঐ. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইন্দ্রিয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তথ্য লাভে সহায়তা প্রদান করবেন।

এই আইনের ধারা ৭ অনুযায়ী ২০টি বিষয়ে তথ্য প্রদান করা বাধ্যতামূলক নয় এবং ধারা ৩২ এর তফসিলে উল্লিখিত ০৮টি সংস্থাকে তথ্য প্রদানে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। তবে উক্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কোন তথ্য দুর্নীতি বা মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার সাথে জড়িত থাকলে তথ্য কমিশনের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক উক্ত তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ২৪। এই আইনে প্রতিবন্ধীদের জন্য নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা হয়েছে কি ?

উত্তর ঃ এই আইনের ধারা ৯ (১০) এ ইন্দ্রিয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তথ্য প্রদানে সহায়তার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বিশেষ ভাবে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ২৫। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে নিয়োগ দিবে?

উত্তর ঃ তথ্য অধিকার আইনের ধারা ১০ অনুসারে এই আইন কার্যকর হবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ প্রতিটি তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করবে।

প্রশ্ন ঃ ২৬। "তথ্য প্রদানে বাধ্য নই" অনেক কর্মকর্তা বলে থাকেন। তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হবে?

উত্তর ঃ তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৯ অনুসারে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদান করতে বাধ্য। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হলে ধারা ২৪ অনুযায়ী তথ্য প্রদানের সময়সীমা অতিক্রান্ত হবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধকারী আপীল করতে পারবেন। আপীল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করবেন অথবা গ্রহণ যোগ্য না হলে আপীল আবেদনটি খারিজ করে দিবেন। আপীল কর্তৃপক্ষের আদেশে আবেদনকারী সংক্ষুব্ধ হলে ধারা ২৫ অনুসারে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন। তথ্য কমিশন অভিযোগটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে শুনানীর সুযোগ দিয়ে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে সাক্ষীর জবানবন্দির গ্রহণ এবং তদন্ত সম্পাদন করার কারণে অভিযোগ নিস্পত্তির সময়সীমা বর্ধিত করা যেতে পারে। তবে বর্ধিত সময়সহ মোট সময় কোনক্রমেই ৭৫ (পঁচাত্তর) দিনের অধিক হবে না। অভিযোগ প্রমাণিত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জরিমানা করাসহ বিভাগীয় শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান করতে পারবে।

প্রশ্ন ঃ ২৭। একই ব্যক্তি কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হতে পারবে কিনা?

উত্তর ঃ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী একই ব্যক্তি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ হওয়ার সুযোগ সীমিত।

প্রশ্ন ঃ ২৮। তথ্য কমিশনের কোন জবাবদিহীতা আছে কিনা ? থাকলে কমিশন কার কাছে জবাবদীহিতা করবে এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে তথ্য কমিশনের দায়বদ্ধতা কতটুকু ?

উত্তর ঃ এই আইনের ধারা ১১(২) অনুসারে তথ্য কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা হিসেবে রাষ্ট্রপতির নিকট জবাবদিহি করবে। তথ্য মন্ত্রণালয় তথ্য কমিশনকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে।

প্রশ্ন ঃ ২৯। ভুল তথ্য প্রদানের জন্য তথ্য কমিশন কতটুকু ব্যবস্থা নিতে পারবে?

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

উত্তর ঃ এই আইনের ধারা ১৩ (ঙ) অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য প্রদানের জন্য তথ্য কমিশনে কেউ অভিযোগ দায়ের করলে, কমিশন এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে উক্ত অভিযোগ গ্রহণ, অনুসন্ধান এবং নিস্পত্তি করতে পারবে।

প্রশ্ন ঃ ৩০। তথ্য অধিকার আইনে বিভ্রান্তমূলক তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার বিভাগীয় শাস্তির ব্যবস্থা করা যায় কিনা?

উত্তর ঃ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১৩ (ঙ) অনুসারে বিভ্রান্তমুলক তথ্য প্রদান করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে ধারা ২৭ (ঘ) ও (ঙ) অনুযায়ী তথ্য কমিশন জরিমানা ছাড়াও ধারা ২৭ (৩) বলে অসদাচারণ গণ্য করে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর সুপারিশ প্রদান করতে পারবে।

প্রশ্ন ঃ ৩১। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদান না করলে তখন কী করণীয়?

উত্তর ঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য প্রদান না করলে ধারা ২৪ অনুসারে তথ্য প্রদানের সময়সীমা অতিক্রান্ত হবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধকারী আপীল করতে পারবেন।

প্রশ্ন ঃ ৩২। তথ্য দেওয়ার জন্য কোন ফি এর ব্যবস্থা আছে কিনা ?

উত্তর ঃ তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ৮ এর ফরম (ঘ) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত আকারে প্রদান করা হয়েছে-

(১) লিখিত কোন ডকুমেন্টের কপি সরবরাহের জন্য (ম্যাপ, নকশা, ছবি, কম্পিউটার প্রিন্টসহ)-এ-৪ ও এ-৩ মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা হারে এবং তদূর্ধ্ব সাইজের কাগজের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য ।

(২) ডিস্ক, সিডি ইত্যাদিতে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে-(ক) আবেদনকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিনা মূল্যে (খ) তথ্য সরবরাহকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে উহার প্রকৃত মূল্য।

(৩) কোন আইন বা সরকারী বিধান বা নির্দেশনা অনুযায়ী কাউকে সরবরাহকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে- বিনামূল্যে।

(৪) মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে- প্রকাশনায় নির্ধারিত মূল্য।

প্রশ্ন ঃ ৩৩। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সম্মানীর ব্যবস্থা আছে কিনা?

উত্তর ঃ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সম্মানীর কোন ব্যবস্থা নেই।

প্রশ্ন ঃ ৩৪। তথ্য অধিকার আইনের বই পাওয়া যাবে কি?

উত্তর ঃ বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রাণালয়, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর গেজেট ১২.০০ টাকা মূল্যে পাওয়া যাবে অথবা www.bgpress.gov.bd অথবা www.moi.gov.bd থেকে RTI Act, 2009 Bangla ও English নামে বিনামূল্যে download করা যাবে। এছাড়াও তথ্য কমিশন বাংলাদেশ কর্তৃক "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর সম্বলিত একটি বই বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ৩৫। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধানাবলী সম্পর্কে জনঅবহিতকরণ/প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে কিনা?

উত্তর ঃ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধানাবলী সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে জেলা/উপজেলায় জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সমন্বিত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন পূর্বক তথ্য কমিশন সরকারী/আধা-সরকারী/স্বায়ত্বশাসিত প্রশিক্ষণ একাডেমীগুলোতে অরিয়েনটেশন ট্রেনিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তাছাড়া তথ্য কমিশন কার্যালয়ে পর্যায়ক্রমে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তৎপর জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক সহায়তায় তথ্য কমিশন জেলার সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

প্রশ্ন ঃ ৩৬। তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে সাংবাদিকের কি করণীয়?

উত্তর ঃ "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাঁদের প্রচারের মাধ্যমে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে ও প্রায়োগিক দিক উন্মোচিত হবে।

প্রশ্ন ঃ ৩৭। পুলিশ এবং র‍্যাবের নিকট তথ্য চাওয়া যাবে কিনা?

উত্তর ঃ অবশ্যই পুলিশ ও র‍্যাবের নিকট তথ্য চাওয়া যাবে। তবে এই আইনের ধারা ৩২ এর তফসিল অনুযায়ী "স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ" এবং "র‍্যাব এর গোয়েন্দা সেল" এর এর ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন প্রযোজ্য হবে না। তবে উক্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কোন তথ্য দুর্নীতি বা মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার সাথে জড়িত থাকলে তথ্য কমিশনের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক উক্ত তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ৩৮। যাঁদের জন্য এই আইন, তাঁরা বিষয়টির ব্যাপারে কতটুকু অবহিত বা উপকৃত হবে?

উত্তর ঃ সমগ্র দেশের জনগণের জন্য বর্তমান সরকার এই আইন প্রণয়ন করেছে। এই আইন বাস্তবায়নের দায়িত্ব শুধু তথ্য কমিশনের একার নয়, সবার। তথ্য কমিশন পর্যায়ক্রমে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে এ আইনের প্রচার ও প্রসার কল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জনগণের দোড়গোঁড়ায় পৌঁছাবার সব রকম ব্যবস্থা করবে। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে জনগণ অবশ্যই সুফল পাবেন বলে তথ্য কমিশন বিশ্বাস করে।

প্রশ্ন ঃ ৩৯। সিটিজেন চার্টারের সঙ্গে তথ্য অধিকার আইনের সম্পর্ক কি?

উত্তর ঃ কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা দপ্তর জনসাধারণকে কি কি সেবা কি কি পদ্ধতিতে বা শর্তে কত সময়ের মধ্যে প্রদান করে তা সিটিজেন চার্টার/নাগরিক সনদ দ্বারা প্রকাশ করে। ফলে জনগণ এর মাধ্যমে প্রতিটি অফিসে কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেয়ে থাকেন। কাজেই এটিও তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের একটি প্রায়োগিক দিক।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

প্রশ্ন ঃ ৪০। সরকার যদি আইন ভঙ্গ করে, তাহলে সে ব্যাপারে কমিশনের কিছু করার আছে কি?

উত্তর ঃ সরকার বলতে কোন একক ব্যক্তি বা অফিসকে বুঝায় না। সরকার হচ্ছে দেশ পরিচালনার একটি সামগ্রীক বিষয়। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদান সংক্রান্ত আইন ভঙ্গ করলে এই আইনের বিধান অনুযায়ী তথ্য কমিশন প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারে। প্রয়োজনবোধে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জরিমানা করতে পারে। এমনকি কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য কমিশন অনুরোধ জানাতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ৪১। সরকারী কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকতাদের নিরাপত্তার বিধানের কোন ব্যবস্থা আছে কি? দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কি কোন মামলা আদালতে দায়ের করা যাবে?

উত্তর ঃ সরকারী কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিরাপত্তার বিধানের ব্যবস্থা আছে। তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৩১ অনুসারে সরল বিশ্বাসে তথ্য প্রকাশ করার ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলে তথ্য কমিশনের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাবে না।

প্রশ্ন ঃ ৪২। মাল্টিন্যাশনাল বা বহুজাতিক কোম্পানীকে তথ্য আইনের আওতায় আনা হবে কিনা?

উত্তর ঃ বহুজাতিক কোম্পানীকে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আনার জন্য আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। দেশের স্বার্থে যেটি ভাল হয়, আইন প্রণেতাগণ সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে তথ্য কমিশন মনে করে।

প্রশ্ন ঃ ৪৩। সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অন্য অফিস থেকে কিভাবে তথ্য পাবেন?

উত্তর ঃ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অন্য অফিস থেকে তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। এই আইনের বিধান অনুযায়ী একই পদ্ধতিতে তথ্য পাবেন।

প্রশ্ন ঃ ৪৪। পুলিশ বাহিনী তথ্য প্রদানে বাধ্য কিনা?

উত্তর ঃ আইন অনুযায়ী পুলিশ বাহিনীও তথ্য প্রদান করতে বাধ্য। তবে ধারা ৩২ এর তফসিলের ৭ নং ক্রমিকে স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ এবং ৮ নং ক্রমিকে র‌্যাব এর গোয়েন্দা সেলকে তথ্য প্রদানে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। তবে উক্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কোন তথ্য দুর্নীতি বা মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার সাথে জড়িত থাকলে তথ্য কমিশনের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক উক্ত তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ৪৫। এই আইন সংশোধন করা হবে কিনা?

উত্তর ঃ জনগণের প্রয়োজনে আইন সংশোধন করার দায়িত্ব সরকারের। সরকার প্রয়োজনে তথ্য কমিশনের পরামর্শক্রমে জাতীয় সংসদের মাধ্যমে আইনের সংশোধনী করতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ৪৬। প্রত্যেক দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ হবে কিনা এবং অফিস প্রধানের মতামত প্রয়োজন হবে কিনা?

উত্তর ঃ প্রত্যেক দপ্তরেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে হবে। অফিস প্রধান নিজে অথবা অফিসের যে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগদান করবেন।

প্রশ্ন ঃ ৪৭। সকল তথ্য তালিকা অফিস/প্রতিষ্ঠানের সম্মুখে বোর্ডের মাধ্যমে টাঙ্গানোর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা?

উত্তর ঃ অনেক ডিপার্টমেন্টে বোর্ডের মাধ্যমে অফিসের সকল তথ্য টাঙ্গিয়ে দেয়া হচ্ছে। এর ফলে জনগণ উপকার পাচ্ছে। এ বিষয়ে তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রবিধানমালা জারি করা হচ্ছে যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ৪৮। তথ্য বিলবোর্ডের মাধ্যমে টাঙ্গানোর ব্যবস্থা করা যাবে কিনা?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। এ ব্যাপারে তথ্য কমিশন সক্রিয়ভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ ৪৯। তথ্য প্রদান ইউনিট বলতে কি বুঝায়?

উত্তর ঃ সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়ের সাথে সংযুক্ত বা অধীনস্থ কোন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা দপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয় তথ্য প্রদান ইউনিট হিসেবে কাজ করবে।

প্রশ্ন ঃ ৫০। একই ধরণের কয়েকটি অফিস থাকলে সেক্ষেত্রে ০১ জন কে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া যাবে কিনা?

উত্তর ঃ দেখতে হবে অফিসগুলো পৃথক পৃথক স্থানে কিনা। যদি পৃথক স্থানে অবস্থিত হয়ে থাকে তাহলে প্রতিটি অফিসই তথ্য প্রদান ইউনিট হিসেবে গণ্য হবে এবং প্রতিটি তথ্য প্রদান ইউনিটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে হবে। তবে সর্বনিম্ন উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকার্তা নিয়োগ করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ ৫১। এই আইনে নথি বিনষ্টির প্রয়োজন আছে কিনা?

উত্তর ঃ সচিবালয় নির্দেশমালার প্রচলিত নিয়মানুযায়ী নথির শ্রেণী বিন্যাস করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সেই মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। তবে তথ্য কমিশন প্রবিধানমালা জারির মাধ্যমে এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট করবে।

প্রশ্ন ঃ ৫২। তথ্য প্রদানে কোন বিষয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকলে, কিভাবে সমাধান করা যাবে ?

উত্তর ঃ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধানাবলী সাপেক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করবে এবং যদি কর্তৃপক্ষও সিদ্ধান্ত দিতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে, তাহলে তথ্য কমিশনের দারস্থ হতে হবে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

প্রশ্ন ঃ ৫৩। দেশের প্রচলিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইন আছে যেগুলো প্রচার করার দায়িত্ব কি তথ্য কমিশনের ?

উত্তর ঃ প্রতি মন্ত্রণালয়ের বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংযুক্ত দপ্তর ও দপ্তর আইন অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করে। যে সকল দপ্তর এর সঙ্গে যুক্ত এবং যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রচলিত আইন ব্যবহার প্রয়োজন, তারা নিজ উদ্যোগে তা সংগ্রহ, প্রচার ও প্রসার করার পাশাপাশি জনসচেতনতা সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করবে।

প্রশ্ন ঃ ৫৪। আবেদনকারীর এবং আপীলকারীর ফরম কিভাবে পাওয়া যাবে?

উত্তর ঃ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালায় আবেদনকারীর এবং আপীলকারীর ফরমের ফরম্যাট দেয়া হয়েছে, সেখান থেকে পাওয়া যাবে। এই বিধিমালা ০১ নভেম্বর, ২০০৯ এ বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে, যার মূল্য ৪.০০ (চার) টাকা। তাছাড়া www.bgpress.gov.bd থেকে বিনামূল্যে download করা যাবে। পাশাপাশি তথ্য কমিশন বাংলাদেশ কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর সম্বলিত একটি বই বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত বইটিতেও তথ্য প্রাপ্তির আবেদন এবং আপীল আবেদন ফরম সংযুক্ত রয়েছে। তাছাড়া চলতি মাসেই তথ্য কমিশনের ওয়েব সাইটে ফরম দুটি পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন ঃ ৫৫। যদি কোন অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা না থাকে তাহলে, কে তথ্য প্রদান করবেন?

উত্তর ঃ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধানাবলী সাপেক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগদান বাধ্যতামূলক। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে বিকল্প কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রশ্ন ঃ ৫৬। সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছ থেকে কোন তথ্য জানতে পারবেন কিনা?

উত্তর ঃ আইন অনুযায়ী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য জানতে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন ঃ ৫৭। শিক্ষা ক্যারিকুলামে RTI আইন সংযুক্ত করার কোন পদক্ষেপ আছে কিনা?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে তথ্য কমিশন শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংসদের তথ্য মন্ত্রণালয় বিষয়ক স্থায়ী কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

প্রশ্ন ঃ ৫৮। তথ্য কমিশন কি প্রতি বছর বার্ষিক রিপোর্ট প্রদান করবে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। কমিশনের বার্ষিক রিপোর্ট ওয়েব পোর্টালে পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন ঃ ৫৯। সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ছাড়া সাংবাদিকেরা কি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবে কিনা?

উত্তর ঃ সাংবাদিকদের জন্য আলাদা কোন ব্যবস্থা নেই। সাংবাদিকগণও এ আইন অনুসরণপূর্বক তথ্য প্রাপ্তিতে সংক্ষুব্ধ হলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।

প্রশ্ন ঃ ৬০। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এবং প্রবিধানমালা বিভিন্ন দপ্তরে সহজে পৌঁছানোর ব্যবস্থা তথ্য কমিশন হাতে নিয়েছে কিনা?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে তথ্য কমিশন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ইতোমধ্যে Web portal নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় রয়েছে। www.moi.gov.bd এবং www.bgpress.gov.bd থেকে বিনামূল্যে ডাইনলোড করা যাবে। তাছাড়া তথ্য কমিশন কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর সম্বলিত বই প্রকাশ করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় প্রবিধানমালা গেজেট আকারে প্রকাশের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ ৬১। গত এক বছরে তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কতটুকু অগ্রসর হয়েছে?

উত্তরঃ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ কার্যকর হওয়ার পরপরই তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। জুলাই, ২০০৯ সালের প্রথম সপ্তাহেই প্রধান তথ্য কমিশনার ও দুই জন তথ্য কমিশনার যোগদান করেন;

৭৬ জন জনবল কাঠামো যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে;

নিয়োগ বিধিমালা অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;

০৪ জন কর্মকর্তা সংযুক্তির মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া হয়েছে;

তথ্য অধিকার আইনের অধীন বিধিমালা গেজেট আকারে জারি হয়েছে ও প্রবিধানমালা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;

প্রত্নতত্ত্ব ভবনের ৩য় তলায় তথ্য কমিশনের অফিস স্থাপন করা হয়েছে;

তথ্য কমিশনের জন্য ইতোমধ্যে প্রাথমিকভাবে প্রয়োজনীয় অফিস সরঞ্জামাদি, কম্পিউটার সামগ্রী, যানবাহন ইত্যাদি সংগ্রহ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে;

তথ্য অধিকার আইন, বিধিমালা এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর সম্বলিত একটি পুস্তিকা ইতোমধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে;

সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব এম. আজিজুর রহমান এর কর্মকাল গত ১০.০১.২০১০ তারিখে উর্ত্তীন হওয়ায় প্রধান তথ্য কমিশনার পদে সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সচিব জনাব মোহাম্মদ জমির গত ৩১.০৩.২০১০ তারিখে যোগদান করেছেন;

অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে ইতোমধ্যে (জুন. ২০১০ পর্যন্ত) ২৫টি জেলায় তথ্য অধিকার আইনের উপর জনঅবহিতকরণ সম্পন্ন করা হযেছে;

তাছাড়া বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী দপ্তর, সংস্থা, এনজিও, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া, বিশ্ব ব্যাংক, ইউএনডিপি, আইএলও, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ একাডেমী প্রভৃতিতে সভা। সেমিনার করা হয়েছে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

IMPORTANT QUESTIONS RAISED DURING SENSITIZATION ON RTI AND ANSWERS THEREOF

Question: 1. Who is the appellate authority and who will appoint them?

Answer: As per section 2 (a) of the Right to Information Act, the administrative head of the immediate superior office of the information providing unit will be the appellate authority. In case of absence of any such office, the administrative head of the concerned information providing unit will be the appellate authority.

Question: 2. In Which organizations, the 'Designated Officer' will be appointed ?

Answer: As per Section 2 (b) and 2(d) of the Right to Information Act 2009, the following organizations/offices will appoint Designated Officers in their head, divisional, district and upazila level offices:

(i) Any organization constituted in accordance with the Constitution of the People's Republic of Bangladesh;

(ii) Any ministry, division or office established under the Rules of Business made under article 55(6) of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh;

(iii) Any statutory body or institution established by or under any

Act;

(iv) Any private organisation or institution runs by government financing or with aid in grant from the government fund;

(v) Any private organisation or institution runs by foreign aid in grant;

(vi) Any organisation or institution that undertakes public functions in accordance with any contract made on behalf of the Government or made with any public organisation or institution; or

(vii) Any organisation or institution as may be notified in the official Gazette from time to time by the Government;

Question: 3. How will information of the judiciary be made available?

Answer:. As per Section 2(b)(i) of the Right to Information Act 2009 the judiciary is an organization constituted in accordance with the constitution of the People's Republic of Bangladesh. Under Section 9 of the Act, a person upon applying for any information may get it from the concerned Designated Officer within the specified time subject to the provisions made under section 7 of the Act.

Question: 4. What is the logic of the third party to provide information ?

Answer: According to section 2(i) of the 2009 Right to Information Act, a third party means another person or group other than the information seeker or information providing authority associated with the information. The law provides rationale for this. For example, the name of Upazila Sub-registrar may come as a third party with Assistant Commissioner (land) for any information pertaining to land.

Question: 5. Which one of the law i.e. the Secrets Act, 1923 or the Right to Information Act, 2009 will be given precedence while providing information?

Answer: The Right to Information Act, 2009 shall have precedence over those sections of the

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Official Secrets Act, 1923 which create impediment in providing information (Section 3).

Question: 6. When is immediate disclosure of information available?

Answer: As per section 9 (4) of the Act, the Designated Officer shall provide preliminary information of a request for information on life or death, arrest or release of a person from prison within 24 hours.

Question: 7. What benefits will marginal groups, particularly women and children, get from the law?

Answer: Section 4 of the Act guarantees that every citizen shall have the right to information and concerned authority is obligated to provide information at the request of a person. Nothing is mentioned for women and children separately.

Question: 8. How will poor and illiterate women collect information and what does the Act say concerning underprivileged women?

Answer: As per Section 4 of the Act, every citizen shall have the right to get information and the concerned authority is obligated to provide information at the request of a person, Law is equally applicable for all citizens. Nothing is mentioned for poor or illiterate women as the law is equal for all citizens. However, an illiterate person may apply for information by giving his finger print as per existing law.

Question: 9. Will the Designated Officer be made responsible in cases where a person distorts information?

Answer: It is stated in the section 4 (5) of the Right to Information Rules, 2009 that the Designated Officer shall certify every page of information to be given to an applicant for information. The paper will contain the name, designation, signature and official seal of the Designated Officer. Thus, there is no scope to distort the information provided by the Designated Officer.

Question: 10. Is there any exception provided in the Act on the definition of information?

Answer: Section 2 (f) of the Act clearly classifies information. For example, Information means any memo, book, design, map, agreement, information-data, log book, order, notice, document, sample, letter, statement, accounts, project proposal, photographs, audio-video, painting, film, electronically made instrument, machine readable documents and any informational material or its replica with regards to formation and functioning of any organization. However, any official note sheet or copy of a note sheet will not be included.

Question: 11. Is there any departmental law that will create problems for implementing out the Right to Information Act?

Answer: As per section 3 of the Right to Information Act, 2009 this Act will get precedence in case of any conflict with departmental law to provide information to people.

Question: 12. Will the provision for acknowledgement of the receipt of information be included in 'Schedule A' ?

Answer: The Right to Information Rule 3 (2) ensures acknowledgement of the receipt of information.

Question: 13. Do all people have the right to get information?

Answer: Section 4 of the Right to Information Act, 2009 guarantees that every citizen shall have the right to information and the concerned authority is obligated to provide information at the request of a person.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Question: 14. Will a bidder have the right to know about shortcomings of tender submitted by other bidders?

Answer: Under section 7 (p) of the Right to Information Act, 2009 it is not mandatory for any organization to provide information to anyone before completion of the procurement process or prior to finalization of the decision. It should be consistent with the Public Procurement Rules.

Question: 15. Is an application for any personal information allowed?

Answer: Sub-section (h), (i), (j) and (r) of section 7 of the Right to Information Act, 2009 provide that any information which may offend the privacy of one's life, any information which may endanger life or physical safety of any person any information given secretly to assist the law enforcing agencies, or any personal information protected by any law, are not subject to mandatory disclosure.

Question: 16. Who will be appointed as Designated Officer to provide information in a college?

Answer: The principal of the college him/herself may discharge the duty or appoint any teacher of the college as a Designated Officer to provide information to public.

Question: 17. Is it allowed to seek any information on a case that is sub judice?

Answer: Under section 7 (k) and (l) of the Act, it is not mandatory on the part of the Designated Officer to provide any information which has been expressly for bidden by any court of law, or any information which may disrupt the investigation process.

Question: 18. Personal information of a patient (e.g. whether he/she has HIV, AIDS etc.) is not provided without permission of the patient. What can be done in this case according to medical ethics?

Answer: As per section 7 (h) and (i) of the act, it is not mandatory to disclose any personal information.

Question: 19. Is it mandatory to provide a postmortem report?

Answer: Anybody may apply for postmortem report. But, under section 7 (l) of the act, the concerned official is not bound to give any information on postmortem report if it is related to a case which is still under investigation.

Question: 20. Is anybody obligated to give personal information?

Answer: Under section 7 (h) and (i) of the Act, it is not mandatory to give any personal information.

Question: 21. Is provision of providing information by mobile phone allowed? Is it obligatory?

Answer: A request for information should be in a written format in the interest of preserving records. As per section 8(3) of the Act, the request should be in a specific format or in printed form or by e-mail. Hence, there is no scope for giving information through mobile phone as the Designated Officer must certify on every page of the document along with name, signature and designation etc.

Question: 22. How will illiterate persons apply for information?

Answer: According to Section 8 of the Right to Information Act, 2009 an application for information should be written. Designated Officers will help illiterate persons, who will give fingerprint as per law while applying for any information.

Question: 23. What should a Designated Officer do and not do while giving information?

Answer: As per section 9 of the Right to Information Act, 2009 a Designated officer should do the following while giving information:

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

(a) The Designated Officer will provide information within a maximum 20 working days of receipt of an application from a citizen.

(b) The information should be given within 30 working days if more than one unit or authorities are involved with the information.

(c) If the Designated Officer for any reason is unable to provide information, he/she will inform the applicant of the reason within 10 working days.

(d) The Designated Officer will provide primary information within 24 hours of receiving any application if it is related to any matter of life, death, arrest or release of a person from jail.

(e) If the information sought is available in office, the Designated Officer will ascertain a fair price of the information and the applicant will be requested to pay the price within five working days.

(f) If a third party is involved with providing the information, the Designated officer will issue a notice to the third party to provide a written or verbal opinion within five working days of receiving the request.

(g) After receiving the opinion of the third party, the Designated officer will consider the opinion and thereafter take decision about giving information to the applicant,

(h) A request for information for which provision is not mandatory should not be totally rejected. The portion of the information that is not mandatory for disclosure may be logically withheld and the remaining information may be separated and provided to the applicant.

(i) The Designated Officer will help the physically impaired persons in getting information.

According to Section 7 of the Act, it is not mandatory for a Designated Officer to provide information on 20 matters and as per schedule annexed under Section 32 of the Act, eight organizations are exempted from giving information. However, these organizations with prior approval of the Information Commission, must provide information if it is related to corruption or violation of human rights issues.

Question: 24. Is anything mentioned in the Act for the disabled?

Answer: Section 9 (10) of the Act has a special instruction that Designated Officers will extend help to provide information to physically impaired persons.

Question: 25. Who will appoint Designated Officers?

Answer: As per section 10 of the Right to Information Act, every authority shall appoint a Designated Officer within 60 days after the commencement of this Act.

Question: 26. What action will be taken against the officials who say they are not obligated to give information?

Answer: As per Section 9 of the Right to Information Act, a Designated Officer is bound to respond to an applicant within the stipulated time. In case of failure of the Designated Officer to do so, the applicant, under Section 24 of the Act, may prefer an appeal to the appellate authority within the next 30 days. Within 15 days of the receipt of the appeal, the appellate authority will either give directives to the concerned Designated Officer to provide information or reject the appeal if is it found to lack grounds. If the applicant becomes aggrieved with the decision, he/she may submit a complaint to the Information Commission within the next 30 days according to section 25. The Information Commission will arrange hearing of all concerned parties and take a decision in this regard within 45 days. However, time for resolution of the complaint may be extended in case the statement of a person or inquiry into the content is required. In any case, the total time including the extended time must not be more than 75 days. If the Designated Officer is found guilty in the inquiry, the commission may recommend for departmental punishment including fine.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Question: 27. Can the same person serve as the 'Appellate Authority' and 'Designated Officer ' at the same time ?

Answer: According to the 2009 Right to Information Act, 2009 the scope for the same person to be the 'appellate authority' and 'Designated Officer ' at the same time is limited. It is possible where there is no supervision officer of the information providing unit.

Question: 28. Is there any accountability of the Information Commission? It is accountable to whom and to what extent is the Commission answerable to the Ministry of Information?

Answer: Under section 11 (2) of the Act, the Information Commission is a statutory independent body accountable to the President. The Ministry of Information gives secretarial support to the Commission.

Question: 29. What action can the Information Commission take in a case where an organization gives wrong information?

Answer: As per section 13 (e) of the Act, the Information Commission has the power to receive any complaint against any organization, carry out an inquiry and dispose of the matter as per law. In case, where an organization giving any wrong information, the Information Commission may impose fine @ TK 0.50 per day subject to a maximum of Tk.5,000 and in addition may recommend to the concerned authority for departmental action against that official under section 27 of this Act.

Question: 30. Is it possible to take any departmental action against the officials responsible for giving misleading information?

Answer: In case of giving misleading information as it appear under section 13(e) of the Right to Information Act, 2009 the Information Commission has the power to impose a fine against an official under section 27 (d) and (e) and may recommended to bring charges of misconduct against such official for departmental punishment under section 27(3) of the Act.

Question: 31. What action may be taken against the Designated Officer if he/she denies to provide information?

Answer: If any Designated Officer denies to provide any information, the applicant seeking information may file an appeal with appellate authority within 30 days under section 24 of the Act.

Question: 32. Is there any fee to get information?

Answer: The 2009 Right to Information Rules, 2009 (in the Form under Rule 8) stipulates the following fees for information:

(1) For supplying any written document (map, design, photograph, computer print) on A3 or A4 size paper, every page is 2 Taka, and for any larger size copy the actual price of the paper.

(2) For supplying information on a disc, CD etc.:(a) free of cost if the applicant supplies the disc or CD, (b) actual price of the disc or CD if it is supplied by the information provider.

(3) Free of cost, if the information is supplied to anybody as per law, government rules, or directives.

(4) Any commercial publication at its prescribed value.

Question: 33. Is there any honourarium for a Designated Officer?

Answer: The Right to Information Act has no provision of giving any honourarium to the Designated Officers. It is to be done in addition to his own duties.

Question: 34. How will publications on the Right to Information Act, 2009 be made available?

Answer: A gazetted copy of the Right to Information Act, 2009 published by the Bangladesh Government Press is available at Taka 12. Both the Bangla and English version of the act can also be

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

downloaded free of cost from www.bgpress.gov.bd or www.moi.gov.bd In addition, the Bangladesh Information Commission has published a book with important questions and answers on the "Right to Information Act, 2009" and "Right to Information Rules, 2009" for free distribution among the Designated Officers of different authorities.

Question: 35. Will there be arranged any public sensitization programme or information delivery/ training programme on the 2009 Right to Information Act, 2009?

Answer: Public sensitization on information delivery programme and meetings to exchange views on the Right to Information Act, 2009 will gradually be arranged at district and upazila levels. A coordinated training manual is being prepared and orientation training programmes will be arranged for Designated Officers at government/ semi- government/ autonomous training academies. In addition, Designated Officers of the ministries/ divisions/ and organizations will be given training in the Information Commission Office. Later, the Information Commission will arrange training to be imparted to the designated officers at district level with the support of the Deputy Commissioners.

Question: 36. What is the role of journalists to implement the Right to Information Act?

Answer: Journalists of both electronic and print media can play an important role in implementing the Right to Information Act, 2009. Their publicity in both the media will enhance the level of public awareness about the Act and make public understand the useful aspects of the Act.

Question: 37. Whether information can be sought from the police and RAB?

Answer: Certainly, information may be sought from the police and RAB. However, the Act will not be applicable for the Special Branch of Bangladesh Police and intelligence cell of the RAB as per schedule annexed under section 32 of the Right to Information Act, 2009. Yet, any information related to corruption or human rights violations in those organizations or institutions should be provided upon prior approval of the Information Commission.

Question: 38. How many persons for whom the law was enacted know about the law and how they will benefit from the law?

Answer: The present government has enacted the law for the people of the country. It is not the sole responsibility of Information Commission, but rather the responsibility of all to implement the law. The Information Commission will take all necessary measures to reach the benefit of the law to the doorstep of the people of the country by taking various short, medium and long-term planning for publicity and promotion of the law. The Information Commission believes that people will certainly benefit by applying the law.

Question: 39. What is the relation of the Right to Information Act with Citizen's Charters?

Answer: Citizen's Charter makes public what kind of services people may get from an organization or office as well as the process and terms and conditions of getting the services. Through Citizen's Charter people can get an idea about the functions of an office. The charter is also one of the components of implementing the Right to Information.

Question: 40. What can the Commission do if the government doesn't follow the law?

Answer: The government doesn't mean any individual or office, but it is rather a composite entity. If any organization or concerned Designated Officer of an office breaks the law, the Information Commission may take necessary action as per law.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

If required, the Commission may impose a fine on the Designated Officer and even recommend for departmental action, if s/he intentionally creates any impediment in providing information

Question: 41. Is there any provision for the protection of the government official/ Designated Officers? Can a Designated Officer be sued for giving any information?

Answer: Government officials/ Designated Officers get protection under section 31 of the Right to Information Act, 2009. No criminal or civil case can be filed against a government official/ Designated Officer even if information given by him/her in good faith causes damage to anybody's interest.

Question: 42. Will multinational companies be brought under the Right to Information Act?

Answer: It requires discussion to discuss on whether the multinational companies would be brought under the law. The Information Commission believes that lawmakers will take a decision that will be better for the country.

Question: 43. How do government officials/employees get information from other offices?

Answer: There is no embargo of getting information by government officials/ employees from other offices in the 2009 Right to Information Act. They may get information in the same way as the citizens.

Question: 44. Is the Police Force obligated to give information?

Answer: As per law, the Police Force is obligated to provide information. But, as per the section 32 of the Right to Information Act, the Special Branch of Bangladesh Police and Intelligence Cell of the RAB are exempted from this obligation. However, any information relating to corruption of the organization or human rights violations in those organizations should be provided upon prior approval of the Information Commission.

Question: 45. May the Act be amended?

Answer: It is the duty of the government to amend any law in the interest of the people. The government in consultation with the Information Commission may amend the Act in the parliament, if required.

Question: 46. Will a Designated Officer be appointed in every office and is it required to consult with the head of the office before that appointment?

Answer: A Designated Officer should be appointed in every office. The head of the office himself can do the job or give the responsibility to any official/ employee under his control.

Question: 47. Is it essential to put on display a list of all information on the board of an office?

Answer: Many departments are following this method, which is benefiting people. The Information Commission will introduce regulations in this regard and it is now under process.

Question: 48. Will information be put on a billboard ?

Answer: The commission is actively considering this matter.

Question: 49. What is an information providing unit?

Answer: An "information providing unit" means head office, divisional office, regional office, district office or upazila office of any department, directorate or office attached to or under any ministry, division or office of the Government.

Question: 50. Can only one Designated Officer be appointed when there are a number of similar offices?

Answer: Consideration should be given as to whether the offices are separate or not. If they are

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

situated in different places, every office will be considered as information providing unit and a designated officer should be appointed in every unit. Such officer should be appointed up to Upazila level at the lowest.

Question: 51. Is there any necessity of destroying files under the Act?

Answer: Concerned authorities may classify the files according to the provisions of the Secretarial Instructions and take necessary measures in this regard. However, the Information Commission will clarify the issue by promulgating necessary regulations.

Question: 52. If any confusion over providing information arises, how will it be resolved?

Answer: In case of any confusion over providing information, the Designated Officer, as per law, will discuss the issue with concerned authorities. If any authority fails to remove the confusion, the designated officer should go up to Information Commission.

Question: 53. Is it the responsibility of the Information Commission to disseminate the laws which are mostly used in the country?

Answer: Every ministry, division, department and offices function as per law. Concerned offices at their own initiative will play the role in collecting, disseminating and publicizing laws to make people aware.

Question: 54. How will the application form and appeal form be made available?

Answer: There are specific formats of the application form and the appeal form in the Right to Information Rules. The rules were published on November 1,2009 from Bangladesh Government (BG) Press, Dhaka. It costs only Taka 4 only. In addition, the form can be downloaded free of cost from the website www.bgpress.gov.bd. Furthermore, the Information Commission has published a book containing the Right to Information Act, 2009, the Right to Information Rules and important questions and answers in this regard to be distributed free of cost. This forms are also available in this book. Finally, both the forms will be available in the website this month after hosting.

Question: 55. Who will provide information if an office has no Designated Officer?

Answer: Under the Right to Information Act, 2009 the appointment of a Designated Officer is mandatory for every office. In the absence of the Designated Officer, an alternate officer will discharge the duty.

Question: 56. Are junior government official/ employees allowed to seek any information from senior officials?

Answer: The law doesn't bar any official/ employee from seeking information from higher authorities.

Question: 57: Has any step been taken to include RTI into academic curricula?

Answer: The Information Commission has drawn the attention of the Ministry of Education and Parliamentary Standing Committee on Ministry of Information in this regard.

Question: 58. Will the Information Commission submit its annual report?

Answer: Yes, the annual report of the commission will be available on its web portal.

Question: 59. May journalists, except aggrieved persons, lodge any complaint with Information Commission?

Answer: There is no separate provision for journalists. If they are aggrieved in getting any information, journalists may also lodge complaints with the Information Commission.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Question: 60. What arrangement has the Information Commission taken to facilitate different offices to get the RTI Act, RTI Rules and other related regulations in an easy way?

Answer: The commission has already undertaken a programme in this regard. The construction of a web portal is now under process. The Act and Rules can be downloaded free of cost from the web site www.moi.gov.bd and www.bgpress.gov.bd. The Information Commission has published a book containing Right to Information Act, 2009, Right to Information Rules and important questions and answers in this regard to be distributed free of cost among the Designated Officers. The process of publishing the regulations in the gazette is underway.

Question: 61. What is the progress of implementation of the Right to Information Act over the past year?

Answer:

" Information Commission was established just after the 2009 Right to Information Act came into effect. The Chief Information Commissioner and two other commissioners joined office in the first week of July, 2009.

" Organization structure of the commission with 76 people has been approved by competent authorities.

" Appointment rules are under the process of approval.

" Four officials were appointed on attachment.

" The Right to Information Rules was published in gazette and making of regulations is now under process.

" The office of the commission has been set up on the second floor of the Archaeology Building.

" Procurement of office materials, computers, transport etc. for the office is complete.

" The Information Commission has published a book containing the Right to Information Act 2009, the Right to Information Rules and important questions and answers.

" Ambassador (Retd.) Mohammad Zamir took office on 31.03.2010 as the new Chief Information Commissioner after expiry of the tenure of the M Azizur Rahman on 10.01.2010.

" Amid many limitations, publicity, sensitization for delivering information on the Right to Information Act were held in 25 Districts up to June, 2010.

" Meetings and seminars were held with different government/ private offices, NGO, electronic and print media houses, World Bank, UNDP, ILO and training academies.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

জনঅবহিতকরণ সম্পন্ন হয়েছে এরূপ জেলাসমূহ ঃ

কুমিল্লা ,মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, নড়াইল, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, মাগুড়া, গোপালগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, রাজবাড়ী, খাগড়াছড়ি, যশোর, মাদারীপুর, নরসিংদী ,নাটোর, সিরাজগঞ্জ , রংপুর, বগুড়া, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, শেরপুর, রাজশাহী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, বাক্ষণবাড়িয়া, বরিশাল, বাগেরহাট ও বান্দারবান জেলা এছাড়াও বিভাগীয় পর্যায়ে ঢাকা বিভাগ এবং উপজেলা পর্যায়ে কুমিল্লা সদর উপজেলা ।

প্রিন্ট মিডিয়ার সাথে সাক্ষাৎকার ঃ

- "নিউজ টুডে", "নিউ এইজ", "মিডিয়া ওয়াচ", "সমকাল", "দি ইনডিপেন্ডেন্ট", দি ডেইলি সান, ব্যাংক বীমা অর্থনীতি, "যায়যায় দিন", "যুগান্তর", "সংবাদ", "আমাদের সময়", 'প্রথম আলো', 'কালের কণ্ঠ', 'জনকণ্ঠ,' এবং 'ডেইলি স্টার' ।

ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাথে সাক্ষাৎকার ঃ

- 'ইটিভি', 'আরটিভি', 'দেশ টিভি', 'এনটিভি', 'চ্যানেল আই' "আইস টুডে", "আরটিভি", "ইটিভি", "এটিএন", "এনটিভি", "বিটিভি" প্রভৃতি ।
- সংবাদ সংস্থা বিশেষ করে "বাংলাদেশ বেতার", "বিবিসি", "ভোয়া", "বিডি-২৪", "বিএসএস" প্রভৃতির সাথে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' বাস্তবায়নকল্পে বিস্তারিত আলাপ -আলোচনা ।

সৌজন্য সাক্ষাৎকার ঃ

- মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রী, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রী, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর সংস্থাপন মন্ত্রণালয় বিষয়ক উপদেষ্টা ।

বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতগণের সাথে আলোচনা ঃ

- জার্মানী, সুইডেন, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, সিঙ্গাপুর, কুয়েত, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য ।

বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক সংস্থার সাথে আলোচনা ঃ

- ইউএনডিপি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এডিবি, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ইউনিসেফ, ইন্টারনেশনাল প্রেস ইন্সটিটিউট প্রভৃতি ।

বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার সাথে আলোচনা ঃ

- 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন', 'এমআরডিআই', 'রিসার্চ ইনশিয়েটিভ্স, বাংলাদেশ', 'আর্টিকেল-XIX', 'ব্র্যাক' 'কমিউনিটি রেডিও', 'ইন্টার-কোঅপারেশন', 'এলকপ', 'নাগরিক উদ্যোগ', 'আরডিআরএসএস', 'গভার্নেন্স এডভোকেসি ফোরাম', 'গণস্বাক্ষরতা অভিযান', 'আইন ও শালিস কেন্দ্র', 'আদিবাসী পরিষদ', 'উন্নয়ন কথা', 'CIS ও UNIC কর্তৃক তথ্য সাক্ষরতা ' 'মানবাধিকার আইনজীবি পরিষদ, কুষ্টিয়া' প্রভৃতি ।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার সাথে আলোচনা ঃ

- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত ও গৃহায়ণ মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়,পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, এলজিইডি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জনতা ব্যাংক ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফাইন্যান্স প্রভৃতি

আঞ্চলিক কর্মশালায় অংশগ্রহণ ঃ

- ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত 'Towards More Open and Transparent Government in South Asia' শীর্ষক Regional Workshop এ অংশগ্রহণ ।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তথ্য কমিশন

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা -১২০৭
টেলিফোন নম্বরসমূহ ঃ ৯১১৩৯০০, ৯১১০৭৫৫, ৯১১০৬৭৫, ৯১১১৫৯০, ৮১৮১২২২,
৮১৮১২১০, ৮১৮১২১৮, ৮১৮১২১৭, ৯১৩৭৩৩২, ৯১৩৭৪৪৯ ফ্যাক্স- ৯১১০৬৩৮
ওয়েব সাইট www.infocom.gov.bd ই-মেইলঃ cicicbd@yahoo.com

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor